মুফতী ফজলুল হক আমিনী

নির্বাচিত ভাষণ ও নসীহত

আল্লাহর পথে

জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকা

www.pathagar.com

১৪৩১-৩২ হিজরী

১৪১৭-১৮ বঙ্গাব্দ

২০১০-১১ ঈসায়ী

জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া

লালবাগ, ঢাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাঁর দুআ এবং তাওয়াজ্জুহ'র বদৌলতে
মুসলমানদের সামনে কথা বলার তাওফীক
আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছেন,
যিনি আমার বক্তব্য রাখার সময়
আমার দিকে তাকিয়ে এই বলে দুআ করতে থাকতেন–
'হে আল্লাহ! আমিনীর মুখ দ্বারা দ্বীনের
সহীহ কথা বের করে দাও'।
সেই মহান সাধক, বুযুর্গ ব্যক্তি [illegible] শরীয়ত
হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লা[illegible] (রহ.)-এর
দারাজাত বুলন্দীর উদ্দেশ্যে–

ফজলুল হক আমিনী

www.pathagar.com

মুফতী ফজলুল হক আমিনী

নির্বাচিত ভাষণ ও নসীহত

আল্লাহর পথে

সম্পাদনা

[illegible] হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী

[illegible]াহ

[illegible]ওয়াছেল

[illegible]হোসাইন

[illegible]

অনুলিখন

[illegible]ন, শরীফ মুহাম্মদ, ফয়জুল্লাহ চাঁদপুর, শিবলী খান,
[illegible] আহমদ, আনিসুর রহমান, কামালুদ্দীন সালেহ,
[illegible] বিন গুলজার, শহীদুল আনওয়ার,
[illegible] হোসাইন, মুঈনুদ্দীন, আবীদুল্লাহ, দেলাওয়ার হোসাইন

www.pathagar.com

মুফতী ফজলুল হক আমিনী

নির্বাচিত ভাষণ ও নসীহত

আল্লাহর পথে

সম্পাদনা	[illegible] হোসাইন
সম্পাদনা সহযোগী	মাওলানা [illegible]রিফ মু[illegible] মুফতী মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ মাওলানা আহলুল্লাহ ওয়াছেল মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন মাওলানা শিবলী খান
প্রকাশনা ও ব্যবস্থাপনা	১৪৩১-৩২ হিজরী সনের শিক্ষা সমাপনী ছাত্রবৃন্দ
প্রকাশকাল	শা'বান ১৪৩২ হিজরী জৈষ্ঠ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ জুলাই ২০১০-১১ ঈসায়ী
প্রচ্ছদ	সালসাবীল
অলঙ্করণ	কারুকাজ
হরফ বিন্যাস	রিয়াজতুল্লাহ
কম্পিউটার কম্পোজ	কাজী আজিজুল হক
স্বত্ব	মুফতী ফজলুল হক আমিনী
শুভেচ্ছা বিনিময়	৩০০ টাকা

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

ভারত, পাকিস্তান। উপমহাদেশের এই দুইটি দেশে আকাবির আসলাফের মূল্যবান বয়ান, ওয়ায, নসীহত, বক্তৃতা, ভাষণ ব্যাপকহারেই বই আকারে বের হয়েছে। এগুলো মূলতঃ দ্বীনের অমূল্যরত্ন। তাঁরা দীর্ঘ গবেষণা মেহনত করে মুসলমানদের সামনে দ্বীনের প্রকৃত ও বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন। প্রকৃতপক্ষে এগুলো দ্বীনের নির্যাস। এগুলো পাঠ করলে দ্বীনের হাকীকত সামনে এসে যায়। ইলমে দৃঢ়তা ও মযবূতী পয়দা হয়।

ভারত পাকিস্তানের উলামায়ে কিরামের অমূল্য কথাগুলো পাঠক সমাজের সামনে আসলেও বাংলাদেশের আলেম-উলামা ও মহান সাধক, বুযুর্গদের অমূল্য বাণী সংরক্ষণের আজও তেমন কোন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আমরা প্রথম না হলেও এটি লালবাগ জামেয়ার প্রথম প্রয়াস।

লালবাগ জামেয়ার প্রিন্সিপাল মুফতী ফজলুল হক আমিনী এমপি বর্তমানে শুধু বাংলাদেশেরই নয়, ভারত পাকিস্তানসহ মুসলিম বিশ্বের একজন সেরা শীর্ষ ইসলামী ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে তিনি প্রতিদিন হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষের সামনে মূল্যবান বয়ান রেখে চলেছেন বিরামহীনভাবে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য মুসলমানরা তীব্র প্রত্যাশী। তাঁর জ্ঞানগর্ভ, যুগোপযোগী, সাহসী ও জ্বালাময়ী মূল্যবান ভাষণ ও নসীহতগুলো মুসলমানদের মাঝে বই আকারে প্রকাশ করার দাবী দীর্ঘদিনের। বিভিন্ন জটিলতার কারণে এমন একটি উদ্যোগ নেয়ার সাহস আমাদের ছিল না।

লালবাগ জামেয়ার ১৪২৪-২৫ হিজরী সনের শিক্ষা সমাপনী ছাত্ররা বড় সাহসিকতার সাথে এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের সাহসিকতার ফলেই মুসলমানদের কল্যাণের জন্য লালবাগ জামেয়ার স্বনামধন্য প্রিন্সিপাল মুফতী ফজলুল হক আমিনী এমপি'র ভাষণ ও নসীহতের ভাণ্ডার থেকে 'নির্বাচিত ভাষণ ও নসীহত : আল্লাহর পথে' নামে এই বইটি প্রকাশ করা হল। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই উদ্যোগকে সফল ও স্বার্থক করুন এবং এই কার্যক্রমের

www.pathagar.com

ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার তাওফীক দান করুন।

বইটিতে যেসব ভাষণ স্থান পেয়েছে সময়ের অভাবে মূলতঃ এগুলো যাঁচাই বাছাইয়ের তেমন কোন সুযোগ হয়ে ওঠেনি। যে কারণে বেশকিছু ভাষণে বক্তব্যের বর্ণনাধারা বহুলাংশে প্রায় একই ধরণের মনে হতে পারে। এগুলোকে অবশ্য সম্পাদনা করে কাটছাট করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কাটছাট করলে বক্তব্যের মূল স্পিরিট ব্যাহত হয় বিধায় আমরা সে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এছাড়া ভাষণগুলো যেহেতু বিগত ২ বছরের। একারণে স্থান কালের প্রেক্ষাপটেই ভাষণের ধরণ ও বিষয়বস্তুর অবতারণা প্রায় কাছাকাছি হবে। আর এটি-ই স্বাভাবিক।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে এবারকার শিক্ষা সমাপনী ছাত্রদের মূখ্য ভূমিকা থাকলেও অনুলিখকদের শ্রম ও পরিশ্রমের কারণেই মাত্র একমাস সময়ের মাঝে সাড়ে চারশত পৃষ্ঠার বিশাল একটি বই বের করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া বইটি প্রকাশনার সাথে জড়িত সবাই আন্তরিক ছিলেন সন্দেহাতীতভাবে। তাড়াহুড়ার কারণে বইটিতে ভুল থেকে যাওয়াটা অসম্ভব নয়। সচেতন পাঠক মহল ভুল চিহ্নিত করে আমাদেরকে জানালে পরবর্তীতে তা সংশোধন করে দেয়ার অঙ্গীকার থাকল। আল্লাহ তাআলা এই সামান্য খেদমতকে কবূল করুন।

পরিশেষে বইটির প্রকাশক লালবাগ জামেয়ার এবারকার শিক্ষা সমাপনী ছাত্রদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও সফলতা কামনা করছি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দ্বীনের খেদমতের জন্য কবূল করুন। আল্লাহুম্মা আমীন!

–সম্পাদক

www.pathagar.com

প্রথম সংস্করণে

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম।
'নির্বাচিত ভাষণ ও নসীহত : আল্লাহর পথে' বইটি সর্বপ্রথম প্রকাশ হয় ২০০৪ সালে। প্রকাশ হওয়ার পরই বইটি পাঠকসমাজের কাছে ব্যাপক সমাদৃত হয়। হুমড়ি খেয়ে পড়েন এর কপি সংগ্রহের জন্য। বই প্রকাশের আগে আমরা বুঝতেই পারিনি এর চাহিদা এমন তুঙ্গে ওঠবে। না পাওয়ার যাতনাকে সঙ্গে করে অনেককেই খালি হাতে ফিরে যেতে হয়েছে। এই বিপুল প্রত্যাশা ও সীমাহীন পাঠকচাহিদার প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও বিগত এ কয়টি বছরে বইটির পুণঃমুদ্রণ সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এবারকার লালবাগ জামেয়ার বিদায়ী ছাত্ররা এর দ্বিতীয় সংস্করণে এগিয়ে এসেছে। প্রথম সংস্করণটিতে তাড়াহুড়ো ও সময়ের সংক্ষিপ্ততার ছাপ পরিলক্ষিত ছিল জোড়ালোভাবেই। যে কারণে ওই সংস্করণে বেশকিছু তথ্যগত ও অর্থগত ভুলভ্রান্তি ছিল অনেকের গোচরে। এবারকার সংস্করণে সেসব ভুলভ্রান্তির পরিমার্জন করত বইটিকে আরো পরিপাটি করে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি পাঠকসমাজ এর দ্বারা বেশি উপকৃত হতে পারবেন।
বক্তৃতা একটি শৈলী। এতে সুন্দর উপস্থাপনা, মনের ভাবের মার্জিত প্রকাশ, বাচনভঙ্গিসহ সবকিছুতেই রয়েছে নিজস্ব ধরণ ও পাণ্ডিত্য। নিপুণভাবে এগুলোর প্রয়োগ করে বক্তব্য রাখাটাই একজন বক্তার নিপুণতার পরিচায়ক। যে কারণে লাখো মানুষের মাঝে শ্রোতাদের চাহিদা মিটিয়ে বক্তব্য রাখতে পারেন এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই কম। একটি কথা হাজারো মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়েছে, কিন্তু তা শ্রোতাদের আকর্ষণ করতে পারছে না। কিন্তু যিনি সঠিক উত্থাপন পদ্ধতি, বাচনভঙ্গি ও পাঠকচাহিদা আঁচ করে বক্তব্য দিতে জানেন, সেই একই কথা শ্রোতাদের ভেতর আকর্ষণ এনে দেয়, চেতনা জাগায়, জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত হতে উদ্দীপ্ত করে।
মুফতী ফজলুল হক আমিনী সেই ব্যক্তিত্ব যার বক্তব্য শোনে, ভাষণ শোনে মানুষ

www.pathagar.com

খোদাপ্রেমের অপার সমুদ্রে সন্তরণের সাহস পায়, অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য সমর্পিত হয়ে যায়। তার জ্বালাময়ী, হৃদয়গ্রাহী, রাসূলপ্রেমী, আল্লাহমুখী ভাষণ শোনার জন্য এদেশের লাখো মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকে। তার একেকটি ভাষণ মুসলমানদের নব উদ্যমে জাগিয়ে তোলে। ইসলামবিরোধীদের অন্তরে কম্পণ সৃষ্টি করে। কিন্তু ইচ্ছাসত্ত্বেও তার ভাষণ শোনার সুযোগ অনেকেরই হয় না। তাই যারা সরাসরি তার ভাষণ শুনতে পারেননি কিংবা যারা বক্তব্য শিখতে আগ্রহী তাদের জন্য এই বইটিতে রয়েছে বহু উপাদান। মসজিদের ইমাম এবং নতুন প্রজন্মের বক্তারাও এই বইয়ের সাহায্যে মেহরাবে বা ওয়াজ মাহফিলে দ্বীনের সঠিক আওয়াজ উচ্চকিত করতে পারেন অনায়াসে।

মুফতী ফজলুল হক আমিনী বর্তমানে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের আপসহীন নেতৃত্বের আসনে সমাসীন। তার বয়ান দ্বারা উপকৃত হয়ে সমাজে ইসলামের আওয়াজ বুলন্দ করার এই সুযোগ নতুন প্রজন্মের আলেমদের গ্রহণ করা দরকার। 'আল্লাহর পথে' বইখানা তাদের জন্য একটি স্মারক দলীল।

১৪৩১/৩২ হিজরী শিক্ষাবর্ষের লালবাগ জামেয়ার তরুণ প্রজন্মের নবীন আলেমরা এই স্মারক দলীলটিকে তাদের জীবনচলার পাথেয় হিসেবে বের করে এটিকে তাদের সম্বল হিসেবে সঙ্গে নিয়ে যাবে; এতো তাদের জন্য একটি গর্বের বিষয়।

আমরা মনে করি তারাও এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত ভাষণের ওপর ভিত্তি করে মুফতী আমিনীর ন্যায় ইসলামের জন্য সিংহের মতো লড়ে যাবে। এই আশা-প্রত্যাশা নিয়ে তাদের উজ্জ্বল, মঙ্গলময় ও সফল জীবনের জন্য মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করছি। আল্লাহ তাআলা এবারকার বিদায়ী তরুণ প্রজন্মের নবীন আলেমদের কবূল করুন। আমীন!

–সম্পাদকবৃন্দ

www.pathagar.com

এক নযরে সূচীপত্র

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও মুসলমানের পরিচয়/২৩ - ৪২
আল্লাহ-ই সকল শক্তির উৎস/৪৩ - ৪৮
সর্বক্ষেত্রেই সুন্দর আমাদের পিয়ারা রাসূল (স.)/৪৯ - ৬৪
যুক্তির নিরিখে ইসলাম ও রাসূলের সৌন্দয/৬৫ - ৭২
অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারী/৭৩ - ৮৬
সীরাতুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না মীলাদুন্নবী (সা.)/৮৭ - ৯০
কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা/৯১ - ১০২
ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা/১০৩ - ১১২
মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা ও পরিচালনায় আমাদের দায়িত্ব/১১৩ - ১২০
ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা/১২১ - ১৩০
ইসলামী আইনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব/১৩১ - ১৪৬
আল্লাহর আইনের শ্রেষ্ঠত্ব অমান্যকারীদের ভয়াবহ পরিণাম/১৪৭ - ১৭০
দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প/১৭১ - ১৮৪
ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় ঠেকানো যাবে না/১৮৫ - ২০২
দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বাধা প্রতিবন্ধকতা/২০৩ - ২২০
ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামকে মিটানো যাবে না/২২১ - ২৩৪
দ্বীনের খেদমত স্বরূপ ও প্রকৃতি/২৩৫ - ২৫৪
কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা ঈমান ও সময়ের দাবী/২৫৫ - ২৬৮
খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) : ত্যাগ সাধনা ও আমাদের করণীয়/২৬৯ - ২৮৮
হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) : ইসলামী আন্দোলনের নবজীবনের রূপকার/২৮৯ - ৩০২
মুফতী ফজলুল হক আমিনী নির্বাচিত নসীহত/৩০৩ - ৩৭০
কুরআনী খেদমত ও একটি নীরব আন্দোলন/৩৭১ - ৩৯২
হাদীস বিভাগের আসাতিযায়ে কিরামের বাণী/৩৯৩ - ৪১২
লালবাগ জামেয়া পরিচিতি/৪১৩ - ৪২০
বিদায়ী ছাত্রদের পরিচিতি/৪২১ - ৪৩২

www.pathagar.com

বিস্তারিত সূচীপত্র

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও মুসলমানের পরিচয়—২৩–৪১

মুসলমান হওয়া আল্লাহর বড় নেয়ামত/২৪
ইসলাম মানেই টেররিজম?/২৪
ইসলামের বিরুদ্ধে সমূহ ষড়যন্ত্র/২৫
সকল উলামায়ে কিরামের মতে দেওয়ানবাগী ভন্ড/২৫
সেবার নামে ঈমান নষ্ট করা হচ্ছে/২৬
নিজের মুরীদ নয় আল্লাহর মুরীদ করুন/২৬
মুসলমান নামকরণের ইতিকথা/২৭
স্বপ্নের রাজা/২৭
স্বপ্ন নয় অহী-ই ইসলামের মূল ভিত্তি/২৭
মুসলমান কাকে বলে?/২৯
মুসলিম নাম ও পরিচয় অনন্তকাল ও আজীবনের জন্য /২৯
প্রচলিত দল ও পীর পরিবর্তন করা কখনো ফরয হয়ে যায়/৩০
দুনিয়ার ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়/৩০
মাদ্রাসা শিক্ষাই সন্ত্রাস দুর্নীতি বন্ধ করতে পারে/৩০
ভন্ডদের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন/৩১
মুসলমান নামধারীরাই মুসলমানদের ক্ষতির কারণ /৩২
আল্লাহর কাছে তাড়াহুড়া নেই/৩২
মৃত্যু মানুষের জন্য কিয়ামত তুল্য/৩৩
শুধু মুখে মুসলমান দাবী করা যথেষ্ট নয়/৩৩
শুধু চেহারা সূরতে নয় আকীদা বিশ্বাসেও মুসলমান হতে হবে/৩৪
সুন্নত অস্বীকার ও উপহাসকারী মুসলমান নয়/৩৪
আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম/৩৪
রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা জরুরী কেন?/৩৫
কুরআনের একটি আয়াত ও আমাদের অবস্থান/৩৫
ইসলামের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নেই, এ দাবী ভিত্তিহীন/৩৬
ইসলামে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে/৩৬
মদ খেলে কাফের হয় না, হালাল মনে করলে কাফের হয় /৩৭
আমার ভয়ে একাজ করেছিস তাই তোকে ক্ষমা করে দিলাম/৩৭

www.pathagar.com

আল্লাহ মানুষের অন্তর দেখেন/৩৮
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কুরবাণী [illegible]
নবীর স্বপ্ন অহী অন্য কারো [illegible]
শাহ আবদুল হক মুহা[illegible]/৩৯
যে পীর রাসূলের আদর্শ বাদ দেয়, সে কুকুরের চেয়ে খারাপ/৪০
ইবরাহীমী চেতনাতেই মুক্তি অন্য কোন চেতনায় নয় /৪১

আল্লাহ-ই সকল [illegible]–৪৩–৪৮
মূল উৎসশক্তি থেকে বিচ[illegible] কারণ/৪৪
আল্লাহ তাআলাই [illegible] শক্তির আধার/৪৪
মুসলমান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করে না/৪৫
মুসলমানদের জন্য দর্শন বিজ্ঞান নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু
যে দর্শন বিজ্ঞান কুরআন বিমুখ করে তা নিষিদ্ধ/৪৬
শুধু উট নয় অর্ধেক দুনিয়ার রাখাল হলেন হযরত উমর (রা.)/৪৭
মুসলমানদের স্বকীয়তা ও শক্তি ঈমানী চেতনার মাঝেই নিহিত/৪৭
আল্লাহর দল সফলকাম/৪৮

সর্বক্ষেত্রেই সুন্দর আমাদের পিয়ারা রাসূল (স.)–৪৯-৬৪
মুসলমানদের উন্নতি অগ্রগতির চাবিকাঠি কি?/৫০
সর্বগুণে সেরা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম/৫০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতটুকু মুহব্বত করতে হবে/৫১
ভালবাসা বিহীন অনুসরণের ফলাফল/৫২
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য/৫৩
একেই বলে ইশকে রাসূল/৫৪
রাসূল প্রেমের মূর্ত প্রতীক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রা.)/৫৫
দুই সাহাবীর দুআ/৫৫
ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দ্বীনের জন্য জীবন
বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে/৫৭
মৃত্যুর পরও রাসূল সা. সুন্দর থাকবেন/৫৭
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহব্বতই নাজাতের কারণ হবে/৫৮
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ পরিক্রমা/৫৮
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক শক্তি/৫৮
হযরত বিলাল (রা.)-এর সীমাহীন ত্যাগ/৫৯
নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মাসুম/৬০
জনৈক ব্যক্তির হযরত খিযির (আ.) এর সাথে সাক্ষাত/৬১
নবুওয়তের পূর্বেও মহানবী মাসুম ছিলেন/৬২
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ পানের ঘটনা/৬২
মহানবীর অনুসরণেই দুনিয়া আখিরাতে সফলতা/৬৪

যুক্তির নিরিখে ইসলাম ও রাসূলের সৌন্দর্য-৬৫-৭২
ইসলাম একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন/৬৬
ইসলাম একমাত্র ত্রুটিমুক্ত ধর্ম/৬৬

www.pathagar.com

মানুষের.বিবেকবুদ্ধি অসীম নয় সসীম/৬৭
যুক্তি নির্ভর না হলেও ইসলামের মৌলিক [illegible] যুক্তির দ্বারা [illegible]/৬৮
আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে ইমাম [illegible] (রহ.)-এর যুক্তি/৬৯
যুক্তি দিয়ে ইসলাম [illegible] সঠিক নয়/৭০
রাসূলের সৌন্দর্যও মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে/৭১
রাসূল সর্বক্ষেত্রে সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন/৭১

অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারী-৭৩-৮৬
আখেরী নবীর সৌন্দর্য/৭৪
নবীর জন্য জীবন দান/৭৮
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক শক্তি/৮০
লাগলে খবর আছে/৮১
কিয়ামতের ময়দানে উম্মতের জন্য মহানবীর ফিকির/৮৫

সীরাতুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না মীলাদুন্নবী (সা.)-৮৭-৯০
সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না
মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম/৮৮
রাসূলের জন্মছিল আলোচিত, আলোকিত/৮৮
শুধু জন্মালোচনা যথেষ্ট নয় পরিপূর্ণভাবে রাসূলের অনুসরণ করতে হবে/৮৯
কিয়ামতের কঠিন অবস্থা আর রাসূলের সুপারিশ/৮৯
মীলাদ সীরাত উভয়টিই সাওয়াবের কাজ তবে/৯০

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা-৯১-১০২
কুরআনী শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিতদের ধারণা/৯২
ভারত স্বাধীনতায় উলামায়ে কিরামের অবদান/৯২
বৃটিশ বিতাড়িত হলেও তাদের প্রেতাত্মাদের বিতাড়ন সম্ভব হয়নি/৯৪
দেশ ও ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না/৯৪
তাদের কাছে অস্ত্র আছে আমাদের সাথে আছেন আল্লাহ/৯৫
হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদের অসীম সাহসিকতা/৯৫
মাদ্রাসার শিক্ষাই মুক্তির সনদ/৯৬
আধুনিক শিক্ষার অসারতা/৯৬
কুরআনের জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য/৯৭
রাসূলুল্লাহর জন্য পূণ্যের সুসংবাদ/৯৮
চাঁদের আলো থেকে হাজার গুণ উজ্জ্বল/৯৯
রাতের সূর্য/৯৯
জুলায়খার বান্ধবীরা কলিজা টুকরো টুকরো করে ফেলত/৯৯
এক মহিলা সাহাবীর ইশকে রাসূল/১০০
কুরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে/১০১

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা-১০৩-[illegible]
দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা/১০৪
ইসলামী শিক্ষা [illegible] সাধারণ শিক্ষার [illegible] /১০৪
মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা/১০৫
কুরআন হাদীসের জ্ঞান মানবজাতির মুক্তির জন্য অপরিহার্য/১০৫

www.pathagar.com

পাশ্চাত্য শিক্ষা মানুষকে নাস্তিকতার দিকে ঠেলে দেয়/১০৫
লাঠির আকর্ষণ তোমার মাথায় পড়েছে/১০[illegible]
ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের শিক্ষা [illegible]/১০৭
শিয়া সম্প্রদায়ের [illegible]/১০৮
বান্দাহর মুক্তি আল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্যে/১০৮
আল্লাহর প্রতি বান্দাহর নিঃশর্ত আনুগত্যের ধরন/১০৯
স্বার্থসিদ্ধির লোক দেখানো ইবাদত মুসলমানিত্বের জন্য যথেষ্ট নয়/১১০
ইসলামী শিক্ষার লীলাভূমি স্পেন কর্ডোভা আজ নীরবে কাঁদছে/১১১
মাদ্রাসা শিক্ষা টিকিয়ে রাখার পন্থা /১১১

মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা ও পরিচালনায় আমাদের দায়িত্ব –১১৩–১২০
গ্রামাঞ্চলে মাদ্রাসা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ/১১৪
দুনিয়ার জন্যও মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য/১১৫
দ্বীনের সমঝ না থাকলে খোদায়ী গযব অনিবার্য/১১৫
আসল মালিক আল্লাহ তো দেখছেন/১১৬
মুসলমানরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে না/১১৬
মুসলমানদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আদিকাল থেকেই হয়ে এসেছে/১১৭
মুসলমানদের অস্ত্র হল আবাবিল/১১৭
হযরত মূসা (আ.)কে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র/১১৮
হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঈমানী পরীক্ষা/১১৯
এক যুবকের ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা/১২০
অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টির জন্য মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য/১২০

ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা-১২১-১৩০
ইসলামী আইন/১২২
প্রচলিত আইন/১২৩
ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের পার্থক্য/১২৩
ইসলামী আইনের প্রতি মানুষের আস্থা/১২৫
হযরত ওমর (রা.)-এর ঘটনা/১২৬
দ্বিতীয় পার্থক্য ঃ আইনের প্রয়োগ/১২৬
ইসলামী আইনের প্রতি মানুষের মনোভাব/১২৭
তৃতীয় পার্থক্য ঃ সেবা না ব্যবসা ?/১২৭
পাশ্চাত্য আইনে জটিলতা/১২৭
এক. আইনী জটিলতা/১২৮
দুই. ব্যয় বহুল/১২৮
তিন. সময় বহুল/১২৮
চার. কোন বিচারই নেই/১২৮
চতুর্থ পার্থক্য ঃ নিরপেক্ষতা/১২৯
আইন প্রণয়নের শর্ত/১২৯
প্রথম শর্ত ঃ ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া[illegible]
দ্বিতীয় শর্ত ঃ আইন প্রণেতা দয়াবান [illegible]/১২৯
তৃতীয় শর্ত ঃ শক্তি ও ক্ষমতা/১৩০

www.pathagar.com

চতুর্থ শর্ত ঃ নিরপেক্ষতা /১৩০
ইসলামী আইনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব –১৩১
প্রথম প্রকার/১৩২
দ্বিতীয় প্রকার/১৩২
তৃতীয় প্রকার/১৩২
চতুর্থ প্রকার/১৩৩
পঞ্চম প্রকার/১৩৪
আকাঈদ ঃ আক্বীদা বা মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা/১৩৪
আল্লাহ্র [illegible]/১৩৬
ঈমানের গুরুত্ব /১৩৭
ইসলামের পরিপূর্ণতা/১৩৭
ইসলামের বিধি-বিধান/১৩৮
ইসলামের মূল আইন দাতা/১৩৮
আইন প্রণয়নের যোগ্যতা/১৩৯
আইন প্রণেতার সর্ববিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকতে হবে/১৪০
আইন প্রণেতার পূর্ণমাত্রায় দয়া থাকতে হবে/১৪২
মাছির প্রতি দয়ার কারণে ইমাম গাযালী (রহ.)-এর ক্ষমা /১৪২
আল্লাহর প্রতি বান্দাহর বিশ্বাসে জান্নাত লাভ/১৪৩
শত খুনীর নাজাত লাভ/১৪৩
আইন প্রণেতার পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তি ও ক্ষমতা থাকতে হবে /১৪৪
আইন প্রণেতাকে নিরপেক্ষ হতে হবে/১৪৫
শেষ কথা/১৪৫

আল্লাহর আইনের শ্রেষ্ঠত্ব অমান্যকারীদের ভয়াবহ পরিণাম-১৪৭-১৭০
মুসলমানদের মূল শক্তি/১৪৮
দূর করতে হবে হীনমন্যতা/১৪৯
আলোচনার সূত্রপাত/১৪৯
আল-কুরআন প্রধান আলোচ্য/১৫০
সন্দেহমুক্ত গ্রন্থ/১৫১
তিন প্রকার বিষয় ঃ প্রথম আল্লাহর পরিচয়/১৫২
আল্লাহর পরিচয়ের লাভের ফায়দা/১৫২
মূলশক্তি ঃ আল্লাহ্র জাত ও সিফাতের সাথে সম্পর্ক/১৫৪
বদরের শিক্ষা/১৫৫
মিথ্যা অজুহাতে ইসলামের ক্ষতি করা যাবে না/১৫৫
কারাবন্দীত্বের কারণ/১৫৬
ক্ষমতার মালিক আল্লাহ/১৫৭
জেলাখানার ঘটনা ঃ আল্লাহর পরিচয়ের প্রভাব/১৫৮
আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি/১৫৯
কুরআনের দ্বিতীয় বিষয় ঃ আল্লাহর আইন/১৬১
আল্লাহর আইন না মানার মর্ম কি/১৬২
ইসলামী আইন না থাকার সমস্যা/১৬৪

www.pathagar.com

তৃতীয় বিষয়ঃ আল্লাহর আইন মানা আর না মানার [illegible]/১৬৪
হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনা/১৬৪
সংবিধানের বিসমিল্লাহ অক্ষুন্ন [illegible]/১৬৪
উল্টা শক্তির [illegible]/১৬৬

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প-১৭১-১৮৪
হিজরত ঃ কঠিন সময়ের একটি কঠিন সিদ্ধান্ত/১৭২
সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে মহানবী/১৭৩
মক্কার কাফেরদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব/১৭৪
হযরত উসমানের হত্যার সংবাদ/১৭৫
হযরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ নিতে শপথ গ্রহণ/১৭৫
হযরত মূসা (আ.)-এর পরীক্ষা/১৭৬
আল্লাহর উপর যাদুকরের দৃঢ় ঈমান/১৭৬
মক্কার কাফেরদের সাথে রাসূলুল্লাহর সন্ধি চুক্তি/১৭৮
আয়াতের ব্যাখ্যা/১৭৯
দ্বীনের জন্য চিন্তা ফিকির করলে আল্লাহ্ যাবতীয় সমস্যা সমাধান করে দেন/১৮০
দ্বীনের জন্য হযরত উসমান (রা.)-এর সীমাহীন ফিকির/১৮১
দ্বীনের জন্য সাহাবায়ে কিরামের দরদ ও ফিকির/১৮২
দ্বীনের জন্য রাসূলুল্লাহর দরদ/১৮৩
দরদ নিয়ে দ্বীনের কাজ করলে আল্লাহ্ নাজাতের ব্যবস্থা করবেন/১৮৩

ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় ঠেকানো যাবে না-১৮৫-২০২
ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র/১৮৬
মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র /১৮৬
বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে উলামায়ে কিরামের ভূমিকা /১৮৭
ষড়যন্ত্র করে ইসলামকে শেষ করা যাবে না/১৮৮
একবিংশ শতাব্দী হবে মুসলমানদের শতাব্দী/১৮৮
তওবার গুরুত্ব /১৮৯
ইবনে সাবাত (রহ.)-এর ঘটনা/১৮৯
মুসলমানের অস্ত্র /১৯১
উসামা নামটি আল্লাহর রাসূলের খুব প্রিয়/১৯২
এনজিও গুলোর অপশিক্ষা/১৯৪
এক অমুসলিম সাধুর ঘটনা /১৯৫
মিরাজের ঘটনা ঃ বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্ধার করতে হবে /১৯৫
আলেম উলামাদের ভয়ের কোন কারণ নেই/১৯৬
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র/১৯৭
ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হবে না/১৯৯
ইবনে সাবাত (রহ.)-এর বাকি ঘটনা/২০১

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বাধা প্রতিবন্ধকতা -২০৩-২২০
ইসলামের জাগরণ দেশে দেশে কাতার ও পাকিস্তান সফর প্রসঙ্গ/২০৪
কোন অপশক্তি ইসলামকে মিটাতে পারবে না/২০৫
আল্লাহ শক্তির সামনে কোন শক্তিই টিকে থাকতে পারবে না/২০৬

www.pathagar.com

তাতারীদের বর্বরতার ইতিহাস/২০৬
একজন অলীর দ্বারা যে কাজ সম্ভব শত ব[illegible]সংগঠন দ্বারা তা [illegible] নয়/২০৭
তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের বি[illegible]না/২০৮
কাওমী মাদ্রাসা স[illegible] তথ্য সন্ত্রাস/[illegible]
জিহাদ আর সন্ত্রাস এক জিনিষ নয়/২১১
আল্লাহর নামের মজা/২১২
দ্বীন প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহর সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার/২১৩
পদে পদে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র/২১৩
আল্লাহর [illegible]/২১[illegible]
ইসলামের বিরোধিতা মূলতঃ নেতৃত্বের কারণে/২১৫
ষড়যন্ত্র করে ইসলামের উত্থান রোধ করা যাবে না/২১৫
আমরা শুধু নামের মুসলমান/২১৬
আল্লাহ ওয়ালাদের এক দৃষ্টিতে হাজারো মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়/২১৬
প্রচন্ড বাধা অতিক্রম করেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব/২১৭
নবী হওয়ার পূর্বে ছিলেন আল-আমীন/২১৭
নবী হওয়ার পর হলেন চরম দুশমন/২১৮
সমূহ প্রতিবন্ধকতার মুখে রাসূলুল্লাহর ইসলাম প্রচার/২১৯
মর্দে মুমিনের ন্যায় সকল বাতিলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে/২২০

ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামকে মিটানো যাবে না-২২১-২৩৪
সামনে ভয়াবহ বিপদ সংকেত/২২২
ভারতবর্ষে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ/২২২
নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতন/২২৩
ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া/২২৩
উলামায়ে কিরামের উপর অমানুষিক নির্যাতন/২২৪
স্বাধীনতা আন্দোলন উলামায়ে কিরামের অবদান/২২৪
বৃটিশ চলে গেলেও তাদের আইন এখনো অপসারিত হয়নি/২২৫
ক্ষমতায় আসার পূর্বে আমাদের কদর থাকলেও ক্ষমতায় গিয়ে তা ভুলে যায়/২২৫
কাফেররা বড় ষড়যন্ত্রকারী আল্লাহ ভীষণ কৌশলী/২২৬
রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে কাফেরদের সমূহ ষড়যন্ত্র/২২৬
যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে/২২৭
বদরের যুদ্ধে অপরিসীম খোদায়ী মদদ/২২৭
আমাদের হাতে অস্ত্র নেই, কিন্তু আল্লাহ আছেন/২২৮
ষড়যন্ত্র করে আলেমদের নীচে ফেলে দিলে হবে কি? তারা জেগে উঠবে/২২৯
এদেশে অচিরেই ইসলামী শক্তি ক্ষমতায় আসবে/২২৯
কাদিয়নীদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে/২৩০
যাদের মাঝে কুরআনের জ্ঞান নেই তারাই প্রকৃত নির্বোধ/২৩০
সকল সমস্যার সমাধানে কুরআন নাযিল হয়েছে/২৩১
সম্পদের গর্ব করায় কারূনের ভয়াবহ পরিণতি/২৩[illegible]
একশত টাকায় জান্নাত/২৩২
কারূনের সম্পদের বড়াই/২৩৩

www.pathagar.com

কারূনে করুণ পরিণতি/২৩৪
কুরআনকে আঁকড়ে ধরলেই আমাদের মু[illegible]
[illegible]/২৫৪
খেদমতে দ্বীনঃ বিভিন্ন প্র[illegible]
[illegible] ঠিক করার তাৎপর্য/২৩৭
আরেক[illegible]দীস/২৩৮
প্রথম প্রকার/[illegible]
[illegible]তীয় প্রকার/২৩৯
তৃতীয় [illegible]
আমাদের ভুল ধারণা/২৪০
বড়শক্তি ঃ যুক্তির উর্ধ্বে /২৪১
দ্বীনের হেফাযত নিয়ে সংশয়/২৪২
ইসলাম টিকে থাকবে/২৪৩
উলামায়ে কিরামের প্রতি বক্র দৃষ্টি/২৪৫
তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর কাহিনী /২৪৫
দ্বিতীয় শর্ত ঃ প্রতিকূলতা বরদাশ্‌ত করা /২৪৭
দ্বীনের কাজে হাজারো প্রলোভন আসবে/২৪৮
ইসলাম কোন আলেমের মতবাদ নয়/২৪৯
শুরুতে কষ্ট দুর্ভোগ/২৪৯
তৃতীয় শর্তঃ দ্বীনের ফিকির/২৫০
হযরত ওসমান (রা.)-এর দ্বীনের ফিকির/২৫১
হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর দ্বীনের ফিকির/২৫২
চতুর্থ শর্ত ঃ নিজের যোগ্যতাকে বড় করে না দেখা/২৫৩
পঞ্চম শর্তঃ দুআ/২৫৩
শেষ কথা/২৫৩

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা ঈমান ও সময়ের দাবী-২৫৫-২৬৮
দ্বীনকে হেফাযত করবেন স্বয়ং আল্লাহ/২৫৬
উলামায়ে কিরামের দোষের অন্ত নাই/২৫৭
কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন ভুল সিদ্ধান্ত/২৫৯
কুরআন-ই ঠিক করে দিয়েছে কে মুসলিম আর কে অমুসলিম/২৬০
কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বণ করলে জনগণ ক্ষমা করবে না/২৬০
আগের কালের গড় হিসাব ছেড়ে দিন/২৬১
এক শিক্ষিত ডিগ্রিধারীর অংক কষার হিসাব/২৬১
দেশ রক্ষার স্বার্থেই ইসলামী আইন চালু করা অপরিহার্য/২৬২
মদিনার নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে/২৬৩
সরকারী আমলাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে/২৬৩
হযরত ওমর (রা.)-এর রাষ্ট্র পরিচালনা/২৬৪
অধিক শিক্ষিত নয় অধিক খোদাভীরু লোকের প্রয়োজন/২৬৫
দেয়াল [illegible] আশেকে রাসূল [illegible] না /২৬৫
পা[illegible]তনায় নয় ইসলামের চেতনায় বিচার করতে হবে/২৬৫

www.pathagar.com

খোদায়ী চেতনা মুসলমানদের বড় শক্তি/২৬৬
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল [illegible]
হুমকি ধমকির নাম মানবতা নয় [illegible] পথে আসুন/[illegible]

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী [illegible] ও আমাদের করণীয়–২৬৯–২৮৮

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) ও তাঁর কর্ম /২৭০
বর্তমান সরকারের দায়িত্ব ও করণীয়/২৭১
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা /২৭১
বৃটিশ আইনের পরিবর্তে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে/[illegible]
আল্-কুরআন ত্যাগ করা যাবে না/২৭২
যুবকদের মাঝে দেখছি ঈমানের দ্যুতি/২৭৩
২১শে ফেব্রুয়ারী/২৭৩
নবীজীর রক্ত আমাদের করণীয়/২৭৪
খাজা সাহেব ও রজব মাস/২৭৪
ইসলাম কী/২৭৫
দ্বীন বুঝতে হবে/২৭৫
নিয়ত দুরস্ত করতে হবে/২৭৬
একটি হাদীস এবং আমরা/২৭৬
ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ/২৭৮
নির্বাচন পরবর্তী অবস্থা/২৭৮
আল্লাহ-ই সকল শক্তির উৎস/২৭৯
মুসলমান খোদায়ী শক্তিতে বলিয়ান/২৭৯
একটি হাদীস ঃ সৃষ্টি ও নিয়ত/২৮০
আল্লাহর দরবারে দ্বীনি কাজের গ্রহণযোগ্যতার জন্য শর্তাবলী/২৮১
আলেম-উলামারা যাবে কোন দিকে ?/২৮৩
একটি গল্প /২৮৪
কাজ করতে গেলে প্রশ্ন আসবেই/২৮৫
ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হলে আমরা চুপ করে বসে থাকব না/২৮৬
চালাক আর বুদ্ধিমানের পার্থক্য/২৮৬
মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধভাবে জেগে উঠলে সকল শক্তি পরাস্ত হবে/২৮৭

হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) ইসলামী আন্দোলনের নবজীবনের রূপকার–২৮৯–৩০২

মহান আকাবির ও হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)/২৯০
দ্বীনী তালীম/২৯০
রাজনীতিতে তাঁর পদার্পণের সূচনা/২৯২
ইসলামী শাসন ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতা/২৯৩
তাঁর রাজনীতির মূল পটভূমি/২৯৬
তাঁর আন্দোলনের রূহ/২৯৮
রাজনীতিতে তাঁর অবতরণের ফল/৩০০
ব্যক্তি, চিন্তা, দরদ/৩০১

মুফতী ফজলুল হক আমনী : নির্বাচিত নসীহত–৩০৩–৩৭০

মজলিসে আকাবির-৩০৪-৩০৭

www.pathagar.com

দৃঢ় ঈমানের আলামত/৩০৪
দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার প্রভাব/৩০৪
[illegible] নানতুবীর সাথে [illegible]পর্ক/৩০৬
যোগ্যতাই [illegible]

[illegible]নের বয়ান-১৪২৪ হিজরী-৩০৭-৩৫০
আল্লাহর [illegible] সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি/৩০৭
একটি উপমা /[illegible]
[illegible]নের জন্য ত্যাগ স্বীকার [illegible]
শেষ [illegible]/৩০৮
রমযানে আল্লাহ তাঁর রহমতের খাযানা খুলে দেন /৩০৮
রমযানে তিলাওয়াতে কুরআন/৩০৯
আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের তরীকা/৩০৯
শাহ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহ.)-এর বিশেষ হালত /৩১০
শাহ আবূ সাঈদ গাংগুহী (রহঃ)-এর ঘটনা /৩১১
দ্বীনের সারকথা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন/৩১৫
ইলমে দ্বীন অর্জনে ইমাম গাযালী (রহ.)-এর খোদামুখিতা /৩১৬
সাধনার বিকল্প নেই/৩১৮
খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর কঠোর সাধনা/৩১৮
এক হিন্দু সন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা/৩১৯
মানুষ হিসাবে সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর বড় ইহসান/৩২০
মানুষ আর জীবজন্তুর মাঝে পার্থক্য/৩২০
বড়দের সামনে হাত নাড়িয়ে কথা বলা বেআদবী/৩২১
উস্তাদ দুই প্রকার/৩২১
'আল্লাহ' বলে ডাক দিয়েছিলে তাই ক্ষমা করে দিলাম/৩২২
হক্ব কথার আছর /৩২২
বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর লাখ দিনারের জামা/৩২২
রাসূলুল্লাহর মাকাম সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ/৩২৩
মনুষ্যত্ব্যের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী/৩২৪
বেআদবীর পরিণাম খুবই ভয়াবহ/৩২৫
মসজিদে মানুষ নয় মানুষের ছূরতে শূকর কুকুর নামায আদায় করে/৩২৫
ছদর সাহেব (রহঃ)-এর দৃষ্টিতে তাসাউফের সারকথা/৩২৬
প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়/৩২৬
বাহ্যিক আদবও বেআদবীর শামিল/৩২৭
ইলমে দ্বীন ও ইবাদত গ্রহণযোগ্যতার আলামত/৩২৭
প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ইলমের সাথে সম্পর্কচ্ছিন্ন করেন নাই/৩২৮
সফলতা বড় দলে নয়, সফলতা রেযায়ে মাওলায় নিহিত/৩২৮
কোন ক্ষমতাবলে মুসলমানরা বিজয়ী হয়/৩২৯
দ্বীনি খেদমত কবূল হওয়ার আলামত/৩৩০
আদর্শ মানু[illegible]ন্য করণীয় ৯ কাজ/৩৩১
আদর্শ মা[illegible]র জন্য বর্জনীয় ১০ কাজ/৩৩১

www.pathagar.com

তিন বিষয়ে দুআ/৩৩১
হযরত ছাবেতুল বুনানী (রহ.)-এর দুআ/[illegible]
আকাবিরে আসলাফের বদৌলতে [illegible] আমাদের জন্য [illegible] হয়েছে/৩৩২
শুধু পাঠ্যসূচীই [illegible]
উস্তাদের সামনে জানি বলা বেআদবী/৩৩৩
সম্পদ ছায়ার ন্যায়/৩৩৩
মানুষের আকৃতিতে অমানুষ/৩৩৩
দুই বিষয়ে পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস/৩৩৪
উস্তাদ ও [illegible] আদব/৩৩৪
ইখলাসের হাদিয়া/৩৩৪
রমযানে ইবাদত বন্দিগী ও দুআ/৩৩৫
দুআ সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.)-এর বিশেষ দিক নির্দেশনা/৩৩৫
আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের শুকরিয়া হল দুআ/৩৩৬
তরবিয়্যত ছাড়া প্রকৃত মানুষ হওয়া অসম্ভব/৩৩৬
অহংকার, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা ইত্যাদি/৩৩৮
তাসাউফের দুই স্তর/৩৩৯
দিল্লীর সম্রাট শাহজাহান এসেছেন/৩৩৯
আমরা ইবাদতের ইয়ারকন্ডিশন ছাড়লেও গোনাহর জানালা বন্ধ করি নাই /৩৩৯
আপনার একটি পয়সারও আমার প্রয়োজন নেই /৩৪০
সামান্য অহংকার জীবনের যাবতীয় আমল বরবাদ করে দেয়
শায়খ আবূ আবদুল্লাহ উন্দুলুসীর ঘটনা/৩৪০

মজলিসে আকাবির-৩৫০-৩৮২
ইলমে দ্বীন অর্জনের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও শর্ত শারায়েত/৩৫০
এক. লোভ/৩৫১
কাজের জন্য নমুনা বা দৃষ্টান্ত থাকলে সে কাজ সহজে সম্পাদন করা যায়/৩৫৩
দুই. মেধা ও স্মরণ শক্তি/৩৫৫
তিন. চেষ্টা প্রচেষ্টা/৩৫৭
চার. পাণ্ডিত্য/৩৬৩
পাঁচ. উস্তাদের সান্নিধ্য অর্জন/৩৬৬
বিনয় ও নম্রতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন শায়খুল হিন্দ (রহ.)/৩৬৮
ছয়. দীর্ঘ সময় ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করা/৩৬৯
কুরআনী খেদমত ও একটি নীরব আন্দোলন—৩৭১—৩৯২
হাদীস বিভাগের আসাতিযায়ে কিরামের বাণী—~~৩৯৩~~—৪১২
লালবাগ জামেয়া পরিচিতি—৪১৩—৪২০
বিদায়ী ছাত্রদের পরিচিতি —৪২১—৪৩২

www.pathagar.com

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও মুসলমানের পরিচয়

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال تعالى : ومن احسن قولا ممن دعى إلى الله وعمل صالحا . وقال تعالى : ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين . صدق الله العظيم . وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সুচনা.

হযরাত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত হাযিরানে মজলিস। এই ইসলামী সম্মেলনে আমার পূর্বে অনেক উলামায়ে কিরাম বয়ান করেছেন। আমি ও আপনাদের সামনে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই কবূল করুন।

মুসলমান হওয়া আল্লাহর বড় নেয়ামত

আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, এজন্য আমরা আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করি। মুসলমান হওয়া আল্লাহ্ তাআলার একটি অনেক বড় নেয়ামত। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য আমাদের তাগিদ দিয়েছেন। তাই আমাদেরকে বুক উঁচু করে বলতে হবে- 'আমি মুসলমান'। বড় আফসোসের বিষয়, আজ অনেকে নিজেকে মুসলমান বলতেও লজ্জাবোধ করে। কারণ, বিশ্বের মুসলমানদের উপর বর্তমানে যে বিপদ আপদ বইছে, সে বিপদ আপদের চিত্র দেখে নিজেকে রক্ষার জন্য অনেকে মনে করে যে, কিছুদিনের জন্য নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় না দিলেই ভালো (নাউযুবিল্লাহ)।

ইসলাম মানেই কি টেররিজম?

আজ মুসলমান হলেই তালেবান হয়ে যায়। মুসলমান হলেই সন্ত্রাসী হয়ে যায়। ইসলাম মানেই টেররিজম। এ ধরনের অপবাদ রটানো হচ্ছে, আমাদের এই দেশটা একটা গরীব দেশ। নিরীহ দেশ। এই দেশকে পর্যন্ত আমেরিকা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে কালো তালিকাভুক্ত করেছে। কেন? এর কারণ কি? আমার মনে হয়, একটা মাত্র অপরাধ এখানে আমাদের আছে, তা হচ্ছে, আমরা 'মুসলমান'। বাংলাদেশে বিগত সরকার মসজিদ মাদ্রাসায় অস্ত্র তালাশ করেছে। তারা কি অস্ত্র পেয়েছে? না, পায়নি। আর বর্তমান সরকারও তিনমাস যাবত যৌথ বাহিনী দিয়ে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র তালাশ করেছে। কোন মাদ্রাসায়, কোন মসজিদে কি একটি অস্ত্র পাওয়া গেছে? না, পাওয়া যায়নি। তাহলে বুঝা গেল,

www.pathagar.com

অস্ত্র আমাদের কাছে নেই। যাদের কাছে অস্ত্র নেই তারা সন্ত্রাসী কিভাবে হবে? এজন্য অনেকে মনে করে যে, মুসলমান বললেই যেহেতু সন্ত্রাসী বুঝায়, তাহলে কিছুদিনের জন্য না হয় নিজেকে মুসলমান বলা থেকে বিরতই রইলাম (নাউযুবিল্লাহ)। আমরা যদি নিজেদের মুসলমান পরিচয় গোপনও রাখি তবু তাদের চোখে সন্ত্রাসীই থেকে যাব। কারণ, তারা বুঝবে যে, এরা বিরূপ পরিস্থিতির কারণে সাময়িকভাবে নিজেদের মুসলমান পরিচয় গোপন করে রেখেছে। কিছুদিন পর ঠিকই আবার নিজেদের পরিচয় তুলে ধরবে। এজন্য সর্বপ্রথম নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতে হবে। বলতে হবে- আমার প্রথম পরিচয়- আমি মুসলমান। আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়- আমি একজন মুসলমান। এটা গর্বের কথা। ইয্যতের কথা। শুকরিয়ার কথা।

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রসমূহ

ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য, মুসলমানদের খতম করার জন্য, পাশ্চাত্য জগত যেমন আমাদের সন্ত্রাসী বলে আক্রমণ করতে চায়, দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়, তেমনি তারা গুটি কয়েক নামধারী মুসলমানকে হাত করে তাদের মাধ্যমেও মুসলমানদের ঈমান-আকীদা নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। আর এই ষড়যন্ত্র নতুন নয়; বরং দুইশত বৎসর ধরে বৃটিশরা এই ষড়যন্ত্র করে আসছে। তারা তাদের সেই ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় মুসলমানদের ঈমান আকীদা নষ্ট করার কুমতলবে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে দিয়ে মিথ্যা নবুয়তের দাবী করায় এবং তার কিছু অনুসারীও জোগাড় হয়। এসব ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করছে ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনরা।

ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল, তখন বৃটিশ সরকার ভিতরগতভাবে মুসলমানদের দুর্বল করার জন্য গোলাম আহমদকে দিয়ে ঘোষণা করায় যে, 'জিহাদ নাজায়েয'। আর এভাবেই আমাদের দেশে অনেক ভণ্ড পীরের আবির্ভাব হয়েছে। তারা মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করছে।

সকল উলামায়ে কিরামের মতে দেওয়ানবাগী ভণ্ড

আপনারা এই এলাকা থেকে এক ভন্ড পীরকে উৎখাত করেছেন, এজন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করি, তিনি যেন আপনাদেরকে আগামী দিনেও ঈমানের উপর আরও দৃঢ় ও মজবুত রাখেন। আর যাকে এই এলাকা থেকে উৎখাত করেছেন, আল্লাহ যেন তাকে

www.pathagar.com

আর কখনো এই এলাকায় আসার সুযোগ না দেন। দেওয়ানবাগের পীর সম্পর্কে দেশের সকল আলেম-উলামা একমত যে, সে ভন্ড। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই। এ ধরনের দেওয়ানবাগী একজন নয়, অসংখ্য দেওয়ানবাগীকে বৃটিশরা আমাদের মাঝে ছেড়ে দিয়েছে। মানুষ বলে যে, এরা পয়সা পায় কোথায়? এদেরকে পয়সা দেয় ইসলামের দুশমনরা। এদের পয়সার কোন অভাব নেই।

সেবার নামে ঈমান নষ্ট করা হচ্ছে

ইসলামের দুশমনরা দুনিয়া থেকে ইসলামকে উৎখাত করার জন্য সেবার লেবাসে বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের দাবী হল, তারা মানুষের সেবা করছে। আসলে ওদের কাজ সেবা করা নয়। ওদের কাজ হচ্ছে মানুষের ঈমান নষ্ট করা। সেবার নামে তারা কাউকে খৃষ্টান বানায়, কাউকে ইহুদী বানায়। এরা বাহ্যিকভাবে সেবার লেবাস পড়ে থাকলেও এদের কাজ মূলতঃ ইসলামের বিরুদ্ধে। এই চক্রটার কাছ থেকে আমাদের দেশকে হেফাযত করতে হবে। শক্ত হাতে এদের মোকাবেলা করতে হবে। কারণ, মুসলমানরা দুনিয়ার অস্ত্রের উপর ভরসা করে না, বরং আল্লাহর উপর ভরসা করে। ওদের পিছনে আমেরিকা আছে, ওদের পিছনে রাশিয়া আছে, ওদের পিছনে ভন্ড পীরের দল আছে। আর প্রকৃত মুসলমানদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন। কাজেই মুসলমানদের মুকাবেলায় কোন শক্তিই টিকতে পারবে না। কেননা, এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'কিয়ামতের পূর্বে সারাবিশ্বে মুসলমানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।' তাই আমাদের ঘাবড়ানোর কোন কারণ নেই।

নিজের মুরীদ নয় আল্লাহর মুরীদ করুন

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন- ومن احسن قولا ممن دعى إلى الله وعمل صالحا 'সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা কে বলে, যে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম করে এবং বলে যে, আমি মুসলমান।' -সূরা হা-মীম সেজদাহ: ৩৩ তাই আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকুন। আজকাল আমরা নিজের ভক্ত বানানোর জন্য মানুষকে এই বলে আহ্বান জানাই যে, আমার কাছে মুরীদ হও! আমাকে হাদিয়া দাও! আমার কথা মান! কিন্তু যেই পীর মানুষকে নিজের দিকে ডাকে, সে পীর পীর নয়। যে পীর বলে যে, আমার গুণগান কর! আমার বড়ত্ব বয়ান কর! সে কি পীর হওয়ার যোগ্য? আসল পীর, আসল আলেম হচ্ছেন, যে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকেন। এগুলো অত্যন্ত সহজ কথা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন!

www.pathagar.com

মুসলমান নামকরণের ইতিকথা

আমাদের মুসলমান নামটি সর্বপ্রথম কে রেখেছেন? এই নামটি বড়ই বরকতপূর্ণ নাম। এই নাম রেখেছেন হযরত ইবরাহীম আ.। কুরআন শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলছি, এটা আমার নিজের স্বপ্নের কথা বলছি না। আজকালতো স্বপ্ন একটা মুসিবত হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বপ্নে কেউ খোদা হয়ে যাচ্ছে। আমি লক্ষ্য করছি, দেওয়ানবাগী স্বপ্নেই সবকিছু হয়ে যাচ্ছে।

স্বপ্নের রাজা

স্বপ্নে অনেকে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। স্বপ্নে যদি কেউ বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়। ঘুম থেকে উঠে যদি বলে- আমি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছি। আরেক জন ঘুম থেকে উঠে যদি বলে- আমি রাত্রে স্বপ্নে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছি, তাহলে কি এই স্বপ্নের রাজা ও স্বপ্নের প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত অর্থে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবে? ধরুন এই স্বপ্নের রাজা যদি বঙ্গভবনের দিকে যায়। ভিতরে ঢুকতে গেলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কে তুমি? বঙ্গভবনে ঢুকতে চাও! সে বলল, আমিতো বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট। গার্ডরা প্রশ্ন করবে, কিভাবে? যদি সে বলে, স্বপ্নে দেখেছি। তাহলে কি তাকে পিটিয়ে ভর্তা করা হবে না? আর বেশী ঠেলাঠেলি করলে তো নাজিমুদ্দিন রোডেই (জেলে) পাঠিয়ে দেয়া হবে। কিংবা বলা হবে ওর মাথা খারাপ হয়েছে। ওকে পাবনা (মেন্টাল হাসপাতাল) পাঠিয়ে দাও। আর কেউ যদি বলে স্বপ্নে আমি প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেছি। আর সকাল বেলা গাড়ি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দিকে ছুটে যায়। তাহলে কি তাকে নিরাপত্তা রক্ষীরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাবে? না, প্রধানমন্ত্রীর গার্ডরা পিটিয়ে তার মাথার মগজ বের করে ফেলবে। স্বপ্নে দেখে দেখেই নাকি সবকিছু হয়। এই যে এক কারবার চলছে দেওয়ানবাগে! সে নাকি একটার পর একটা শুধু স্বপ্নই দেখে। স্বপ্নের রাজা যাকে বলে।

স্বপ্ন নয় অহী-ই ইসলামের মূল ভিত্তি

ইসলামের ভিত্তি স্বপ্নের উপর নয়। ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি হল অহী। কে কত স্বপ্ন দেখতে পারে এ নিয়ে যেন প্রতিযোগিতা চলছে। এই স্বপ্ন দেখার কোন অর্থ নেই। কুরআন হাদীসে যদি না থাকে, শতবার স্বপ্নে দেখলেও সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য প্রত্যেক পাড়ায় মহল্লায় কুরআন হাদীসের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। আপনারা এই মাদ্রাসাকে আরো বড় করুন! আরো

www.pathagar.com

যত্নবান হউন। তা না হলে এরকম স্বপ্ন দ্রষ্টার সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। স্বপ্ন দ্রষ্টারা এসে ধোঁকা দেবে। আগামী প্রজন্মের কাছে যদি কুরআনের ইলম থাকে তাহলে তারা বুঝতে পারবে যে, স্বপ্ন দিয়ে কাজ হবে না। কারণ, যেই স্বপ্ন কুরআন হাদীস বিরোধী, সেই স্বপ্ন গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া স্বপ্নতো স্বপ্নই। স্বপ্ন কুরআন হাদীসের পক্ষে হলেও এর দ্বারা কোন প্রমাণ পেশ করা যাবে না। ইসলামের মূল দর্শন হল কুরআন হাদীস। তাই আবারো বলছি- "মুসলমান" এটি খুবই বরকতপূর্ণ একটি নাম। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম অনুগ্রহ ও করুণায় আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন, সে জন্য আমরা আবারো তাঁর শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ।

আমরা মুসলমান হয়েছি, কিন্তু নিয়ামত পাবার পর 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলতে আমাদের মনে থাকে না। অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অনেক সুন্দর সুন্দর দুআ শিখিয়েছেন। যেমন যদি কেউ খাবার শেষে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করে তাহলে নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় হয়ে যাবে। দোআটি হচ্ছে الحمد لله الذى اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. 'ঐ আল্লাহ তাআলার প্রশংসা, যিনি আমাদের পানাহারের ব্যবস্থা করেছেন। সর্বোপরি আমাদেরকে তিনি মুসলমানদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।'

লক্ষ্য করুন, এমন একটা কাজের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআটি শিখিয়েছেন, যা বার বার করতে হবে। কারণ, প্রতিদিন অন্ততঃ তিনবার খেতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সুন্দর কৌশলে মুসলমান হওয়ার নেয়ামতের উপর শুকরিয়া আদায়ের পদ্ধতি বের করে দিয়েছেন। যে কোন ব্যক্তির দৈনন্দিন কর্ম যাই হোক না কেন, খেতে তো তাকে হবেই। আর খাওয়ার শেষে এই দুআটি পড়ে নিলে ইসলামের মত বিশাল নেয়ামতের উপরও শুকরিয়া আদায় হয়ে গেল। মুসলমান নামটি রেখেছেন মুসলমানদের জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)। পবিত্র কুরআনের ঘোষণায় তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين . 'ইসলাম হচ্ছে তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.) এর ধর্ম, তিনি তোমাদেরকে মুসলিম হিসেবে নামকরণ করেছেন।' -সূরা হজ্বঃ ৭৮ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ইবরাহীম (আ.)- এর বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। ফলে ইবরাহীম (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশীয় পিতা এবং রূহানী পিতা। আর আমরা যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। সে হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আ.) আমাদেরও পিতা।

www.pathagar.com

মুসলমান কাকে বলে?

আমরা যে আজ 'মুসলমান' হওয়ার দাবী করছি, আসলে মুসলমান জিনিষটা কি? সে বিষয়টি কি আমরা কোন সময় খতিয়ে দেখেছি? হযরত ইবরাহীম (আ.) কাবা শরীফ নির্মাণকালে দুআ করেছিলেন। দুআতে তিনি বলেছিলেন-

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি কাবা শরীফ নির্মাণ করার তাওফীক দান করেছ। আমাদের এই শ্রমকে তুমি কবুল কর। হযরত ইবরাহীম আ. দুআয় আরো বললেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দুআ কবূল কর, তুমি সর্বশ্রোতা এবং তুমি তোমার জন্য একটি 'মুসলিম' উম্মত বানিয়ে দাও।' -সূরা বাকারা:১২৭,১২৮

এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে 'মুসলিম' নামকরণ করেছেন হযরত ইবরাহীম আ.। আমাদের সমাজে কারও নাম যদি কোন বুযুর্গ ব্যক্তি রাখেন, আর ঐ লোকটি কোন অপরাধ করে তখন মানুষ তাকে বলে থাকে যে, এই মিয়া! তোমার নামটা অমুক বুযুর্গ ব্যক্তি রেখেছিলেন। আর তুমি কিনা এমন অন্যায় কাজ করলে। তাহলে খলীলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ. যে উম্মতের নাম রেখেছেন, সেই উম্মত যদি ইসলামের আদর্শকে আঁকড়ে না থাকে তাহলে সেটা হবে এই উম্মতের জন্য দুর্ভাগ্যজনক ও লজ্জাকর একটি বিষয়।

মুসলিম নাম ও পরিচয় অনন্তকাল ও আজীবনের জন্য

মুসলিম নামটা হযরত ইবরাহীম আ. কতদিনের জন্য রাখলেন? এক বছর? দুই বছর? পাঁচ বছর? দশ বছর? কারণ, আজকাল মানুষ কিন্তু এক জায়গায় বেশী দিন থাকছে না। কেউ আজকে আওয়ামী লীগ করছে, তো ছয় মাস পর নির্বাচনে নমিনেশন না পাওয়া গেলে আবার বি.এন.পি তে চলে আসছে। আবার কখনো অন্য দলে চলে যাচ্ছে। বছরে বছরে দল বদলানো ব্যবসা ও ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। কিন্তু যারা মুসলমান তারা কি এভাবে তাদের দল বদল করতে পারে? মুসলমানদের মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান থাকতে হবে। এই দলই তাদের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ পরিচয়। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন- ياايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. 'হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর! আর মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান থাক।' -সূরা আল ইমরান:১০২ এতে বুঝা যায় মুসলমান পার্টি এমন একটি পার্টি যা কখনো বদলানো যায় না। কারণ, এই নাম কোন নেতা রাখেননি। এই নাম রেখেছেন হযরত ইবরাহীম (আ.)।

www.pathagar.com

প্রচলিত দল ও পীর পরিবর্তন করা কখনো ফরয হয়ে যায়

আমাদের সমাজে যারা দল বদলায় তাদেরকে মানুষ ভালো চোখে দেখে না। বলে- লোকটা ভালো না, বার বার দল বদলায়। কিন্তু আমি বলছি, কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি হয় যে, দল বদলানো ফরয হয়ে যায়। পীর বদলানো ফরয হয়ে যায়। মনে করুন! কেউ দেওয়ানবাগ গেল, সেখানে গিয়ে মুরীদ হল, তার কি সেখানে আর যাওয়া উচিত হবে? না। তার কি দেওয়ানবাগের মুরীদ হওয়াটা উচিৎ হয়েছে? না, না। দেওয়ানবাগীকে ছেড়ে দেওয়া কি ফরয নয়? ফরয, ফরয। এমনিভাবে অনেক সময় দল বদলানোও ফরয। যে দলে থাকলে ইসলাম থাকে না, মুসলমানিত্ব থাকে না, সেই দল বদলানো ফরয। কারণ, আমাদের ধর্ম হল ইসলাম। আমাদের মূল পার্টির নাম হল, মুসলমান পার্টি।

অনেকে বি.এন.পি করে, পরিচয় দেয় আমি মুসলমান। আবার অনেকে জাতীয় পার্টি করে, পরিচয় দেয় আমি মুসলমান। যে যেই পার্টি করুক, মুসলমান হলে চূড়ান্ত পরিচয় মুসলমান হিসেবেই দিয়ে থাকে। তাহলে যে পার্টি করলে ইসলাম থাকে না, সে পার্টি বদলানো ফরয।

দুনিয়ার ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়

দলের জোরে শক্তির জোরে দুনিয়াতে অনেক কিছুই করা যায়। কিন্তু আজরাঈলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়না। একদিন সকলকেই কবরে যেতে হবে। মুনকার নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ফেরেশতারা সেখানে তিনটি প্রশ্ন করবেন-

(١) من ربك؟ (٢) وما دينك؟ (٣) ومن هذا الرجل الذى بعث اليكم؟

(১) তোমার রব কে? (২) তোমার দ্বীন কি? (৩) এই লোকটি যাকে তোমাদের মাঝে পাঠানো হয়েছিল, ইনি কে?

মৃত্যুর পর ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করল তোমার ধর্ম কি? আপনি যদি এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমি আওয়ামী লীগ করি, আমি বি.এন.পি করি, তাহলে ফেরেশতারা কি ছেড়ে দেবে? না, ছেড়ে দেবে না।

মাদ্রাসা শিক্ষাই সন্ত্রাস দুর্নীতি বন্ধ করতে পারে

কথাটা খুব খেয়াল করে শুনুন! সেখানে কিন্তু এই সমস্ত পার্টি টার্টি চলবে না, সেখানে এক পার্টির মূল্য আছে, আর তা হল- মুসলমান পার্টি। মুসলমান পার্টি ছাড়া কোন পার্টি সেখানে চলবে না। আর মুসলমান পার্টির কর্মী তৈরীর জন্য মাদ্রাসা লাগবে। কুরআন হাদীসের শিক্ষা লাগবে। আপনার সন্তানকে আপনি যত শিক্ষা দিতে চান দিতে পারেন। অক্সফোর্ড, মিউনিখ যেখানে ইচ্ছা

www.pathagar.com

আপনার সন্তানকে পড়ান। কিন্তু সর্বপ্রথম দ্বীনি শিক্ষা লাগবে। মুসলমানী শিক্ষা না থাকলে কবরে জায়গা পাওয়া যাবে না। মুসলমানী শিক্ষা আর আদর্শকে নিয়ে কবরে গেলে কবর আপনার জন্য জান্নাতের টুকরা হয়ে যাবে। আপনি হয়তো বলবেন, হুযূর! কবরে চলুক বা না চলুক তাতে কি? দুনিয়াটাতো সেই শিক্ষায় চলবে। আমি বলতে চাই ইসলামী শিক্ষা ছাড়া দুনিয়াও চলে না। কারণ, ইসলামী শিক্ষা ছাড়া সন্ত্রাস, দূর্নীতি ও চুরি বন্ধ হবে না। সরকার জনগণকে কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে। এগুলো যায় কোথায়? একজন এম.পি কত টাকা পায়, আমি তা জানি। কোটি কোটি টাকা আর শত শত টন গম আসে। আর এম.পিরা সই না করলে বিল মঞ্জুর হয় না। এই যে মাঝখানে ফাঁকটা, এটা বন্ধ করতে পারে কোন্ শিক্ষা? এটা বন্ধ করতে পারে একমাত্র ইসলামী শিক্ষা। একেবারে ক্লাস ওয়ান থেকে মাষ্টার ডিগ্রি পর্যন্ত সিলেবাসের কোন জায়গায় কি এ কথা লেখা আছে 'ঘুষ খাওয়া যাবে না'? 'পরের সম্পদ আত্মসাৎ করা যাবে না'? কোন জায়গায় এ কথা লেখা নেই। কিন্তু মাদ্রাসার প্রথম শ্রেণী থেকে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরে সকল শ্রেণীতে একথা শিখানো হয় যে, ঘুষ খাওয়া যাবে না, সুদ খাওয়া যাবে না, চুরি করা যাবে না। দশ বৎসর পর্যন্ত যদি একটা কথা মানুষের কানে বাজতে থাকে, তাহলে একেবারে বুযুর্গ না হলেও তো সে কিছু না কিছু আমল করবে। আমি এম.পি হয়েছি। নির্বাচনের সময় যে ঋণ করেছি সেই ঋণ এখনো পরিশোধ করতে পারি নাই। অথচ আমার কলমে কত কিছু যাচ্ছে। ইচ্ছা করলে কলমটা একটু ঘুরিয়ে দিলে অনেক কিছু করা যায়। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস আছে, এই টাকা জনগণের। এই গম জনগণের। এই টাকা যদি আমি খাই তাহলে এটা আমার সহ্য হবে না। কিয়ামতের দিন আমাকে প্রশ্ন করা হবে, এটা আমি পারব না, আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এই এতটুকু বিশ্বাস না হলে দুর্নীতি বন্ধ হবেনা। আর দুর্নীতি বন্ধ না হলে সন্ত্রাসও বন্ধ হবে না। সরকারের ভিতরের খবরা-খবর আমার কাছে আছে। এজন্য বলছি শুধু আখিরাতের জন্যই নয়, বরং দুনিয়া ঠিক করতে হলেও ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন।

ভন্ডদের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন

ভন্ডদের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্যও মাদ্রাসা প্রয়োজন। আমি শুনলাম দেওয়ানবাগীরা এখানে এসে সর্বপ্রথম মাদ্রাসার কথা বলেই জায়গা নিয়েছিল। এরপর আর মাদ্রাসা করেনি। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হলে, কুরআন হাদীস শিক্ষা হলে, সেখানে গোমরাহী থাকতে পারে না। সেখানে শয়তান থাকতে পারেনা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে হেদায়াত করুন ! সকলকে বুঝার তাওফীক দিন !

www.pathagar.com

নামধারী মুসলমানরাই মুসলমানদের ক্ষতির কারণ

দুনিয়ার স্বার্থে ইহুদী নাসারাদের এজেন্টরা নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দিয়ে মুসলমান নাম ধারণ করে মুসলমানদের বড় বেশী ক্ষতি করে যাচ্ছে। ঈমান নষ্ট করছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, মুসলমানরা যদি মুসলমান নামের আড়ালে নিজেদের ক্ষতি না করত, তাহলে আমেরিকা রাশিয়া মুসলমানদের সাথে শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারত না। কথায় বলে- যদি ঘরের ইদুঁর বেড়া কাটে তাহলে বেড়া কতদিন আর টিকে থাকতে পারে?

আল্লাহর কাছে তাড়াহুড়া নেই

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ আছেন, কিয়ামত ও হাশর সংঘটিত হবে। একদিন আল্লাহ্ তাআলা ঠিকই পাঁকড়াও করবেন। আল্লাহ্ তো ঠিকই দেখেন। মানুষ মনে মনে ভাবে, আল্লাহ্ ওদের ধরে না কেন? আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আমার শত্রু যদি আমি না ধরি তাহলে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আল্লাহর শত্রু পালাতে পারবে না। আল্লাহ্ তাআলার আমাদের মত কোন তাড়াহুড়া নেই। যেখান থেকে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা আল্লাহ্ তাকে পাঁকড়াও করবেন। পৃথিবীর যেই প্রান্তে সে পালিয়ে যাক না কেন, আল্লাহ্ পাক তাকে পাঁকড়াও করতে পারবেন। কাজেই আল্লাহ্ তাআলার তাড়াহুড়া নেই। কাবা শরীফের ভিতরে বসে বসে আবু জেহেল আবু লাহাবরা মদ পান করেছে। একদিন দুইদিন নয়, শত শত বছর ধরে। হযরত ঈসা আ.-এর প্রায় ৬০০ বৎসর পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন। হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত ইসমাঈল আ.-এর পর আরবে আর কোন নবী আসেন নি। দেড় দুই হাজার বছর ধরে এই অপকর্ম তারা করেছে। শুধু মদ পান করেনি। কাবার দেয়ালে মূর্তি টানিয়ে ছিল। ৩৬০ টা মূর্তি সেখানে স্থাপন করেছিল। তবু আল্লাহ্ এই দীর্ঘ সময় তাদের পাঁকড়াও করেননি। পাঁকড়াও করেছেন বদরের যুদ্ধে। এমন ধরা ধরেছেন যে, একেবারে গর্দান উড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ তাআলা জীবদ্দশায়ও ধরতে পারেন। আবার মরার পরও ধরতে পারেন। মরে গিয়েও তো আল্লাহর হাত থেকে বাঁচা যায় না। কারণ, আল্লাহ্ কবরে ধরবেন, হাশরে ধরবেন। আল্লাহর পাঁকড়াও থেকে বাঁচার উপায় নেই। তাই আল্লাহর এত তাড়াহুড়া নেই। এজন্য এক বুযুর্গ বলেছেন "আল্লাহ্র কাছে দেরী হয় ঠিক কিন্তু সেখানে অন্ধকার নেই যে, দেরী হলে কেউ অন্ধকারে পালিয়ে বাঁচবে। কাজেই আমাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমান পার্টিতে থাকতে হবে।

www.pathagar.com

মৃত্যু মানুষের জন্য কিয়ামত তুল্য

আর হাদীস শরীফে মৃত্যুকে প্রত্যেক মানুষের জন্য কিয়ামত বলা হয়েছে। কারণ, যার মৃত্যু হল তার কিয়ামত সেখান থেকেই শুরু হয়ে গেল। তাহলে আমাদেরকে এই মুসলমানের দলে মৃত্যু পর্যন্ত থাকতে হবে। আর অন্যান্য পার্টি! আজকে জোর গলায় যতই বলুক না কেন, কবরে গেলে সেগুলো চলবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. 'তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না'। -সূরা আল ইমরান:১০২

শুধু মুখে মুসলমান দাবী করা যথেষ্ট নয়

কোন ব্যক্তি শুধু মুখে বার বার বলে, আমি মুসলমান, আমি মুসলমান। কিন্তু নামায পড়ে না। রোযা রাখেনা। সুদ খায়, আর বলে, মুসলমান, মুসলমান! এতে কি কাজ হবে? দেওয়ানবাগী দেওয়ানবাগী সারাদিন জপলেও কোন লাভ হবে না। তাহলে কি করতে হবে? কি করতে হবে তা কুরআন থেকে বলছি-

قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين. لا شريك له وبذالك أمرت وانا أول المسلمين .

'হে নবী আপনি বলুন! নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মরণ, আল্লাহর জন্য। যিনি সকল জগতের প্রতিপালক। তার কোন শরীক নেই, আর এ ব্যাপারে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আর আমি প্রথম মুসলমান'। -সূরা আনআম:১৬১-১৬৩

আমি এ যাবৎ চারটি আয়াত আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি। যার প্রত্যেকটির শেষে মুসলমান কথাটি উল্লেখ আছে।

প্রথম আয়াতে إنى من المسلمين

দ্বিতীয় আয়াতে سماكم المسلمين

তৃতীয় আয়াতে ولاتموتن إلا وانتم مسلمون.

চতূর্থ আয়াতে وبذالك أمرت وأنا أول المسلمين

মুসলমান কাকে বলে? কতদিন পর্যন্ত মুসলমান থাকতে হবে? মুসলমানদের কি করা উচিৎ? তা আল্লাহ তাআলা নিজেই পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন। মুসলমান নামটা কত পবিত্র নাম, তাও আল্লাহ তাআলা বলেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে মুসলমান থাকার তৌফিক দান করুন! আমীন!

www.pathagar.com

শুধু চেহারা সূরতে নয় আকীদা বিশ্বাসেও মুসলমান হতে হবে

আমার নামায, আমার কুরবাণী, আমার জীবন, আমার মরণ, সবকিছু ইসলামের উপর হতে হবে। তাহলেই বলা হবে মুসলমান। তা না হলে কিসের মুসলমান? চেহারা সূরতে যেমন মুসলমান হতে হবে, তেমনি আকীদা বিশ্বাসেও মুসলমান হতে হবে। আকীদা যদি ঠিক না থাকে আর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একেবারে আরবী জুব্বা, পাগড়ী লাগিয়ে বসে থাকে, তাহলেও সে মুসলমান নয়। ইসলামের মূল হচ্ছে আকীদা। আকীদা যদি ঠিক না হয় তাহলে কেউ মুসলমান হতে পারে না। আল্লাহর তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) মানতে হবে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরী নবী মানতে হবে। এ সকল আকীদাবলীর মধ্যে কোন একটাও যদি কেউ অস্বীকার করে, অমান্য করে তাহলে সে মুসলমান থাকতে পারে না। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার কোন একটা বিষয়কে যদি কেউ অস্বীকার করে, তাহলে সেও মুসলমান নয়। কেউ যদি বলে নামায ফরয নয়। তাহলে সে কি মুসলমান হবে? নিশ্চয় সে মুসলমান নয়। কেউ যদি বলে, রোযা ফরয নয়। তাহলে সে কি মুসলমান? না সে মুসলমান নয়। কেউ যদি বলে, যাকাত ফরয নয়, তাহলে সেও মুসলমান হতে পারবে না। কেউ যদি বলে, কুরবানী ওয়াজিব নয়, তাহলে সে মুসলমান থাকবে না।

সুন্নত অস্বীকার ও উপহাসকারী মুসলমান নয়

শরীয়তের একটা ছোট বিষয়কেও যদি কেউ অস্বীকার করে, অথবা নবীর একটি সুন্নতকে কেউ যদি উপহাস করে তাহলে সে মুসলমান হতে পারে না। একটা সুন্নতের উপর বা মুস্তাহাবের উপর আমল না করলে কবীরা গোনাহ হবে না। কিন্তু যেটা শরীয়তের অংশ সেটাকে অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। ঠাট্টা করলে ঈমান থাকবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বোঝার তাওফীক দান করুন।

আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম

আর শুধু একটা বিষয়ের উপর আলোকপাত করে আমি আমার আলোচনা শেষ করব। বিষয়টা হচ্ছে- মুসলমান কাকে বলে? হযরত ইবরাহীম (আ.) আমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান। তিনি মুসলমান শব্দের ব্যাখ্যাও দিয়ে গেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সারাটা জীবনই ইসলামের ব্যাখ্যা। আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে ইরশাদ

www.pathagar.com

করেন- . اذ قال ربه اسلم! قال اسلمت لرب العالمين 'যখন আল্লাহ তাকে বললেন, (হে ইবরাহীম!) তুমি আত্মসমর্পণ কর! হযরত ইবরাহীম আ. বললেন, আমি আত্মসমর্পণ করলাম।' -সূরা বাকারা:১৩১ আল্লাহ যেখানে আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন। সেখানে আত্মসমর্পণ করার নাম হচ্ছে ইসলাম।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা জরুরী কেন?

দুঃখ হয় সেইসব লোকদের জন্য, যারা নামায, রোযা ও হজ্জ সহ অন্যান্য ইবাদাত আদায় করছে, কিন্তু লোকটির আকীদার খোঁজ নিলে তখন দেখা যায় যে, সে মুসলমানই নয়। এই দুঃখেই আমরা রাজনীতি করি। ইসলামকে না মানলে, রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা অপ্রয়োজনীয় মনে করলে, মানুষ মুসলমান থাকতে পারে না।

আপনাদের কাছে কথাটা খুব শক্ত মনে হলেও বাস্তব কথা এটাই। আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, কেউ যদি বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এসে রাষ্ট্র পরিচালনা করেননি তাহলে কি সে ব্যক্তি মুসলমান থাকতে পারে? আপনি তো নিজেকে রাসূলের আশেক দাবী করেন। কিন্তু রাসূল মদীনাতে এসে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, আর আপনি বলছেন, রাষ্ট্র পরিচালনা করা হারাম। তাহলে কি আপনি মুসলমান থাকলেন?

কুরআনের একটি আয়াত ও আমাদের অবস্থান

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কালামে পাকে ঘোষণা করেছেন-

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا من أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما .

'কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার (রাসূলের) উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।' -সূরা নিসা:৬৫

এই আয়াত যখন তিলাওয়াত করি তখন আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। আমরা আলেম, উলামা, পীর মাশায়েখরাও মুসলমান আছি কিনা? একথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়ি। আল্লাহ্ তাআলা কসম করে বলেছেন- কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আপনাকে তাদের বিবাদের বিচারক না মানবে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর বিচার মানার সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণ না করে তাহলে সে মুসলমান নয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত নয়। এটা কুরআনের ঘোষণা। আজকের আদালতে কি কুরআনের আইন চালু আছে?

www.pathagar.com

জর্জকোর্টে, হাইকোর্ট, সুপ্রিমকোর্ট এবং পঞ্চায়েতে কোথাও নেই। অথচ আল্লাহ বলেছেন- পঞ্চায়েত, আদালত, জর্জকোর্ট, হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্ট সহ সর্বস্তরে যদি আমার রাসূলকে বিচারক না মানা হয়, অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসকে যদি কেউ সর্বোচ্চ আইন না মানে, তাহলে সে মুসলমান নয়। এই কথার দিকে তাকালে তো কলিজা কেঁপে উঠে। বাংলাদেশের সংবিধানে লেখা আছে 'বাংলাদেশের এই সংবিধানই সর্বোচ্চ আইন'। তাহলে প্যাঁচটা কেমন লাগল? আমি জানতে চাই, মুসলমান হিসেবে সর্বোচ্চ আইন কোন-টি? মুসলমানের সর্বোচ্চ সংবিধান হল- কুরআন হাদীস।

তাহলে আমরা বাংলাদেশের সংবিধান মানব, না কুরআন হাদীসের সংবিধান? বাংলাদেশের সংবিধানে যদি একটি ধারা লেখা না থাকত তাহলে এই সংবিধান মানলে ঈমান-ই থাকত না। সংবিধানের ৮ নং ধারায় একটা কথা লেখা আছে। যার দ্বারা কোন রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বাঁচার একটা উপায় রয়েছে। যাতে বলা হয়েছে- 'আল্লাহ্র উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে রাষ্ট্রের সকল কার্য পরিচালনা করা হবে'। আর আল্লাহ্র উপর আস্থার অর্থ হল, কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কুরআনের উপর বিশ্বাসের অর্থই হল, হাদীসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

মরহুম শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বদৌলতে সংবিধানে আল্লাহর উপর আস্থা ও বিশ্বাসের কথাটা স্বীকার করা হয়েছে, যার ফলে এখানে একটু ফাঁক আছে। যদি একথাটা সংবিধানে স্বীকার করা না হত, তাহলে এই সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র চালালে তাকে মুসলমান বলা মুশকিল হয়ে যেত। সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে আল্লাহর আইন। সর্বোচ্চ আইন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইন। এরপর যদি একথার উপর আমল না করতে পারি, তাহলে আল্লাহ্ তাআলা হয়তো মাফ করবেন।

ইসলামের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নেই, এ দাবী ভিত্তিহীন

কেউ কেউ এমনও আছেন- যারা বলেন, ইসলামের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার আবার কি সম্পর্ক ? আমি সে সকল ভাইদের সাবধান করে দিতে চাই! যারা অন্তর দিয়ে একথা বিশ্বাস করবেন যে, ইসলামের সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার কোন সম্পর্ক নেই। তারা হজ্জ্ব করলেও, পঞ্চাশ বছর রোযা রাখলেও আর সারারাত যিকিরে মশগুল থাকলেও তারা মুসলমান নয়।

ইসলামে মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে

ইসলাম এমন এক ধর্ম যেখানে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। অন্য ধর্মের কথা বলিনা। কারণ, ইসলামের আবির্ভাবের পর অপরাপর

www.pathagar.com

সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। এখন আর সেগুলোর কোন প্রকার সত্যতা নেই। কোন প্রকার গ্রহণযোগ্যতাও নেই। বর্তমান সময়ের ইহুদী ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু ধর্মকে সত্য মনে করলে ঈমান থাকবে না। এ কথাটি অনেকে বুঝতে চায় না। তারা বলে যে, সকল ধর্মই সমান। এজাতীয় লোক হাজারো রোযা রাখলেও সারা জীবন নামায পড়লেও এই আকীদা-বিশ্বাস পোষণের কারণে সে মুসলমান থাকবে না। এজন্য বলছি, সর্বাগ্রে আকীদা-বিশ্বাস ঠিক করতে হবে। এরপর প্রশ্ন আসবে আমলের। আর সেটা একটা ভিন্ন কথা। আমরা আমল করতে পারছি না সে জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে মাফ চেয়ে নিব, ক্ষমা প্রার্থনা করব। আল্লাহ্ তাআলা হয়তো তার রহমতের দ্বারা আমাদের ক্ষমা করে দিবেন।

মদ খেলে কাফের হয় না, হালাল মনে করলে কাফের হয়

একজন লোক মদ পান করে, আর মনে মনে বলে, খোদা! মদ পানতো হারাম। আমি মদ পান করেছি। হারাম কাজ করেছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও! হতে পারে, আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেবেন। আর অপর ব্যক্তি জীবনে কখনো মদ পান করেনি, কিন্তু তার বিশ্বাস হল- মদ হারাম নয়, মদ হালাল। তাহলে কি সে মুসলমান? না, সে মুসলমান নয়। এর দ্বারাই বুঝা গেল আকীদা ঠিক করতে হবে।

আমার ভয়ে একাজ করেছিস তাই তোকে ক্ষমা করে দিলাম

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এক পাপী বান্দাহর ঘটনা উল্লেখ আছে, যা বুখারী শরীফ ছাড়া অন্য কিতাবে উল্লেখ থাকলে বিশ্বাস করা কঠিন ছিল, যেহেতু কুরআনের পর বুখারী শরীফ হচ্ছে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম কিতাব, তাই বিশ্বাস করতেই হয়। সেখানে লেখা আছে, এক পাপী বান্দাহ সারাজীবন পাপ করেছে এবং মৃত্যুর সময়ও সে একটা ভীষণ পাপের কাজ করে বসে। মৃত্যুর পূর্বে সে যখন বুঝতে পারল যে, তার জীবনের সময় ফুরিয়ে এসেছে, তখন তার ছেলেদের কাছে ডেকে বলল, আমি যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে তোমরা আমার লাশ কী করবে? ছেলেরা উত্তরে বলল, আমরা আপনাকে দাফন করে আপনার কবরকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজাব। উপরে গম্বুজ নির্মাণ করব, ইত্যাদি। তখন বাবা বলল, না, তোমরা এমন কাজ করবে না, বরং তোমরা আমার মৃত্যুর পর আমার দেহাবশেষ আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলবে এবং পোড়ানো ছাইয়ের অর্ধেক পানিতে মিশিয়ে দেবে। আর বাকী অর্ধেক ছাই বাতাসে উড়িয়ে দেবে। লোকটির মৃত্যুর পর ছেলেরা পিতার অসিয়ত অনুসারে লাশ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে অর্ধেক ছাই পানিতে মিশিয়ে দিল আর বাকী অর্ধেক বাতাসে উড়িয়ে দিল।

www.pathagar.com

এবার, আল্লাহ্ তাআলা তাকে জিন্দা করে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার বান্দাহ! তুমি সারাজীবন পাপ তো করেছই, অবশেষে মৃত্যুর পূর্বে এমন জঘন্য পাপ করলে কেন? বান্দাহ বলল, তোমার ভয়েই আমি এ কাজটি করেছি। কারণ, আমি ভেবেছি যে, জীবনে আমি এত পাপ করেছি, যদি তুমি আমাকে ধরতে পার, তাহলে তো আমার আর রক্ষা নেই। চরম শাস্তি পেতে হবে। তাই তোমার ভয়েই আমি এই শেষ কুকর্মটা করেছি। দেখুন নির্বোধ আর কাকে বলে! আল্লাহ্ তাআলা তাকে বললেন, দুনিয়াতে অনেক কুকর্ম করে এসেছ আর মৃত্যুর পূর্বে আমাকে এত বেশী ভয় পেয়েছ! যাও তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম, 'সুবহানাল্লাহ্'।

বিষয়টি লক্ষ্য করুন! একজন লোক সারাটি জীবন কুকর্ম করেছে। মরার সময়ও কুকর্ম করেই মরেছে। কিন্তু মরার সময় আল্লাহ্কে ভয় পেয়েছে। আল্লাহ্র ভয় তার মনের ভিতরে থাকার কারণে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটা গল্প নয়, বুখারী শরীফের একটি হাদীস বলছি।

আল্লাহ্ মানুষের অন্তর দেখেন

আল্লাহ্ তাআলা মূলতঃ মানুষের মনের অবস্থাটা লক্ষ্য করেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আজ থেকে নামায রোযা সব ছেড়ে দেবে, কারণ হুযূরতো বলেছেন- আল্লাহ্ মানুষের অন্তর দেখেন। ভন্ড পীররাতো এই কথাটাই বলে বেড়ান, যে, 'অন্তর ঠিক তো সব ঠিক, নামায রোযা আবার কি?' হায় হায়! তাহলে তো সব শেষ হয়ে গেল। না ভাই! নামায রোযা করতে হবে। 'আল্লাহ্ মাফ করে দেবেন' এই আশায় কিন্তু স্বেচ্ছায় নামায রোযা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম, তা হচ্ছে বান্দাহ্ আল্লাহ্কে ভয় করলে, আল্লাহ্র আইন মানলে আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি রহম করতে পারেন। মাফ করতেও পারেন। আর যদি তাঁকে না-ই মানি তাহলে আল্লাহ্ তাআলা মাফ করবেন না। এটাই হল হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বড় শিক্ষা। ইসলামের ব্যাখ্যা।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কুরবাণী

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর জীবন ও কর্মে আমাদের জন্য শিক্ষার উপকরণ রেখে গেছেন। তিনি প্রাথমিক জীবনে নিঃসন্তান ছিলেন। দীর্ঘদিন দুআ করার পর আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সন্তান দান করলেন। সন্তানের বয়স যখন তের-চৌদ্দ বছর হয়ে এলো তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) একদিন ছেলে ইসমাঈলের কাছে এসে বললেন-

www.pathagar.com

فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى ارى فى المنام أنى اذبحك فانظر ماذا ترى, قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إنشاء الله من الصابرين .

"বাবা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে জবাই করছি। এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী! হযরত ইসমাঈল আ. বললেন! আল্লাহ্ আপনাকে যে ব্যাপারে আদেশ করেছেন, তা পালন করুন। লক্ষ্য করুন, আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ. কে নিজের সন্তান জবাই করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ কখনো আত্মহত্যা করতে পারে কিন্তু সন্তানকে নিজ হাতে কতল করা কি সহজ কথা?

নবীর স্বপ্ন অহী অন্য কারো নয়

কিন্তু হযরত ইবরাহীম আ. তো আত্মসমর্পণ করেছেন আল্লাহর কাছে। তাই তিনি যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা বাস্তবায়ন করতে দ্বিধা করলেন না। কারণ, নবীদের স্বপ্ন অহি হয়। অন্যদের স্বপ্ন অহী হয় না, পীরের স্বপ্ন অহী নয়। আপনি আজকে স্বপ্নে দেখলেন যে, আপনি আপনার ছেলেকে জবাই করছেন। পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে যদি ছেলেকে জবাই করে ফেলেন, তাহলে আপনাকে গ্রেফতার করে শাস্তি দেয়া হবে। আপনি স্বপ্নে দেখলেন, মদ খাচ্ছেন, সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে যদি বলেন, কে কোথায় আছ! আমার জন্য মদ নিয়ে এসো! আমিতো স্বপ্নে মদ খেতে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছি। তাহলে তার একাজ কি ঠিক হবে? শরীয়তে যা হারাম করা হয়েছে, স্বপ্নের মাধ্যমে তা হালাল হয় না।

শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর স্বপ্ন

হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.। এই দেশে ইলমে হাদীসের দরসের বিস্তারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। মাঝে মধ্যেই তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখতেন। একরাতে স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহ্ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-কে বললেন, কোন অলী বা বুযুর্গের সাথে তোমার সাক্ষাৎ হলে, তাঁকে সম্মান করো। তাঁর এক প্রতিবেশী তৎকালীন সময়ের মশহুর পীর ছিলেন। তিনি তার দরবারে গিয়ে দেখতে পেলেন, পীর মুরিদ সকলে মিলে মদের আসরে মাতাল হয়ে আছে। শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-কে দেখে পীর সাহেব বলল, তুমিও মদ খাও! তিনি বললেন, মদ হারাম। পীর সাহেব বলল, মদ খাও! নইলে আফসোস করতে হবে। পীড়াপীড়ির পরও তিনি মদ না খেয়ে সেখান থেকে বের হয়ে আসলেন। পরদিন তিনি পুনরায় স্বপ্নে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন, হুযূরের পাশে সাহাবায়ে কেরাম বসে আছেন। তিনি সেখানে যেয়ে বসতে চাইলেন। কিন্তু পথ আগলে দাঁড়ালো ঐ পীর। লাঠি হাতে

সে গেটে দাঁড়িয়ে আছে। সে শাহ্ সাহেবকে হুযূরের দরবারে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। পরদিন সকালে শাহ্ সাহেব আবার পীর সাহেবের দরবারে গেলেন। পীর সাহেব বললেন ঃ তোমাকে বলেছিলাম মদ খাওয়ার জন্য। তুমি খেলে না। দেখলে তো গতরাতে তোমার কি অবস্থা হল! তুমি রাসূলের দরবারে প্রবেশ করতে পারলে না। আমার সাথে মদ খাও! তবেই যেতে পারবে। তা না হলে রাসূলের দরবারে যেতে পারবে না। শাহ্ আব্দুল হক সাহেব বললেন, জীবনেও যদি যেতে না পারি তবুও আমি মদ খাব না। পর পর তিন রাত্রে একই ঘটনা ঘটল। তৃতীয় রাত্রে শাহ্ সাহেব স্বপ্নে দেখলেন। তিনি হুযূরের দরবারে প্রবেশের চেষ্টা করছেন, আর ঐ পীর লাঠি নিয়ে তাঁকে বাঁধা দিচ্ছে। এমন সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, কি ব্যাপার আজ কয়দিন যাবত আব্দুল হক আসছে না কেন? গেটের বাহির থেকেই শাহ্ সাহেব হুযূরের কথাটা শুনে ফেললেন এবং বললেন, হুযূর আমি তো প্রতিদিন এসে থাকি, কিন্তু এই দরবেশ আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, اخسأ يا كلب 'হে কুকুর দূর হয়ে যা'! একথা বলতেই, দরবেশটা কুকুর হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। শাহ্ সাহেবের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সকালে ঐ পীরের খানকাতে গেলেন। বেলা তখন নয়টা বেজে গেছে। যেয়ে দেখলেন মুরীদরা সব বাইরে জটলা পাকিয়ে বসে আছে। শাহ্ সাহেব মুরীদদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ 'পীর সাহেব কোথায়? পীর সাহেব প্রতিদিন ফজরের পর বের হয়ে মুরীদদের উদ্দেশ্যে কথা বলেন, আর আজ এখনও পীর সাহেব বের হচ্ছে না। নামাযেও হাযির হয়নি। ব্যাপার কি?' মুরীদরা বলল ঃ বুঝতে পারছিনা, কি জন্য হুযূর বের হচ্ছেন না। শাহ্ সাহেব আরো এক ঘন্টা অপেক্ষা করলেন। দশটা বেজে গেল। এবার শাহ্ সাহেব বললেন, দেখ তো ভিতরে কোন অঘটন ঘটল কিনা? মুরীদরা বলল, তাইতো, কোন অঘটন ঘটল কিনা দেখা দরকার! তারা পীর সাহেবের দরজায় কড়া নাড়ল। কিন্তু তিনি বের হলেন না। ভিতর থেকে কোন জবাবও আসল না। তাই তারা অবশেষে দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে দেখল, ঘরের ভিতরেও পীর নেই। সবাই তো হতবাক। পীর সাহেব গেল কোথায়? এবার শাহ্ সাহেব বললেন, তোমরা কেউ এ ঘর থেকে কুকুর বের হতে দেখেছ? মুরীদরা বলল, হ্যাঁ একটা কুকুর বের হতে দেখেছিলাম। আমরা মনে করলাম হয়তো কুকুরটা ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। পরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

যে পীর রাসূলের আদর্শ বাদ দেয়, সে কুকুরের চেয়ে খারাপ

শাহ্ সাহেব তাদেরকে স্বপ্নের কথা খুলে বললেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কুকুর বলেছেন, ফলে সে কুকুর হয়ে

www.pathagar.com

বেরিয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি পীরের আসনে বসে, সে কুকুরের চেয়েও খারাপ। দুনিয়াতে সে কুকুর হবে। কিয়ামতের দিন সে কুকুর হবে। কবরে কুকুর হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তার কোন স্থান থাকবে না। জায়গা থাকবে না।

তাই বলছিলাম, আমাদের স্বপ্নের কোন দাম নেই, আর নবী রাসূলদের স্বপ্ন হল অহী। নবী রাসূলের স্বপ্নের দাম আছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি তাঁর ছেলেকে কুরবাণী করছেন, তিনি ছেলেকে স্বপ্নের কথা জানালে ছেলে বলল, আপনাকে যে আদেশ করা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করুন! বাপ-বেটা চললেন মিনার দিকে।

ইবরাহীমী চেতনাতেই মুক্তি অন্য কোন চেতনায় নয়

আপনারা তো এই ঘটনা সকলেই জানেন, তবুও কুরবাণীর মৌসুমে এই ঘটনা স্মরণ করা ভাল। এতে মানুষের মনে ইবরাহীমী চেতনা জাগ্রত হয়। আজকাল তো চেতনার যুগ। নানা চেতনার তোড়ে আমরা ইসলামী চেতনার কথা ভুলে গেছি। আর বাকী সব চেতনাই আমাদের ঠিক আছে। স্বাধীনতার চেতনা, ঘুষ খাওয়ার চেতনা, চুরি করার চেতনা, সন্ত্রাসের চেতনা সহ হেন চেতনা নেই যা আমাদের মাঝে নেই। শুধু নেই আল্লাহ্‌র চেতনা রাসূলের চেতনা, কুরআনের চেতনা। আর এই চেতনা না থাকার ফলে আজ মানুষ আর মানুষ নেই, সব যেন জানোয়ার হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন!

হযরত ইবরাহীম (আ.) ছেলেকে নিয়ে মিনায় গেলেন। দীর্ঘ ঘটনা, আজ আমি সেদিকে যাব না। ইবরাহীম (আ.) ছেলেকে যমীনের উপর শুইয়ে ছুরি চালাচ্ছেন। সজোরে ছুরি চালাচ্ছেন। কিন্তু না, কিছুতেই কাটছে না। ইবরাহীম (আ.) আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এতো ধারালো ছুরি যে গাছের মধ্যে আঘাত করলে গাছ কেটে যায়। পাথরে আঘাত করলে পাথর দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। সেই ধারালো ছুরিতে গলা কাটছেনা কেন? হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, হে ছুরি, তোমার কি হল ! কাটছ না কেন? তোমার কি তেজ নেই? ছুরিটা বলে উঠল, তেজ অবশ্যই আছে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে কাটতে বলেছেন আর আমাকে বলে দিয়েছেন 'কাটিসনা'! 'সুবহানাল্লাহ্'

وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرويا إنا كذالك نجزى المحسنين وفديناه بذبح عظيم

আল্লাহ্ তাআলা ইবরাহীম (আ.)-কে ডাক দিয়ে বললেন, হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। কারণ? তুমি তো 'জবাইয়ের কাজ

www.pathagar.com

অব্যাহত রেখেছ'। জবাইয়ের নির্দেশ পালিত হয়ে গেছে। তোমার স্বপ্ন সত্যে পরিণত হয়েছে। তোমার অন্তর দেখা আমার ইচ্ছা ছিল। তোমার অন্তরে আমি আছি কিনা? সেটা দেখতে চেয়েছিলাম- لن ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم . এই আয়াতটিই আমার বক্তব্যের শুরুতে তিলাওয়াত করেছিলাম। আর এই আয়াতের ব্যাখ্যার জন্যই এতো দীর্ঘ আলোচনা করলাম। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন, তোমার কুরবাণীর গোস্ত আর রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না। আল্লাহর কাছে পৌছে শুধু তোমার তাক্‌ওয়া। যেহেতু তাক্‌ওয়া অন্তরে থাকে। তাই অন্তর দিয়ে আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে হবে। অন্তরে আল্লাহ্‌র মুহব্বত থাকতে হবে। অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় আছে কিনা এটা পরখ করাই কুরবাণীর দ্বারা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য। অন্তরে যদি আল্লাহর প্রেম না থাকে তাহলে হাজার কুরবাণী করলেও কোন সাওয়াব পাওয়া যাবে না। অন্তরে যদি আল্লাহর প্রেম থাকে আর কুরবাণী যদি ছোটও হয় তবুও বিরাট সাওয়াব পাওয়া যাবে। আল্লাহ্ বলছেন, হে ইবরাহীম! তোমার ছেলে আমি চাই না। আমি শুধু দেখতে চেয়েছি ছেলে কুরবাণীর জন্য আমি যে নির্দেশ দিয়েছি, সে নির্দেশ তুমি পালন কর কিনা? আমার নির্দেশ মানার যে মানসিকতা তোমার তৈরী হয়েছে, সেটাই আমার চাওয়ার ছিল। তোমার ছেলের গোস্ত আর রক্ত আমার প্রয়োজন নেই। জান্নাত থেকে একটি দুম্বা পাঠানো হল। দুম্বাটিই তুমি কুরবাণী করে ফেল। এটাই হল কুরবাণীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাৎপর্য।

সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, -ما هذه الأضاحى يا رسول الله؟ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই কুরবাণী কী জিনিষ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, سنة أبيكم إبراهيم 'তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.) এর সুন্নত'। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নত তো ছিল, ছেলে কুরবাণী করা। যদি আল্লাহ্ তাআলা ছেলের পরিবর্তে দুম্বা না পাঠাতেন, তাহলে বর্তমানে আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ ছেলে কুরবানী করতে হত। আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তাকওয়া এবং ইখলাসের বদৌলতে দুম্বা কুরবাণীর মাঝে ছেলে কুরবাণীর সাওয়াব দিয়ে দিয়েছেন। যার ফলে আজ আমরা গরু- ছাগল, উট-দুম্বা জবাই করেই ছেলে কুরবাণীর সাওয়াব প্রাপ্ত হই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকেই পনিপূর্ণ হেদায়াত দান করুন। আমীন!

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

[অনুলিখনঃ মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ, চাঁদপুর]

www.pathagar.com

আল্লাহ-ই সকল শক্তির উৎস

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون . صدق الله العظيم . و صدق رسوله النبى الكيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

হযরাত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত হাযিরানে মজলিস। আজকের এই ইসলামী সম্মেলনে আমার পূর্বে অনেক উলামায়ে কিরাম বয়ান করেছেন। আমি আপনাদের সামনে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকেই কবূল করুন!

মূল উৎসশক্তি থেকে বিচ্যুতি-ই মুসলমানদের অধপতনের কারণ

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন- يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون . বিশ্বের তাবৎ শক্তি মিলে যদি আল্লাহর নূর ইসলামকে মুখের ফুঁৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়, তবুও আল্লাহ কর্তৃক প্রজ্জলিত সেই প্রদীপ কখনো নিভানো সম্ভব হবেনা। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি চ্যালেঞ্জ। বরং আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা হচ্ছে– আমি আল্লাহ্ ইসলামের পূর্ণতা বিধান করব। কারণ, সকল শক্তির উৎস আমারই হাতে রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ হচ্ছে- ইসলামের বিজয় হবেই, ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবেই। এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ্ প্রদত্ত ঘোষণা মহানবীর ভবিষ্যৎ বাণী সত্ত্বেও আজকের পৃথিবীতে মুসলমানরা লাঞ্ছিত, নির্যাতিত। কারণ, মুসলমানরা আজ তার মূল উৎসশক্তি থেকে বিচ্যুত। আমরা ইসলামের বিধি-বিধান তথা কুরআন হাদীস থেকে মুখ ফিরিয়ে পার্থিব ধ্যান ধারণায় মোহাবিষ্ট হয়ে বস্তুবাদী শক্তির আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশী হয়ে পড়েছি। সুতরাং মুসলমানদের এই অধঃপতন স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে কবি বলেন- 'সেই যুগে মুসলিম জাতি পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করেছে কুরআনকে আঁকড়ে ধরার কারণে। আজ বিশ্বজুড়ে মুসলমান লাঞ্ছিত-বঞ্চিত কুরআনকে ছেড়ে দেয়ার কারণে।'

আল্লাহ্ তাআলাই সকল শক্তির আধার

আজ আমরা মুসলমানরা যদি শক্তির মূল উৎসের প্রতি আস্থাশীল হয়ে কাফের মুশরিকদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসি তাহলে আল্লাহ্ তাআলা অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। কারণ, তিনি আমাদেরই আল্লাহ্, আমাদেরই রব, মালিক। আমাদের মহান প্রতিপালক। মহান আল্লাহ্ তো এমন এক সত্তা, যে সত্তা সকল শক্তির

www.pathagar.com

আধার। শুধু সত্তার মধ্যে শক্তি নয়; বরং তাঁর নামের মধ্যেও অসম্ভব শক্তি রয়েছে। যে নাম সকল অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে।

বস্তুবাদী বা আধুনিক চিন্তাবিদরা হয়তো আমাদের বক্তব্যের বিপরীতে যুক্তি দাড় করবে। ইসলামের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে বিজ্ঞান বা বস্তুবাদীদের চেতনায় পৃথিবীর সবকিছুই বিচার করতে চাইবে এবং সবকিছু তাদের জ্ঞানের পরিসীমায় আনার ব্যর্থ চেষ্টা করবে। মুসলমানদের ঈমানী শক্তিকে তারা ঠাট্টার বিষয় বলে উড়িয়ে দিবে। কিন্তু আল্লাহু আকবারের বাস্তবতা দেখতে হলে প্রথমে নিজেদের অন্তর দৃষ্টিকে ঈমানের দ্বারা শক্তিশালী করতে হবে। তাদেরকে এ বিষয়টি বুঝতে হলে ঈমান গ্রহণ করতে হবে।

বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, কিয়ামতের পূর্বে একবার মুসলমানরা কুসতুনতুনিয়া বিজয়ের জন্য অগ্রসর হবে। তখন তাদের নিকট ধারালো তরবারী থাকবে না। তারা দেয়ালের কাছে গিয়ে বলবে, 'আল্লাহু আকবার'। আর এতেই দেয়াল ফেটে যাবে। এই দৃশ্য দেখে সমস্ত কাফের শক্তি পলাতে থাকবে। মুসলমানদের নিকট অন্যকোন অস্ত্র না থাকলেও আল্লাহু আকবারের অস্ত্র আছে। আমরা ভগবানে বিশ্বাসী নই, আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নই, আমরা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী।

মুসলমান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করে না

হযরত উমর রা.-এর খেলাফত আমলে একটা যুদ্ধ হয়েছিল। যাকে কাদেসীয়ার যুদ্ধ বলা হয়। এতে অল্প সংখ্যক মুসলমান আশি হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করেছিল। সেই যুদ্ধের মুশরিক সেনাপতির নাম ছিল মাহান আরমানী। পক্ষান্তরে মুসলিম সেনাপতি ছিলেন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.। যুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে কাফেররা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালিয়ে বেশকিছু মুসলমানকে বন্দী করে ফেলে, এবং যুদ্ধ এক পর্যায়ে শেষ হয়ে যায়। যুদ্ধ শেষে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. বার জন মুসলমানকে সাথে নিয়ে আরমানিয়ায় মাহান আরমানীর সেনা ক্যাম্পে যান। তিনি সরাসরি মাহান আরমানীর অন্দর মহলে বৈঠক খানায় প্রবেশ করেন এবং মাহানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'যে সকল মুসলমানকে বন্দী করে এনেছ, তাদেরকে ছেড়ে দাও'। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-কে দেখে কাফের সেনাপতি মাহান আরমানী তার গেটের দারোয়ানকে তলব করে জিজ্ঞাসা করল, এরা এই পর্যন্ত কিভাবে আসল? তুমি তাদেরকে প্রবেশে বাধা দিলে না কেন? দারোয়ান বলল, তাদেরকে দেখেই ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল, তাই বাধা দিতে পারিনি। অতঃপর হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-এর সাথে কাফের সেনাপতি মাহান আরমানীর কি কথোপকথন হয়েছে, তা ইতিহাস স্বীকৃত। মাহান আরমানী হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-কে উদ্দেশ্য করে বলল- আমার দরবারের

www.pathagar.com

নিয়ম হল, এখানে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে অনুমতি নিতে হয়। তারপর মাথা নত করে শ্রদ্ধা জানাতে হয় এবং সিজদা করতে হয়। তুমি কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, সিজদা না করে আমার দরবারে প্রবেশ করলে কেন? জবাবে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. বললেন- মুসলমান এক আল্লাহ্ ব্যতিত কারো সামনে মাথা নত এবং কাউকে সিজদা করে না। মাহান আরমানী উত্তেজিত হয়ে বলল- তোমার এতবড় সাহস? তুমি আমার শাহী দরবারে নিয়ম ভেঙ্গে প্রবেশ করেছ, আবার এতবড় কথা বলছ! অতঃপর সে তার প্রহরীদের ডেকে বলল, কে আছ একে এক্ষুণি গ্রেফতার কর। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. মাহান আরমানীর উদ্দেশ্যে বললেন- সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন তোমার গলায় রশি লাগিয়ে তোমাকে টেনে হিঁচড়ে হযরত উমর ফারুকের পায়ে নিক্ষেপ করা হবে। এই কথা শুনে মাহান আরমানী ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে তার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দিল, একে এবং তার সাথীদেরকে গ্রেফতার কর এবং আমার সামনে সকলকে হত্যা কর। নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে আরমানী বাহিনী যখন খালিদ ইবনে ওয়ালীদের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করল, তখন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত একটি বক্তব্য রাখলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ

يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ماقتلنا على الجهاد مع محمد صلى الله عليه وسلم ضاربوا على الكفار ولا القى معكم فى الدنيا ولكن علي الكوثر .

হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীরা! আমরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদের ময়দানে কাফেরদের বিরুদ্ধে বহু লড়াই করেছি। আজ আশি হাজার কাফের আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এ মুহূর্তে আমরা কিছুতেই তাদের কাছে আত্মসমর্পন করব না। তোমাদের সাথে দুনিয়াতে আমার আর দেখা হবে না। অপেক্ষা কর হাউযে কাউসারে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। তোমরা ১২ জন তরবারী নিয়ে অগ্রসর হও এবং নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার বলে আশি হাজার কাফেরের উপর আক্রমণ কর। এ কথা বলে যখন হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ রা. ও তাঁর সাথীগণ কাফেরদের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন, তখন মাহান আরমানী হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রা.-এর উদ্দেশ্যে হাতজোড় করে বলতে লাগল, হে মহান সেনাপতি! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ১২ জন মুসলমানের নারায়ে তাকবীরের গর্জনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মাহান আরমানীর আশি হাজার সেনাবাহিনী পলায়ন করতে আরম্ভ করল।

মুসলমানদের জন্য দর্শন বিজ্ঞান নিষিদ্ধ নয়; কিন্তু যে দর্শন বিজ্ঞান কুরআন বিমুখ করে তা নিষিদ্ধ

সে নারায়ে তাকবীরের শক্তি আজও আছে; কিন্তু আমরা তা ব্যবহার করতে সক্ষম নই। আজ সেই একই কালিমায় বিশ্বাসী মুসলমানদের মাথায় চড়ে কুফুরি শক্তি প্রতিনিয়ত মুসলমানদের সম্পদকে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাচ্ছে এবং রীতিমত

www.pathagar.com

মুসলমানদের উপর তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরও আজকের ঈমানহারা মুসলমান বুঝার চেষ্টা করছে না। উপরন্তু দুর্ভাগার মত মুসলমানরা এই আফসোস করে যে, আমরা দর্শন বুঝিনা, বিজ্ঞান বুঝি না। দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রতি এতটাই আসক্ত ও আশ্বস্ত যে, এগুলো না জানাকে নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে করে। প্রকৃতপক্ষে দর্শন, বিজ্ঞান কোনটাই তো আর অবৈধ বা নিষিদ্ধ বিষয় নয় বা আপত্তির বিষয়ও নয়। আপত্তির বিষয় হচ্ছে যে, দর্শন বিজ্ঞানের আসক্তি মুসলমানকে কুরআন বিমুখ করে।

মুসলমান যাই শিখুক বা যাই করুক, কুরআন হাদীসকে তার সবকিছুর মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। কুরআন সুন্নাহকে অগ্রগণ্য বিষয় হিসাবে তার সামনে রাখতে হবে। মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন সুন্নাহকে তার জীবনের জন্য একান্তভাবে গ্রহণ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যকোন পন্থা পদ্ধতি বা জ্ঞান গড়িমায় তাদের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হবে না।

শুধু উট নয় অর্ধেক দুনিয়ার রাখাল হলেন হযরত উমর রা.

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর রা. একবার কোন ময়দান অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে রয়েছেন সাহাবায়ে কিরাম। হঠাৎ তিনি ময়দানের মাঝখানে এসে বসে পড়লেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নারত অবস্থায় হঠাৎ করে আবার হাসতে লাগলেন। সাহাবাগণ আরয করলেন- হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি কাঁদছেন, চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আবার আপনাকে হাসি খুশী দেখা যাচ্ছে? বিষয়টি দয়া করে আমাদের বুঝিয়ে বলুন! হযরত উমর রা. বললেন, একটা ঘটনা স্মরণ করে আমি কেঁদেছি। ঘটনাটি হল, ছোট বেলা এই মাঠে আমি উট চড়াতাম। সারাদিন উট আমার গায়ে প্রসাব করত। মাঠের সব ধূলাবালি আমার শরীরে লেগে থাকত। এই অবস্থায় যখন সন্ধ্যা বেলা বাড়ী ফিরতাম, তখন আমার পিতা এসে আমাকে লাঠি দিয়ে প্রহার করতেন আর বলতেন যে, তুই উট চড়াতে জানিস না? উটের নাপাকী থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারিস না? তুই কি কাজ করে খাবি? কিন্তু আজ সেই উমর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লার গোলাম হওয়ার কারণে শুধু উট নয়; অর্ধেক দুনিয়ার রাখালী করছে। অর্ধেক দুনিয়া শাসন করছে। এ কথা বলতে বলতে তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

এই অবস্থাকে স্মরণ করে কবি ইখওয়ান বলেন- 'যে মুসলমান সারা পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছে, সেই মুসলমানের আজ এই দুর্দশা।'

মুসলমানদের স্বকীয়তা ও শক্তি ঈমানী চেতনার মাঝেই নিহিত

আজ বিশ্বের এই পশ্চাদপদ মুসলমানগণ পাশ্চাত্যের আনুকূল্য লাভের আশা আকাঙ্খাকে ত্যাগ করে যদি কুরআন হাদীসের আলোকে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করে। আধুনিক বিজ্ঞানকে ইসলামী ধ্যান ধারণায় গ্রহণ করে, তাহলে অবশ্যই তারা আজকের বর্তমান বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে পারবে।

www.pathagar.com

ইসলামী চেতনা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধুমাত্র আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে দীক্ষিত হলে প্রচলিত অর্থে বিদ্যান হলেও মুসলমান তার মুসলমানিত্ব হারিয়ে সব রকমের অনৈতিকতার পথে ধাবিত হবে। নামে ও পরিচয়ে সেই ব্যক্তি মুসলমান হলেও তার আচরণ ও চরিত্রে অমুসলিমের ভাব ফুটে উঠবে। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে, প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যে নিজেকে বিজাতীয় ধ্যান ধারণায় গড়ে তুলবে, সে নামেমাত্র একজন মুসলমান হতে পারে, প্রকৃত অর্থে নয়। যার দ্বারা ইসলামের কোন উপকার তো হবেই না; বরং ইসলামের ক্ষতিই হবে। একজন মুসলামনকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, মুসলমানদের স্বকীয়তা ও শক্তি তার ঈমানী চেতনার মধ্যেই নিহিত। ঈমানকে বিকিয়ে, ঈমানের বিপরীত কোন কাজ করে, কোন আদর্শকে গ্রহণ করে একজন মুসলমান কোনভাবেই প্রকৃত শক্তিশালী হতে পারে না। সে জাতি ও ধর্মের কোন উপকার করতে পারবে না। মুসলমানকে তার ঈমানী চেতনায় বলিয়ান হতে হবে। আল্লাহ তাআলার উপর তার অখন্ড বিশ্বাস ও ভরসাই তাকে সকল বিরোধী শক্তির মোকাবেলায় প্রস্তুত করবে। অন্য কোন পথে নয়।

আল্লাহর দল সফলকাম

মুসলমানের শক্তি একমাত্র আল্লাহর উপর নিরংকুশ ভরসা ও তাওয়াক্কুলের উপর নির্ভর করে। মুসলমান আল্লাহর কাছ থেকে তার সকল শক্তি চেয়ে নেয়। নিজেকে আল্লাহর সামনে নিঃশর্ত সমর্পণ করে চোখের পানি দিয়ে তার সকল চাহিদা ও প্রাপ্য আদায় করে নিবে। ইসলামের স্বর্ণ যুগের সাহাবাগণ তো তাই করে ছিলেন। দিনে ছিলেন তাঁরা বীর মুজাহিদ, আর রাতে তাঁরা আল্লাহর দরবারে কান্নারত ভিক্ষুক। তাঁদের সেই ভূমিকার কারণেই তো সে দিন বিশ্ববুকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁরা আল্লাহর পথে সমর্পিত সর্বত্যাগী মুজাহিদ। পাশাপাশি নিজেদেরকে আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দাহ হিসাবে প্রমাণিত করেছিলেন। ঈমানী চেতনার সামনে কোন শক্তিই তাঁদেরকে দমাতে পারে নাই। বরং সকল বৈরী শক্তিই তাঁদের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। আজকের বর্তমান বিশ্বেও মুসলমানগণ যদি তাঁদের সেই অতীত ভূমিকা পালন করে। নিজেদেরকে যদি আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহ হিসাবে প্রমাণিত করতে পারে, তাহলে আজও সারাবিশ্বে মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। বিজয় হবে আল্লাহর দলের, প্রতিষ্ঠিত হবে আল্লাহর দ্বীন।

أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون .

'এরাই আল্লাহর দল (-এর অন্তর্ভুক্ত)। নিশ্চয় আল্লাহর দল সফলকাম।'

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

[অনুলিখনঃ শহীদুল আনওয়ার]

www.pathagar.com

সর্বক্ষেত্রেই সুন্দর আমাদের পিয়ারা রাসূল (সা.)

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

وما أرسلناك إلا رحمة للعلمين . وقال تعالى : قل إن كنتم تحبون الله فـاتبعوني يحبـبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم . وقال أيضا : لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسـنة . صدق الله العلى العظيم . وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشـاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

জনাব সভাপতি, হাযারাত উলামায়ে কিরাম, আমার প্রবাসী বাংলাদেশী ভাইয়েরা! মারকাযে দাওয়াতুল হক্বের উদ্যোগে কাতারে প্রথম বারের মত আমার এই সফর। দ্বীনি আলোচনা শোনার যে আগ্রহ আমি আপনাদের মাঝে দেখতে পাচ্ছি, তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার।

মুসলমানদের উন্নতি অগ্রগতির চাবিকাঠি কী?

মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল দ্বীনকে হেফাযত করা। দ্বীনকে হেফাযত করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে হেফাযত করবেন। অমুসলিমদের উন্নতি আর অগ্রগতি এবং মুসলমানদের উন্নতি আর অগ্রগতি এক জিনিষ নয়। যে পথে অমুসলিমরা উন্নতি সাধন করতে পারে, অনেক সময় মুসলমানরা সে পথে চললে উন্নতি সাধন করতে পারে। আবার অনেক সময় ক্ষতি সাধিত হয়, অবনতি হয়। মুসলমানরা কিভাবে জীবন পরিচালনা করবে? উন্নতি সাধন করবে? এর জন্য আল্লাহ পাক একটি নমুনা প্রেরণ করেছেন, আদর্শ পাঠিয়েছেন। যার অনুসরণ অনুকরণ করে মুসলমানরা নিজেদের জীবন গড়বে। আল্লাহ তাআলা এ আদর্শ ও নমুনার জন্য শুধু দর্শন-ই দেননি, শুধু থিওরী-ই দেননি; বরং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ ও রূপায়ন করে দেখানোর জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন। একথাটাই কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে-

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন দর্শনে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আর্দশ।' -সূরা আহযাব:২১ আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত উত্তম বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী দিয়েছেন, যা গণনা করে, বয়ান করে শেষ করা যাবে না। সবদিক থেকে তাঁকে পরিপূর্ণ করে প্রেরপ করেছেন। কারণ, বিশ্ববুকে হযরত আদম (আ.) হলেন প্রথম নবী। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টির রহস্য ও দুনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

সর্বগুণে সেরা ছিলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আদম (আ.)-এর পর আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার বুকে প্রায় এক লক্ষ পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক নবীর জন্য সময় ও কর্মক্ষেত্রের পরিধি ছিল নির্দিষ্ট। আবার একই সময়ে কয়েকজন নবীও আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু হযরত

www.pathagar.com

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাল কিংবা কোন দেশের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে প্রেরিত হননি; বরং কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সকল যুগের সকল মানুষের নবী। তাঁর পর কোন নবী আসবে না। এ জন্য আল্লাহ পাক তাঁকে সর্বগুণে গুণান্বিত করে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেছেন। যেন কেউ বলতে না পারে যে, তাঁর মধ্যে এ জিনিষটার অভাব ছিল। কেননা, একজন আলেমকে না মানলে ঈমান যাবে না, আরেক জন আলেমকে মানলেই চলবে। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না মানলে ঈমান থাকার প্রশ্নই আসে না। একজন ইমাম যদি কালো হয় এতে দোষের কিছু নেই। অনেক বুযুর্গ ইমাম আছেন, তিলাওয়াত তাঁর খুব সুন্দর কিন্তু চেহারাটা কালো। এক্ষেত্রে সুন্দর কালো হওয়া তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কিন্তু কেউ যদি বলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো ছিলেন, তবে তার ঈমান থাকবে না। অর্থাৎ এমন কোন দিক ছিল না যে দিক থেকে আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিপূর্ণ করেন নি, আকর্ষণীয় করেন নি। যাতে কেউ একথা না বলতে পারে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবই ভালো ছিল, কিন্তু এ দিকটায় একটু সমস্যা ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতটুকু মুহব্বত করতে হবে

বুখারী শরীফে একটি হাদীস উল্লেখ আছে-

لا يؤمن أحدكم حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين

'কেউ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মুহাম্মদ তার নিকট তার সন্তান, বাবা-মা এবং অন্য সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সবচেয়ে বেশী মুহব্বত না করলে মুমিন হওয়া যাবে না। কুরআনে কারীমের ইরশাদে একথাই প্রস্ফুটিত হয়।

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم .

'তোমরা যদি আল্লাহকে মুহব্বত করার দাবী কর তাহলে আমার অনুসরণ ও অনুকরণ কর। তাহলে হবে কী? আল্লাহ তোমাদের মুহব্বত করবেন এবং তোমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন।'

এখানে একটি সুক্ষ্ম ব্যাপার হল- বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী মুহব্বত করতে হবে। আর কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে আল্লাহকে ভালবাসতে হলে রাসূল সা. -এর অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে। কুরআন রাসূলের মুহব্বতের কথা বলে নি। কুরআন বলেছে, আল্লাহর মুহব্বতের দাবী করলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ কর। এর অর্থ হচ্ছে- আল্লাহ পাক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানব জাতির জন্য মাপকাঠি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহকে মুহব্বত করতে

www.pathagar.com

চাইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ অপরিহার্য। আর মুহব্বত না থাকলে অনুসরণ অনুকরণ করা যায় না। শুধু আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কাজ করানো যায় না। তাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ অনুকরণ করতে হলে তাঁকে অন্তর থেকে মুহব্বত করতে হবে। তাই হাদীসে মহব্বতের কথা এসেছে।

ভালবাসাবিহীন অনুসরণের ফলাফল

মুহব্বত না থাকলে যে অনুকরণ করা যায় না তার একটি গল্প আপনাদের সামনে পেশ করছি। একলোক শীতকালে ঘোড়ায় আরোহন করে সফরে বের হয়েছেন। সাথে তার এক খাদেম। তৎকালীন যুগে এখনকার মত গাড়ী ছিল না। আরোহনের জন্য বড় বাহন ছিল হাতি আর ঘোড়া। অনেক দূর যাওয়ার পর সন্ধ্যা বেলায় লোকটি খাদেমকে বলল, শীত লাগছে চাদরটা দাও। খাদেম বলল, চাদর তো দশ মাইল পূর্বে এক জায়গায় পড়ে গিয়েছে। মালিক বললেন, হায়-হায়! তুমি উঠাও নি কেন? খাদেম লিস্ট দেখিয়ে বলল, এখানে এমন কোন আদেশ নেই যে, চাদর পড়ে গেলে উঠাতে হবে। আপনি আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা লিস্টে লেখা রয়েছে। মনিব লিস্ট হাতে নিয়ে তাতে আরেকটি ধারা লিখে দিলেন যে, "কোন কিছু পড়ে গেলে উঠিয়ে নিতে হবে"। কয়েক মনযিল অতিক্রম করার পর গোলাম হাঁপাতে হাঁপাতে কয়েকটি বস্তা মনিবের সামনে রাখল। মনিব জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কী? সে বলল- আপনিই তো বলেছেন যা পড়ে যাবে তা উঠিয়ে নিতে হবে। তাই ঘোড়ার পিছনের রাস্তা থেকে যা পড়েছে, সবই উঠিয়ে নিয়ে এসেছি। অর্থাৎ এগুলো সব ঘোড়ার পায়খানা। সুতরাং বুঝা গেল আইন দিয়ে শাসন করা যায়, কাজ করানো যায় না। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে সবচেয়ে বেশি মুহব্বত না করলে মুসলমান হতে পারবে না। আর কুরআনে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ অনুকরণ না করলে আল্লাহর অনুগ্রহ পাওয়া যাবে না। আল্লাহর ভালোবাসা, রহমত পেতে হলে রাসূলের অনুসরণ অনুকরণ করতে হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ অনুসরণ তখনই সম্ভব যখন তাঁকে অন্তর থেকে মুহব্বত করবে। সুতরাং বুঝা গেল, হাদীস ও কুরআনের মাঝে দারুণ সম্পর্ক বিদ্যমান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী আজও আমাদের মাঝে বিদ্যমান। তিনি কিভাবে হাঁটতেন, কিভাবে তাকাতেন, কিভাবে মজলিস করতেন, কিভাবে ডাকতেন, সবকিছুই হাদীসের নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ ছয়টি কিতাব ছাড়াও অসংখ্য কিতাবে সংরক্ষিত রয়েছে। অন্যকোন নবীর পূর্ণাঙ্গ সীরাত আমাদের মাঝে নেই। একমাত্র মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত

www.pathagar.com

তাঁর ঘরোয়া জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলোও আমাদের মাঝে দিবালোকের মত স্পষ্ট। আল্লাহ পাক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত আকষর্ণীয় করে সৃষ্টি করেছেন, এক ফারসী কবি তার কবিতায় এরই কিঞ্চিৎ আভাস দিয়ে বলেন-

زفرق تا بقدم هر کجامی نگرم

کرشمه دامن دل می کشید که اینجاست

'তাঁর শির মুবারক থেকে পা পর্যন্ত যে দিকে দৃষ্টি বুলাই, সে দিকেই আমার অন্তর আকর্ষিত হয়।' মন বলে আমার বাঞ্চিত বস্তু এখানেই আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য

সুন্দর হওয়া কোন জরুরী বিষয় নয়। তথাপি আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ার সকল সৃষ্টি থেকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। এক সহীহ রেওয়ায়েতে এসেছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে নসীহত পেশ করছিলেন। পূর্ণিমার রাত। চাঁদের আলোয় মসজিদে নববীর আঙ্গিনা ঝলমল করছে। হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ রা. মসজিদে নববীর বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি বসছ না কেন? হে জাবের! তিনি বললেন, হুযূর আমি পূর্ণিমা রাতের চাঁদকে দেখছি আর আপনার চেহারা মুবারক দেখছি। আল্লাহর কসম! আপনার চেহারা চাঁদ থেকে হাজারো গুণ বেশী সুন্দর। একবার হযরত আয়েশা রা.কে তাঁর বান্ধবীরা প্রশ্ন করল যে, আমরা বিশ্বাস করি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশী সুন্দর। কিন্তু একটা প্রশ্ন জাগে!, কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে জুলায়খার বান্ধবীরা হযরত ইউসুফ (আ.)কে দেখে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলেছিল। কিন্তু আমাদের নবীকে দেখে কেউ তো হাত কাটল না। ইরশাদ হচ্ছে-

فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكا و اتت كل واحدة منهن سكينا .

মিশরের অভিজাত শ্রেণীর মহিলাদের পক্ষ থেকে জুলায়খাকে তিরস্কার করা হয়েছিল যে, দেশের ফাস্ট লেডি, প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী হয়ে চাকরের উপর সে আসক্ত হয়ে গিয়েছে। তীব্র সমালোচনার মুখে জুলায়খা শহরের ঐসব মহিলাদের দাওয়াত করল। সবাই স্ব-স্ব আসন গ্রহণ করল। ফল কেটে খাওয়ার জন্য প্রত্যেকের হাতে একটা করে চাকু দেয়া হল। হযরত ইউসুফ (আ.)কে পাশে একটি কক্ষে রাখা হয়েছিল। জুলায়খা আমন্ত্রিত বান্ধবীদের আগেই বলে রেখেছিল, আমি যখন আদেশ করব, কেবল তখনই তোমরা ফল কাটবে।

www.pathagar.com

জুলায়খা হযরত ইউসুফ (আ.)কে ইশারা করল, বের হয়ে এসো। অপর দিকে বান্ধবীদের আদেশ করল ফল কাট।

فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم

ইউসুফকে দেখে তারা ফল কাটে নি, আঙ্গুল কেটে ফেলেছে। ইউসুফের সৌন্দর্য্য দেখে চোখ ফেরাতে পারে নি। ফল কাটছে না আঙ্গুল কাটছে সে দিকে তাদের লক্ষ্য নেই। আর তারা বলতে লাগল এতো মানুষ নয়! ফেরেশতা। জবাবে হযরত আয়েশা (রা.)বললেন-

لواح زليخا لورايئن جبينه + لآثرن قطع القلوب على اليد

জুলায়খার বান্ধবীরা যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখত, তাহলে তারা তাদের হাত না কেটে কলিজা কেটে ফেলত। বাস্তবে তাই পরিলক্ষিত হয়েছে।

একেই বলে ইশকে রাসূল

উহুদের যুদ্ধ শেষ। খবর এসেছে قد قتل محمد মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা হয়েছে। এক মহিলা এ খবর শুনে পাগলের মত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সৈন্যরা মদিনা ফিরছে। মহিলা জিজ্ঞাসা করল- كيف رسول الله আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? তাকে বলা হল তোমার ছেলে শহীদ হয়ে গিয়েছে। সে বলল, আমার ছেলে শহীদ হয়েছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করি নি, বল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? বলল, জীবিত আছেন, ভালো আছেন। সামনে এগিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল كيف رسول الله রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? তাকে বলা হল, তোমার স্বামী শহীদ হয়ে গিয়েছে। সে বলল, আমি জিজ্ঞাসা করেছি রাসূলুল্লাহ কেমন আছেন? বলা হল, ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আরেকটু সামনে এগিয়ে জিজ্ঞাসা করল كيف رسول الله রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? বলা হল, তোমার বাবা শহীদ হয়ে গিয়েছে। সে বলল, আমি জিজ্ঞাসা করেছি রাসূলুল্লাহ কেমন আছেন? তাকে বলা হল, জীবিত আছেন, ভালো আছেন। ছেলে, বাবা, স্বামী শহীদ হয়ে গেল তাতে মহিলাটি বিন্দুমাত্র দুঃখ পেল না। শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন উদগ্রীব হয়ে তাই জানতে চাইল। এমনকি সে দৌড়াতে দৌড়াতে উহুদ প্রান্তরে চলে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পর সে বলল- بعدك كل غم سهل يا رسول الله হুযূর আপনার চেহারা দেখতে পেয়েছি। আমার ছেলে, স্বামী, বাবা শহীদ হয়ে গিয়েছে তাতে কোন দুঃখ নেই। আপনি আছেন আমার সবই আছে।

www.pathagar.com

রাসূল প্রেমের মূর্ত প্রতীক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.

আজকাল মানুষ সংগঠন করে। কর্মী তৈরি করে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে, মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ছাড়া খাঁটি কর্মী এবং আদর্শ সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. রোম সম্রাটের হাতে ধরা পড়লেন। সম্রাট বলল, শুনেছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীরা দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকে। তা আজ আমি পরীক্ষা করে দেখব। সে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.-কে ডেকে বলল, তুমি যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ কর তাহলে আমার অর্ধেক রাজ্য তোমাদের কাছে অর্পণ করব এবং আমার একমাত্র মেয়েকে তোমার নিকট বিয়ে দিব। তার এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. বললেন-

يا ملك الروم لو أعطيتني ما تملك وما يملك العرب فما رجعت عن دين محمد طرفة عين .

'হে রোম সম্রাট! তুমি এবং আরব যেটুকু রাজ্যের মালিক, তার পুরোটা দিয়ে দিলেও আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দ্বীন থেকে এক পলকের জন্য সরে আসতে পারব না।'

বাদশাহ আদেশ করল, একটি বড় হাড়িতে তৈল গরম কর এবং তার সাথীদের এক এক করে উত্তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ কর। তৈল আগুনের মত উত্তপ্ত হল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.-কে ডেকে বলল, আমার কথা মান, অন্যথায় তোমাদেরকে উত্তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করা হবে। একথা বলতে বলতে একজন সাথীকে উত্তপ্ত তেলে নিক্ষেপ করা হল। সে নিমিষের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। এরপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.-কে বলল, এখন তোমার পালা। ভেবে দেখ, বলতে বলতে তাঁকে চুলার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এ সময় হযরত আব্দুল্লাহর রা. গন্ড বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। বাদশাহ ভাবল হয়তো ব সে কিছুটা নমনীয় হয়েছে। জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার? কাঁদছ কেন? চিন্তা চেতনার কি কোন পরিবর্তন হয়েছে? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা. বললেন, না। কাঁদছি এ জন্য যে, অনেক দিন জেল খেটে, দূর্বল হয়ে গিয়েছি। শরীরে কিছুই নেই। এমনিতেই মৃত্যুর পথে পা রেখেছি। মরা জান আল্লাহর রাস্তায় পেশ করছি। মনে মনে ভাবছি, যদি আমার এক হাজার জান থাকত আর আমি এক হাজার জানই আল্লাহর পথে কুরবানী করতে পারতাম তাহলে আমার জন্য তা কতইনা সৌভাগ্যের হত! এজন্য আমি কাঁদছি।

দুই সাহাবীর দুআ

মুসলমান তার লাশ শুধু কবরে দাফন হোক সেটাই চায় না। মুসলমান চায় তার লাশ যুদ্ধের ময়দানে কাফেরের আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে থাক। উহুদের যুদ্ধ চলছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) ও হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস দু'জন মিলে একটা পাহাড়ের আড়ালে দুআ করতে

www.pathagar.com

বসলেন। হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস দুআ করলেন- আল্লাহ্ আমাকে কাফেরদের সাথে লড়াই করার তাওফীক দাও। কাফেরকে হত্যা করার তাওফীক দাও। গণিমতের মাল দাও। আর আমি যেন বিজয়ী বেশে মদিনা ফিরতে পারি সে তৌফিকও দাও। আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ রা. বললেন, আমীন! এবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ দুআ শুরু করলেন- আল্লাহ্! কাফেরদের সাথে লড়াই করার তাওফীক দাও। কাফেরদের হত্যা করার তাওফীক দাও। লড়াই করতে করতে এক পর্যায় যেন কাফেররা আমাকে শহীদ করে ফেলে। তারা আমার নাক কান কাটে, চোখ উপরে ফেলে। আমার বুক চিরে ফেলে। আমার সবকিছুই যেন তোমার জন্য টুকরো টুকরো হয়ে যায়। হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. গাযী হলেন। আর হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ রা. শহীদ হলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর লাশ তালাশ করতে বললেন। দেখা গেল, তাঁর দেহে নাক নেই কান নেই। পেট চিরে করা হয়েছে টুকরো টুকরো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখে চোখের পানি রাখতে পারলেন না। সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. বলেন, আমার দুআর চেয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ রা.-এর দুআ শ্রেষ্ঠ ছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ রা. বলেছিলেন, আল্লাহ্! কিয়ামতের ময়দানে তুমি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। আব্দুল্লাহ! তুমি আমার জন্য কী করে এসেছে? তখন আমি যেন বলতে পারি, আল্লাহ কিছুই করতে পারি নি, শুধু তোমার জন্য নাক দিয়েছি, কান দিয়েছি, চোখ দিয়েছি, নিজেকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছি। আজকে আমরা ইসলামের খেদমত করার দাবী করি অথচ নিজেদের আরাম আয়েশে বিন্দুমাত্র আঘাত সহ্য করতে পারি না। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম। তাঁদের সীরাত থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিখার রয়েছে।

যে বিষয়ে আলোচনা করছিলাম সেই প্রসঙ্গে ফিরে যাই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা রা.-এর এই দৃঢ়তা দেখে রোম সম্রাট বলল, একটা কাজ করলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। তাহলো, তোমাকে আমার কপালে চুমো খেতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, শুধু আমাকে ছাড়বে না সবাইকে। সম্রাট বলল, সবাইকে ছেড়ে দেব। হযরত আব্দুল্লাহ্ নিজের হাত সম্রাটের কপালে রেখে চুমো খেলেন। মুক্ত হয়ে সবাই মদিনা ফিরে আসলেন। তৎকালীন খলিফা খলিফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক রা. ঘটনা শুনে মদিনায় ঘোষণা করে দিলেন যে, আব্দুল্লাহ্ ইবনে হুযাফার কপালে চুমো দেয়া সবার জন্য ফরয হয়ে গিয়েছে। তিনি সুন্দর একটি কৌশলের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামকে ছাড়িয়ে এনেছেন। ইসলামে কৌশল অবলম্বনের রাস্তাও খোলা রয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দ্বীনের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কর্মী বাহিনী ছিল, যাঁদের দুনিয়ার লোভ লালসা স্পর্শ করতে পারে নি। এ যুগে দ্বীনের কর্মী এবং ইসলামের খাদেমদের সে অবস্থা কোথায়? সাহাবায়ে কিরামকে ভয়ভীতি লোভ লালসা কোন কিছুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূরে সরাতে পারেনি। হযরত খুবাইব রা.কে যখন শহীদ করা হচ্ছিল হাজার হাজার কাফের চর্তুদিক থেকে তাঁর হত্যার করুন দৃশ্য অবলোকন করছিল। আবূ সুফিয়ান তখনো মুসলমান হয়নি। খুবাইবকে বলল, খুবাইব! একটি কথা শুধু তুমি মুখে স্বীকার কর যে, তোমার জায়গায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফাঁসি দেয়া হোক। আমরা তো তাঁকে আনতেও পারব না, ফাঁসিও দিতে পারব না। তুমি শুধু মুখে এ কথাটুকু বলবে। হযরত খুবাইব রা. বললেন, আমার স্থলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফাঁসি তো দূরের কথা তাঁর গায়ে একটা কাটা লাগবে সেটাও আমি বরদাশত করতে পারব না।

মৃত্যুর পরও রাসূল সা. সুন্দর থাকবেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক সবচেয়ে বেশি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। মৃত্যুর পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য অবশিষ্ট থাকবে। এক রেওয়ায়েতে আছে হযরত আহমদ কবীর রেফায়ী রহ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা যিয়ারত করতে গেলেন। আবেগে আপ্লুত হয়ে তিনি বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে আমি শুধু সালাম দিয়ে যেতে চাই না। আপনার পবিত্র মুখ থেকে সরাসরি সালামের উত্তরও শুনতে চাই। তিনি সালাম দিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালামের উত্তর দিলেন। তারপর তিনি বললেন, আওয়ায যখন শুনেছি, না দেখে যাব না ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ডান হাতটা অন্তত বের করুন, যাতে আমি দেখতে পারি। এই বলে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে কাঁদতে লাগলেন। হঠাৎ দেখা গেল রওযা মুবারক থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের হাত বের হয়ে আসছে। বলা হয় তখন মদিনায় সূর্যের আলো ম্লান হয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনাটি ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহ. তাঁর কিতাব خصائص المصطفي-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এটি কোন হাদীস নয়, তবে বিশ্বস্তসূত্রে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে।

আল্লাহ পাক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুন্দর এজন্য বানিয়েছেন, যাতে উম্মত তাঁর প্রতি আকর্ষিত হয় এবং শ্রেষ্ঠনবী সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ থাকেন।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহব্বতই নাজাতের কারণ হবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা যদি অন্তরে থাকে তাহলে কিয়ামতের দিন তাঁর সাথে হাশর হবে। বুখারী শরীফে একটি হাদীস রয়েছে যে, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে প্রশ্ন করলেন, متى الساعة يارسول الله صلى الله عليه وسلم হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কবে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কিয়ামত কবে হবে জিজ্ঞাসা করছ, তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নফল নামায রোযা তেমন বেশী একটা আমার নেই, তবে আমি আপনাকে মুহব্বত করি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন المرء مع من احب 'যে যাকে ভালোবাসে, তার সাথে তার হাশর হবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ মর্যাদা

আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন বংশে প্রেরণ করেছেন যে, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বংশ আর হতে পারে না। অনেক সময় এমন হয় যে, ইমাম সাহেব তো সবদিক থেকে ঠিকই আছেন, তবে তার বংশটা বেশী ভালো নয়। একথা বললে কারো ক্ষতি হবে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ শ্রেষ্ঠ হওয়া সম্পর্কে অন্তরে কোন সন্দেহ সংশয় থাকলে ঈমানই থাকবে না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আদম আ. থেকে শুরু করে আমি পর্যন্ত আমার বংশে বিবাহের মাধ্যমে সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে। এতে যিনার কোন গন্ধও নেই।

বুখারী শরীফের কিতাবুল অহীতে হাদীসে হিরাক্ল নামে একটি হাদীসের উল্লেখ রয়েছে। দীর্ঘ এই হাদীসে হিরাক্ল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের বংশ সম্পর্কে জানার জন্য আবূ সুফিয়ানকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিল। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল كيف نسبه তার বংশ কেমন? আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমন হওয়া সত্ত্বেও বলল- هو فينا ذو نسب সে আমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বংশের।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক শক্তি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি দান করেছিলেন। হযরত আনাস রা. হতে বুখারী শরীফে একটি রেওয়ায়েত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক ত্রিশ জন পুরুষের শক্তি দান করেছিলেন। তৎকালে রুকানা নামক এক পাহলোয়ান ছিল। সে একশত যুবকের সাথে একা লড়াই করতে পারত। ইতিহাসের কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, রুকানা উটের কাঁচা চামড়ার একপাশে দাঁড়িয়ে বলত তোমরা আমার পায়ের নীচের এই কাঁচা চামড়াটা টেনে বের করে নিয়ে যাও।

www.pathagar.com

যুবকরা মিলে চামড়াটি টেনে বের করত ঠিকই, কিন্তু রুকানার পায়ের নিচের অংশটা ছিড়ে তার পায়ের নীচেই থেকে যেত। তার ঘোষণা ছিল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেলে সে দেখে নিবে। রুকানার এ ঘোষণার পর সাহাবায়ে কিরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চোখে চোখে রাখতেন। একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঠে বের হলে রুকানার সাথে দেখা হয়ে গেল। হুযূর তাকে দেখে দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে বললেন- قل لا اله إلا الله 'পড় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকানাকে আগে থেকেই চিনতেন। রুকানা বলল, তুমি মুহাম্মদ? জবাবে মহানবী বললেন, হ্যাঁ! মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। রুকানা জবাব দিল, কালিমা পড়ব, তবে তোমাকে আগে আমার সাথে কুস্তি লড়তে হবে।

একজন বুড়ো ইমাম সাহেব কোন যুবককে নামাযের দাওয়াত দিলেন। যুবক বলল, নামায পরে, আগে আমার সাথে কুস্তি লড়তে হবে। যদি কুস্তিতে জিততে পারেন তাহলে নামায পড়ব। এটা কোন কথা হল? আলেম উলামাদের ঠেকানোর জন্য ছোট করার জন্য অনেক সময় অযৌক্তিক প্রশ্ন করা হয়, যার সাথে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই। রুকানা বলল, আপনি কুস্তিতে জিততে পারলে ঈমান আনব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে এগিয়ে আস, তোমার সাথে লড়াই করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত দিয়ে ধরা মাত্র সে যমীনে পড়ে গেল। বুঝা উচিত ইসলামের সাথে গায়েবী সাহায্য সব সময়ই থাকে। ইসলামকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি, হবেও না। যতই হাঁকডাক হৈ হুল্লোর করা হোক কাজের সময় পাত্তা পাওয়া যাবে না।

আল্লামা ইকবাল বড় সুন্দর কথা বলেছেন যে,

چوبگویم مسلمانم بلرزم+ كه من دانم مشكلات لا اله

'আমি যখন নিজকে মুসলমান বলি আমার শরীরের পশমগুলো দাঁড়িয়ে যায়। কেননা আমি জানি লা ইলাহা পড়া কত কষ্টকর ছিল।' আজ আমরা সে কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছি না।

হযরত বিলাল (রা.)-এর সীমাহীন ত্যাগ

হযরত বিলাল (রা.) লা ইলাহা পড়েছেন। তাঁর আর কোন অন্যায় নেই। উমাইয়া তাকে রশি দিয়ে বেঁধে মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে টেনে হেচঁড়ে অন্যায়ভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালিয়েছে। নিপীড়নের বিভীষিকায় হযরত বিলাল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে পারেননি। শুধু আহাদ আহাদ বলেছেন। তাঁর মনিব উমাইয়া বলেছে ان تكفر محمدا أن تموت 'মুহাম্মদকে অস্বীকার কর' নইলে এ অবস্থায় তোমাকে মরতে হবে।' এহেন পরিস্থিতিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বিলালকে ক্রয় করে আযাদ করে দিয়েছিলেন। এজন্য বলা হয় ابو

www.pathagar.com

بكر سيدنا واعتق سيدنا 'আবূ বকর আমাদের সরদার' তিনি আমাদের সরদার বেলালকে আযাদ করেছেন। এটাই হল ইসলাম।

রুকানা বলল, হঠাৎ এমন হয়েছে বুঝতে পারি নি। আরেকবার দেখি। রাসূল বললেন, ঠিক আছে আস। এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরতে হয় নি। হাত বাড়াতেই রুকানা মাটিতে পড়ে ধরাশায়ী। রুকানা বলল, কিছুই বুঝতে পারছিনা, কেন এমন হচ্ছে। শেষবারের মত আমাকে আরেকবার সুযোগ দেওয়া হোক। এবার না পারলে আপনার উপর ঈমান আনব। রুকানা এবার প্রস্তুত হয়ে সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসল আর সাথে সাথেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেল। অবশেষে রুকানা মুসলমান হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দরের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী সুন্দর, বংশের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বংশের, আবার দৈহিক শক্তিও ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশী।

নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মাসুম

নুবওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা কোন গোনাহ প্রকাশ পায় নি। সারা আরবের জন্য আদর্শ ছিলেন তিনি। যদি নবী হওয়ার আগে কোন পাপ কাজ তাঁর দ্বারা প্রকাশ পেত, তাহলে লোকেরা বলার সুযোগ পেত, এতো সেই মুহাম্মদ, যে ইতিপূর্বে এ জাতীয় পাপ কাজ করেছে। কোন আলেমের প্রথম জিন্দিগী ভাল নাও হতে পারে। এমন বহু আলেম ও অলী আছেন, যাঁদের প্রথম জীবন শরাব পান, গানবাদ্য, চুরি ডাকাতির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু শেষ জীবনে তাঁরা আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য অর্জন করে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে উপনীত হয়েছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিমের উস্তাদ হাদীস শাস্ত্রের ইমাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। আজকালের ধনী পরিবারের ছেলেদের চরিত্র যেমন হয়, তিনিও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বাগানে বসে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গানের আসরে সেতারা বাজাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেতারা থেকে আওয়ায বের হয়ে আসল الم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله . ঈমানদারদের জন্য কি এখনও সময় আসে নি যে, তারা নিজেদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে শান্ত রাখবে। এ কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। কারণ, আল্লাহর যিকির দিয়েই তো অন্তর শান্ত হয়। ইরশাদ হচ্ছে ألا بذكر الله تطمئن القلوب 'যারা আল্লাহর যিকির করে তাদের অন্তরেই শান্তি থাকে।' দুনিয়ার সবকিছুই আছে যদি যিকির না থাকে তাহলে অন্তরে শান্তি থাকে না।

জনৈক ব্যক্তির হযরত খিযির আ. এর সাথে সাক্ষাত

হাকীমুল উম্মাহ্ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রা. তাঁর মাওয়ায়েযে একটি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হঠাৎ গরীব এক লোকের হযরত খিযির আ.-এর সাথে দেখা। তার জানা ছিল হযরত খিযির আ. দুআ করলে দুআ কবূল হয়। লোকটি হযরত খিযির আ.কে বলল, আমি গরীব মানুষ অনেক কষ্টে আছি। আমার জন্য দুআ করুন, যাতে আমি ধনী হয়ে যাই। হযরত খিযির আ. বললেন, ঠিক আছে তোমাকে এক মাস সময় দিলাম, তুমি আমাকে এমন একটি মডেল দাও যে, তুমি তার মত হতে চাও। একমাস পর আমাকে এসে বলবে। লোকটি মডেল খুঁজতে বের হল। দিল্লির অলিগলি ঘূরে ঘূরে সে বড় লোকদের বাড়ী অনুসন্ধান করছে, খোঁজ-খবর নিচ্ছে। এক লোককে দেখতে পেল খুব আরামে আসন নিয়ে বসে আছে। সে লোকটিকে বলল, আপনাকে তো দেখছি বেশ শান্তিতে আছেন। বিশাল বাড়ি, কোটি টাকার মালিক। আমি আপনার মত হতে চাই। লোকটি বলল, খোদার কসম! আমার মত হইও না। আমি বড় অশান্তিতে আছি। এ টাকা পয়সা বাড়ী গাড়ি আমার জন্য আরও বেশি অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুসন্ধান করতে আবারো বেড়িয়ে পড়লো। কিন্তু মনমত মডেল মিলছে না। মিললেও খোজ-খবর নিতে গেলে টিকছেনা, মাস প্রায় শেষ। হঠাৎ তার নযরে পড়ল বিশাল এক বাগান। তার মাঝে বসে আছেন এক ভদ্রলোক। পাশেই খেলাধূলা করছে ছেলে-মেয়েরা। এতবড় বিল্ডিং, রাজকীয় বাড়ী, এর চেয়ে বড়লোক পাওয়া মনে হয় আর সম্ভব নয়। তাকে আর জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই। জিজ্ঞাসা করলেই প্যাঁচ লাগে; বরং আমি এই নমুনা, এই মডেল হযরত খিযির আ.-কে দেখিয়ে দিব। ভাবতে ভাবতে এক পা এগুচ্ছে দুপা পিছাচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে মনস্থির করল, সবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, একে জিজ্ঞাসা না করলে মনের খটকা ও সংশয় তো থেকেই যায়। শেষ পর্যন্ত তার কাছে গিয়ে বলল, ভাই! আমার তো ভাগ্য খুলে গেছে। হযরত খিযির আ.-এর সাথে দেখা হয়েছে। তিনি আমার জন্য দুআ করবেন যাতে আমি ধনী হয়ে যাই। এখন আমি বড় হওয়ার নমুনা খুঁজছি। আমার মনে হল, আপনি শান্তিতে আছেন। আমি আপনার মত হতে চাই। লোকটি বলল, দেখ ভাই! আমার মত হয়ো না। খোদার কসম! আমি শান্তিতে নেই। কেন অশান্তিতে আছি-তা এখন আমি বলতে পারব না। তবে তুমি থাক, রাতে আমি তোমাকে সব ঘটনা খুলে বলব। রাতের খাবার দাবার শেষ হল। স্ত্রী বাচ্চারা ঘুমিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। তখন লোকটি বলল, ভাই! আমি একাই থাকি এই ঘরে। রাতে আমার সাথে কেউ থাকে না। তুমি দেখেছ আমার সুন্দর বিবি, ফুলের মত সন্তান। আসলে এগুলোই আমার এখন অশান্তির কারণ। মূল ঘটনা হল, আমার স্ত্রী খুবই সুন্দরী। একবার সে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হল। ডাক্তার বলল, সে আর বাঁচবে না। স্ত্রীকে এতই মুহব্বত করতাম যে, এমন একটি দুঃসংবাদে নিজেকে

www.pathagar.com

সামলে রাখতে পারছিলাম না। তার সমানেই কাঁদতে শুরু করলাম। স্ত্রী আমায় বলল, এখন তো ঠিকই কাঁদছ কিন্তু আমি মরে গেলে তো দ্বিতীয় বিয়ে করতে দেরী করবে না। আমি তার মৃত্যুর পর আরেকটি বিয়ে করব না, স্ত্রীকে কিছুতেই একথা বুঝাতে পারলাম না। স্ত্রী মৃত্যু শয্যায়। শেষ নিঃশ্বাসের প্রহর গুনছে। আমি গেলাম ডাক্তারের নিকট। অপারেশন করে পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে দিয়ে স্ত্রীকে এসে দেখালাম। আর বললাম, দেখ আমার আর বিয়ের প্রয়োজন হবে না। ঘটনাচক্রে এরপর থেকেই আমার স্ত্রী ধীরে ধীরে পুরো সুস্থ হয়ে গেল। তার সুস্থতার পর আমি তার যৌন চাহিদা মিটাতে ব্যর্থ হওয়ায় বাড়ীর চাকরদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলে এই বাচ্চাগুলো জন্ম দিয়েছে। যখন সন্তানদের দেখি আমার কলিজায় আঘাত লাগতে থাকে। কোথাও কোন শান্তি নেই। তাই বলি দুনিয়া মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। মানুষের অন্তর শান্তি পায় আল্লাহ পাকের যিকির দ্বারা।

নবুওয়তের পূর্বেও মহানবী মাসুম ছিলেন

বলতে ছিলাম নবুওয়াতের পূর্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অন্যায় করেন নি, পাপ করেন নি। তিনি ছিলেন মাসুম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একবার আমার দ্বারা গোনাহের কাজ হওয়ার আশংকা ছিল, কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে হেফাযত করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাঠে বকরী চড়ানোর সময় একবার বন্ধুরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতে চাইল। জাহেলী যুগের বিবাহ অনুষ্ঠানেও আজকালের মত নাচ-গান হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে ঘুম চলে আসল। সাথীরা ধরাধরি করে নিজেদের কোলে উঠিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওজন এত বেড়ে গেল যে, সবাই মিলেও তাঁকে উঠাতে পারল না। নাচ-গান শেষে সাথীরা যখন বাড়ী ফিরল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম ভাঙ্গল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত একটি পরিপূর্ণ বিপ্লব। যার প্রতিটি ধাপে আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা এবং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত রহমত স্বরূপ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ পানের ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা আমিনার কোলে আগমন করলেন। দু' থেকে তিন দিন মায়ের দুগ্ধ পান করলেন। আরবের প্রথা অনুযায়ী হালিমা মক্কায় এলেন বাচ্চা নেয়ার জন্য। তিনি ছিলেন গরীব। বুকে দুধ নেই, এজন্য কেউ তাকে সন্তান দিল না। অন্যদিকে টাকা কড়ি পাওয়া যাবে না এই ভাবনায় পিতৃহারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ নিতে চাইল না। হালিমা সাদিয়া তার স্বামীকে বললো, আমাকে তো কেউ সন্তান দিতে চায়

www.pathagar.com

না, তবে একটি সন্তান আছে এতিম। এজন্য তাঁকে কেউ নিতে চায় না। হযরত হালিমা স্বামীকে নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে গেলেন। আল্লাহ পাক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় এত মুহব্বত ঢেলে দিয়েছিলেন যে, হালিমা দেখা মাত্রই তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আ.)-এর চেহারায় মুহব্বত ঢেলে দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনের ইরশাদ হচ্ছে- القيت عليه محبة مني আমি মূসা (আ.)-এর চেহারায় মুহব্বত ঢেলে দিয়েছিলাম। যার কারণে আছিয়ার অন্তরে হযরত মূসার জন্য দয়া-মায়া সৃষ্টি হয়েছিল। ফেরাউন হত্যা করতে উদগ্রীব হলেও মূসাকে হত্যা করতে পারে নি। আল্লাহ পাক যদি হযরত মূসা (আ.)-এর চেহারায় আকর্ষণ মুহব্বত ঢেলে দিতে পারেন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় কি দিতে পারেন না? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হালিমার স্তনে মুখ দিলেন, পুরো স্তন দুধে ভরপুর হয়ে গেল। ইঙ্গিত এ দিকে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শে আসলে দুনিয়ারও উন্নতি হবে।

আমাদের শিক্ষিত সমাজ মনে করে, ইসলামের নাম নিলে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পর্শে এলে দুনিয়ার উন্নতি হবে না। আল্লাহ পাক তিন দিনের মাথায় দেখিয়ে দিয়েছেন, মুহাম্মদের স্পর্শে এলে দুনিয়ার উন্নতি কিভাবে হয়। আখিরাতের উন্নতি তো চল্লিশ বছর পর। এবার শিশু মুহাম্মদকে জীর্ণ শীর্ণ গাধায় সাওয়ার করে স্বামীসহ হালিমা সাদিয়া তীব্র গতিতে বাড়ীর দিকে ছুটছেন। হালিমার বান্ধবীরা চিৎকার করে বলল, হালিমা! তুমি নতুন গাধা নিয়েছ নাকি? তোমার দূর্বল গাধাটি কোথায়? হালিমার গাধাটি দূর্বল থাকায় মক্কায় আসার সময় সাথীদের গাধার সাথে সমান তালে চলতে পারছিল না। তায়েফ থেকে মক্কায় আসার সময় হযরত হালিমা সাথীদের আকুতি মিনতি করে বলেছিল, সাথীরা। আস্তে চলো। মরুভূমির পথ। চোর ডাকাতের ভয়। আমাকে একা ফেলে যেও না। আর এখন হালিমার গাধা সব গাধাকে পিছনে ফেলে ছুটছে তো ছুটছেই। ওরা ভেবেছে হালিমা নতুন গাধা ক্রয় করেছে। আসলে তারা বুঝে নি গাধার উপর কে সাওয়ার হয়েছেন। আগে সাওয়ার হয়েছিল শুধু হালিমা, আর এখন সাওয়ার হয়েছেন দু'জাহানের বাদশাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ।

আমাদের রাজনীতি এটাই যে, আমরা চাই দেশের উপরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাওয়ার করাতে। আমরা চাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ বাস্তবায়ন করতে। পাশ্চাত্যের আদর্শ, হিন্দুদের আদর্শ, বিজাতীয় বিধর্মীদের আদর্শ সব দূর করে দিতে। মুসলমান যদি আবার

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ আকড়ে ধরে। খোদার কসম! কেউ আমাদের বেইয্যত করতে পারবে না। বাড়ীতে গিয়ে হযরত হালিমা তার স্বামীকে বললনে, উটগুলোতে চেষ্টা করে দেখ তো দুধ পাওয়া যায় কিনা? তার স্বামী যখন উটের স্তন ধরে টান দিল। এক টানে পুরো বালতি দুধে ভরে গেল। হযরত হালিমা বলেন, আমরা পরিবারের সবাই সে রাতে খেয়ে এত পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়েছি যে, ইতিপূর্বে কখনও আর এমন ঘুম হয়নি।

মহানবীর অনুসরণেই দুনিয়া আখিরাতে সফলতা

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্ক থাকলে শুধু আখিরাত পাওয়া যায় না, দুনিয়াও পাওয়া যায়। আজ আরবরা যে অর্থ সম্পদ পেয়েছে, আমি মনে করি আল্লাহ পাক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতেই তাদেরকে এই অঢেল সম্পদ দিয়েছেন। বাংলাদেশকেও নেয়ামত কম দেননি। মুসলমানদের সব রাষ্ট্রেই আল্লাহ পাক অফূরন্ত নেয়ামত দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ যদি আমরা যথাযথ ব্যবহার করতে পারি তাহলে এ দেশও ধনী দেশ হয়ে যাবে।

আমার আলোচনার সারকথা হল, হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দরের মূর্ত প্রতীক ছিলেন। তার জীবনের কোন একটি দিক এমন ছিল না যাতে সামান্যতম অসুন্দর পাওয়া যায়। তাই বলি, সর্বক্ষেত্রেই অনুপম সুন্দর আমার প্রিয় রাসূল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দরতম জীবন অনুসরণের তাওফীক দান করুন।

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

[অনুলিখনঃ সাখাওয়াত হোসাইন]

www.pathagar.com

11

যুক্তির নিরিখে ইসলাম ও রাসূলের সৌন্দর্য

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا . صـــدق الله العظيم و صدق رسوله النبى الكريم . ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

بلغ العلى بكماله : كشف الدجى بجماله

حسنت جميع خصاله : صلوا عليه واله .

সুচনা.

হযরাত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত হাযিরানে মজলিস। এই ইসলামী সম্মেলনে আমার পূর্বে অনেক উলামায়ে কিরাম বয়ান করেছেন। আমি আপনাদের সামনে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমাদের সকলকেই আল্লাহ তাআলা কবূল করুন।

ইসলাম একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন

ইসলাম সম্পূর্ণটাই সুন্দর। এখানে অসুন্দর বলতে কিছুই নেই। আল্লাহ তাআলা ইসলামকে সুন্দর হিসাবেই বিশ্ববাসীর জন্য নির্বাচন করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের সৌন্দর্য অবশিষ্ট থাকবে। সেই সৌন্দর্যের বিধান তথা ইসলাম ধর্মকে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য মনোনীত জীবন বিধান হিসাবে ঘোষণা করেছেন। আল্লহর ঘোষণা হল- বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীনের নাম ইসলাম। সেই ধর্মের প্রবর্তক হলেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ইসলাম একমাত্র ত্রুটিমুক্ত ধর্ম

ইসলাম এমন একটি দ্বীন যাতে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই; বরং ইসলাম হচ্ছে মানব জাতির জন্য সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের প্রবর্তক বা বাহক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এমন একজন ব্যক্তি যাঁর মধ্যেও কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। যার জীবনের আদ্যোপান্ত সকল দিক ও বিষয় ত্রুটিমুক্ত। যাঁর চরিত্রের সকল দিকই সৌন্দর্যে ভরপুর। শুধু তাই নয় ইসলামের বিধি ব্যবস্থা যে গ্রন্থে সংরক্ষিত, সেই পবিত্র ও মহান আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনও সকল প্রকার ত্রুটি ও সন্দেহমুক্ত। ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় মূল উৎস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্ভারেও কোন প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি

www.pathagar.com

নেই। সর্বোপরি এই জীবন বিধানের মূল নিয়ন্তা ও বিধায়ক মহা মহিম আল্লাহ তাআলা সকল প্রকার সামান্যতম ত্রুটি থেকে সন্দেহাতীতভাবে পবিত্র। যাঁর সত্তাই পবিত্রতম মহান সত্তা। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর পবিত্রতা سبحان শব্দ দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে।

সুতরাং সার্বিক বিচার বিশ্লেষণে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম একটি ত্রুটিমুক্ত জীবন ব্যবস্থা। এরপরও যদি কেউ বলে যে, ইসলাম সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত নয় তাহলে বুঝতে হবে যে, তার জ্ঞান বুদ্ধিতে ত্রুটি রয়েছে। এ ধরনের ধারণা মূলতঃ বিষাক্ত পরিবেশ পরিস্থিতি, সমাজ-সংস্কৃতিসহ বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার জন্যই হয়ে থাকে। যার ফলে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, ইসলাম ইত্যাদি সম্পর্কে ভুল উপলব্ধি ও ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়।

মানুষের বিবেকবুদ্ধি অসীম নয় সসীম

মানুষ বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার উপর নির্ভর করে যুক্তির মাধ্যমে ইসলামকে বুঝতে চেষ্টা করে। মানুষের এই যুক্তি নির্ভর উপলব্ধি বা বুঝার চেষ্টা আল্লাহর অসীম জ্ঞানকে ধারণ করতে পারে না। প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না বিধায় বস্তুবাদী মানুষ ইসলামকে বুঝার ক্ষেত্রে বিপত্তি ঘটায়, বিভ্রান্ত হয়। ইসলামকে যদি মানুষ তার বস্তুবাদী যুক্তির মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করে তাহলে ইসলামের সবকিছু তার যুক্তিতে ধরা নাও পড়তে পারে। তার যুক্তির দৈন্যতা দিয়ে ইসলামের ঐশী জ্ঞানকে বুঝার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কারণ, ইসলাম তো যুক্তির ধর্ম নয়। ইসলামের সবকিছুই যে যুক্তির মাধ্যমে বুঝতে হবে বা বুঝা যাবে একথা সঠিক নয়। ইসলামে যুক্তির মূল্য আছে; কিন্তু ইসলাম মনে করে, যুক্তি দিয়ে সবকিছু বুঝা যাবে না। কারণ, মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় হচ্ছে তার বিবেক বুদ্ধি যুক্তির মাধ্যম। কিন্তু এ কথাটাও মনে রাখতে হবে যে, মানুষের ইন্দ্রিয় শক্তিগুলোর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এগুলো একটি সীমার মধ্যেই কাজ করতে পারে। সীমা অতিক্রম করে তার সাধ্যের বাইরে সেগুলো কাজ করতে সক্ষম নয়। মানুষের বিবেক বুদ্ধি, চোখ, কান, নাক, ত্বক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়গুলো নিজ নিজ অবস্থানে কাজ করতে পারে ঠিকই; কিন্তু সামর্থের বাইরে কাজ করতে সক্ষম নয়। এগুলোর সবকটিই সসীম।

www.pathagar.com

যুক্তি নির্ভর না হলেও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো যুক্তির নিরিখে প্রমাণিত

যুক্তি নির্ভর ধর্ম না হলেও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো যুক্তির নিরিখে প্রমাণিত। আল্লাহ্র একত্ববাদ, রাসূলের রিসালত, আখিরাত ইত্যাদির স্বপক্ষে রয়েছে অখন্ডনীয় যুক্তি।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হওয়ার পর ইসলামের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো প্রমাণ করার জন্য যুক্তির প্রয়োজন নেই। কেননা, মৌলিক বিষয়গুলোর উপর অখন্ড বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এগুলোকে প্রমাণ করার জন্য, প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, নতুন করে যুক্তির অবতারণা এক প্রকার বোকামির-ই নামান্তর।

যুক্তির মাধ্যমে যখন প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ আছেন। আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর আল্লাহ্ প্রদত্ত হুকুম আহকাম এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এতে সংশয় সন্দেহের অর্থই হল বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়া। কারণ, ইসলামের হুকুম আহকাম পুংখানুপুংখু বুঝা যুক্তির উপর নির্ভর করে না। কারণ, এগুলো বুঝতে হলে ইলমে অহীর প্রয়োজন। অহীর ইলম দ্বারা এগুলো প্রতিষ্ঠিত। মানবিক জ্ঞানের ভিত্তিতে নয়। ইসলামের হুকুম-আহকাম, জায়েয-নাজায়েয, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়গুলো আল্লাহ্ পাক অহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলের নিকট প্রেরণ করেছেন এবং বুঝিয়েও দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما غوى . إن هو إلا وحي يوحي الخ

'নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তিমিত হয়। তোমার সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি। তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথাও বলেন না। কুরআন অহী যা প্রত্যাদেশ হয়।' (তা-ই তিনি বলেন।) -সূরা নাজম:১-৩

আল্লাহ্র প্রদত্ত ঐশী ইলম এবং মানুষের বুদ্ধি ভিত্তিক জ্ঞান এক নয়। মানুষের সীমিত বুদ্ধির অসম্পূর্ণ জ্ঞান দিয়ে যুক্তির মাধ্যমে অহীর ইলমকে বুঝা যাবে না। কারণ, মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, আকল আল্লাহ্ প্রদত্ত হলেও এগুলো সীমাবদ্ধ। যেমন, কবরের আযাব বা শাস্তিকে বিজ্ঞান বা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যাবে না। বিনা যুক্তিতেই মেনে নিতে হবে। আজকের এই আধুনিক বিজ্ঞান

www.pathagar.com

প্রযুক্তির যুগে মানুষ চাঁদের দেশের সংবাদ নিতে সক্ষম হলেও মাত্র কয়েক ফুট মাটির নীচে কবরের অবস্থা সম্পর্কে সংবাদ নিতে সক্ষম হয়নি।

আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণে ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর যুক্তি

ইসলামী ফিকাহ বা আইনশাস্ত্রের প্রবর্তক হযরত ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর সাথে এক নাস্তিকের যুক্তিতর্ক অনুষ্ঠান হয়েছিল। যুক্তিতর্ক বা বাহাছের এই অনুষ্ঠানটির বিষয়বস্তু ছিল আল্লাহর অস্তিত্বকে প্রমাণ করা। ইমাম আবূ হানিফা রহ.কে যুক্তির মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। নাস্তিকের পক্ষ থেকে এই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করার উক্ত বাহাছের অনুষ্ঠানটি পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বিধায় এর প্রচার প্রসারও ব্যাপকভাবে হয়েছিল। সেমতে অসংখ্য মানুষ উক্ত অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য জমায়েত হয়েছিল।

যথারীতি নির্ধারিত সময়ে সকলে উপস্থিত। নাস্তিক লোকটিও উপস্থিত হল। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা রহ. নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন না। নির্ধারিত সময় অতিক্রম করে বেশ কয়েক ঘন্টা চলে গেল, তথাপি ইমাম সাহেবের উপস্থিতির কোন সংবাদ বা লক্ষণ পাওয়া যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় উপস্থিত জনতা অস্থির হয়ে পড়ল। এদিকে নাস্তিক লোকটি সুযোগ বুঝে ইমাম আবূ হানিফা রহ.-এর সমালোচনা শুরু করে বলতে লাগল, ইমাম আবূ হানিফা রহ. রণেভঙ্গ দিয়েছেন। অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে ইমাম সাহেব তাঁর আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন না বিধায় তিনি আর এখানে উপস্থিত হবেন না। উপস্থিত জনতাও একথা বিশ্বাস করতে শুরু করল। ইতোমধ্যে হঠাৎ দেখা গেল যে, ইমাম সাহেব ধীরগতিতে অনুষ্ঠান স্থলের দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর আগমন দেখে সকলেই চুপ হয়ে গেল। ইমাম আবূ হানিফা রহ. অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার পর উপস্থিত বিচারকগণ সহ নাস্তিক লোকটি উচ্চস্বরে তাঁর দেরীতে উপস্থিত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করল। উত্তরে ইমাম আবূ হানিফা রহ. বললেন- আমি তো যথা সময়েই রওয়ানা করেছিলাম; কিন্তু ফোরাত নদী পার হতে না পারায় এত দেরী হয়ে গেল। কারণ, আমি যখন ফোরাত নদীর তীরে উপস্থিত হলাম। তখন নদী পার হওয়ার মত কোন নৌকা বা জলযান পাচ্ছিলাম না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, স্রোতের উল্টো দিক থেকে চালক বিহীন একটি নৌকা এগিয়ে আসছে। এই আশ্চর্য ঘটনাটি দেখতে দেখতে আমার দেরী হয়ে গেল। ইমাম সাহেবের এ ধরনের অবাস্তব কথা শুনে

www.pathagar.com

সকলেই হাসাহাসি করতে লাগল এবং তাঁকে তিরস্কার করতে লাগল। বিশেষ করে ঐ নাস্তিক লোকটি ইমাম সাহেবকে বোকা বানানোর চেষ্টায় মেতে উঠল এবং ইমাম সাহেবকে মিথ্যাবাদী বানানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত হল। আর তখনই ইমাম আযম হযরত আবূ হানিফা রহ. উক্ত নাস্তিক লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন- আমার কথা কি তোমার বিশ্বাস হয় না। জবাবে নাস্তিক লোকটি বলল, বিশ্বাস হবে কি করে? এমন অবাস্তব ঘটনা কি বিশ্বাসযোগ্য? স্রোতের উল্টো দিকে চালক বিহীন একটি নৌকা চলা কি সম্ভব? এটা কখনো সম্ভব হতে পারে না। তখনই ইমাম আবূ হানিফা রহ. তাকে জব্দ করার জন্য বললেন- যদি স্রোতের উল্টো দিকে চালক বিহীন একটি নৌকা চলা অসম্ভব হয়। তাহলে এই আসমান, যমীন, বিশ্ব প্রকৃতি, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডলসহ এই সমগ্র সৃষ্ট জগত কি কোন চালক বা শক্তি বিহীন চলতে পারে? সুতরাং এগুলোর পরিচালনার পেছনে যে বিশাল চালিকা শক্তি রয়েছে সেই শক্তিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলা। অতএব, আল্লাহ যে রয়েছেন, বিশ্ব প্রকৃতির চলমান গতিধারাই তার প্রমাণ বহন করে। ইমাম সাহেবের উপস্থাপিত বক্তব্যে নাস্তিক লা জাওয়াব বনে গেল।

যুক্তি দিয়ে ইসলাম বুঝার চেষ্টা সঠিক নয়

যুক্তি দিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো প্রমাণিত হলেও এ কথা সত্য যে, ইসলাম যুক্তি নির্ভর নয়। শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে ইসলামকে বুঝতে চেষ্টা করাও সঠিক নয়। বরং যুক্তিকেই ইসলাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ইসলামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরার জন্য, ইসলামের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য, আল্লাহ তাআলা যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেটি হল ইসলামের বাহককে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা। আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবীব যাঁর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তিনি হলেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলের মাঝে এমন সৌন্দর্য ও আকর্ষণ ক্ষমতা দিয়েছেন, যার সৌন্দর্যে ও আকর্ষণে মানুষ যেন ইসলামের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়, এবং ইসলামের সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক সৌন্দর্য, তাঁর প্রেম ভালবাসা, উদারতা ইত্যাকার বিষয়গুলো এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যার সৌন্দর্যে ও প্রেম ভালবাসায় মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর প্রতি আকর্ষণই মানুষকে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করতে পারে।

রাসূলের সৌন্দর্যও মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত সৌন্দর্য দিয়ে, সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, যে সৌন্দর্য কিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে আকৃষ্ট করতে থাকবে। আর তাঁর প্রতি আকর্ষণই মানুষকে ইসলামের অনুসারী ও অনুগামী বানাবে। ইসলামের প্রতি মানুষের এই আকর্ষণ সৃষ্টির মূল কারণ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের সৌন্দর্য। যাঁকে কেন্দ্র করে আল্লাহ ইসলাম ধর্মকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেই শিশু অবস্থা থেকে ইন্তিকাল পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার সৌন্দর্য মহিমার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আল্লাহ যেমন সুন্দর, তাঁর রাসূল সুন্দর, এবং তাঁর প্রদত্ত দ্বীনও তেমনি সুন্দর। আল্লাহ তাআলা নিজে সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে তিনি ভালবাসেন। সুতরাং তাঁর মনোনীত দ্বীন কখনো অসুন্দর হতে পারে না। সৌন্দর্যে ভরপুর ইসলাম মানুষকে সকল প্রকার অসুন্দরকে পরিত্যাগ করে তার সৌন্দর্যের প্রতি আহ্বান করে। কারণ, ইসলামের সৌন্দর্য মানুষকে অতীতেও সুন্দর করেছে, আলোকিত করেছে এবং ভবিষ্যতে তার সৌন্দর্য আপন মহিমায় বিকশিত হতে থাকবে এবং মানুষকে প্রকৃত সুন্দরের সন্ধান দিতে থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বক্ষেত্রে সৌন্দর্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন

আল্লাহ তার প্রিয় হাবীবকে যেমনিভাবে চারিত্রিক সৌন্দর্যে ভরে দিয়েছিলেন তেমনিভাবে তাঁর চেহারাতেও অনুপম সৌন্দর্যের মাধুরী ঢেলে দিয়েছিলেন। রাসূলের সৌন্দর্য সম্পর্কে পুর্ণিমার রাতে সাহাবাদের তুলনামূলক মন্তব্য ছিল যে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্ণিমার রাতের চাঁদের চেয়েও সুন্দর। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. হুযূরের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন- আমি আমার স্বামীর সৌন্দর্যের কথা কি বলব, অন্ধকার রাতে আমার সুই হারিয়ে গেলে আমি আলো জ্বালাতাম না; বরং হুযূরের চেহারার আলোতেই আমি আমার হারানো সূচ খুঁজে নিতাম। রাসূলের সৌন্দর্যে কোন ত্রুটি আল্লাহপাক রাখেননি। তাঁর চেহারা, আকৃতি, গঠন, অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গ, হাটা-চলা, কথাবার্তা, হাসি ইত্যাদি সবকিছুই যেমন সুন্দর ছিল, তেমনি তাঁর চরিত্র, শিক্ষা-দীক্ষা, আদর্শ সবকিছুই নিখূঁত সৌন্দর্যে ভরপুর ছিল। রাসূলের চেহারার সৌন্দর্যে যেমন

মানুষ অভিভূত হয়েছে, তেমনি তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শিক সৌন্দর্যে ইসলাম এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শ ধনী-দরিদ্রের ব্যাবধান মুছে দিয়েছে, বংশ ও বর্ণ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়েছে। শ্রমিক ও মালিকের মাঝে ব্যবধান দূর করে সাম্য ও সুভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করেছে। যাঁর শিক্ষা ও আদর্শ সকল যুগে সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম, একথা বহুবার, বহুক্ষেত্রে বার বার প্রমাণিত হয়েছে।

রাসূলের সৌন্দর্য তাঁর আদর্শকে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। সুন্দর ও ফিতরাতের ধর্ম ইসলাম যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে আপন মহিমায় পৃথিবীর বুকে কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসাবেই টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

[অনুলিখনঃ শিবলী খান]

www.pathagar.com

অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারী

الخطبة الافتتاحية

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله . وقال تعالى : فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكأ واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم . قالت فذا لكن الذى لمتنني فيه . صدق الله العظيم . وصدق رسوله النبي الكريم . ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال . أو كما قال عليه الصلوة والسلام

بلغ العلى بكما له : كشف الدجى بجماله

حسنت جميع خصاله : صلوا عليه واله .

সূচনা.

হযরাত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত হাযিরানে মজলিস। এই ইসলামী সম্মেলনে আমার পূর্বে অনেক উলামায়ে কিরাম বয়ান করেছেন। আমি আপনাদের সামনে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কবূল করুন!

আখেরী নবীর সৌন্দর্য

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দর ছিলেন। তিনি শুধু সুন্দরই নন পৃথিবীর সেরা সুন্দর ছিলেন। প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে এত সুন্দর করে কেন প্রেরণ করেছিলেন? আসল কারণ তো আল্লাহ-ই ভাল জানেন। তবে একথা বলা যায় যে, মানুষের সৌন্দর্য একটি ভাল গুণ। এটা আল্লাহ প্রদত্ত একটি অনন্য নেয়ামত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৌন্দর্যের লালনভূমি বানানোর অন্যতম একটি কারণ এটিও ছিল যে, কোন ভাল গুণের সামান্যতম ঘাটতি যেন তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত না হয়। আল্লাহ প্রদত্ত এই নেয়ামত এই পূর্ণতা যেন তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। কেউ যেন বলতে না পারে যে, আখেরী নবীর সবকিছুই তো সেরা। কেবল সৌন্দর্যের দিক দিয়ে পিছিয়ে আছেন। এমনকি কোন মুসলমান যদি বিশ্বাসের সাথে বলে যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালো বা অসুন্দর ছিলেন, তাহলে সাথে সাথে সে মুরতাদ বেঈমান হয়ে যাবে। এটা আমার কোন ব্যক্তিগত মতামত নয়। এটা ইসলামী শরীয়তের ফায়সালা। আল্লাহ পাক তাঁকে কেমন সুন্দর করে বানিয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিতে গেলে এই স্বল্পসময়ে সম্ভব হবে না। তবু বিক্ষিপ্ত কয়েকটি চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব

www.pathagar.com

যাতে আপনাদের তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা পেতে সাহায্য হয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করুন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন তিপ্পান্ন বছর তখনকার একটি ঘটনা। ভরা পূর্ণিমার রাত। ধবধবে জ্যোৎস্নায় চারদিক ভেসে যাচ্ছে। এমনি আলোকিত একরাতে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। চাতক পাখির ন্যায় অতীব আগ্রহে তাঁর মুখ থেকে নিসৃত প্রতিটি কথা শোনার আকাঙ্খায় অপেক্ষমান সাহাবায়ে কিরাম। এমনি সময় একজন সাহাবী আগমন করলেন। তিনি মজলিসে বসার পরিবর্তে এক অবাক করা কাণ্ড করতে লাগলেন। তার চোখে মুখে এক অপার্থিব আনন্দ খেলা করতে লাগল। তিনি একবার তাঁকান হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে, আরেকবার গোটা পৃথিবীকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে হাসতে থাকা পরিপূর্ণ চাঁদের দিকে। তার সর্বাঙ্গ দিয়ে কি এক অপার আনন্দ ঠিকরে পড়ছিল। মনে হচ্ছিল, কি এক অজানা পথের সন্ধান যেন তিনি পেয়ে গেছেন। নতুন কোন আবিস্কারে তিনি অভিভূত হয়ে গিয়েছেন। তার দৃষ্টির এই অস্থির ছুটাছুটি লক্ষ্য করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? তুমি এমন করছ কেন? একবার আমার দিকে তাকাচ্ছ, আবার উপরের দিকে তাকাচ্ছ? তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই পূর্ণিমার পরিপূর্ণ চাঁদটির দিকে তাঁকিয়ে আপনার চেহারা মোবারকের সাথে মিলিয়ে দেখছিলাম, কে বেশী উজ্জল। আপনার মুখমণ্ডল না চাঁদ? খোদার কসম! আপনার চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের চেয়ে হাজার গুণে বেশী উজ্জল ও সুন্দর। সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় এই ঘটনা বর্ণিত সাহাবী ছিলেন হযরত জাবের ইবনে সামুরা রা.। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরনে তখন ছিল লাল ডোরাকাটা চাদর ও লুঙ্গি।

ঘরের মানুষ ব্যক্তির চরিত্র ও আদর্শ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী ধারণা রাখে। স্ত্রী স্বামীর যতটুকু ভাল মন্দ খবর রাখে অন্য কেউ তা বলতে পারে না। একাধিক স্ত্রীর মধ্যে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসতেন। অন্যান্য বিবির তুলনায় তিনিই হুযূরের বেশী সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। বেশী নিকট থেকে হুযূরকে দেখার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। সেই হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেনঃ

www.pathagar.com

لنا شمس وللافاق شمس : وشمسى أفضل من شمس السماء.

فإن الشمس تطلع بعد الفجر : وشمسى تطلع بعد العشاء .

'আমার একটি সূর্য আছে। আকাশেরও একটি সূর্য আছে। কিন্তু আকাশের সূর্যের চেয়ে আমার সূর্য অনেক বেশী সমুজ্জল। কারণ, পৃথিবীর সূর্য উদিত হয় ফজরের পর। আর আমার সূর্য দ্বীপ্তিমান হয় ইশার পর থেকে।'

অন্য এক প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমার সূর্যের আলো এতবেশী প্রস্ফুটিত হয় যে, রাতের অন্ধকারেও যদি আমার সুই হারিয়ে যায় তাহলেও আমার বাতি জ্বালানোর প্রয়োজন হয় না। হযরতের নূরের তাজাল্লীতেই আমি সুই খুঁজে পাই। কোন সমস্যা হয় না।

আমি যদি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে থাকি তাহলে রাতের পর রাত কেটে যাবে। আমার বলাও শেষ হবে না, আপনাদের মনও পরিতৃপ্ত হবে না। আপনাদের শোনার আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে। তাই তো এক কবি কতই না সুন্দর ভাষায় রাসূলের সৌন্দর্য বর্ণনা করে বলেছেনঃ حسن يوسف دم عيسى يد بيضا دارى + انچه خوباں همه دارند تو تنها دارى

হযরত ইউসুফ আ.-এর অবর্ণনীয় অপার রূপ মাধূর্য, হযরত ঈসা আ.-এর ফুৎকার আর হযরত মূসা আ.-এর কুদরতী লাঠি। আরো যত নবী রাসূলের কুদরতী গুণাবলী সবগুলোর সমন্বয় ঘটেছিল আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে। হযরত ইউসুফ আ.-এর রূপ সৌন্দর্যের কথা তো জগৎ বিখ্যাত। পবিত্র কুরআনে তাঁর সেই সৌন্দর্যের বর্ণনা করা হয়েছে। তবে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্য ছিল আরও বেশী স্নিগ্ধ আরও বেশী দ্বীপ্তিমান।

একবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বসে আছেন। এমন সময় মদীনার কয়েকজন মহিলা তাঁর কাছে এসে বসলেন। কথার এক পর্যায়ে তারা বললেন, আমাদের মনে একটি প্রশ্ন ছিল। আপনার কাছ থেকে তার উত্তর শোনার আকাঙ্খা নিয়ে এসেছি। হযরত আয়েশা রা. বললেন, কি প্রশ্ন? তারা বললেন, আমাদের নবী তো হযরত ইউসুফ আ. থেকে অনেক বেশী সুন্দর। একথা আমরা মানি। কিন্তু প্রশ্ন হল, হযরত ইউসুফ আ.-এর রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মিশরের আত্মভোলা মহিলারা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল। আমাদের নবীর বেলায় তো এমন কোন ঘটনার কথা শুনিনি। বড় জটিল প্রশ্ন। যে কারও পক্ষে উত্তর দেয়া কঠিন। কিন্তু প্রশ্ন করা হয়েছে রাসূলের সবচেয়ে বেশী সান্নিধ্যপ্রাপ্ত

www.pathagar.com

মহিয়ষী হযরত আয়েশাকে। তাঁর উত্তরও ছিল তেমনি চমকপ্রদ ও অপূর্ব। এখানে উত্তরটি শোনানোর পূর্বে হযরত ইউসুফ আ.-এর রূপ সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে মিশরের মহিলাদের হাত কাটার ঘটনাটি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

মিশর সম্রাটের স্ত্রী জুলায়খা হযরত ইউসুফ আ.-এর রূপে মুগ্ধ হয়ে প্রেমে পড়ে গেল। এই ব্যাপারটি গোটা মিশরে রটে গেল। মিশরের মহিলাদের মধ্যেও সমালোচনা ও মন্তব্য চলতে লাগল যে, দেশের ফাষ্টলেডি জুলায়খা নিজের গোলাম ইউসুফের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। মহিলাদের এই কানা ঘোষার কথা জুলায়খার কানেও আসল। তাই তিনি তাৎক্ষণিক কোন উত্তর না দিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সুন্দরী মহিলাদের দাওয়াত করলেন। নির্ধারিত দিন সবাই খাওয়া দাওয়ার শেষ করলে তিনি সবার হাতে ছুরি এবং ফলমূল দিলেন কেটে খাওয়ার জন্য। এদিকে হযরত ইউসুফ আ. কে পাশের ঘরে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। বলে রাখলেন যখন বলব তখন বেরিয়ে আসবে। এই ঘটনাটিকেই পবিত্র কুরআনে সবিস্তার বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছেঃ

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم . قالت فذا لكن الذى لمتننى فيه . (سورةيوسف:٣١)

সবাইকে ফল কাটতে দিয়ে জুলায়খা পাশের কামরায় গেলেন। মহিলারা ফল কাটা শুরু করা মাত্র তিনি হযরত ইউসুফ আ.কে বললেন, বের হয়ে সবার সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়ার জন্য। জুলায়খার কথা মত হযরত ইউসুফ আ. ফল কাটায় মগ্ন মহিলাদের মাঝখান দিয়ে একবার হেঁটে গেলেন। তখন তারা তাঁর রূপ সৌন্দর্য অবলোকন করে ফল কাটার কথা ভুলে গিয়ে সবাই নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা তার অপার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল- একি আশ্চর্য রূপ। এতো মানুষ নয়, ফেরেশতা। তখন মোক্ষম সুযোগ পেয়ে জুলায়খা মহিলাদের লক্ষ্য করে বললেন, কি ব্যাপার। একবার দেখেই তোমাদের এই অবস্থা? আর দিনের পর দিন তাকে চোখের সামনে দেখছি। সে আমাদের মহলে সর্বক্ষণ অবস্থান করে। এই ব্যাপারেই তোমরা আমাকে তিরস্কার করেছিলে।

এই ঘটনার অবতারণা করেই মদীনার মহিলারা হযরত আয়েশাকে প্রশ্ন করেছিল। তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. তাদের উত্তরে বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছ। হযরত ইউসুফ আ.-এর জন্য মিশরের মহিলারা হাত কেটেছিল। আমার নবীর জন্য কেউ হাত কাটেনি। তবে জেনে রাখ-

www.pathagar.com

لواح زليخا لو رأين جبينه : لأثرن قطع القلوب على اليد .

জুলায়খার বান্ধবীরা যদি আমার স্বামীর চেহারার সামান্য ঝলকও দেখতো তাহলে তারা হাত কাটত না, বরং কলিজায় ছুরি বসিয়ে দিত। সুবহানাল্লাহ! সরকারে দু'আলম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সাহাবায়ে কিরাম কলিজা দেন নাই? হযরত হামযা রা. কলিজা দেন নাই? এখনোও কি কলিজা দেয়ার জন্য লোক নেই? আছে নিশ্চয় আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য জীবন দেয়ার জন্য এখনো বহু লোক আছে। ইসলামের শত্রুরা সাবধান! মনে রেখ, তোমাদের প্রতিরোধ করার জন্য আজও এমন পাগল দাঁড়িয়ে যাবে, যারা অকাতরে নবীর ইয্যত রক্ষার খাতিরে জান বিলিয়ে দিতে সামান্যতম কুণ্ঠা বোধ করবে না। জীবনের চেয়ে নবীর জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেই তারা বেশী উদগ্রীব।

নবীর জন্য জীবন দান

আলোচনা প্রসঙ্গে রাসূলের জন্য অকাতরে জীবন দেয়ার কথা এসে গেল। রাসূলের জন্য জীবন দেয়ার ঘটনা ইতিহাসে ভুরিভুরি আছে। প্রসঙ্গত এখানে ভারতের একটি মুসলিম যুবকের অমর কাহিনী তুলে ধরছি।

কলকাতার জয়পাল নামক এক কুখ্যাত লেখক একবার 'রঙ্গিলা রাসূল' নামে একটি বই লিখল। বইটির ভেতর সে জঘন্য ভাষায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালাগালি করল। দেশের সব মুসলমানদের মধ্যে তা নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখা দিল। এরই মধ্যে দিল্লীর এক মুসলিম যুবক ভেতরে ভেতরে কঠিন সংকল্প গ্রহণ করে ফেলল। কাউকে কিছু না জানিয়ে দিল্লী থেকে একাকী সে কলকাতা রওয়ানা করল। কলকাতা পৌঁছে একটি ধারালো ছুরি নিজের কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে রেখে সে বিভিন্ন লোকের কাছে জয়পালের ঠিকানা খুঁজতে লাগল। আর সবার কাছে নিজেকে সে জয়পালের একজন ভক্ত হিসেবে প্রকাশ করতে লাগল। ঘুরে ঘুরে 'রঙ্গিলা রাসূলের লেখক কোথায়? আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে ধন্য হতে চাই' এই ধরনের আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। জয়পালের একজন ভক্ত মনে করে এক লোক তাকে জয়পালেল কাছে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিল যে, তিনিই রঙ্গিলা রাসূলের লেখক। মুসলিম যুবকটি এই সুযোগ কাজে লাগাল। সে জয়পালের কাছে তার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হিসেবে পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন আলাপ চালাতে লাগল। এক সময় সে জিজ্ঞেস করল, জাঁহাপনা! আপনিই কি রঙ্গিলা রাসূল নামক বইটির লেখক? জয়পাল উত্তর দিল, হ্যাঁ। বৎস আমিই লিখেছি। মুসলিম যুবকটি আর বিলম্ব করল না।

www.pathagar.com

সে লুকিয়ে রাখা ছুরিটি বের করে হঠাৎ করেই জয়পালের বুকে আঘাত বসিয়ে দিল। তাকে আত্মরক্ষার কোন সুযোগই দিল না। জয়পাল মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতে নিঃসার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

জয়পালকে হত্যা করার পর মুসলিম যুবকটি পালিয়ে যাওয়ার কোন চেষ্টাই করল না। ঘটনাস্থলেই সে অনড় দাঁড়িয়ে থাকল। হত্যার অভিযোগে বৃটিশ সৈন্যরা তাকে গ্রেফতার করে লাহোর জেলখানায় বন্দী করে দিল। এই খুনের মামলা আদালতে গড়াল। প্রকাশ্য খুনের অভিযোগে ইংরেজ জজ তার বিরুদ্ধে চরম সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে উপনীত হলেন। এদিকে মুসলিম যুবকটির পক্ষে মামলা লড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন আমাদেরই বাংলাদেশের গর্ব সিংহপুরুষ শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক। যেমন তেমন কোন উকিল নন তিনি। উমহাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। এক নামে সবাই চিনে। শ্রদ্ধায় মাথা নত করে। যেই বাংলাদেশ এই ধরনের সন্তান জন্ম দিতে পারে, সেই দেশে আল্লাহর আইন একদিন কায়েম হবেই হবে। এই মাটি মোস্তফা আল-মাদানীর রক্তে সিঞ্চিত হয়েছে। ৯০ বছর বয়সে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. খানকা ছেড়ে ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য আমৃত্যু জিহাদ করেছেন। সেই মাটিতে আল্লাহর আইন আজ হোক কাল হোক বাস্তবায়িত হবেই। ষড়যন্ত্র করে এর গতিরোধ করা যাবে না। আমি সারাদেশে ঘুরে ঘুরে মানুষের মধ্যে ইসলামী আইনের প্রতি যে গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করেছি, তা মূলত এই সব মনীষীদেরই সীমাহীন কষ্টের ফসল। মানুষ আজ কিচ্ছা কাহিনী শুনতে চায় না। তারা ইসলামী আইনের কথা শুনতে চায়। এটা শুভ লক্ষণ। ইসলামী আইনের প্রতি মানুষের এই বিপুল আগ্রহ একদিন সংগঠিত হবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার পরিবেশ গড়ে তুলবে। ইসলামের এই উত্থানকে কোন অপশক্তি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক এ সময় হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী রহ. এবং আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. কে বললেন, আপনারা ছেলেটির সাথে কথা বলুন। আমি তাকে খালাস করে আনতে পারব। আপনারা তাকে শুধু একটি কথা বলতে রাজী করান। আগামীকাল যখন আদালত বসবে তখন সে জজের সামনে এতটুকু বলবে যে, জয়পালের বুকে ছুরি চালানোর সময় আমার হুশ ছিল না। আমি কি করেছি বলতে পারি না। এই কথাটুকু যদি সে জজের সামনে বলে তাহলে বাকী কাজ আমার। আমি ইনশাআল্লাহ তাকে খালাস করে আনতে পারব। শেরে বাংলার কথা মত তারা যুবকটির কাছে গিয়ে বললেন, দেখ বাবা! যেভাবে মামলা তৈরী হয়েছে, তাতে তোমার ফাঁসি হয়ে

www.pathagar.com

যাবে সন্দেহ নেই। তোমার পক্ষে আইনী লড়াই করছেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। তিনি বলছেন, তুমি যদি জজের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু একতটুকু বলতে পার যে, জয়পালের বুকে ছুরি চালানোর সময় আমার মস্তিষ্ক ঠিক ছিল না। বেহুশ অবস্থায় আমি এ কাজ করেছি, তাহলে তিনি তোমাকে ফাঁসির শাস্তি থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে পারবেন।

তাদের কথা শেষ হলে যুবকটি হেসে দিয়ে বলল, আপনারা আমাকে বাঁচাতে এসেছেন? আমি তো বাঁচতে চাই না। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে আমি এখন উদগ্রীব। কারণ গতরাতে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রা., হযরত ওমর ফারুক রা., হযরত উসমান রা. কে আমি স্বপ্নে দেখেছি। তাঁরা ফুলের মালা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন। আমাকে লক্ষ্য করে তাঁরা বলছিলেন, আমরা তোমার অপেক্ষায় আছি। আমি তো তাঁদের সাথে সাক্ষাতের আশায় ছটফট করছি। আপনারা দেরী করিয়ে দেবেন না। সুবহানাল্লাহ! একজন মুমিনের জীবনে এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি হতে পারে? এরপর মামলায় রায় যা হওয়ার তাই হল। যখন তাকে ফাঁসির মঞ্চে নেয়া হল তখন তাকে দেখাচ্ছিল হাস্যোজ্জল, উৎফুল্ল। যেন তার চোখের সামনে জান্নাতের অনাবিল শান্তিময় পরিবেশ ভাসছিল। সে যেন বলছিল- 'এই শির কেটে যদি মুহাম্মদের কদমে গড়ায়, একেই যদি মরণ বলে তবে আসতে মানা কোথায়?'

ইসলামের শত্রুরা মনে রেখ ইসলামের হেফাযতে আজও এমন হাজার হাজার যুবক জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। তারা মৃত্যুর পরোয়া করে না। আল্লাহর ডাকে নবীর আহবানে সময়ের প্রয়োজনে তারা ঠিকই দাঁড়িয়ে যাবে। ভারত, রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেনের মত পরাশক্তি তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। যারা অকাতরে জীবন দিতে জানে তাদের সামনে পৃথিবীর কোন শক্তি টিকতে পারে না। তারা কারো সামনে মাথা নত করতে জানে না। তারা জীবন দেবে দ্বীনের হেফাযতে, কুরআনের হেফাযতে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিকশক্তি

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠমানুষ। মানুষের জীবনে এমন কোন অধ্যায় নেই, যে ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্বের ন্যূনতম ঘাটতি পাওয়া যাবে। রূপ সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, চারিত্রিক মাধূর্যতা ও উৎকর্ষতার কথা তো বলাই বাহুল্য। আখেরাতের নিক্তিতে তো সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেনই এমন কি জাগতিক সব ক্ষেত্রেও তার শ্রেষ্ঠত্বও ছিল প্রশ্নাতীত

www.pathagar.com

বাস্তব। দৈহিক শক্তির সামনেও তিনি ছিলেন যে কোন বীর পাহলোয়ানের চেয়ে অনেক বেশী সামর্থবান ও শক্তিশালী। এক্ষেত্রেও তার কিঞ্চিৎ খুঁত ধরার সামান্যতম অবকাশ নেই। এই প্রসঙ্গে এখানে একটি ঘটনা তুলে ধরতে চাই। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কি পরিমান শক্তি সামর্থ দিয়েছিলেন, বর্ণনায় তা পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব না হলেও বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনার দ্বারা তা সামান্য আঁচ করা যায়।

বর্তমান সময়ে যেমন মুষ্ঠিযোদ্ধা, কুস্তিগীর আছে তেমনি তৎকালীন আরবে সবচেয়ে বড় পাহলোয়ানের নাম ছিল রুকানা। এই পৌত্তলিক পাহলোয়ান যেমন ছিল শক্তিশালী তেমনি কুস্তি বিদ্যায় পারদর্শী। গোটা আরব জুড়ে ছিল তার খ্যাতি। সে সব সময় বলে বেড়াত মুহাম্মদের সাক্ষাৎ একবার পেলেই হল। তাকে শেষ করে ফেলব। বাপ দাদার ধর্মের প্রতি তার এই বিদ্রোহের সাধ আমি চিরতরে মিটিয়ে দেব।

আজও নাস্তিক, মুরতাদ, এনজিও তথা খোদাদ্রোহী তাগুতিশক্তি দম্ভ করে বলে বেড়ায়, ইসলাম শেষ করে ফেলব। মাদ্রাসা মসজিদ নিশ্চিহ্ন করে দেব। মোল্লা মৌলবীর চিহ্ন রাখব না। তাদের কথার ধরনে মনে হয় আমরা জলের পানিতে ভেসে এসেছি। আমাদেরকে শেষ করা এত সহজ নয়। আমরা কোন আগাছা পরগাছা নই যে, টান দিলেই উপড়ে যাব। আমাদের খুঁটি বড় মজবুত। আমাদের সম্পর্ক আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে। আমাদেরকে শেষ করার মত কোন শক্তি নেই। যারা শেষ করতে আসবে তারাই টের পাবে, তারাই শেষ হয়ে যাবে।

লাগলে খবর আছে

কয়েকদিন আগে রাতের বেলা এক সফর থেকে ফিরে আসছিলাম। আমাদের গাড়ীর সামনে একটি ট্রাক। ট্রাকের পিছনে দেখলাম লেখা, 'লাগলে খবর আছে'। আমার মনে চিন্তা হল, ট্রাকের সাথে লাগলে যদি খবর হয় তাহলে আল্লাহর অলীদের সাথে সংঘর্ষ লাগাতে গেলে কি খবর হবে না? অবশ্যই হবে। যারা লাগিয়েছে তারা টের পেয়েছে। এখনও যারা লাগাতে চেষ্টা করবে তারাও টের পাবে। বুখারী শরীফের এক হাদীসে আছে-. من عاد لى وليا فقد اذنته بالحرب

যে ব্যক্তি আমার অলী তথা বন্ধুকে কষ্ট দেয়, তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে আমি আল্লাহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

আপনারা নিশ্চয় নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ.-এর নাম শুনেছেন। দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট কুতবুদ্দীনের সঙ্গে নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ.-এর সম্পর্ক ভাল

৬-

www.pathagar.com

ছিল না। একবার সম্রাট তাঁকে দাওয়াত করলেন। তিনি গেলেন না। এতে দিল্লীর সম্রাটের ক্রোধ এসে গেল। সম্রাট কুতবুদ্দীন ঘোষণা করলেন, আগামী মাসের প্রথম তারিখে তিনি যদি আমার দরবারে না আসেন তাহলে তাঁকে গ্রেফতার করে আনা হবে। দুই জগতের দুই ক্ষমতাবান লোক মুখোমুখি অবস্থান নিলেন। দেখতে দেখতে পরবর্তী মাসের চাঁদ উঠে গেল। আগামীকাল এক তারিখ। সুলতানুল আউলিয়া নিযামুদ্দীন রহ.-এর বড় বড় খলীফারা পর্যন্ত ভয়ে অস্থির। তারা মিনতি করে বলতে লাগলেন, হুযূর! সম্রাট জালেম, অত্যাচারী। তার সামনে গিয়ে সাক্ষাৎ করে আসলে তো তেমন কোন ক্ষতি দেখি না। আপনি না গেলে সে যদি গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তাহলে আপনাকে মেরে ফেলবে। কাজেই আপনার যাওয়াটাই আমরা সমীচীন মনে করি। তখন নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. বললেন, তোমাদের কথা শেষ? তাহলে শোন, আগামীকালও আমি তার দরবারে যাব না। তার যা খুশী সে করুক। খলীফাগণ আর কোন কথা বলার সাহস পেলেন না। সেই রাতে তিনি আর ঘুমালেন না। খাদেমকে দাঁড় করিয়ে রেখে সারারাত তিনি খানকার ছাদে পায়চারি করলেন। তিনি বার বার শুধু উচ্চারণ করছিলেন, ওহে শৃগাল! গর্তে কেন বসে থাকলে না? বাঘের সাথে পাঞ্জা লড়তে কেন সাধ জাগল? এখন তোমার অনিবার্য পরিণতি রোধ করবে কে? তিনি এই সব কথা বলছিলেন, আর ছাদময় পায়চারি করছিলেন। এমনি করে অর্ধ রাতও অতিবাহিত হল না ইতিমধ্যে দিল্লীর অলিগলিতে উচ্চকিত আওয়াযে ঘোষণা হতে লাগল, সম্রাট কুতবুদ্দীন নিহত হয়েছেন। এখন থেকে দিল্লীর সম্রাট হলেন খসরু খান। যেদিন সকালে সে নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ.কে শেষ করবে, তার আগের রাতেই আল্লাহ তাআলা তাকেই শেষ করে দিয়েছেন। আল্লাহর অলীর সাথে যারাই টক্কর লাগাতে যাবে তাদের পরিণতি এমন হবে।

যাহোক পূর্বের কথায় ফিরে আসি। আমি আরবের বিখ্যাত পাহলোয়ান রুকানার কথা বলছিলাম। নিজের শৌর্যবীর্যে উম্মত্ত হয়ে সব সময় সে বলত মুহাম্মদকে পেলে শেষ করে ফেলব। ঘটনাচক্রে একবার একাকী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে রুকানার মুখোমুখি হয়ে গেলেন। হুযূরকে দেখেই সে জিজ্ঞেস করল, তোমার নামই কি মুহাম্মদ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, কি হয়েছে? সে বলল, আমি এসেছি তোমার সাথে বুঝাপড়া আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এসেছ, ভাল কথা। এখন কালিমা পড়ঃ لا اله الا الله محمد رسول الله রুকানা বলল, আমি কালিমা পড়ব না। হুযূর আবার বললেন, পড়। তখন সে

বলল, পড়তে পারি একটি শর্তে। তুমি যদি কুস্তি লড়ে আমাকে পরাস্ত করতে পার তাহলে আমি কালিমা পড়তে প্রস্তুত আছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিক আছে। আমি তোমার শর্তে রাজী। এসো তবে লড়াই শুরু করি। উভয়ে পরস্পরের দিকে চোখ রেখে অগ্রসর হলেন। হুযূরের হাতের স্পর্শ লাগা মাত্র রুকানা মাটিতে আছড়ে পড়ল। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। গোটা আরবে তার সমকক্ষ কোন পাহলোয়ান নেই। অথচ এই মুহাম্মদ তাকে এত সহজেই কাবু করে ফেলল। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে সে পূণরায় বলল, হঠাৎ আমি বুঝে উঠার আগেই পরাস্ত হয়ে গিয়েছি। এতে আসল শক্তির পরীক্ষা হয়নি। এসো আবার লড়াই করি। তার কথামত আবার লড়াই শুরু হল। এবারও হাতের ছোয়া লাগা মাত্রই সে মাটিতে পড়ে গেল। একই ঘটনার পুণরাবৃত্তি ঘটায় রুকানার মাথায় খুন চেপে গেল। সে পুনরায় প্রস্তাব দিল, এবারই শেষ। এবার আমাকে হারাতে পারলেই আমি কালিমা পড়ব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতেও রাজী হয়ে গেলেন। এবারও চোখের পলকে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। অবশেষ রুকানা নিজের পরাজয় মেনে নিয়ে কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল।

এই ঘটনার দ্বারা সামান্য হলেও অনুমান করা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা কি পরিমাণ দৈহিক শক্তির অধিকারী করে পাঠিয়েছিলেন। এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। যার দ্বারা হুযূরের দৈহিক শক্তি সামর্থের পরিচয় পাওয়া যায়।

কাজেই মুখে বলা সহজ যে মেরে ফেলব, শেষ করে ফেলব। কিন্তু যারা শেষ করতে আসবে তারাই শেষ হয়ে যাবে।

মক্কার মুশরিকদের সর্দার আবূ জেহেলও দূর থেকে শুধু বলত, মুহাম্মদকে শেষ করে ফেলব। কিন্তু বাস্তবে তা করার সাহস পেত না। তার সাথী সঙ্গীরা বলত, সর্দার আপনি কেবল দূর থেকে হুমকি ধমকি দেন। মুহাম্মদকে শেষ করে ফেলবেন, মেরে ফেলবেন। কিন্তু বাস্তবে তা কোনদিন করার চেষ্টা করেন না। কারণ কি? অথচ মুহাম্মদের সাথে আছে কেবল পঁচিশ ত্রিশ জন অসহায় লোক, আর আপনার সাথে গোটা আরবের সব মানুষ। তারপরও ইতস্তত করেন কেন? কথা না বলে তার বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নিলেই তো পারেন। তখন আবূ জেহেলের উত্তর ছিল, সাবধান! শুধু হুমকি ধমকিতেই সীমাবদ্ধ থেক। তাঁর উপর হাত তোলার চেষ্টা করে নিজের মরন ডেকে নিয়ে এসো না। এমন ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি যা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। অতএব সাবধান, নিজেদের ভাল চাইলে সরাসরি মুহাম্মদের উপর হাত তুলবে না। তাহলে

www.pathagar.com

তোমরাই শেষ হয়ে যাবে। আবূ জেহেল কট্টর কাফের হওয়া সত্ত্বেও তার উপলব্ধি ছিল সঠিক। কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহর ক্ষমতার প্রকাশ। আল্লাহর রাসূলের সাথে নাফরমানী করে কেউ রেহাই পেতে পারে না। আল্লাহ হয়ত ঢিল দেন, কিন্তু তাঁর পাকড়াও থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারে না। মানুষ অপরাধ করেও তিনটি উপায়ে শাস্তির হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে পারে। প্রথম উপায় হল, অপরাধ করে দেশ ছেড়ে অন্যকোন দেশে চলে গেলে তাকে আর শাস্তির মুখোমুখি হতে হয় না। এক্ষেত্রে আল্লাহর রাজ্য থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন উপায় মানুষের নেই। যেখানেই পালিয়ে বেড়াবে সেখানেই আল্লাহর রাজত্ব বিরাজমান। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ ولله ملك السموات والارض 'আসমান যমীনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার-ই।' দ্বিতীয় উপায় হল, অপরাধ করে গোপন করা। কেউ জানতে না পারা। কেউ জানতে না পারলে দুনিয়ার বিধানে শাস্তি প্রদানের কোন প্রশ্নই উঠে না। এক্ষেত্রেও আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় নেই। কারণ আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। পরিপূর্ণ খবর রাখেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ يعلم ما فى الصدور 'অন্তরের খবর তার কাছে আছে।' অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ يعلم ما تسرون وما تعلنون 'প্রকাশ্য-গোপন সবকিছুই তিনি অবগত আছেন।' অপরাধ করেও রেহাই পাওয়ার তৃতীয় উপায় হল, অপরাধী নিজেই অসীম ক্ষমতার মালিক হওয়া। অপরাধী এমন ব্যক্তি যার বিচার করার ক্ষমতা কারো নেই। আজ বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা যত বড় অপরাধই করে বেড়াচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কথা বলার মত, তার বিচার করার মত কেউ নেই। এই ব্যাপারেও আল্লাহর গ্রেফতার থেকে বাঁচার উপায় নেই। কারণ আল্লাহর চেয়ে ক্ষমতাবান আর কেউ নেই। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ ان الله على كل شئ قدير 'আল্লাহ তাআলা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।' তবে আল্লাহ তাআলার কোন তাড়াহুড়া নেই, কাউকে সঙ্গে সঙ্গে ধরেন। আবার কাউকে প্রচুর অবকাশ দেন। আরব জাহিলিয়্যাতে কাফেররা আল্লাহর ঘরে বসে মদপান করেছে। তারপরও আল্লাহ তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে ধরেননি। সময় হলে ঠিকই ধরেন। কাউকে ছাড়েন না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণাবলীর কথা বর্ণনা করলে তার কোন কূল কিনারা পাওয়া যাবে না। রূপ সৌন্দর্যের কথা, দৈহিক শৌর্যবীর্যের কথা তো কিঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছে। এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। মানুষের শরীরের ঘামে দুর্গন্ধ হয়। কারোটা প্রকট আবার

www.pathagar.com

কারোটা হয়ত হালকা। কম বেশী দুর্গন্ধ সবার ঘামেই থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘামে দুর্গন্ধ তো দূরের কথা মিশ্কে আম্বরের চেয়ে অধিক সুবাস ছিল। হযরত আনাস রা. -এর মা উম্মে সুলাইমের ঘরে অনেক সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্রাম নিতেন। প্রচণ্ড গরমে হুযূরের শরীর থেকে খুববেশী ঘাম বের হত। তখন উম্মে সুলাইম হুযূরের শরীর নিসৃত ঘাম একটি শিশিতে ভরে হেফাযত করে রাখতেন। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, উম্মে সুলাইম! তুমি কি করছ? এই ঘাম সংগ্রহ করে তুমি কি করবে?

উম্মে সুলাইম উত্তর দিলেন, এগুলো আমি হেফাযত করে রাখি। বাজার থেকে মিশ্কে আম্বর কিনে এর সাথে মিশ্রণ করি। তাতে মিশ্কে আম্বরের সুঘ্রাণ বহুগুণ বেড়ে যায়।

অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর তাঁর দাফন কার্য শেষ হয়ে গেলে হযরত ফাতেমা রা. হুযূরের রওযা শরীফে গেলেন এবং মাটি হাতে নিয়ে নিজের চেহারায় মাখলেন। হযরত ফাতেমা রা. বলেন, আমার আব্বার রওযার মাটি যদি কেউ তার গায়ে মাখায় তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তার অন্যকোন সুগন্ধির প্রয়োজন হবে না।

কিয়ামতের ময়দানে উম্মতের জন্য মহানবীর ফিকির

আমরা সেই পাওয়ার ফুল নবীর উম্মত। যে নবী সর্বদিক দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ। আখিরাতের গুণাবলীতে তো অবশ্যই জাগতিক সব গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অনন্য শ্রেষ্ঠ। তাই মুসলমান হয়ে যারা আল্লাহর রাসূলকে বাদ দিয়ে অন্য নেতার পেছনে ছুটাছুটি করে, ইসলামকে বাদ দিয়ে অন্য কোন মতাদর্শ তালাশ করে, তাদের চেয়ে হতভাগা, দুর্ভাগা আর কে আছে? হাশরের ময়দানে কোন নেতা-নেত্রী কাজে লাগবে না। কবরের কঠিন পরিক্রমায় ইসলাম ছাড়া অন্যকোন দোহাই দিয়ে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে না। আদম সন্তান যখন হাশরের ময়দানে আটকে যাবে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই মুক্তির দিশারী হয়ে দেখা দেবেন।

হাদীসের এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হাশরের ময়দান কায়েম হওয়ার পর উম্মতে মুহাম্মদীর একজন জাহান্নামে যেতে থাকবে। তখন হযরত আদম আ. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে বলবেন, আপনার এক উম্মত জাহান্নামে চলে যাচ্ছে। তখন হুযূর দৌড়ে আসবেন। ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছ কেন? ফেরেশতারা উত্তর দেবেন, তার

www.pathagar.com

আমলনামা মাপার পর গোনাহর পরিমান বেশী এবং নেকীর পরিমান কম হয়েছে। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। তারপর তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করবেন, হে আল্লাহ! আমার এই উম্মতের আমলনামা আমি নিজ চোখে দেখতে চাই। পূণরায় ওজন করা হলে আমি দেখতে পারতাম। তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন, এই বান্দাহর আমলগুলো আবার ওজন করা। ফেরেশতাগণ ওজন করতে দেখা গেল তার গোনাহর পাল্লা ভারী। নেকীর পাল্লা হালকা। তা দেখে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাগজের একটি টুকরা বের করে তার নেকীর পাল্লায় দিয়ে দেবেন। এতে তার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। যার ফলে তার জান্নাতের ফায়সালা হয়ে যাবে। তখন সেই লোকটি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবে, আপনি কে? এই কঠিন বিপদে যখন আমার পরমাত্মীয়রা আমার নেতা-নেত্রীরা কোন কাজে আসল না। আপনি আমাকে উদ্ধার করলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, তুমি আমাকে চিননি? আমি তোমাদের নবী। এক রাতে তোমার ঘুম আসছিল না বলে তুমি নির্জনে বসে দুরুদ শরীফ পড়ছিলে। ফেরেশতাগণ তা নিয়ে মদীনায় পৌঁছে দিয়েছিল। আজ সেই নেকীটুকু তোমার নেকীর পাল্লায় দেয়ার পর তোমার নেকীর পাল্লা ভারী হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তোমার ব্যাপারে জান্নাতের ফায়সালা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বক্ষেত্রেই সুন্দর ছিলেন। দুনিয়াতে তিনি ছিলেন অনুপম সৌন্দর্যের অধিকারী। দুনিয়াতে উম্মতের কল্যাণের জন্য তিনি ছিলেন সুন্দরের প্রত্যাশী। উম্মতের আমলকে সুন্দর করার জন্য তার ত্যাগ তিতিক্ষা প্রশ্নাতীত ব্যাপার। আখিরাতেও তিনি উম্মতের সৌন্দর্যের জন্য পেরেশান থাকবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝে রাসূলের আদর্শ গ্রহণ করে সুন্দর মানুষ হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

[অনুলিখনঃ শিব্বির আহমদ]

www.pathagar.com

সীরাতুন্নবী (সা.) না
মীলাদুন্নবী (সা.)

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

www.pathagar.com

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله . وقال تعالى : فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية . صدق الله العظيم . وصدق رسـوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

হযরাত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত হাযিরানে মজলিস। এই ইসলামী সম্মেলনে আমার পূর্বে অনেক উলামায়ে কিরাম বয়ান করেছেন। আমি আপনাদের সামনে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা কবূল করুন।

সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতের আলোচনা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী আলোচনা করা প্রত্যেক উম্মতের দায়িত্ব। কিন্তু সাধারণত রবিউল আউয়াল মাস আসলেই সীরাতের আলোচনা বেশী হয়। ঠিক সীরাত আলোচিত হয় না, হয় মীলাদ মাহফিল। আজকাল এটাও.একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সীরাত না মীলাদ! কেউ বলে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে হবে, সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা যাবে না। আবার এর ঠিক উল্টোও বলা হচ্ছে যে, সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে হবে, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা যাবে না।

আসলে এটা কোন বাদানুবাদের বিষয়ই নয়। এখানে মীলাদ, সীরাত উভয়টাই আলোচ্য বিষয়। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্থ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জন্ম। আর সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অর্থ, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৬৩ বছরের পবিত্র জীবন।

রাসূলের জন্মছিল আলোচিত, আলোকিত

কিন্তু যারা মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে সীরাতকে পাশ কাটাতে চান, তাদের ব্যাপারে আমার সন্দেহ হয়। তার অর্থ এই নয় যে, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য বিষয় নয়। বরং রাসূলের মীলাদ আলোচনা করা পূণ্যের কাজ। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জন্মটাই ছিল ব্যতিক্রম এবং আলোচিত, আলোকিত।

আকাশের তারকারাজি যমীনের কাছাকাছি চলে আসা, হাজার বছরের অগ্নিকুণ্ড নিভে যাওয়া, পারস্য সম্রাটের সিংহাসন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে

www.pathagar.com

যাওয়া, রাসূলের জন্ম মাহাত্মকেই প্রকাশ করে। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মালোচনা নিঃসন্দেহে সাওয়াবের কাজ। কিন্তু এখানে অনুকরণের কিছু নেই।

শুধু জন্মালোচনা যথেষ্ট নয় পরিপূর্ণভাবে রাসূলের অনুসরণ করতে হবে

অতএব, যারা মীলাদ আলোচনাটা বেশী করেন, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকরণ করতে চায় না। অথচ পবিত্র কালামে পাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (৬৩ বছরের জীবনের) অনুকরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (سورة ال عمران:٣١)-এর ঘোষণাতেই রাসূলের অনুকরণের কথা বলা হয়েছে। আর অনুসরণের জন্য অনুসৃত ব্যক্তির জীবনের সবটাই সামনে রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনটাকে আমরা দু'ভাগে আলোচনা করতে পারি। প্রথমতঃ জন্ম থেকে ৪০ বছরের জীবন। যাকে অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের এই দিকটা আমাদের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ, এই দিকটাকে যদি মানা না হয়, তবে শত দাবী করলেও মুসলমান হওয়া যাবে না। কিয়ামতের ময়দানে রাসূলের সুপারিশ পাওয়া যাবে না। আর কিয়ামতের ময়দানে তারই জান্নাত নসিব হবে, যার ব্যাপারে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করবেন। যাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উম্মত বলে পরিচয় দেবেন, সেই নাজাত পাবে। যার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব, এমন ব্যক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বলেন, সে আমার উম্মত, তাহলে তাকেও আল্লাহ জান্নাত দেবেন।

কিয়ামতের কঠিন অবস্থা আর রাসূলের সুপারিশ

কিয়ামতের কঠিন অবস্থাতে প্রত্যেকেই ইয়া নাফ্‌সী ইয়া নাফ্‌সী বলে পেরেশান থাকবে। তেমনি অবস্থায় এক লোককে ফেরেশতারা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে থাকবে। এ সময় বাবা আদম আ. হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাক দিয়ে বলবেনঃ يا احمد হে আহমদ! এই যে লোকটাকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে, মনে হয় সে তোমার উম্মত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতাদের ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? ফেরেশতারা বলবে জাহান্নামে। কেননা, খোদায়ী ঘোষণা হলঃ

فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية

'যার গোনাহর পাল্লা ভারী হবে সে জাহান্নামী হবে, আর যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে সে জান্নাতী হবে।' *(সূরা আলক্বারিয়া:৬-৮)* যেহেতু তার গোনাহর পাল্লা ভারী, তাই তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

www.pathagar.com

ওয়াসাল্লাম বলবেন- আমার সামনে তার আমলনামা আবার মাপা হোক। আল্লাহকে বলবেন, হে আল্লাহ! আমার এই উম্মত জাহান্নামে যাচ্ছে, আমি তার আমলনামা আবার ওজন করে দেখতে চাই। আল্লাহ তাঁর প্রিয় হাবিবকে অনুমতি দেবেন। পুণরায় ওজন করার সময় লোকটার গোনাহর পাল্লা ভারি হতে থাকবে। হাদিসের ভাষ্য فاخرج بطاقة পিয়ারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে নেকীর পাল্লায় রাখতেই নেকীর পাল্লাটা ভারী হয়ে যাবে। এবার তার ঠিকানা জান্নাত। যখন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করবে, আপনি কে? আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন- আমাকে চিনতে পারলে না? আমি হলাম তোমার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তুমি বিপদে পড়ায় ভাবতে লাগলাম, তোমাকে উদ্ধারের কোন পথ রয়েছে কিনা? একদিন একাকী বসে নিবিড়ভাবে তুমি আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করছিলে- তা আমার কাছে জমা ছিল। আজ তাই তোমার নেকীর পাল্লায় জমা করেছি।

মীলাদ সীরাত উভয়টিই সাওয়াবের কাজ তবে......

উপরোক্ত আলোচনায় এ কথা বোঝা গেল যে, মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা রাসূলের জন্মালোচনা নেকীর কাজ। কিন্তু রাসূলের জীবনী আলোচনার নাম হল সীরাত। আর এই সীরাতের আলোচনা, অনুসরণ করা না হলে জান্নাতের টিকেট পাওয়া যাবে না। শুধু পরকাল নয় দুনিয়াতে যদি কোন কাফেরও রাসূলের জন্মে আনন্দ করে, রাসূলের জীবনী আলোচনা করে। তাকেও আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে দয়ার নযরে দেখেন। তবে কোন বেদ্বীনকেই আল্লাহ পাক জান্নাত দেন না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মে খুশি হয়ে চাচা আবূ লাহাব সুয়াইবিয়া নামক তার এক দাসীকে আযাদ করেছিল। বুখারী শরীফের হাদীস, মৃত্যুর পর স্বপ্নে তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করল- আল্লাহ তাআলা তোমাকে কোন অবস্থায় রেখেছেন? জবাবে আবূ লাহাব বলল, জাহান্নামে আমার কঠিন শাস্তি হচ্ছে, কিন্তু প্রতি সোমবার আমার দুই আঙ্গুলের মাঝে পানি জমে (শাস্তি লাঘব হয়)। কেননা, এদিন আমি ভাতিজা মুহাম্মদের জন্মের খুশীতে এই আঙ্গুলের ইশারায় আমার একজন দাসীকে আযাদ করে দিয়েছিলাম।

আজ আমরা যে সমাজে বসবাস করছি এটাও একটা জাহান্নাম। সমাজের কোথাও শান্তি নেই, নেই মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা। আর এই শান্তি প্রতিষ্ঠা কখনও সম্ভব নয়, যতক্ষণ না মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে গ্রহণ করা হবে। এটা আমাদের বিশ্বাস, আমাদের দাবী। যার পেছনে যুক্তিও রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসূলের সীরাতের আলোচনা এবং তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

[অনুলিখনঃ ফারুক আহমদ]

www.pathagar.com

কুরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم ايتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم . إنك أنت العزيز الحكيم . صدق الله العظيم . وصدق رسوله النبي الكريم . ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত উপস্থিতিবৃন্দ! মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিল উপলক্ষ্যে আজকের এই আয়োজন। এই মাদ্রাসা থেকে কুরআন শরীফ সম্পূর্ণ হিফ্য করেছে, এমন নয়জন ছাত্রকে আজকের এই সম্মেলনে পাগড়ি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে। সেই সাথে তাদেরকে সনদও দেয়া হয়েছে। এ জন্য আল্লাহ্ তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

কুরআনী শিক্ষা সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষিতদের ধারণা

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর লোক কুরআনের এই শিক্ষাকে তিরস্কার করছে। তাদের ভাষ্য হল, মাদ্রাসায় কিছু বেকার লোক সৃষ্টি হয়। এ শিক্ষার কোন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি নেই, ডিগ্রি নেই। এ শিক্ষায় কোন চাকুরীর আশা নেই। এদের খাবারের কোন ব্যবস্থা নেই। মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্রদের ব্যাপারে তাদের এহেন মন্তব্য খুবই দুঃখজনক, বেদনাদায়ক।

বেদনা আর দুঃখ এ জন্যই যে, আমরা যদি একটু হাসি, আনন্দ করি তাহলে তারা বলবে, মাওলানা সাহেব হাসল কেন? যদি আমরা কাঁদি তাহলেও বলবে, কাঁদে কেন? যদি বসি, বলবে, বসল কেন? যদি দাঁড়াই, বলবে দাঁড়াল কেন? আমাদের সব কাজেই তারা দোষ খুঁজে বের করবে। এটাই যেন তাদের পেশা ও নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কত দুঃখজনক কথা! আমরা মাদ্রাসায় ছাত্রদেরকে লেখাপড়া করাচ্ছি, ছাত্ররা রাত তিনটায় ওঠে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে জাতির জন্য দুআ করে কান্নাকাটি করছে, তারপরও তারা বলে বেড়ায় মাওলানা সাহেব বাইরের জগতের খবর রাখে না। আর যদি আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করি তাহলে তারা বলে, দেখ, মাওলানা সাহেবের কাণ্ড! মাওলানা সাহেব রাজনীতি শুরু করেছে। ব্যবসা বাণিজ্য করে স্বচ্ছল হলেও তারা বলে, হায় হায়! মাওলানা সাহেবকে দুনিয়া ধরে ফেলেছে। আল্লাহ রাসূলকে বাদ দিয়ে এখন দুনিয়ার পেছনে ছুটাছুটি করছে। আবার মাদ্রাসা মসজিদের জন্য চাঁদা ওঠাতে গেলেও তাদের মন্তব্য হল, মাওলানা সাহেব ভিক্ষা শুরু করেছে।

ভারত স্বাধীনতায় উলামায়ে কিরামের অবদান

এই যে দোষ আর কষ্টের ব্যাপারটা। এটা আমাদের পীড়ার কারণ, বেদনার কারণ। তারা আমাদের অবদান অস্বীকার করছে। অথচ উলামায়ে কিরামের

www.pathagar.com

অবদানের কারণেই আজ আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। তা আজ আমাদের স্মরণে নেই। কারণ, ইংরেজরা যে বুলি শিখিয়ে গেছে, তার আছর এখনও আমাদের থেকে যায় নাই। আমাদের ইতিহাস তালাশ করলে দেখা যাবে আমরা দুইশত বছর গোলাম ছিলাম। এই দেশকে দুইশত বছর দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখেছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। বৃটিশদেরকে এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এই অবদান কার?

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে যারা দূর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের ইতিহাস বলতে গেলে সারারাত চলে যাবে। বিস্তারিত প্রসঙ্গে না গেলেও আমাদের জানা থাকা দরকার যে, সেই আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ছিলেন হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ.। তিনি ছিলেন একজন মাদ্রাসার ছাত্র। আমাদের মতই একজন আলেম। বৃটিশরা তাদের এই দখল প্রক্রিয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যূত করে। এরপর পর্যায়ক্রমে এক এক করে সবকয়টি রাজ্য কব্জা করে নেয়। পরিশেষে তারা ১৭৫৭ সালে দিল্লীর সিংহাসন দখল করে নিতেও সক্ষম হয়।

এসময় বৃটিশ রাণীর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, সৃষ্টি আল্লাহ তাআলার, দেশ বাদশাহ বাহাদুরের আর হুকুম চলবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর। যখন এই ঘোষণা সারা ভারতে প্রচার করা হল- ঠিক তখনই একজন মাদ্রাসার মৌলবী এই মর্মে ফতওয়া জারি করলেন যে, 'ভারবতর্ষ আজ থেকে দারুল হর্‌ব হয়ে গেছে। আমরা বৃটিশের দাস হয়ে গেছি। তাই এদেশকে মুক্ত করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয হয়ে দাঁড়িয়েছে।' শাহ আব্দুল আযীয রহ. এই ফতওয়া জারি করলেন। তাঁর এই ঘোষণার পর পরই তাঁরই ছাত্র অনুসারীদের মধ্য থেকে হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ.-এর নেতৃত্বে জিহাদী কাফেলা গড়ে উঠল। ১৮৩২ সালে বালাকোটের ময়দানে বৃটিশ বিরোধী জিহাদে শরীক হয়ে অনেক বিশিষ্ট আলেম শহীদ হলেন। ১৮৫৭ সালে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী রহ. ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে সিপাহী বিপ্লব সংগঠিত করেন। সিপাহী বিপ্লব ব্যর্থ হওয়াতে হাজার হাজার আলেমকে ফাঁসি দেয়া হল। আগ্রা থেকে দিল্লী পর্যন্ত এমন কোন বৃক্ষ ছিল না, যে বৃক্ষে কোন আলেমের লাশ ঝুলে ছিল না। এরপর শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ. রেশমী রুমাল আন্দোলন শুরু করলেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বৃটিশরা তাঁকে মাল্টার জেলে তিন বছর পর্যন্ত আবদ্ধ রেখে সীমাহীন নির্যাতন চালায়। মৃত্যুর পর গোসলের জন্য তাঁর দেহ থেকে জামা অপসারণ করার পর দেখা গেল, তাঁর পিঠের মূল চামড়া নেই।

www.pathagar.com

উলামায়ে কিরামের এই আন্দোলন যদি না হত, কায়েদে আযম সৃষ্টি হতেন না, গান্ধী সৃষ্টি হতেন না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হত না। ভারত স্বাধীন করেছি আমরা, উলামায়ে কিরাম। মাদ্রাসার মোল্লা মৌলবীদের রক্তের বিনিময়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। আমরা রক্ত দিয়েছি। স্বাধীনতার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমরাই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। কাঁধে অস্ত্র আমরা তুলে নিয়েছি। কাজেই এই স্বাধীনতার অবদান এই মাদ্রাসার মৌলবী মোল্লাদের, অন্য কারও নয়।

বৃটিশ বিতাড়িত হলেও তাদের প্রেতাত্মাদের বিতাড়ন সম্ভব হয়নি

পরিতাপের বিষয়, দেশ স্বাধীন করেছি। বৃটিশ বিতাড়িত করেছি। কিন্তু বৃটিশের আদর্শ বিতাড়িত করতে পারি নাই। বৃটিশের চরিত্র বিতাড়িত করতে পারি নাই। বৃটিশের ব্রেণকে বিতাড়িত করতে পারি নাই। বর্তমানে আমাদের আন্দোলন, বৃটিশের ব্রেণ বিতাড়িত করার আন্দোলন। তাদের বিচার ব্যবস্থা ভেঙ্গে চূরমার করে দিতে হবে। এদেশে গণ আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বৃটিশরা এদেশ ছেড়েছে। মোল্লা মৌলবীদের আন্দোলনের ফলে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এই বৃটিশ বেনিয়ারা যাওয়ার পূর্বে এদেশের এক শ্রেণীর লোকের ব্রেণ ওয়াশ করে গেছে। তারা এদেশে আজও বৃটিশদের তল্পিবাহক হয়ে মোল্লা মৌলবীদের ঘৃণার চোখে দেখে। যারা ইসলামী লেবাস পোষাক পরিধান করে, দাঁড়ি রাখে, টুপি মাথায় দেয়, তাদেরকে তারা জঙ্গিবাদী, সন্ত্রাসী বলে গালি দেয়। আমি তাদের উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি, আমরা জঙ্গিবাদী নই, সন্ত্রাসী নই, আমরা মুহাম্মদের সৈনিক। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ যদি তায়েফের ময়দানে ইসলামের জন্য কাফেরদের মার খেতে পারেন। দ্বীনের জন্য উহুদের যুদ্ধে দান্দান মুবারক শহীদ করতে পারেন। তিনি যদি দেশ ত্যাগ করতে পারেন। আমরাও মুহাম্মদের সৈনিক হয়ে বাংলাদেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত দেব। প্রাণ দেব তবুও মাথা নত করব না।

দেশ ও ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না

আজ বাংলাদেশকে স্পেনের মত মুসলিম শূন্য করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। আমি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, বিগত সরকারের আমলে মাদ্রাসায় অস্ত্র তালাশ করা হয়েছে। কিন্তু কোন মাদ্রাসায় একটি অস্ত্রও পাওয়া যায় নাই। বর্তমান সরকারকেও আমি বলেছি। আপনারা যদি কোন মাদ্রাসায় অস্ত্র পান, তাহলে আমাকে খবর দেবেন। আমি নিজেই সেই মাদ্রাসায় তালা লাগিয়ে দেব। আমাদের অস্ত্র লাগবে না, অস্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই। অস্ত্র যাদের হাতে আছে,

www.pathagar.com

তারাই আমাদের সাথে আসবে এবং বলবে, হুযূর! যা বলবেন তাই হবে। আমাদের কাছে এবং কোন মুসলিম রাষ্ট্রের হাতেও বর্তমান বিশ্বের সাথে মোকাবেলা করার মত অস্ত্র নেই। যা আছে তাও আবার আজকের আধুনিক যুগে অকেজো। এছাড়া মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু প্রশ্ন হল, তারপরও পাশ্চাত্য মুসলমানদেরকে এত ভয় করে কেন? বোঝা গেল, মুসলমানদের অস্ত্র না থাকলেও তাদের অন্য কিছু আছে।

তাদের কাছে অস্ত্র আছে আমাদের সাথে আছেন আল্লাহ

ইসলামের দুশমনদের কাছে মেশিনগান আছে, এটম বোমা আছে। আধুনিক অস্ত্র আছে। কিন্তু মুমিনের কাছে আধুনিক অস্ত্র নেই। এটম বোমা নেই। মুমিনের কাছে আছে আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার-এর এত পাওয়ার, যার দ্বারা তোমাদের অস্ত্র অকেজো হয়ে যাবে।

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের অসীম সাহসিকতা

ইয়ারমুকের যুদ্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে কাফেরদের হাতে কিছু মুসলমান বন্দি হয়ে যান। কাফেরদের সেনাপতি ছিল মাহান আরমানী। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) যুদ্ধের ময়দান থেকে বারোজন সাহাবীকে সাথে নিলেন। কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা তিন লাখ। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) সোজা শাহী মহলে গিয়ে মাহান আরমানীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি কি আমাদের সৈন্যগুলো বন্দি করে রেখেছেন? তাদের ছেড়ে দিন। সেনাপতি পাহারাদারকে ডেকে বলল, তোমাদের পাহারা থাকতে এ লোকগুলো ভেতরে ঢুকল কীভাবে? তারা বলল, পাহারা ছিল। কিন্তু খালিদের তরবারী ঘুরানো দেখে ভয়ে ছেড়ে দিয়েছি। মাহান আরমানী বলল, খালিদ! তুমি আমার দরবারের নিয়মনীতি জান? নিয়ম হল মাথা নত করে আমাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) বললেন, মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কারও সামনে মাথা নত করতে জানে না। পীরকে না, মসজিদকে না, এমনকি কাবাকেও মুসলমানরা সিজদা করে না। হযরত খালিদের বক্তব্য শুনে সেনাপতি মাহান আরমানী ভীষণ রাগে ক্ষোভে ক্ষেপে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাক দিল- কে আছ এই মুহূর্তে একে এরেষ্ট কর। সেনাপতির অর্ডার শুনে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) বললেন, মাহান! তুমি আমাকে এরেষ্ট করবে? ওইদিন বেশী দূরে নয় যেদিন তোমার গলায় রশি লাগিয়ে টেনে হেঁচড়ে মদিনায় হযরত ওমরের পায়ের নীচে তোমাকে ছুড়ে ফেলব! সেনাপতি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বলল, এতবড় সাহস! আমার সামনে এতবড় স্পর্ধা? এই কে আছ ওকে এরেষ্ট কর।

www.pathagar.com

হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) বারোজন সাথীদের উদ্দেশ্য চিৎকার দিয়ে বললেনঃ يا اصحاب محمد (ص) হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীবর্গ! তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বহু যুদ্ধ করেছ। আজকে তিন লাখ সৈন্যের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। শত্রু সেনাপতির অর্ডার আমাদেরকে গ্রেফতার করার। তোমরা বারোজন তরবারী উঠাও, মাথা নত করবে না। টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। হাউযে কাউসারে দেখা হবে তোমাদের সাথে। নারায়ে তাকবীর বলে কাফেরদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পর। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদের বীরত্বপূর্ণ তেজোদ্দীপ্ত ভাষণে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সেনাপতি মাহান আরমানী বলল, আমার ভুল হয়ে গেছে। মাফ করে দাও। এখনই আমি বন্দিদের মুক্ত করে দিচ্ছি।

মাদ্রাসার শিক্ষাই মুক্তির সনদ

বর্তমান প্রেক্ষিতেও আমি মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, বড় শক্তি আমেরিকা নয়, রাশিয়া নয়, বৃটেন নয়, ভারত নয়। কাজেই এদেরকে ভয় করার কারণ নাই। সবচেয়ে বড় শক্তি হলেন আল্লাহ্ তাআলা।

কবি আল্লামা ইকবাল (রহ.) বলেনঃ 'উঠ তুমি! দুনিয়া অন্যদিকে চলছে, পাশ্চাত্য আর প্রাচ্যে তোমার ধ্বণি ওঠছে, আমাদেরকে কেউ শেষ করতে পারবে না।' 'ঈমানের দৃঢ়তা আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ। আমাদের অস্তিত্ব বিলীন করা এত সহজ নয়।'

আজকে যুব সমাজকে মদ দিয়ে, সুন্দরী নারী দিয়ে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। এমনকি সরকারও মদের লাইসেন্স দিচ্ছে। আমি এর বিরোধিতা করেছি। ইসলাম বিরোধী কাজের সাথে আমি কোন দিন একমত ছিলাম না, থাকবও না। আমাদের মাদ্রাসাগুলোই সঠিক দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে যুব সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের এই মাদ্রাসাগুলোকে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তিরস্কার করা হচ্ছে; কিন্তু একদিন কাজে লাগবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাইন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হচ্ছে। এগুলো দুনিয়াতে কাজে আসবে সত্য কথা। তবে কবরে, আখিরাতে এগুলো বিফলে যাবে। কুরআন এমন এক শিক্ষা যা দুনিয়াতে কাজে লাগবে, কবরে লাগবে, আখিরাতে লাগবে। এই সাইন্স ছাড়া পার পাওয়া যাবে না।

আধুনিক শিক্ষার অসারতা

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন- কয়েকজন আধুনিক শিক্ষিত লোক একত্রিত হল। তাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন ডাক্তার, একজন অর্থনীতিবিদ, একজন ইতিহাসবিদ। সবাই মাত্র

www.pathagar.com

কয়দিন পূর্বে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। তাদের নদী ভ্রমণের শখ জাগল। তাই তারা একত্রে নদী ভ্রমণে বের হয়ে গেল। নদী ভ্রমণে তারা একটি নৌকা ভাড়া নিল। বাতাসের তালে তালে মাঝি নৌকা নিয়ে নদী চিরে সামনে অগ্রসর হতে থাকল। ভ্রমণের উচ্ছ্বাস আর আনন্দে তাদের মাঝে বেশ খোশ আলাপের আসর জমে উঠল। রসাল আলাপের এক পর্যায়ে তারা রসিকতা করে মাঝির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলঃ মাঝি ভাই! লেখাপড়া কিছু করেছ না কি? জবাবে মাঝি বললঃ লেখাপড়া কি জিনিষ তা আমি জানি না। বাপ দাদা মাঝি ছিল, আমিও তাই শিখে নিয়েছি এবং আমিও আজ মাঝি হয়েছি। মাঝির কথায় তারা বললঃ আরে মাঝি ভাই! জীবনটাকেই তো তুমি ধ্বংস, বরবাদ করে দিয়েছ। এরপর তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলঃ মাঝি ভাই! সাইন্স পড়েছ না কি? মাঝি বললঃ এটা কোন্ গাছের নাম? আরেকজন জিজ্ঞাসা করলঃ মাঝি ভাই! তুমি ইকোনোমিক্স পড়েছ কি? জবাবে মাঝি বলল, আবার এটা কোন্ জানোয়ারের নাম? রসিকতা করে আরেকজন বললঃ ইতিহাস পড়েছ কি? মাঝি বলল, এটা কোন্ মাছের নাম? এরপর সবাই এক সাথে বলে উঠলঃ মাঝি ভাই! তোমার অর্ধেক জীবনটাই বরবাদ হয়ে গেছে। মাঝি বললঃ কি করব, বাপ-দাদা সবাই মাঝি ছিল, আমিও হয়েছি মাঝি। লেখাপড়া করার সুযোগ হয় নাই।

কিছুক্ষণ পর আকাশ অন্ধকার হয়ে উঠল। সাগরে জোয়ার বইতে শুরু করল। সাগরের পানিতে শুরু হল উত্তাল তরঙ্গ। পানির ধাক্কায় নৌকা উঠানামা করতে থাকল। যুবকদের অন্তরে শংকা, ভয় ভীতি। এবার মাঝি বললঃ সাহেবরা! সাঁতার জানেন তো? জবাবে তারা বললঃ সাঁতার জানব কীভাবে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। সাঁতার কি জিনিষ জানি না। মাঝি বললঃ এখন নৌকা ডুবে যাবে। সাঁতার না জানলে আপনারাও পানিতে ডুবে মরবেন। আমি সাঁতার জানি, সাঁতরিয়ে পার হয়ে যাব। চরম অসহায়ত্ব নিয়ে তারা বললঃ মাঝি ভাই! আমাদেরকে তোমার সাথে করে নেবে না? সে বললঃ আমি একা। এত মানুষ নেয়া আমার দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সাহেবরা আমি লেখাপড়া করি নাই। এজন্য আমার অর্ধেক জীবন নষ্ট হয়েছে। আপনারা লেখাপড়া করলেও এখন আপনাদের পুরো জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

কুরআনের জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইলম নিয়ে এসেছিলেন সেটা হল, কুরআন এবং হাদীসের ইলম। হে মানব গোষ্ঠী! তুমি সায়েন্টিষ্ট হতে পার, বৈজ্ঞানিক হতে পার, দার্শনিক হতে পার, অর্থনীতিবিদ

হতে পার, তুমি দুনিয়ার সব ডিগ্রী অর্জন করতে পার। কিন্তু কবরের ডিগ্রী তুমি পাবে না, আখিরাতের ডিগ্রী তুমি পাবে না।

পাশ্চাত্য ডিগ্রীধারীরা আজকের যুব সমাজকে উপদেশ দেয়- তোমরা মোল্লা মৌলভীর কাছে যেয়ো না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের স্পর্শে যেয়ো না, তোমাদের দুনিয়ার উন্নতি হবে না। (নাউযুবিল্লাহ) আমি খোদার কসম করে বলছি- মুহাম্মদের আদর্শের স্পর্শে গেলে, দুনিয়ায় তার উন্নতি হবে, অগ্রগতি আসবে, দুনিয়াতে সে ডুববে না। আমাদের জানা আছে যে, আরব রাষ্ট্রগুলো যেমন কাতার, সৌদি আরব ইত্যাদি মরুভূমির দেশ। আল্লাহ তাআলা সেখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মভূমির উছিলায় স্বর্ণ দিয়েছেন, তেল দিয়েছেন। এখন আবার গ্যাসও দিয়েছেন। সারা জীবন মুহাম্মদের জন্মভূমি এগুলো দিয়ে চলতে পারবে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের সাথে থাকলে দুনিয়াও পাওয়া যায়, আখিরাতও পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহর জন্ম পূণ্যের সুসংবাদ

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স মাত্র দুই দিন। তখনকার যুগে আরবের প্রথা ছিল, ছেলে সন্তান লালন-পালনের জন্য গ্রামের পরিবেশে পাঠিয়ে দেয়া হত। তায়েফ থেকে দলে দলে মহিলারা আসছে। তারা আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদের নিয়ে যাচ্ছে। একজন মহিলার নাম হালিমা সাদিয়া। দুর্ভিক্ষের কারণে খাদ্য ঘাটতি ছিল তখনকার তায়েফে। তাই তার স্তনের দুধ শুকিয়ে গিয়েছিল। এজন্য তাকে কেউ নিজের বাচ্চা দিচ্ছিল না। অপরদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতিম, এজন্য তাঁকে কেউ নেয়ার জন্যও এগিয়ে আসছিল না। হালিমা সাদিয়া নিজের স্বামীকে বললেন, আমরা কোন বাচ্চা পাচ্ছি না, আগত সবাই বাচ্চা নিয়ে চলে যাচ্ছে। মুহাম্মদ নামে একটা বাচ্চা আছে, তাঁকে কেউ নিচ্ছে না। তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে আমি তাঁকে নিয়ে আসতে পারি। সুবহানাল্লাহ! হযরত হালিমা সাদিয়া (রা.) দুই দিনের শিশু বাচ্চা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা দেখার সাথে সাথে তার শুকনো স্তনগুলো দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। শিশুকালেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় এত নূর ছিল, এত আকর্ষণ ছিল, যা হালিমার দৃষ্টিকে এড়াতে পারে নাই।

www.pathagar.com

চাঁদের আলো থেকে হাজার গুণ উজ্জ্বল

এই নূর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আলোর ন্যায় চমকাতে থাকে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স তখন ৫৫ বছর। তিনি মসজিদে নববীতে বসে আছেন। একজন সাহাবী নাম তাঁর হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রা.)। তিনি একবার আকাশের চাঁদের দিকে তাঁকাচ্ছেন, আবার তাঁকাচ্ছেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার দিকে। এ দেখে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জাবের! তুমি একবার আমার দিকে তাঁকাচ্ছ আবার চাঁদের দিকে, ব্যাপারটা কি? তিনি উত্তর দিলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চেহারার আলো আর চাঁদের আলোর পার্থক্য করছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে জাবের! তুমি কি দেখতে পেলে? জবাবে তিনি বললেনঃ খোদার কসম! আপনার চেহারার আলো চাঁদের আলো থেকে হাজারগুণ বেশী উজ্জ্বল।

রাতের সূর্য

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,

لنا شمس وللأفاق شمس : وشمسى أفضل من شمس ا لسماء .

فإن الشمس تطلع بعد الفجر : وشمسى تطلع بعد العشاء .

'দুনিয়ার একটা সূর্য আছে, আর আমার একটা সূর্য আছে, আমার সূর্য দুনিয়ার সূর্য থেকে অনেক বেশী সমোজ্জ্বল, শ্রেষ্ঠ। দুনিয়ার সূর্য উদিত হয় সকালে, আর আমার সূর্য উদিত হয় ইশার পরে।'

জুলায়খার বান্ধবীরা কলিজা টুকরো করে ফেলত

একদিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর কিছু বান্ধবী জিজ্ঞাসা করলঃ আপনার স্বামী, আমাদের রাসূল এত সুন্দর। তবে মনে একটা প্রশ্ন জাগে, রাসূলুল্লাহর সৌন্দর্যে কেউ হাত কাটল না, অথচ ইউসুফ (আ.) কে দেখে কত মহিলা হাত কেঁটে ফেলেছিল?

প্রথমে আপনাদের সামনে সেই ঘটনাটিই আলোচনা করছি। জুলায়খা মিশরের প্রধামন্ত্রীর ফার্ষ্ট লেডি থাকা সত্বেও সে নিজের চাকর ইউসুফের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। এ সংবাদ শুনে তার বান্ধবীরা বলল, জুলায়খা ফার্ষ্ট লেডি হয়ে একজন সাধারণ চাকরের প্রেমে পাগল হয়ে গেছে, ছিঃ ছিঃ! জুলায়খা বুদ্ধিমতি ছিল। সে সরাসরি কোন উত্তর দিল না। সব বান্ধবীকে নিজের বাড়িতে দাওয়াত করল। সবাইকে এনে চেয়ারে বসিয়ে হাতে একটা ফল এবং একটা

www.pathagar.com

চাকু দিল। জুলায়খা বলল, তোমরা ফল এখন কাটবে না, আমি যখন বলব তখন কাটবে, পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ واتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم (سورة يوسف:٣١)

জুলায়খা তাদেরকে ফল কাটার কথা বলে হযরত ইউসুফ (আ.) কে বলল, তুমি এদের মাঝ দিয়ে একটু বের হয়ে যাও। হযরত ইউসুফ (আ.) বের হওয়া মাত্র উপস্থিত সব মহিলা তাঁর দিকে হা করে একাগ্রচিত্তে তাঁকিয়ে রইল। আর ফল কাটার পরিবর্তে নিজেদের হাত কেটে রক্তে রঞ্জিত করে ফেলল এবং বললঃ قلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا إلا ملك كريم এত মানুষ নয়, এত স্বর্গীয় ফেরেশতা।

এবার জুলায়খা বললঃ একদিন দেখে তোমরা ফলের পরিবর্তে হাত কেটে ফেললে, আর আমি যে প্রতিদিন একে দেখে থাকি। কুরআনের ভাষায়- قالت فذلكن الذى لمتنني فيه 'যাকে নিয়ে তোমরা আমাকে তিরস্কার করেছ, এই হল সেই ইউসুফ।' হযরত আয়েশা (রা.) বলেনঃ

لواح زليخا لو رأين جبينه : لآثرن قطع القلب على اليد

'জুলায়খার বান্ধবীরা যদি আমার স্বামীকে দেখত তাহলে তারা শুধু হাত কাটত না, তারা তাদের কলিজা কেটে ফেলত।'

এক মহিলা সাহাবীর ইশকে রাসূল

উহুদের যুদ্ধ চলাকালে মদীনায় সংবাদ ছড়িয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন। এই খবর ছড়ানোর সাথে সাথে মদীনাতে মাতম শুরু হয়ে গেল। মহিলারা কান্নার রোলে ঘর থেকে বের হয়ে আসল। এক আনসারী মহিলা সাহাবী প্রতিজ্ঞা করে ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন, যতক্ষণ আমি নিজে এর সত্যতা যাঁচাই না করতে পারব, ততক্ষণ আমি এই কথা বিশ্বাস করব না। তিনি একটি সাওয়ারীতে আরোহণ করে উহুদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। বেশ কতদূর আসার পর এক সাহাবীকে সেদিক থেকে আসতে দেখে তিনি অস্থির হয়ে তাঁর কাছে জানতে চাইলেনঃ ما بال محمد صلى الله عليه وسلم 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ কি?' সাহাবী জবাবে বললেনঃ 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সংবাদ তো আমার জানা নেই। তবে আমি তোমার ছেলের লাশ অমুক স্থানে পড়ে থাকতে দেখে এসেছি। যুবক সন্তানের শাহাদাতের সংবাদ শোনার পরও

www.pathagar.com

মহিলার চেহারায় কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। কারণ, তাঁর অন্তরে রাসূল-ইশক এবং রাসূল প্রেম এমনভাবে ঠাঁই করে নিয়েছিল যে, আপন সন্তান শাহাদাতের ঘটনা তাঁর কাছে একেবারেই তুচ্ছ মনে হয়েছে। আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর অন্য এক সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি হন্তদন্ত হয়ে আবারো তাঁর কাছে জানতে চাইলেনঃ ما بال محمد صلى الله عليه وسلم 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ কি?' জবাবে তিনি বললেনঃ এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই, তবে আমি তোমার স্বামীর লাশ অমুক স্থানে পড়ে থাকতে দেখেছি। এবারও মহিলার চেহারায় কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। তিনি অস্থির হয়ে আরও সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর অন্য এক সাহাবীর কাছে জানতে চাইলেনঃ ما بال محمد صلى الله عليه وسلم 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ কি?' জবাব এল এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না, অবশ্য তোমার পিতার লাশ আমি অমুক স্থানে পড়ে থাকতে দেখেছি। এরপরও এই মহিলার মাঝে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। এভাবে তাঁর ভাইয়ের লাশের কথা বলা হল যে, তা অমুক স্থানে পড়ে রয়েছে। কিন্তু এতসব দুঃসংবাদ শোনার পরও মহিলার মাঝে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। এক সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর মহিলা জানতে চাইলেনঃ ما بال محمد صلى الله عليه وسلم 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ কি?' এবার জবাবে এই সাহাবী বললেনঃ 'মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুক স্থানে অবস্থান করছেন।' এ সংবাদ শোনার সাথে সাথে ঐ মহিলা তাঁর সাওয়ারীকে ঐদিকে দ্রুত চালনা করলেন। সেখানে পৌছার পর তিনি দেখতে পেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সশরীরে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। মহিলা সাওয়ারী থেকে নেমে আসলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাদরের এক পার্শ্বে ধরে বললেনঃ كل مصيبة بعد محمد صلى الله عليه وسلم سهل 'পিয়ারা নবীর চেহারা দেখার পর আমার সব কষ্টই সহজ হয়ে গেছে।'

কুরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে

তাই আমাদেরকেও মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পর্ক রাখলে দুনিয়াও পাওয়া যাবে আখিরাতও পাওয়া যাবে।

এর অর্থ এই নয় যে, দুনিয়ার কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়া যাবে না। তবে শুধু কলেজে, ভার্সিটিতেই পড়লে চলবে না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের দিকে এবং তার শিক্ষার দিকেও তাঁকাতে হবে। খোদার

www.pathagar.com

কসম! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওযায়ে আতহার থেকে আমাদেরকে আহ্বান করছেনঃ আমি যে কুরআন নিয়ে আসলাম, যে কুরআনের জন্য আমি পাথরের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হলাম, দেশ ত্যাগ করলাম আজ, সেই কুরআন কোথায়? আর তোমরা কোথায়? কুরআনের অর্থ দিয়ে নয়, শুধু মাত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনে হাজার হাজার মানুষ মুসলমান হয়েছে। আর আজ আমরা কুরআনের সাথে কি আচরণ করছি? কবির ভাষায়- 'ঘরের মধ্যে সবচেয়ে উঁচুস্থানে তাকের উপর কুরআন শরীফকে সাজিয়ে রাখা হয়, কুরআন শরীফকে নিয়ে চোখে মুখে চুমু খাওয়া হয়, তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখা হয়, অসুস্থদেরকে কুরআন পড়ে পানি খাওয়ানো হয়।'

যখন দুইজনের মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি হয়। একজন বলে তুমি আমার পাঁচ লাখ টাকা দাও, অন্যজন বলে তুমি আমার কাছে কোন টাকা পাবে না। এরপর দু'জনে বলে তাহলে কুরআন শরীফ হাতে ওঠিয়ে কসম খাও।

কুরআন বলে আমার বিধানের অনুসারীদের আমার উপর সন্তুষ্টির প্রমাণ হল এই যে, তারা আমাকে মুহব্বতের কথা বলে; অথচ তারা বৃটিশের আইনে আদালত চালায়, যারা তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল দুইশত বছর। এভাবে আমাকে অপমান করে, অপদস্ত করে। কুরআন বলে মুসলমানরা এত সম্মান দেখায়, তবুও আমি একা। وقال الرسول يا رب إن قومى إتخذوا هذا القران محذورا 'কিয়ামতের ময়দানে উম্মতের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নালিশ করবেন- হে আমার পরওয়ারদিগার! আমার উম্মত আমার কুরআন ছেড়ে দিয়েছে।'

আজকে আমি পাশ্চাত্য সমাজকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাই। প্রচলিত আইনের সাথে কুরআনী আইনের তুলনা হতেই পারে না। কুরআনী আইন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আইন। কুরআনী আইন ছাড়া, সন্ত্রাস বন্ধ হবে না, দুর্নীতি বন্ধ হবে না। আমার এই চ্যালেঞ্জ কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

[অনুলিখনঃ মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন]

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار . لايت لأولى الألباب . الذين يدعون الله قياما وقعودا وعلي جنوبهم ويتفكرون في خلق السموت والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحنك فقنا عذاب النار . صدق الله العظيم . وصدق رسوله النبي الكريم . ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

মুহতারাম উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত উপস্থিতিবৃন্দ! মাদ্রাসার বার্ষিক সভা উপলক্ষ্যে আজকের এই আয়োজন। এই মাদ্রাসাগুলো ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ধারক ও বাহক। যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, মানুষের ভেতর মানুষ্যত্ব সৃষ্টি করে সেই শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের তাওফীক দান করুন।

দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা

বর্তমানে আমাদের দেশে দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। **এক.** মাদ্রাসা শিক্ষা। **দুই.** প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা। অনেকেই প্রশ্ন করে থাকেন যে, বর্তমান যুগে ভিন্নভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার কি প্রয়োজন রয়েছে? এর জবাবে বলা যায়, আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে মাদ্রাসা শিক্ষার যে প্রয়োজন ছিল, বর্তমান যুগে তারচেয়ে শতগুণ বেশী এ শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, মাদ্রাসা শিক্ষার মূল উৎস হল পবিত্র কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা। মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসে প্রাসঙ্গিক যা কিছু পড়ানো হয়, সেগুলো কুরআন হাদীসকে বোঝার জন্যই পড়ানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ কুরআন হাদীস-ই হল মাদ্রাসা শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু। আর কুরআন হল আল্লাহর বাণী এবং হাদীস হল রাসূলের বাণী। পক্ষান্তরে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা সম্পর্কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এ শিক্ষার মূল উৎস কি? উত্তরে বলতে হবে- প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার উৎস হচ্ছে পাশ্চাত্যের ধ্যান-ধারণা বা সভ্যতা সংস্কৃতি।

ইসলামী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী শিক্ষার ধ্যান-ধারণা আর প্রচলিত শিক্ষার ধ্যান-ধারণার মধ্যে রয়েছে অনেক পার্থক্য। কারণ, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলামী শিক্ষার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন হাদীস। আর সাধারণ শিক্ষার মূল উৎস হচ্ছে, পাশ্চাত্যের কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতা-সংস্কৃতি। তবে উভয় শিক্ষা ধারার মাঝে মৌলিক বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও তা পরস্পর সাংঘর্ষিক নয়। কারণ, সাধারণ

www.pathagar.com

শিক্ষাকে যদি ইসলামী ধ্যান-ধারণার আলোকে সাজানো যায়, তাহলে উভয়টির মাঝে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

যারা বলে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন নাই, তাদের ধ্যান-ধারণা সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্যমুখী। তারা কুরআন হাদীসকে পার্থিব জ্ঞানের বিষয় মনে করে না। এ ক্ষেত্রে ধারণা পোষণকারী যদি নাস্তিক শ্রেণীর হয় তাহলে তো কথাই নেই; কিন্তু আস্তিক শ্রেণীর হলে বুঝতে হবে তারা তাদের জীবনে কুরআন হাদীসের জ্ঞানকে আবশ্যক মনে করে না; বরং কুরআন হাদীসকে কেবলমাত্র কিছু ধর্মীয় বিষয়ের আখিরাতভিত্তিক জ্ঞান হিসেবে মনে করে। এ শ্রেণীর প্রবক্তারা যদি সজ্ঞানে কুরআন হাদীস শিক্ষার কোন প্রয়োজন নেই বলে উক্তি করে তাহলে তাদের ঈমান থাকবে না বলেই আমরা বিশ্বাস করি এবং এটাই সঠিক।

কুরআন হাদীসের জ্ঞান মানবজাতির মুক্তির জন্য অপরিহার্য

কুরআন হাদীসকে মানব জাতির মুক্তির অপরিহার্য জ্ঞান ও অনুসরণীয় বিষয় হিসেবে উল্লেখ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছেনঃ

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله

আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিষ রেখে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেই দু'টি বিষয়কে আকড়ে ধরে রাখবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।'

সেই দু'টি জিনিষ হল, ১. কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ আল-কুরআন, ২. সুন্নতে রাসূল অর্থাৎ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। সারকথা হল, কুরআন ও হাদীস যদি তোমরা মজবুতভাবে ধারণ কর তাহলে তোমরা গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে যাবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা মানুষকে নাস্তিকতার দিকে ঠেলে দেয়

পাশ্চাত্য শিক্ষা আর ইসলামী শিক্ষার মাঝে দ্বিতীয় পার্থক্য হল, পাশ্চাত্য শিক্ষার একটা মারাত্মক দিক রয়েছে, তাহল, الحاد ইলহাদ, তথা নাস্তিকতা। কারণ, কুরআন হাদীসের কোন প্রকার যোগসূত্র বিহীন এই পাশ্চাত্য শিক্ষা যদি পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার আলোকে কেউ গ্রহণ করে, তাহলে সে সম্পূর্ণভাবে বস্তুবাদী হয়ে যায়। এক পর্যায়ে তার বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা এতটাই প্রবল হয়ে পড়ে যে, সে ভাবতে থাকে পৃথিবীটা কেবল-ই ভোগ বিলাসের স্থান। পরকাল

www.pathagar.com

বলতে কিছুই নেই। এদের মধ্যে একটি শ্রেণী রয়েছে যারা নিজেদেরকে সুশীল সমাজ হিসেবে মনে করে এবং দাবীও করে। এটাও এক প্রকারের ভণ্ডামী ও প্রতারণা। এরা সুশীল সমাজের অন্তরালে নাস্তিক্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করার যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। কারণ, এরা একদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত অন্যদিকে ধর্মীয় শিক্ষা থেকে বিচ্যুত। ইসলাম প্রচলিত সাধারণ শিক্ষালয় যেমন, স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধী নয়। কিন্তু বিরোধটা তখনই সৃষ্টি হয় যখন এ শিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ বা একটি অংশ সরাসরি ধর্মীয় শিক্ষাকে অস্বীকার করে। এমন কি ধর্মীয় শিক্ষা বাতিল করার জন্য অব্যাহতভাবে প্রচারণা চালায়।

লাঠির আকর্ষণ তোমার মাথায় পড়েছে

কোন এক বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তি একজন আলেমকে প্রশ্ন করল, আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তা যে একজন আছেন এর প্রমাণ কি? উত্তরে সেই আলেম বললেনঃ এ বিশ্বজগতের সব কিছুর অস্তিত্বকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই আল্লাহ্। আর এ সবের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ একজন আছেন। আল্লাহ্ নিজেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেনঃ

إن فى خلق السموات والأرض وإختلاف الليل والنهار . لايت لأولى الألباب .
ألذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلي جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموت والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحنك فقنا عذاب النار . (سورة ال عمران:١٩٠)

এই আসমান ও যমীন সহ সব সৃষ্টি এবং দিন রাতের পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহকে চিনার মত যথেষ্ট) নিদর্শন রয়েছে। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রত্যেকটি জিনিষ আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। জনৈক ফার্সী কবি খুব সুন্দর বলেছেন- 'গাছের প্রত্যেকটা পাতাই একথার নিদর্শন যে, একজন আল্লাহ আছেন, এক পাতার রং কালো, একটি সবুজ, একটি লাল, একটি ছোট, একটি বড়। এগুলো কার হাতের তৈরী? নিশ্চয় এর স্রষ্টা একজন রয়েছেন। তিনি হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

মাওলানা সাহেব যখন এই সব বিবরণ দিলেন সেই বৈজ্ঞানিক বলল, হুযূর আমাকে এ সমস্ত ওয়ায নসীহত করে লাভ হবেনা। আমি আপনার কথা মানতে রাজি নই। তখন মাওলানা সাহেব প্রশ্ন করলেনঃ এই বিশাল আসমানকে কোন প্রকার খুঁটি ব্যতীত কে এভাবে উঁচু করে রাখলেন। উক্ত বৈজ্ঞানিক তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলল হযূর! আপনারা তো বিজ্ঞান পড়েননি, খুঁটি বিহীন আসমানের

যুক্তি হল মধ্যাকর্ষণ শক্তি। একটা উর্ধ্ব আকর্ষণ আর একটা হল নিম্ন আকর্ষণ। উর্ধ্ব আকর্ষণ আকাশকে ধরে রেখেছে। আর নিম্ন আকর্ষণ যমীনকে ধরে রেখেছে। বৈজ্ঞানিকের এই ব্যাখ্যা শুনে উক্ত আলেম তার হাতের লাঠি দিয়ে বৈজ্ঞানিকের মাথায় একটা আঘাত দিয়ে বসলেন। লাঠির আঘাতে বৈজ্ঞানিক বলতে লাগল হুযূর! যুক্তির মাধ্যমে কথা বলবেন, যুক্তি পেশ না করে আমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন, এর কারণটা কি? তখন সেই আলেম বললেন, আমি তো তোমাকে আঘাত করি নাই। সে বলল, হুযূর! তাহলে আপনি মিথ্যাও বলেন? আলেম বললেন, আমি মিথ্যা বলছিনা। আর আমি তোমাকে আঘাতও করি নাই; বরং লাঠি আকর্ষণের প্রভাবে তোমার মাথায় গিয়ে লেগেছে।

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের শিক্ষা ব্যবস্থা

পাশ্চাত্যের নাস্তিকতাপূর্ণ শিক্ষার আরেকটি ক্ষতিকর দিক হল এই যে, মুসলমানরা যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করে তেমনি ইহুদী খ্রিষ্টানদেরও আল্লাহয় বিশ্বাস রয়েছে এবং সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা, তার উপরও উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস এক। তবে তফাৎ হল- ইহুদী খ্রিস্টানরা মনে করে, সবকিছু সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাআলা বিশ্ব পরিচালনার সব দায়-দায়িত্ব মানুষের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। অতএব, সব কিছু মানুষই পরিচালনা করছে। কিন্তু ইসলামের ধারণা হলঃ

الرحمن على العرش استوى له ما فى السموت وما فى الارض وما بينهما وما تحت الثرى. (سورة طه:٦،٥)

আল্লাহ তাআলা আরশ কেন্দ্রিক সবকিছু নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করেন। আসমান যমীন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। এবং আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে তাও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন এবং যমীনের নিচে যা আছে তাও তাঁর নিয়ন্ত্রণে। ইসলামী ধ্যান-ধারণার বিপরীতে এ ধরনের নাস্তিকতার বীজ মুসলিম সমাজে সুচতুর ভাবে বপন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় যদি ইসলামী শিক্ষার সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা না হয় এবং সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থীকে ইসলাম সম্পর্কে জানতেই দেয়া না হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত সে শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপন করে নাস্তিকতাবাদী মনোভাব নিয়ে বের হবে। তার অর্জিত শিক্ষা দ্বারা সমাজ উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য হবে এবং হচ্ছেও তাই। সুতরাং আমাদের এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষা অত্যন্ত অপরিহার্য।

www.pathagar.com

শিয়া সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা

মুসলমানদের একটি উপদল হল শিয়া সম্প্রদায়। শিয়াদের মধ্য একটি দল এমন আছে, যাদেরকে মুসলমান বলা যায় না। তাদের ধ্যান-ধারণা এমন যে, তারা বলে আল্লাহকে বিশ্বাস করি। তাঁর অস্তিত্বেও বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা নিজেদের খেয়াল খুশী মত চলে। নিজেদের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা, নিজেদের যুক্তি সবকিছুকে আল্লাহর হুকুম -এর উর্ধ্বে রাখে। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত কোন বিধি-বিধানকে তারা মানে না। আবার বলে আমরা আল্লাহকে মানি, তাদের আল্লাহকে মানা আর একজন মুমিন মুসলমানের আল্লাহকে মানার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। মুসলমানের ধারণা ও বিশ্বাস হল, তাকে আল্লাহর হুকুম মত চলতেই হবে। নিজেদের খেয়াল খুশী মত চলা যাবেনা। কারণ, সৃষ্টি যাঁর তার হুকুমও ইচ্ছা মতই চলতে হবে। ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সবকিছুই চলবে তাঁরই আইনে। কেউ যদি বলে, আমি আল্লাহকে মানি, কিন্তু অপরদিকে আল্লাহর কোন বিধানকে তোয়াক্কা না করে নিজের মনগড়া মতবাদকে চালু করে, আর দাবী করে আমি মুসলমান, তাহলে তো সে আর মুসলমান থাকতে পারে না। এরপরও যদি কেউ বলে, আমি নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবী করি এবং নিজে মুসলমান এটা স্বীকারও করি। আমাকে আবার ইসলাম থেকে বের করবে কে? এটা কি সম্ভব? তার সহজ উত্তর হল, দুনিয়াতে যদি আপনি কোন দল করেন, কিন্তু দলের নিয়ম নীতি না মানেন, দলের শৃংখলা ভঙ্গ করেন তাহলে অবশ্যই সেই দল থেকে আপনাকে বহিস্কার করা হবে। অনুরূপ মুসলমান দাবী করার পর যদি কেউ আল্লাহর আইনকে না মানে, তাহলে সে মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

বান্দাহর মুক্তি আল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্যে

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছেঃ

ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين (سورة البقرة: ٨)

অনেক লোক বলে আমরা আল্লাহকে মানি, পরকালকে বিশ্বাস করি; আল্লাহ তাআলা বলেন, ঐ সমস্ত লোক মুমিন নয়; মুসলমান নয়।

সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত ঘোষণা মতেই সে আর মুসলমান থাকতে পারবে না। আল্লাহ তাআলার এই ফায়সালার বিরুদ্ধে কারো কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদও গ্রহণযোগ্য হবে না। এক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রভাব প্রতিপত্তি কাজে আসবে না। কারণ, জোর করে আর অন্য সবকিছু আদায় করা গেলেও আল্লাহর কাছ থেকে মুসলমানিত্ব আদায় করা যায় না। বরং মুসলমান হতে হলে নিজের সবকিছু আল্লাহর সামনে নিঃশর্ত সমর্পণ করতে

www.pathagar.com

হয়। সেখানে কোন প্রকার অহংকার বা আমিত্ববোধ গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, তিনি কারো কাছে কোন প্রকার মুখাপেক্ষী নন। বান্দাহর পক্ষ থেকে আনুগত্য প্রাপ্তি, বান্দাহর সকল প্রকার ইবাদত, দান-খায়রাত কোনকিছুর প্রতিই আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন। বরং বান্দাহ আল্লাহর গোলামী, দাসত্ব ও আনুগত্যের সুযোগ পাওয়ার মুখাপেক্ষী। সুতরাং যে কোন প্রকার ইবাদত করার পর বান্দাহর পক্ষ থেকে এ কথা বলা বা এমনটি মনে করা কোন অর্থেই যুক্তিযুক্ত হবে না যে, আমি তো আল্লাহর জন্য অমুক কাজটি করেছি এবং এ ধরনের কথা বলে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলা যাবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মানবজাতির সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্যই হল, মানুষ তাঁর ইবাদত করবে। সুতরাং বান্দাহর ইবাদত করাটা তার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নির্দেশ পালনেরই অংশ। কারণ, আল্লাহর নিঃশর্ত আনুগত্য ব্যতিত বান্দাহর জন্য মুক্তির আর কোন পথ-ই তো খোলা নেই।

আল্লাহর প্রতি বান্দাহর নিঃশর্ত আনুগত্যের ধরণ

আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বা তার ইবাদত বলতে সাধারণ অর্থে আমরা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পালনকেই বুঝি এবং আমরা এ সব কর্মকাণ্ড পালনের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন পূর্বক জান্নাতে যেতে পারব বলে মনে করে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি তাই? সাধারণভাবে এ সব কর্মকাণ্ড পালনেই কি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন বা তাঁর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য করা বলে গণ্য হবে? কেবলমাত্র এগুলো করা বা পালনের মাধ্যমেই কি জান্নাত লাভ করা যাবে? না! এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই। কেননা, আল্লাহর নির্দেশিত ফরয ইবাদতসমূহ প্রতিপালনের সাথে সাথে মনে-প্রাণে, কথায় কাজে সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা পোষণ এবং সাথে সাথে বাস্তবায়নের চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানো এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত সমূহকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ ও পালনের মাধ্যমেই আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশিত সকল প্রকার বিধি-বিধান, আইন-কানূন বান্দাহর কথাবার্তায়, আচার আচরণে কোনভাবেই হালকা বা অহেতুক মনে করা যাবে না। আল্লাহর আইন ও বিধি-বিধান সমূহের কোন দিক বা সম্পূর্ণ আইন বান্দাহর বুঝে আসুক বা নাই আসুক, সর্বক্ষেত্রেই বান্দাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর আইন-কানূন ও বিধি-বিধানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ও শ্রদ্ধা এবং পূর্ণ আস্থা পোষণ করতে হবে।

www.pathagar.com

স্বার্থসিদ্ধি ও লোক দেখানো ইবাদত মুসলমানিত্বের জন্য যথেষ্ট নয়

কিন্তু বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায় মোহাবিষ্ট হয়ে কেউ যদি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে এবং বাহ্যিকভাবে নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচিত করার জন্য, অথবা সামাজিকতা রক্ষার জন্য বা অন্যকোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দান-খয়রাত করে, কিন্তু তার কথাবার্তা, আচার আচরণ, চলাফেরা, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে মুসলমানিত্বের বৈপরীত্ব প্রকাশ পায়। যেমন- আল্লাহর উপর অখণ্ড বিশ্বাস ও পূর্ণ আস্থাতে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হওয়া, আল্লাহর আইনসমূহকে হালকা মনে করা অথবা মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর আইনসমূহকে উপেক্ষা, অবহেলা বা অচল মনে করা। এমন কি প্রকৃত ইসলামপন্থি তথা আলেম সমাজকে অপাংক্তেয় মনে করা অথবা তাঁদেরকে খাঁটো করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা, বা ক্ষেত্র বিশেষে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্যভাবে তাঁদেরকে গালিগালাজ করা ইত্যাদি বিষয়সমূহে অভ্যস্থ কোন ব্যক্তিকে প্রকৃত অর্থে মুসলমান বলা যায় না। এ ধরনের মুসলমান আমাদের শিক্ষিত সমাজে প্রায়ই দেখা যায়। এ ধরনের মন মানসিকতাপূর্ণ নামেমাত্র বা পরিচয়সূত্রে মুসলমানরা মূলতঃ প্রচলিত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বস্তুবাদী আদর্শে দীক্ষিত মুসলমান। এরা তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রের সব পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে শুধু তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের অজান্তে ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাবে দীক্ষিত হয়েছে। মুসলিম সমাজে ইসলাম বিদ্বেষী এধরনের মনোভাব পোষণকারী মুসলমান সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে, কুরআন হাদীস তথা ইসলামী শিক্ষা বিবর্জিত পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার বর্তমান প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা। বর্তমান মুসলিম সমাজের এহেন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে মুসলমানের মুসলমানিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলমানকে তার বিশ্বাস ও আকীদায় আস্থাশীল হওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অন্যথায় সমাজ থেকে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি, ব্যক্তি থেকে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস, পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার বিষময় ও মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবে ক্রমান্বয়ে হারিয়ে যেতে থাকবে। হয়তো এক সময় এদেশের আজকের ইসলামপ্রিয় একনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে ভবিষ্যৎ বংশধররা পাশ্চাত্য শিক্ষার কুপ্রভাবে নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করবে। ভুলে যাবে যে, তাদের পিতৃপুরুষগণ এক সময় ধর্মপ্রাণ দ্বীনদার মুসলমান ছিলেন। বর্তমান বিশ্বে এর নযির বহু পূর্বেই স্থাপিত হয়ে গেছে। আজকের স্পেন, তুরস্ক, মধ্য এশিয়ার কয়েকটি প্রজাতন্ত্র এর বাস্তব প্রমাণ।

www.pathagar.com

ইসলামী শিক্ষার লীলাভূমি স্পেন কর্ডোভা আজ নীরবে কাঁদছে

ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি ও সভ্যতার লীলাভূমি স্পেন এবং স্পেনের অহংকার কর্ডোভা নগরী তার অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে নাস্তিকতা বা সেক্যুলারিষ্টদের মরণ ছোবলে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আজ নীরবে কাঁদছে। মধ্য এশিয়ার বুখারা, সমরকন্দের বিরাট বিরাট মসজিদগুলো মুসল্লিশূন্য হয়ে অন্যকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মুসলমানদের ছেলেমেয়েরা পবিত্র কুরআন হয়তো চোখেও দেখতে পায় না। এ সবই নাস্তিক্যতাবাদী সেক্যুলার শিক্ষা এবং ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতির ভয়ংকর পরিণতি। এসব দেশ ও অঞ্চলে পাশ্চাত্য শিক্ষার পাশাপাশি যদি কুরআন হাদীসের শিক্ষাও বজায় থাকত তাহলে হয়ত এমন দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। সুতরাং এখনই আমাদের বুঝে নিতে হবে এবং ভবিষ্যত পরিণতির কথা মাথায় রেখে কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে, যত সমস্যাসংকুল পরিবেশই আসুক না কেন, যত বিরোধিতাই হোক না কেন? এদেশে মাদ্রাসা তথা ইসলামী শিক্ষাকে শত ত্যাগের বিনিময়ে হলেও ধরে রাখতে হবে। টিকিয়ে রাখতে হবে এ শিক্ষার আপন স্বকীয়তা। কারণ, এছাড়া মুসলমানদের আর বিকল্প কোন পথ খোলা নেই।

মাদ্রাসা শিক্ষা টিকিয়ে রাখার পন্থা

মাদ্রাসা শিক্ষার ধারক বাহক হলেন এদেশের উলামায়ে কিরাম। উলামায়ে কিরামগণ সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করে চরম সংকটজনক পরিবেশ পরিস্থিতির মোকাবেলায় এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষার স্বতন্ত্র ধারা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট রয়েছেন। তাদের এই ত্যাগকে কোন অর্থেই খাঁটো করে দেখা যাবে না। দেশ ও জাতির স্বার্থে তাঁদের অনস্বীকার্য অবদানসমূহ ও কুরবানীকে অস্বীকার করা যাবে না। উলামাদের কৃতিত্বসমূহের স্বীকৃতি দিতে হবে।

তাঁদেরকে জাতীয় চেতনার মুখপাত্র হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে। তাঁদেরকে জাতির বিবেক হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তাঁদেরকে ইসলামী শিক্ষার পথিকৃৎ হিসেবে শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে তাঁদের ভূমিকাকে যথাযথভাবে গ্রহণ ও মূল্যায়ন করতে হবে। জাতির দুর্দিনে তাঁদের যে কোন পরামর্শ বা সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতে হবে। সর্বোপরি নায়েবে নবী হিসেবে আলেম উলামাদেরকে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং ইসলামী শিক্ষা তথা দেশের মাদ্রাসাগুলো যথাযথ হেফাযতে আলেম সমাজকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখে স্বীয় দ্বীন এবং দুনিয়ার

www.pathagar.com

সার্বিক কল্যাণ মনে করে সবাইকে এ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সর্বোপরি এ শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী সব বৈরী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে হবে। তবেই হয়ত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা তথা মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে এদেশে ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতি তাহযিব তামাদ্দুন ও ঈমানী চেতনা বজায় থাকবে।

[অনুলিখনঃ শহীদুল আনওয়ার]

মদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা ও পরিচালনায় আমাদের দায়িত্ব

الخطبة الحاجية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون . صدق الله العظيم . وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

হযরত উলামায়ে কিরাম, মুয়ায্যায হাযিরীন! আপনারা মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় উপস্থিত হয়েছেন, আমি শুনলাম এই মাদ্রাসায় হযরত পীরজী হুযূর (রহ.), হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) ও ফখরে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব (রহ.)-এর মত বুযুর্গানে দ্বীন এসেছেন। এ ধরনের বুযুর্গানেদ্বীন যেখানে কদম রাখেন সেখানে আল্লাহ্‌র খাস রহমত নাযিল হয়। তাঁদের আগমনের বরকতেই এখানে মাদ্রাসা চলছে। আমি আরও শুনলাম মাশাআল্লাহ মাদ্রাসার হালত বর্তমানে ভাল। আপনারা সবাই দু'আ করবেন যেন এই মাদ্রাসা ভবিষ্যতে আরো ভালভাবে পরিচালিত হয়। আমীন!

গ্রামাঞ্চলে মাদ্রাসা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণ

মাদ্রাসা ভাল চলার শর্ত হল, আপনাদের সবার সার্বিক সহযোগিতা। আপনারা যদি চান যে, এই মাদ্রাসা ভাল ও সুন্দরভাবে চলুক তাহলে নিঃস্বার্থভাবে আপনাদেরকে সহযোগিতা করে যেতে হবে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে এমন কিছু লোক আছেন, যারা মাদ্রাসা পরিচালকদের উপর মাতাব্বরী করতে চান। আর এসব কারণেই গ্রামের মাদ্রাসাগুলো ভেঙ্গে যায়। যারা মাদ্রাসা পরিচালনা করেন, তাদের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। আপনি যেহেতু মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেননি তাই মাদ্রাসা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান কম। আলেমদের দ্বারা যে, ভুল হবে না, একথা আমি মানি না। তারা ভুল করলে তাদের উস্তাদ আছেন, মুরব্বী আছেন, তাদের কাছে যান। বলেন যে, আপনার শাগরিদ আমাদের এখানে এই সমস্যা করছে। তাদের সাথে আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করুন। আর যদি তা না করে আপনারা তাদের উপর মাতাব্বরী করেন, তাহলে তারা আপনাদের এই স্থান থেকে চলে গিয়ে অন্যস্থানে মাদ্রাসা কায়েম করবেন। সারাদেশের গ্রামের মাদ্রাসাগুলোতে আমি এই একই সমস্যা দেখে আসছি যে, তারা মাদ্রাসায় এসে মাতাব্বরী শুরু করে দেন। আরে ভাই! নিজের গোনাহ্ মাফের আশায় অন্ততঃ একটা জায়গা এমন রাখুন যে, এখানে আমি মাতাব্বরী করব না। নিঃস্বার্থভাবে দ্বীনের খেদমত করে যাব। এই কথা ভেবে, আমি তো দ্বীন শিখতে পারিনি আমার সন্তান যেন দ্বীন

www.pathagar.com

শিখতে পারে। কারণ সারা দুনিয়া এখন অনাচারে ভরে গেছে। আপনি চিন্তা করুন, আপনাদের এই কালিগঞ্জ থানায় কয়টা স্কুল আছে, কয়টা কলেজ আছে? আর কয়টা মাদ্রাসা আছে? মাদ্রাসার সংখ্যা অনেক কম।

দুনিয়ার জন্যও মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য

এই মাদ্রাসাগুলোকে আপনারা আখিরাতের সম্বল মনে করে থাকেন, অবশ্যই মাদ্রাসাগুলো আখিরাতের সম্বল। কিন্তু দুনিয়াতেও এই মাদ্রাসাগুলো অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় সৎ মানুষের প্রয়োজন। আর এই সৎ মানুষ গঠন করা হয় এই মাদ্রাসাগুলোতে। আজ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি আমাকে ডেকেছিলেন। আর এই মুহূর্তে দেশে বিদেশী শিল্পীদের নিয়ে একটি নাচ-গানের আসর হওয়ার কথা। আমি প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে তাঁকে এই নাচ গান অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বুঝিয়ে বললাম যে, এই মুহূর্তে নাচ গান করে আনন্দ ফূর্তি করা আমাদের জন্য ঠিক হবে না। জায়েয না জায়েযের প্রশ্ন তো আছেই। ইরাকে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা বিধর্মীদের হাতে মার খাচ্ছে। আর আমরা এমুহূর্তে নেচে গেয়ে আনন্দ ফূর্তি করব, তা হতে পারে না।

দ্বীনের সমঝ না থাকলে খোদায়ী গযব অনিবার্য

আমি প্রধানমন্ত্রীকে এই জন্য বললাম যে, দ্বীনের সমঝ থাকা দরকার। কারণ, দ্বীনের সমঝ না থাকলে কোন্ সময় আল্লাহর গযব নাযিল হবে বোঝা যাবে না। আর আল্লাহর গযব আসলে দেশ, সরকার, সমাজ সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কেউ-ই রেহাই পাবে না। আর দ্বীনের সমঝের জন্য মাদ্রাসাগুলোর প্রয়োজন। কারণ, আপনার এলাকার মেম্বার, চেয়ারম্যানকে আপনারা সবাই চেনেন। একজন এমপির যদি আল্লাহর ভয়, দ্বীনের সমঝ না থাকে, তাহলে তিনি জনগণের কি কাজ করবেন। নিজের পকেট ভারী করবেন।

আমিতো এমপি। তাই আমি জানি একজন এমপি'র জন্য সরকারের তরফ থেকে কি পরিমাণ বরাদ্দ আসে। আমিতো বলি দুনিয়ার অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধের জন্য দ্বীনের সমঝ, মাদ্রাসার শিক্ষার প্রয়োজন। অন্যকোন শিক্ষা, কোন আইন করে তা বন্ধ করা যাবে না। একমাত্র আল্লাহর ভয়, দ্বীনের সমঝ থাকতে হবে। না হলে এমপি তার বরাদ্দের পার্সেন্টিস খাবে। কোন আইন তার এই পার্সেন্টিস খাওয়া বন্ধ করতে পারবে না। কারণ, সে যাকে দিয়ে কাজ করাবে ইঞ্জিনিয়ার, কন্টাক্টর সবইতো তার দলের। অর্থাৎ তাদের কারো মাঝেই তো আল্লাহর ভয়, দ্বীনের সমঝ নাই। একমাত্র আল্লাহর ভয় ও দ্বীনের সমঝ ছাড়া

www.pathagar.com

কোন আইনে, কোন তদন্তে দুর্নীতি ধরা পড়বে না। আমি আপনাদের সামনে আল্লাহর ভয় সম্বন্ধে একটি ঘটনা তুলে ধরেছি।

আসল মালিক আল্লাহ্ তো দেখছেন

হযরত ওমর (রা.) রাষ্ট্র পরিচালনার সময় মাঝে মধ্যেই রাতে ছদ্মবেশে বের হতেন জনগণের অবস্থা জানার জন্য। একবার তিনি তাঁর নিয়ম অনুযায়ী রাতে বের না হয়ে দিনের বেলায় বের হলেন। অনেক দূর গিয়ে একটি জঙ্গলে প্রবেশ করলেন। জঙ্গলে এক রাখাল বকরী চড়াচ্ছিল। হযরত ওমর (রা.) রাখালকে বললেন, আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। তুমি আমাকে একটু দুধ দাও। রাখাল জবাব দিল, আমিতো এই বকরীর মালিক নই। আমি আপনাকে মালিকের অনুমতি ছাড়া দুধ দিতে পারব না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমার কাছে একটি বকরী বিক্রয় করে দাও, তাহলে আমি বকরীর মালিক হয়ে যাব। তখন আর অনুমতির প্রয়োজন হবে না। আমার দুধ পান করতে কোন বাধা থাকবে না। আর তুমি তোমার মালিককে বলবে যে, জঙ্গলের বাঘে একটি বকরী খেয়ে ফেলেছে। তোমার মালিক তো আর দেখবে না! রাখাল জবাব দিল يا ابن الملك 'হে বাদশাহর ছেলে'! তুমি কোত্থেকে এসেছ, মালিক দেখবে না তো কি হয়েছে? আসল মালিক আল্লাহ তো দেখছেন আমি কি করছি। তখন হযরত ওমর (রা.) রাখালকে বললেন, হে রাখাল! তুমি কি জান আমি কে? আমি হলাম তোমাদের আমীরুল মুমিনীন ওমর (রা.)। একথা শোনামাত্র রাখাল ভয়ে কাঁপতে লাগল। আর ভয় পাওয়ার কারণও ছিল। হযরত ওমর (রা.)-এর নামে পারস্যের রাজা, রোমের বাদশাহ্ পর্যন্ত কাঁপতো। কারণ, তিনি পারস্য সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন, রোম জয় করেছিলেন। হযরত ওমর (রা.) রাখালকে অভয় দিয়ে বললেন, ভয় পাওয়ার কি আছে? তোমার মত সৎ রাখাল দুনিয়ায় যতদিন থাকবে ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবে না।

মুসলমানরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে না

আজ আমাদের মাঝে সামান্য একজন রাখালের ঈমানও নেই। আমাদের ঈমান দূর্বল হয়ে গেছে। আল্লাহর ভয় কমে গেছে। দ্বীনের সমঝ ওঠে গেছে। গোনাহর কাজ বেড়ে গেছে। সবাই দুআ করুন আল্লাহ যেন আমাদের দ্বীনের সমঝ ফিরিয়ে দেন। শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয় যে, আল্লাহ মুসলমানদের সাথে কোথায়? মুসলমানরা আজ জায়গায় জায়গায় মার খাচ্ছে, নির্যাতিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তান, চেচনিয়া, ইরাকে মুসলমানরা মার খাচ্ছে, মুসলমানদের বিজয় কোথায়? আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ একজন

www.pathagar.com

আছেন। আল্লাহর পাকড়াও সবশেষে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين (سورة ال عمران:١٣٩) 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তা করো না, জয় তোমাদের শিরোধার্য। যদি তোমরা মুমিন হও।'

জয়ের জন্য শর্ত হল, পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া। কাজেই মুসলমানরা যে, জায়গায় জায়গায় মার খাচ্ছে, তার কারণ বুঝতে হবে। আর এর মূল কারণ হল, আমাদের ঈমানে দুর্বলতা রয়েছে। আমাদের ঈমান দুর্বল না হলে, আর মুসলমানরা বুশকে সহযোগিতা না করলে আমরা মার খেতাম না। কুয়েত, বাহরাইন, সৌদী আরবের সহযোগিতার কারণেই ইরাকে মুসলমানরা মার খাচ্ছে। ঈমান দুর্বল হওয়ার কারণে মুসলমানরা সবস্থানেই দুর্বল, খানকায় দুর্বল, মাদ্রাসায় দুর্বল, রাজনীতিতে দুর্বল। তবে দুর্বল হওয়ার পরও আল্লাহ তাআলা আমাদের নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেনঃ ولا تيأسوا من روح الله আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবেনা। আল্লাহ যে কখন রহমত নাযিল করেন তা বলা যায় না।

মুসলমানদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আদিকাল থেকেই হয়ে এসেছে

মুসলমানদের ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আজ থেকে নয় আদিকাল থেকেই এই জাতিকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টা চালানো হয়েছে। এমনকি সব নবীকেই ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। আমাদের নবীকেও তামাম তাগুতিশক্তি মিলে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু পারেনি, আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছেন। এই জাতিকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। ভারতবর্ষ ইংরেজরা দুইশত বছর দখল করে রেখেও থাকতে পারেনি। জুতা পেটা খেয়ে বিতাড়িত হয়েছে। এখনও আমাদের কোন রাষ্ট্র যদি কোন বিধর্মী দখল করে নেয়, তাতে নিরাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ, আল্লাহ পাক পুনরায় তা আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে পারেন।

মুসলমানদের অস্ত্র হল আবাবিল

বর্তমানে আমাদের হাতে বিধর্মীদের মতো অত্যাধুনিক অস্ত্র নেই এবং আমাদের ঈমানও দুর্বল। তাই বাহ্যিক যুদ্ধে আমরা তাদের সাথে টিকতে পারব না, কিন্তু আমাদের কাছে এমন অস্ত্র আছে, যা তাদের হাতে নাই। তারা সেই অস্ত্রের নাগালও পাবে না। আর সেই অস্ত্র কোত্থেকে আসবে তারা তার ধারণাও করতে পারবে না। আমাদের বোমের নাম হল আবাবিল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ ألم تر كيف فعل ربك باصحب الفيل. ألم يجعل كيدهم فى تضليل (سورة

(الفيل: ١-٢) আবাবিল যা অদৃশ্য, কোন্ সময় যে আল্লাহ পাক মুসলমানদের সাহায্যের জন্য নাযিল করেন, তা বলা যায় না। এ কারণেই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তাই আমি বলে থাকি মুসলিম মরে না। আমেরিকার দাবী তারা আফগানিস্তানের সব তালিবান বোমা মেরে খতম করে ফেলেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, আফগানে আবারও তালিবানরা যুদ্ধ করছে।

হযরত মূসা (আ.)কে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র

মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য নমরূদ, ফেরাউন চেয়েছিল। হযরত মূসা (আ.)কে ফেরাউন ধ্বংস করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আ.)-এর মাকে বললেন, তুমি মূসাকে হত্যা করে ফেলার ভয় পেলে তুমি তাকে সিন্দুকে ভরে নদীতে ছেড়ে দেবে। হযরত মূসার মাতা তাই করলেন। ভাসতে ভাসতে সিন্দুক ফেরাউনের বাড়ীর ঘাটে ভীড়ল। হযরত মূসার বোন তা দেখে ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠলেন। ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া সিন্দুকে ছেলে দেখে মহাখুশি। সে ফেরাউনকে বলল, ওগো শোন! আমরা এই ছেলেকে লালন পালন করব। আল্লাহ তাআলা আছিয়ার অন্তরে হযরত মূসার মুহব্বত ঢেলে দিলেনঃ وألقيت عليك محبة مني মূসাকে আছিয়া লালন পালন করতে আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু ফেরাউন বলল যে, আমাকে গণকেরা একটি ছেলে সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী করেছে যে, সে আমার রাজত্ব ছিনিয়ে নেবে আমার সন্দেহ হয় এই সেই ছেলে। আছিয়া বললেন, না তা হতে যাবে কেন? --عسى أن ينفعنا أونتخذه ولدا তাকে আমরা আমাদের ছেলে বানিয়ে নেব, আমাদের কোন সন্তান নেই। সে আমাদের ভবিষ্যতে কাজে আসবে। এরপর আছিয়া মূসার লালন পালনের জন্য ধাত্রী খুঁজতে লাগলেন। এদিকে মূসার বোন চুপিসারে ফেরাউনের প্রাসাদে প্রবেশ করে এসব দেখতে ছিলেন।

মূসার জন্য ধাত্রী আনা হল, কিন্তু মূসা কারো দুধ পান করছেন না। তখন মূসার বোন বললেন, আমি একজন ধাত্রীর খোঁজ দিতে পারি। একথা বলে সে দৌড়ে মার কাছে বিস্তারিত ঘটনা জানাল। মূসার মা ভাবলেন এই সুযোগ হাত ছাড়া করা যায় না। তাই মেয়ের সঙ্গে ফেরাউনের প্রাসাদে গেলেন এবং এক শর্তে দুধ পান করাতে রাজি হলেন। আর তা হল, মূসাকে বাড়ীতে এনে লালন পালন করার সুযোগ দিতে হবে। আছিয়া নিরূপায় হয়ে রাজি হলেন। আর এ সুযোগে মূসার মা আপন ছেলে ফিরে পেয়ে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসলেন। আল্লাহর ঘোষণা وأنا رادوه إليك-এর বাস্তবায়ন হল।

www.pathagar.com

একদিন আছিয়ার মূসাকে দেখার ইচ্ছা হল। তাই তিনি মূসার মাকে ডেকে পাঠালেন মূসাকে নিয়ে আসার জন্য। আর ফেরাউনকে বলল, তুমি গার্ড বাহিনী ও সৈন্যদের নিয়ে আমার ছেলেকে স্বাগত জানাবে। মূসাকে তার মা নিয়ে আসলেন। আছিয়া ফেরাউনকে বললেন, তুমি মূসাকে কোলে নিয়ে আদর কর। প্রথমে ফেরাউন নিতে চাইল না। আছিয়ার পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত কোলে নিল। আর অমনি মূসা ফেরাউনের গালে একটি চড় বসিয়ে দিলেন। ফেরাউন বলে উঠল, আমি বলেছিলাম না যে, এই সেই ছেলে গণকেরা আমাকে যার সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছিল! তখন আছিয়া বললেন না, সে হবে কেন? সেতো দুধের বাচ্চা, ও কি বুঝে?

ফেরাউন বলল, তাহলে পরীক্ষা হয়ে যাক সে বুঝে কি না? ফেরাউন বলল, একটি জ্বলন্ত আগুনের আঙ্গারা আর একটি স্বর্ণের টুকরা পাশাপাশি রাখা হোক। মূসা কোন্‌টি স্পর্শ করে তার মাধ্যমেই পরীক্ষা হবে। তাই করা হল। মূসা যেহেতু নবী হবেন। তার সমঝ সঠিক ছিল। তাই তিনি আগুনের দিকে হাত না বাড়িয়ে স্বর্ণ ধরার জন্য হাত বাড়াতে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলা হযরত জিব্রাইল (আ.)কে পাঠালেন যে, যাও মূসার হাত ধরে ফিরিয়ে আগুনের দিকে নিয়ে যাও। হযরত জিব্রাইল (আ.) মূসার হাত আগুনের জ্বলন্ত আঙ্গারায় ধরিয়ে দিলেন। আর তিনি তা মুখে পুরে নিলেন। সেই থেকেই হযরত মূসা (আ.)-এর তুতলাপনীভাব। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)কে বড় করে তাঁর মাধ্যমে ফেরাউনকে ধ্বংস করলেন।

আজ আমাদের ঈমান দুর্বল হওয়ার দরুন মুসলমানদের এই করুণ অবস্থা। অথচ এক সময় মুসলমানদের অবস্থা এমন ছিল যে, তাদের নাম শুনলে কাফেররা ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপত। সবাই দুআ করুন, আল্লাহ যেন আমাদের সেই রু'ব ও প্রভাব ফিরিয়ে আমাদের ঈমানকে সবল করে দেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঈমানী পরীক্ষা

মুসলমানদের ঈমানের কি অবস্থা ছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)কে জুলায়খা কুকর্মের জন্য তার দিকে আহ্বান করল। হযরত ইউসুফ (আ.) এই প্রস্তাব অস্বীকার করায় জুলায়খা নিশ্চয়তা দিয়ে বলল, কেউ দেখবে না, তুমি আর আমি। হযরত ইউসুফ (আ.) বললেন, هيت لك معاذ الله হে জুলায়খা! তোমার অনিবার্য ধ্বংস! আল্লাহ তো দেখছেন? হযরত ইউসুফের ঈমানে জোর ছিল। অন্তরে আল্লাহর ভয় ছিল। তাই তাঁকে জুলায়খা কাবু করতে পারেনি। আজ আমাদের ঈমানে কমজুরি এসে গেছে। তাই আমরা বাতিলের কাছে কাবু হয়ে যাচ্ছি। প্রতিনিয়ত শয়তানের ধোঁকা খাচ্ছি আর আল্লাহর নাফরমানি করছি।

www.pathagar.com

এক যুবকের ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা

আরও একটি ঘটনা বলেই আজ আমার বয়ান শেষ করছি। মুসলমানদের ঈমান কত মজবুত, কত পাক্কা ছিল তার একটি ঘটনা শুনুন। এক যুবক এক যুবতীর কাছে কিছু টাকা ঋণী ছিল, তখন যুবতী যুবকটিকে ডেকে বলল, তুমি আমার টাকা পরিশোধ করতে পারছ না। তাই তুমি আজ রাত আমার সাথে কাটাবে। যুবক উপায়হীন হয়ে তাকে কথা দিল। কথামতো সে রাতে যুবতীর কাছে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে তারা উভয়ে যখন প্রস্তুত হল; যুবকটি যুবতীর উপর থেকে সরে এসে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি। তোমার ঋণের বোঝার চেয়ে আমার আল্লাহর ভয় অনেক বড়। তখন যুবতী তার ঈমানের জোর দেখে ঋণ মাফ করে দিল। সেইসাথে অপকর্ম থেকে তওবা করল, এই ছিল মুসলমানদের ঈমান, আল্লাহর ভয়।

অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টির জন্য মাদ্রাসার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য

আর আল্লাহর ভয় সৃষ্টির জন্য দ্বীনের সমঝ, মাদ্রাসার প্রয়োজন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আর মাদ্রাসার শিক্ষায় শিক্ষিতের মাঝে ব্যবধান অনেক। তাই ইসলামী শিক্ষাই একমাত্র রাষ্ট্রে শান্তি দিতে পারে। আর ইসলামী শিক্ষার জন্য প্রয়োজন মাদ্রাসাগুলোর। আর আমাদের এই মাদ্রাসাগুলো আপনাদের জনগণের সাহায্য দ্বারাই চলে থাকে। তাই আপনারা এই মাদ্রাসাগুলোর সহযোগিতা করবেন অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে, ছাত্র দিয়ে। সবাই মাদ্রাসার জন্য দুআ করুন। মাদ্রাসায় এসে মাতাব্বরী না করে সহযোগিতা করবেন। তাহলে মাদ্রাসা সুন্দরভাবে চলবে। পরিশেষে ইরাকের মুসলমানদের বিজয়ের জন্য দুআ করুন। আমীন!

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

[অনুলিখনঃ মুহাম্মদ রিয়াজাতুল্লাহ]

www.pathagar.com

ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইন:
একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فى ما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم . وصدق رسوله النبى الكريم . ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

হযরাত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত হাযিরানে মজলিস। এই ইসলামী সম্মেলনে আমার পূর্বে অনেক উলামায়ে কিরাম বয়ান করেছেন। আমি আপনাদের সামনে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমাদের সবাইকে আল্লাহ্ তাআলা কবূল করুন।

ইসলামী আইন

'ইসলামী আইন' আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান। ইসলামের সূচনাকাল হতে আজতক যখন, যেখানেই মানুষ ইসলামকে আকড়ে ধরেছে, খোদা প্রদত্ত বিধানে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে, সেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুখ শান্তির জান্নাতী পরিবেশ। আজকাল অনেকেই বলে থাকেন, এদেশে কি ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন সম্ভব? একথা কোন ব্যক্তি অন্তরের বিশ্বাসের সাথে বললে মুসলমান-ই থাকবে না। কারণ! আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও ইলমে যদি এটা থাকতো যে, এই আয়াতের বাস্তবায়ন কোনকালে সম্ভব-ই নয়, তাহলে আল্লাহ পাক এই আয়াত নাযিল করতেন না।

আল্লাহ পাক আয়াত নাযিল করে এ কথার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন যে, এই আইন কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। কাজেই যদি কেউ বলে এই আইন চলবে না, তাহলে তার ঈমান কি করে থাকে!

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فى ما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما . (سورة النساء:٦٥)

আল্লাহপাক পরওয়ারদিগার কসম করে বলছেন, যে পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালিসি মানা না হবে এবং তাঁর আইনে বিচার করা না হবে, সে মুমিন-ই হবে না।

কুরআনী এই আইনকে মানতে হবে, সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে থেকে। তবেই সে মুসলমান। আমার এক ব্যারিষ্টার বন্ধু আলাপকালে একদিন আমাকে বলে ফেললেন, বর্তমান বিশ্বে কোথায় ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা রয়েছে?

আমি বললাম, তার আগে আপনি বলুন, বিশ্বের কোথায় শান্তি আছে? (ভদ্রলোক লা-জবাব হয়ে গেলেন)। আমি বললাম, পাশ্চাত্যের প্রচলিত আইনের

www.pathagar.com

মাধ্যমে যে দিন থেকে আপনারা ইসলামকে সরিয়ে দিয়েছেন, সেদিন থেকে শান্তিও বিদায় নিয়েছে। আবার যখনই ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি ফিরে আসবে। পরিপূর্ণ না হোক আংশিকভাবেও যে সব রাষ্ট্রে ইসলামী আইনের প্রচলন রয়েছে সেখানেও শান্তির পরিবেশ বিরাজ করছে। সৌদি আরবে আংশিক ইসলামী আইন রয়েছে, সেখানেও লক্ষ্যণীয় যে, লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও আযানের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দোকান খোলা রেখেই সবাই নামায আদায়ের জন্য চলে যাচ্ছে। কোথাও চুরি নেই, ডাকাতি নেই বললেই চলে। যা আমাদের দেশে কল্পনাতীত।

একবার আমি রুমাল ক্রয় করার জন্য মার্কেটে গেলাম। দরদামের পর যেই টাকা দিতে যাব অমনি আযান শুরু হল। ব্যাস, আমাকে আর টাকা দেয়ার সুযোগই দিলনা। বলতে লাগল بعد الصلوة নামাযের পর আস। যেখানে আংশিক ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত সেখানেই এত সৌন্দর্য, সুবহানাল্লাহ !

আসলে ইসলামের যে সৌন্দর্য তা যদি আমরা সমাজকে বুঝাতে পারি তাহলে জোর খাটাতে হবেনা; বরং স্বেচ্ছায়, নিজ আগ্রহে মানুষ ইসলামী আইনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে। প্রতিষ্ঠিত হবে খোদার রাজ। আমরা ফিরে পাব হারানো তাজ। সম্মান, শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারব। আন্তরিক চেষ্টা থাকলে নিশ্চয়ই তা সম্ভব।

প্রচলিত আইন

প্রচলিত আইন বলে যে কথাটা আমাদের সমাজে প্রচলিত এর প্রচলনকারী আসলে কে? আর এই আইনটাই বা আসল কোত্থেকে। এ ব্যাপারে অনেক বড় বড় এডভোকেট, ব্যারিষ্টারকে প্রশ্ন করেছি, আপনারা যে প্রচলিত আইনের বুলি আওড়ান এর হাকীকত কি? আর আপনারাই বা ব্যাপারটা কতটা বুঝেছেন। আমার প্রশ্ন হল, ইসলামী আইন তো আল্লাহ পাকের প্রেরিত। প্রচলিত আইনের প্রবক্তা কে? বাংলাদেশের আদালতে বর্তমানে প্রচলিত যে রাষ্ট্রীয় আইন রয়েছে, এর (মূল) উৎস আলোচনায় দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। আমি সংক্ষেপে ক্ষাণিকটা পর্যালোচনার চেষ্টা করব। আল্লাহ পাক তাওফীক দান করুন, আমীন।

ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের পার্থক্য

প্রথমে আমি ইসলামী আইনের সাথে প্রচলিত আইনের কয়েকটি পার্থক্য আলোচনা করার চেষ্টা করব। কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী আইনের মূল উৎস হল وحى 'অহি'। আর প্রচলিত আইন বলতে বুঝায় গ্রীক ও রোমান আইনকে। যার উৎপত্তি হয় হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মের আটশত বছর পূর্বে রোম

www.pathagar.com

শহরে। আর রোমানরা তাদের তৎকালীন প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতিকে সামনে রেখে একটি আইন তৈরী করে। আর সেই আইনকেই বলা হয় রোমান 'ল'। বর্তমান বৃটিশ আমেরিকাতে যে আইন প্রচলিত, তা রোমান আইনের অনুকরণ ও অনুসরণে তৈরী।

বৃটিশ পূর্ব ভারতে প্রায় আটশত বছর পর্যন্ত ইসলামী আইনের প্রচলন ছিল। ব্যবসার নামে ভারতে এসে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আস্তে আস্তে ভারত দখলের পাঁয়তারা করতে থাকে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতনের মধ্যদিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত দখল শুরু করে। পরবর্তীতে বৃটিশদের বিরুদ্ধে আরো অনেক যুদ্ধ হয়। এক সময় তারা সমগ্র ভারত দখল করে নেয় এবং প্রায় দুইশত বছর পর্যন্ত এরা ভারত শোষণ করে। ইংরেজ পূর্ববর্তী সময় এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রীয় আইন শরীয়া ভিত্তিক ছিল। ইংরেজরা ধাপে ধাপে ইসলামী আইনকে বাদ দেয় এবং বৃটিশ আইনের প্রচলন ঘটায়। বৃটিশ আইনের উৎপত্তি রোমান'ল থেকে, আর রোমান'ল হল সামাজিক প্রচলিত কতিপয় রীতিনীতি। কাজেই প্রচলিত আইন মানে রোমানদের অভিশপ্ত আইন। অভিশপ্ত এ কারণে! হযরত ঈসা (আ.) কে এই রোমান আইনের মাধ্যমেই ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছিল। যে আদালত একজন নবীর ফাঁসির আদেশ দেয়, সেই আইনের প্রতি কখনো আল্লাহর রহমত থাকতে পারেনা। আল্লাহ পাক বলেনঃ وما قتلوه وما صلبوه 'তারা হযরত ঈসা (আ.) কে হত্যাও করতে পারে নাই, ফাঁসিও দিতে পারে নাই।' আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আ.)কে আসমানে উঠিয়ে নেন। এই অভিশপ্ত রোমান আইন দ্বারা বিগত সরকারের আমলে (২০০১ সালে) সব ধরনের ফতওয়া অবৈধ ঘোষনা করা হয়েছিল। ফতওয়া অবৈধ হয়নি; বরং তারাই অবৈধ হয়েছে। তাদের যারা সহযোগিতা করেছিল তারাও জাতির কাছে অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। এ হল ইসলাম ও প্রচলিত আইনের মৌলিক পার্থক্য।

এই মৌলিক পার্থক্যের পাশাপাশি ইসলামী আইনের আলাদা একটা প্রভাবও রয়েছে। وحى 'অহি' ভিত্তিক আইন কথাটা শুনলেই মানুষের মনে সে আইনের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মানের সৃষ্টি হয়। আর প্রচলিত আইনের ব্যাপারে আমি হলফ করে বলতে পারি, সাধারণ মানুষের মনে তো নয়-ই, এমনকি প্রচলিত আইনে যারা বিচার কার্য পরিচালনা করে তাদের অন্তরেও এর প্রতি কোন সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ নেই। আসলে প্রচলিত আইনের সার হল ধোকা প্রতারণা আর মানুষকে ঠকানো। আর ইসলামী আইন মুসলমানদেরকে নৈতিকতা শেখায়, অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগায়। মানুষকে মানুষরূপে গড়ে তোলে। প্রতিটি মানুষ জীবনকে আইনের দ্বারা পরিচালিত করার চেষ্টা করে।

www.pathagar.com

আসলে ব্যাপারটা হল অনুভূতির। একজন মানুষ নামায রোযা করে না, নিঃসন্দেহে সে আল্লাহর আইন অমান্য করল; কিন্তু তার অন্তরে এ অনুভূতি রয়েছে যে, আমি অন্যায় করছি। ইসলামী আইনের প্রতি মানুষের যে আযমত, প্রচলিত আইনের প্রতি তা কোন দিনও হতে পারেনা। প্রচলিত আইনের প্রতি মানুষের সহজাত অনুভূতি যে, এই আইন (প্রচলিত আইন) যে তৈরী করেছে, সেও আমার-ই মত মানুষ। আর যখন ইসলামী আইনের প্রশ্ন আসে- মানুষ ভাবে, এই আইন আমি বা আমাদের কোন মানুষের দ্বারা তৈরী নয়। বরং এই আইন আল্লাহ তৈরী করেছেন এবং তাঁর রাসূলের মাধ্যমে তিনি আমাদের তা জানিয়েছেন। আর ইসলামী আইনের মর্যাদা এতবেশী যে, কোন আইন নাযিল হলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাস্তব জীবনে তা প্রতিফলিত করে দেখিয়েছেন। নিজে আমল করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

لو سرقت فاطمة بنت محمد(ص) لقطعت يدها

'আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করে (নাউযুবিল্লাহ) তার হাতও আমি কেটে ফেলতাম। আর সাহাবায়ে কিরাম তো কোন আইন নাযিল হলে তা পালনের জন্য ব্যস্ত হয়ে যেতেন। এ থেকেই ইসলামী আইনের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

ইসলামী আইনের প্রতি মানুষের আস্থা

আজকাল সংসদ হতে কোন আইন পাশ হলে তা পালনের জন্য কত প্রচার, সভা-সেমিনার, আর বিশেষ বাহিনীর তদারকীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি কোন আদেশ করতেন, সাথে সাথে সাহাবাগণ তা পালন করতেন। সেখানে আইন প্রয়োগকারী কোন সংস্থার প্রয়োজন হতনা। একবার (কোন কারণে) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা কাআব ইবনে মালিকের সাথে কথা বলবে না। এই এক কথাতেই তার সাথে সাহাবায়ে কিরাম কথা বন্ধ করে দিলেন। হযরত কাআব ইবনে মালিক (রা.) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার পর আমার সাথে কথা তো দূরের কথা আমাকে দেখলেই সাহাবায়ে কিরাম সরে যেতেন। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার বন্ধু কাতাদা'র দোকানে গেলাম। তাঁকে বললাম, ভাই ! তোমার মত আমিও রাসূলের ইমামতিতে নামায পড়ি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহব্বত করি। তাছাড়া তুমি আমার বাল্যবন্ধু। এমনি কত কথা বললাম, কিন্তু সে আমার সাথে কোন কথাই বলল না। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রচলিত আইন

www.pathagar.com

বাধ্য করেও মানানো কষ্টকর। আর ইসলামী আইনকে ব্যক্তিগতভাবে মানুষ মানতে চায়। যে আইনকে ব্যক্তিগতভাবে মানতে আগ্রহী তাকে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে সে আইনকে মানুষ আরো বেশী মানবে, শ্রদ্ধা করবে, সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

হযরত ওমর (রা.)-এর ঘটনা

একদিন হযরত ওমর (রা.) ভ্রমণে বের হলেন। ক্ষুধায় তাঁর পেটটা চিনচিন করছে। হঠাৎ তাঁর নযর পড়ল, একজন রাখাল মাঠে বকরী চড়াচ্ছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, ভাই! আমার ক্ষুধা পেয়েছে। আমাকে তোমার বকরী দোহন করে কিছু দুধ দাও। রাখাল বলল, আমি তো বকরীর মালিক নই, তোমাকে দুধ কীভাবে দেব? হযরত ওমর (রা.) বললেন- তাহলে একটা বকরী আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। তাহলে আমি বকরীটির মালিক হয়ে দুধ পান করতে পারব। আর তুমি বাড়ি গিয়ে মালিককে বলবে, বাঘে একটি বকরী খেয়ে ফেলেছে। রাখাল বলল, শাহজাদা! মালিককে না হয় বললাম, বকরীকে বাঘে খেয়ে ফেলছে; কিন্তু فاين الله 'আমার মালিক না দেখুক, আল্লাহ কি দেখছেন না?' এবার হযরত ওমর (রা.) নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তোমার ব্যবহারে আমি খুশী আনন্দিত। আমার রাষ্ট্রে তোমার মত কর্মচারী যতদিন থাকবে ততদিন দুর্নীতি হবে না।

আজও যদি আমরা দূর্নীতি মুক্ত সমাজ এবং রাষ্ট্র গড়তে চাই তাহলে জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী শিক্ষা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। কুরআনের শিক্ষা ছাড়া মানুষের নৈতিকতা গঠন সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় পার্থক্য ঃ আইনের প্রয়োগ

ইসলাম ও প্রচলিত আইনের দ্বিতীয় পার্থক্য হল- প্রচলিত আইনের প্রয়োগ হয় প্রশাসনের মাধ্যমে। পক্ষান্তরে ইসলামী আইনের প্রয়োগের জন্য প্রশাসনিক কোন বাহিনীর তদারকীর প্রয়োজন হয় না। বরং আল্লাহ মানুষের কলবে যে ঈমান ও বিশ্বাস দিয়েছেন, সেই ঈমানের ভিত্তিতে সে ইসলামী আইন মানতে বাধ্য। দু'এক জন ব্যতিক্রম হবে সেটা ভিন্ন কথা এবং তা হতেই পারে।

সারকথা হল, প্রচলিত আইন মানুষকে মানাতে হয় আর ইসলামী আইন মানুষ নিজ থেকেই মানে। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকাতে 'মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ আইন' পাশ হয়। এই আইন পাশের জন্য দশ বছর পূর্ব হতে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ৬২ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে প্রচারাভিযান চালানো হয়। সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সিনেমা, নাটকে মদের অপকারিতা প্রচার করে মানুষের ব্রেণ তৈরী করার পর এই আইন পাশ করা হয়। যা ১৪ বছর বলবৎ ছিল। এই আইন তৈরীর পূর্বে

www.pathagar.com

আমেরিকাতে চারশত মদ তৈরীর কারখানা ছিল। আইন তৈরীর এক বছরের মাথায় তা আশি হাজারে দাঁড়ায়। যেখানে শতকরা দশজন মাদ্যপ ছিল, আইন পাশ করার পর শতকরা নব্বই জন মদ পানে অভ্যস্ত হয়। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, এই আইনের বিরুদ্ধে সভা সমাবেশ হতে লাগল। ১৪ বছরের কঠোর পরিশ্রম, চেষ্টা প্রচেষ্টা, বহু জোরজবরদস্তি, কোটি কোটি ডলারের ক্ষতি এবং হাজারো মানুষের প্রাণহানির পর এই আইন পুনরায় তারা বাতিল করতে বাধ্য হয়। এই হল প্রচলিত আইনের প্রতি মানুষের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি।

ইসলামী আইনের প্রতি মানুষের মনোভাব

প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক কিছু নসীহত পেশ করার পর আল্লাহ্‌র অহির মাধ্যমে ঘোষণা করলেনঃ

'আজ থেকে মদ, জুয়া তোমাদের জন্য হারাম করা হল, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।'

এই একটি ঘোষণার সাথে সাথে সব মুসলমান মদ, জুয়া ত্যাগ করলেন। এখনো মুসলমান মাত্রই মদ, জুয়াকে নিষিদ্ধের চোখেই দেখে। এটি হারাম এবং মন্দ কাজ হিসাবে মুসলমানরা গণ্য করে। এ থেকেই বোঝা যায়, ইসলামী আইনের প্রতি মানুষের অগাধ ভালবাসা ও ভক্তি শ্রদ্ধা রয়েছে।

তৃতীয় পার্থক্য ঃ সেবা না ব্যবসা ?

প্রচলিত আইন হল শোষণের আর অর্থ উপার্জনের হাতিয়ার। আইনবিদরা এই আইন দ্বারা ব্যবসা করে থাকেন। যাকে সমাজে আইনী পেশা হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য সমাজ ভারতবাসীকে এই 'আইন ব্যবসা' শিখিয়েছে। আর ইসলামী আইনের কোন ফতওয়া বা ফায়সালা জানার প্রয়োজন হলে তার জন্য কোন কোর্ট ফি'র প্রয়োজন হয় না। সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হলেও নয়। যদি এজন্য দীর্ঘ সময়েরও প্রয়োজন হয় তথাপি কোন অর্থের প্রশ্ন এর সাথে জড়িত নেই।

পাশ্চাত্যের বিধানে কোন বিষয়ে আইনী পরামর্শের জন্য উকিল বা আইনজীবি ধরলে লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফি প্রদান করতে হবে। এতে যদি জমি আর স্ত্রীর হাতের বালাও বিক্রয় করতে হয়, তবুও তারা ছাড় দেবে না।

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামী আইনে কোন ব্যবসা নেই। সবটাই জনসেবা। ইসলামী আইনে ফতওয়া দিয়ে কেউ পয়সা নিলে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

পাশ্চাত্য আইনে জটিলতা

পাশ্চাত্য আইনে বহুবিদ সমস্যা ও জটিলতা রয়েছে। ১. আইনী জটিলতা ২. ব্যয় বহুল ৩. সময় বহুল এবং ৪. বিচারই নেই।

www.pathagar.com

এক. আইনী জটিলতা

প্রচলিত আইনের মাঝে এতবেশী জটিলতা এবং আইনের মারপ্যাচ রয়েছে যে, এটা বলে শেষ করার মত নয়। লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে, এর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত হাজারো জটিলতা রয়েছে। এতে বাদী বিবাদীর সমস্যার কোন অন্ত থাকে না। আর ইসলামী আইনে বিচার ব্যবস্থা হল, সকালে চোর ধরা পড়ল, বিকালে সাক্ষ্য গ্রহণ, রাত্রে শাস্তি কার্যকর। তেমনি সকালে মোকাদ্দমা দায়ের করার পর দুপুরে আদালত বসে, বিকালেই রায় প্রদান করা হয়। ইসলামী আদালতে কোন বিচার তিনদিনের বেশী সময় থাকতে পারে না। যদি কোন মামলা বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়, তবে তা আমিরুল মুমিনিনের অনুমতি সাপেক্ষে হতে হবে। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়া ছাড়া তিনদিনের বেশী কাউকে জেলে রাখা যাবে না। আর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার তিনদিনের মাঝেই বিচার করতে হবে। এতে হয় সে খালাস পাবে, না হয় শাস্তি ভোগ করবে।

দুই. ব্যয় বহুল

পাশ্চাত্যের প্রচলিত আইনে বিচার পাওয়া একটি ব্যয় বহুল ব্যাপার। এখানে বিচার কাজের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় হবে, তার কোন সীমারেখা নেই।

তিন. সময় বহুল

আর এটা এতটাই দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার যে আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, দাদা মোকাদ্দমা দায়ের করলে নাতী তার রায় পায়।

আমাদের দেশে আরও একটি প্রবাদ চালু আছে তা হল, তুমি মামলা করার পূর্বে দেখে নিবে তোমার হযরত নূহ (আ.)-এর বয়স, কারূনের ধন-দৌলত আর হযরত আইয়ূব (আ.)-এর ধৈর্য আছে কিনা? তা না হলে মামলা করে কোন লাভ নেই।

চার. কোন বিচারই নেই

কথাটা একটু ব্যাখ্যা করেই বলি। মির্যা গোলাম হাফিজ এক সময় এদেশের আইনমন্ত্রী ছিলেন। ভদ্রলোক বড় সুন্দর সত্য কথা বলেছেনঃ 'সকলের জন্য আইন' এটা আসলে নীতিকথা। বাস্তবতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বলেনঃ প্রচলিত আদালতে দুইজন গরীব যদি মোকাদ্দমা দায়ের করে তাহলে দু'জনই ধ্বংস, যদি একজন গরীব আরেকজন ধনী লোক মামলা করে, তাহলে গরীব ধ্বংস। আর যদি দু'জনই ধনী হয়, সেক্ষেত্রে আইন-ই ধ্বংস। আসলে দেশে কোন দল বা ব্যক্তির নয়, সমস্যাটা মূলতঃ আইনের। আইনটাই হল প্রতারণা, প্রহসন আর ধোঁকায় ভরপুর। তাই এই আইনের পরিবর্তে আমাদেরকে এমন আইন গ্রহণ করতে হবে, যাতে কোন ধোঁকা প্রতারণা নেই। আর সে আইনই হল ইসলামী আইন।

www.pathagar.com

চতুর্থ পার্থক্য ঃ নিরপেক্ষতা

আমাদের মাঝে অনেকে বলে ধর্মের অর্থ হল, 'সাম্প্রদায়িকতা'। আসলে ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা নয়, বরং ধর্মকে বাদ দিলে সেখানেই সাম্প্রদায়িকতা, বংশ ও দলীয় স্বার্থের প্রশ্ন আসে। ইসলাম ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন মতবাদ-ই নিরপেক্ষ হতে পারে না। একমাত্র ইসলামী আইন-ই পক্ষপাতদুষ্ট থেকে মুক্ত। পক্ষপাতের কোন সুযোগ এ আইনে নেই। ইসলামে এর অসংখ্য নযির দৃষ্টান্ত রয়েছে। যা এ সংক্ষেপ আলোচনায় তুলে ধরা সম্ভব নয়।

আইন প্রণয়নের শর্ত

আইন প্রণয়নের জন্য আইন প্রণেতার মাঝে মৌলিকভাবে চারটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। এগুলো আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচ্য। যার মাঝে এই চারটি শর্ত পাওয়া যাবে সেই কেবল আইন তৈরী করতে পারবে।

প্রথম শর্ত ঃ ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া

علم مطلق ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হওয়া। সর্ববিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকা- আসমান, যমীন, আগুন-পানি, জ্বিন-ইনসান, দুনিয়া-আখিরাত, ভাল-মন্দ, মোটকথা, সব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা। আর এই মাপের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। وما أوتيتم العلم إلا قليلا 'আল্লাহ তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার হতে অল্পই মানুষকে দিয়েছেন'। আইন প্রণেতা যিনি হবেন, তাকে সর্বজ্ঞ হতে হবে। ধরে নিলাম একজন মানুষের মাঝে সারা দুনিয়ার জ্ঞান আছে, কিন্তু কবর, আখিরাতের খবর কি সে বলতে পারবে? কাজেই এই লোক যদি আইন তৈরী করে তাহলে হয়তো তার এই আইন দ্বারা দুনিয়াতে লাভ হবে; কিন্তু পরকালের ক্ষতি হবে। যেমনঃ বৃটিশ পার্লামেন্টে আইন পাশ করেছে পুরুষ পুরুষে বিয়ে বৈধ। এই আইনটা দুনিয়াতে আনন্দের হতে পারে; কিন্তু কবরে! আইনটা কি আনন্দের হতে পারে; কিন্তু এ আইন সমাজকে ধ্বংস করে। তেমনি আরেকটি আইন- যুবক, যুবতী যদি বিবাহ ছাড়াই মেলামেশা (স্বেচ্ছায় মিলন) করে, তবে তা বৈধ। এটাও আনন্দের, কিন্তু এতে ক্যান্সার, এইডস-এর মত বিষাক্ত জীবানুর জন্ম হয়। পরিবেশ হয় দুষিত। আল্লাহর হুকুম হয় চরমভাবে লংঘিত।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ আইন প্রণেতার দয়াবান হওয়া

আইন প্রণেতার মাঝে রহমত, দয়া থাকতে হবে। আর আল্লাহর চেয়ে দয়াবান পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। আল্লাহ অসীম রহমতের মালিক। করুণার আধার। একটা শিশুর প্রতি বাচ্চার মায়ে যে দয়া, বান্দাহর জন্য আল্লাহর দয়া এর চেয়ে হাজার গুণ বেশী। তাইতো গোনাহের পাহাড় মাথায় নিয়েও বান্দাহ যদি আল্লাহর দরবারে হাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে দেয়। অন্তর থেকে আল্লাহকে ডাক দেয়, তাহলে ডাকতে দেরী হবে। মাফ করতে

৯-

www.pathagar.com

আল্লাহ দেরী করবেন না। বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পূর্বে এক লোক তার সন্তানদের ডেকে বলল, তোমরা আমার মৃত্যুর পর আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ভস্ম করবে। এরপর ভস্মের ছাই দু'ভাগ করবে। অর্ধেক ছাই পাহাড়ে, অর্ধেক সাগরে ফেলবে। তার মৃত্যুর পর সন্তানরা তেমনটিই করল। কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করে বলবেন, এমনটি করলে কেন? সে বলবে, আল্লাহ! তোমার ভয়ে। আল্লাহ বলবেন, আমাকে যখন তুই এত ভয় করিস, যা তোকে আমি মাফ করে দিলাম।

তৃতীয় শর্ত ঃ শক্তি ও ক্ষমতা

আইন প্রণেতার এত শক্তি ও ক্ষমতা থাকতে হবে, যাতে কেউ তার প্রণীত আইনের বিরোধিতা করতে না পারে। দুনিয়াতে একরাষ্ট্রে অপরাধ করে অন্যরাষ্ট্রে পালিয়ে বাঁচা যায়, কিন্তু আল্লাহর দুনিয়া থেকে পালাবার কোন পথ কি কারও জন্য আছে? কোন জায়গা নেই। যেখানে পালাবে আল্লাহ তাকে সেখানে শাস্তি দিতে সক্ষম হবেন।

চতুর্থ শর্ত ঃ নিরপেক্ষতা

আইন প্রণেতাকে নিরপেক্ষ হতে হবে। এই নিরপেক্ষতা আল্লাহ ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভবপর নয়। মানুষের তৈরী আইন কখনো নিরপেক্ষ হয়না, নিরপেক্ষ হতেও পারেনা। ইসলামী আইনের নিরপেক্ষতার একটি নমুনা পেশ করা হল। এর দ্বারাই বিষয়টি খোলাসা হয়ে যাবে। আমিরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.)-এর অস্ত্র চুরি হল। এক ইহুদীর কাছে সেটা দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, এটা তো আমার অস্ত্র। ইহুদী অস্বীকার করল। হযরত আলী (রা.) রাষ্ট্র প্রধান। ইচ্ছে করলে এমনিতেই নিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। আদালতে মোকাদ্দমা পেশ করলেন যে, আমার অস্ত্র চুরি হয়েছে। মোকাদ্দমার ভিত্তিতে বাদী-বিবাদী উভয়কেই ডাকা হল। কাজী বাদীকে (হযরত আলী রা.) প্রশ্ন করলেন, এই অস্ত্র যে আপনার, তার কোন প্রমাণ আছে কি? হযরত আলী (রা.) বললেন, দু'জন সাক্ষী রয়েছে। একজন আমার আযাদকৃত গোলাম। অপরজন আমার ছেলে হাসান। কাজী বললেন, আপনার আযাদকৃত গোলামের সাক্ষী গ্রহণীয়। কিন্তু পিতার পক্ষে সন্তানের সাক্ষী গ্রহণ করতে পারলাম না। যেহেতু দুইজন সাক্ষী পাওয়া গেল না, তাই মামলা শেষ। নিরপেক্ষতার কি নিদর্শন। এই অবস্থা দেখে ইহুদী হযরত আলী (রা.)-এর পায়ে লুটে পড়ে বিনীতভাবে বলতে লাগল, হুযূর! আমিই চোর আজ ইসলামের সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি মুসলমান হলাম।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে ইসলামী আইনের মাহাত্ম, গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার এবং ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের তাওফীক দান করুন। আমীন!

[অনুলিখনঃ ফারুক আহমদ]

www.pathagar.com

ইসলামী [illegible]হনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِ[illegible]تَوَكَّلُ عَ[illegible]

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ [illegible]مَالِنَا

مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَا[illegible] لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ [illegible]سُوْلُهٗ

اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَ[illegible]مُنِيْرًا

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

إن تنصر الله ينصركم الخ وقال تعالى : وما اوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم . ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

হযরাত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত হাযিরানে মজলিস। এই ইসলামী সম্মেলনে আমার পূর্বে অনেক উলামায়ে কিরাম বয়ান করেছেন। আমি আপনাদের সামনে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলা কবূল করুন।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) পবিত্র কুরআনের মৌলিক আলোচ্য বিষয়গুলোকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথম প্রকার

ইলমুল আহকামঃ علم الأحكام অর্থাৎ শরীয়তের বিধি-বিধান ও আইন-কানূন সম্পর্কিত জ্ঞান।

দ্বিতীয় প্রকার

تذكير بأيام الله অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর আলোচনা পর্যালোচনা।

আর এ জাতীয় ঘটনাবলীর আলোচনার উদ্দেশ্য হল, পূর্ববর্তী ইতিহাস থেকে মানুষ তার পরিণতি ও করণীয় বিষয় জেনে নিতে পারবে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী হল- হযরত নূহ (আ.)-এর ঘটনা, হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা, হযরত হুদ (আ.)-এর ঘটনা, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা, হযরত দাঊদ (আ.), হযরত সুলাইমান (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত মারয়াম (আ.), হযরত ইয়াকূব (আ.), হযরত আইয়ূব (আ.) প্রমূখ নবীগণের ঘটনা। পক্ষান্তরে খোদাদ্রোহীদের ঘটনাও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ফেরাউন, কারূন, আবূ লাহাবের ঘটনাসমূহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- وذكرهم بايام الله হে নবী আপনি তাদেরকে এ সকল ঘটনা শুনিয়ে দিন।

তৃতীয় প্রকার

تذكير بألاء الله অর্থাৎ আল্লাহ পাক প্রদত্ত নেয়ামত সম্পর্কিত আলোচনা।

www.pathagar.com

দুনিয়ার বুকে আল্লাহ পাকের অসংখ্য অগণিত নেয়ামতরাজি রয়েছে। যেগুলো আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদের কল্যাণ ও সুখ সমৃদ্ধির জন্য দিয়েছেন। সেগুলো বিশেষভাবে তাঁর ভাষায় পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে তাঁর অনুগ্রহের শুকরিয়া স্বরূপ বান্দাহকে একমাত্র তাঁর ইবাদাতের তাগিদ প্রদান করেছেন।

চতুর্থ প্রকার

تذكير بما بعد الموت অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী অবস্থাসমূহের বিবরণ। যাতে করে বান্দাহ মৃত্যু পরবর্তী কবর, কিয়ামত, হাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, পুলসিরাত ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়ে শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলে এবং তার মৃত্যু পরবর্তী অবস্থাকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

পঞ্চম প্রকার

علم المخاصمة অর্থাৎ তর্কবিদ্যা। এই বিদ্যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদের মাধ্যমে দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার পথকে সুপ্রশস্ত করেছেন। বাতিলের সাথে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত রাখার পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন।

হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.) শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)বর্ণিত ইলমুল আহকামকে ছয়ভাগে বিভক্ত করেছেন। ১. عقائد আক্বীদা বিশ্বাস সম্পর্কিত বিধান। ২. عبادات ইবাদত বন্দিগী সম্পর্কিত বিধান। ৩. أخلاقيات চারিত্রিক বিষয়ক বিধান। ৪. إجتماعيات সামাজিক বিধান। ৫. إقتصاديات অর্থ ব্যবস্থার বিধান। ৬. سياسيات রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা রাজনীতি সম্পর্কিত বিধান।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)-এর মতে, কুরআনের মৌলিক আলোচ্য বিষয় পাঁচ প্রকার হলেও মুতাক্বাদ্দিমীনদের মতে কুরআন ও হাদীসের সার নির্যাস হচ্ছে চার প্রকার।

(১) ঈমানিয়্যাত বা আকাঈদ অর্থাৎ ঈমান আকীদা সম্পর্কিত আলোচনা।

(২) عبادات ইবাদত সম্পর্কিত আলোচনা।

(৩) أخلاقيات চরিত্র সম্পর্কিত আলোচনা।

(৪) معاملات লেনদেন সম্পর্কিত আলোচনা।

www.pathagar.com

তাঁরা معاملات এর মধ্যে অর্থ ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের পরিভাষায় উল্লেখিত তিনটি বিষয় (معاملات) মুআমালাতের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)বলেন- কুরআন ও হাদীসে ইসলামের মৌলিক যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে এবং মানুষকে মানুষ বানানোর জন্য যে শিক্ষা, দীক্ষা ও আদর্শের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর সারসংক্ষেপ হল ঃ

আকাঈদ ঃ আক্বীদা বা মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা

আকাঈদের মূল কথা হল, আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা। তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর মধ্যে কাউকে কোনভাবে শরীক না করা। তাঁকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বাস করা। সাথে সাথে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে স্বীকার করা। তাঁর আদর্শকে শান্তি ও মুক্তির একমাত্র ব্যবস্থা হিসাবে মেনে নেয়া। ইসলামকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে মেনে নেয়া। অর্থাৎ আক্বীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে আলোচনার কারণ হল এই যে, মানুষের আকীদা-বিশ্বাসই যদি সঠিক না হয়, তাহলে সে যত আমলই করুক না কেন, তার কোন আমলই আল্লাহর কাছে কবূল হবে না। এমনকি হাজার বছর ইবাদত বন্দিগী করলেও কবূল হবে না।

এ সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, মক্কার এক মসজিদের ইমাম সাহেবের ইন্তিকালের পর তাকে দাফন করা হল। কিছুদিন পর তার কবরটি ভেঙ্গে গেলে দেখা গেল যে, কবরে ইমাম সাহেবের লাশ নেই। তদস্থলে একটি যুবতী মহিলার লাশ রয়েছে। এ অবস্থা দেখে উপস্থিত একজন বলল, মনে হচ্ছে আমি এই মহিলাকে চিনি। মহিলাটি খ্রিষ্টান ছিল, তার বাড়ি ফ্রান্সে। সে আমার কাছে পড়াশুনা করত। একথা শুনে সকলে বলল- তাহলে এ মহিলা সম্পর্কে সংবাদ নেয়া হোক। অতঃপর ফ্রান্সে লোক পাঠিয়ে যুবতীটির পরিচয়ের সূত্র ধরে তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে, আপনার অমুক মেয়েটি কোথায়? উত্তরে খ্রীষ্টান লোকটি বলল, আমার মেয়ে অনেক পূর্বে মারা গেছে। তাকে দাফন করে দিয়েছি। তারা জানাল, আপনার মেয়েকে তো আমরা মক্কায় দেখে এসেছি। লোকটি বলল, তা হতেই পারে না। আমি আমার মেয়েকে অমুক কবরস্থানে দাফন করেছি। এ নিয়ে অনেক বিতর্কের পর অবশেষে সে তার মেয়ের কবর খননে রাজি হল। খননের পর দেখা গেল কবরে মেয়েটির লাশ নেই, বরং কবরে মক্কার সেই ইমাম সাহেবের লাশ পড়ে

www.pathagar.com

আছে। ঘটনা দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল যে, ইমাম সাহেবের কবরে খ্রীষ্টান মহিলার লাশ আসল-ই বা কি করে আর মহিলার কবরে ইমাম সাহেবের লাশ গেলই বা কি করে। সকলে এনিয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, ইমাম সাহেবের স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করে ঘটনার রহস্য সম্পর্কে খোঁজ নেয়া হোক। সে মতে উক্ত ইমামের স্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে স্ত্রী বলল, আমার স্বামী খুবই ভাল ছিলেন, তাহাজ্জুদ পড়তেন, যাবতীয় নেক কাজ করতেন, তবে শীতের রাতে আমার সাথে সহবাস করার পর বলতেন, এব্যাপারে খ্রীষ্টান ধর্মের আইন খুবই সহজ। সে ধর্মমতে সহবাসের পর গোসলের প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে ইসলামের আইন কঠিন। ইসলামে সহবাসের পর গোসল করা ফরয। তার স্ত্রী আরো বলল যে, আমার স্বামী একথা বলতেন ঠিক, কিন্তু গোসল করে নিতেন। উক্ত ঘটনার ফলাফল হল যে, ইসলামের একটি আইনের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করার কারণে মৃত্যুর সময় তাহাজ্জুদগুযার ইমাম সাহেবকে বেঈমান খ্রীষ্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে উক্ত যুবতী মহিলা খ্রীষ্টান ছিল, কিন্তু সে পড়ার সময় বার বার বলত, ইসলাম ধর্ম আমার কাছে খুবই ভাল লাগে। আমি মুসলমান হয়ে যাব। তাই তার মৃত্যুর সময় ঈমান নসীব হয়েছে।

আজ আমরা ইসলামকে গালি দিচ্ছি, কুরআন পরিবর্তন করতে চাচ্ছি, কুরআনকে এ যুগে অচল বলছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিচ্ছি। ইসলাম বিরোধী স্বঘোষিত নাস্তিকদের কেউ কেউ ইসলাম, মুসলমান, কুরআন হাদীস, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে প্রকাশ্যে গালি-গালাজ করছে। দেশের হাইকোর্ট থেকে সকল প্রকার ফতওয়া অবৈধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে রায় ঘোষণা করা হচ্ছে। কাল কিয়ামতের ময়দানে সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি তোমাদের কাছে যে দ্বীন রেখে এসেছিলাম, যে দ্বীনের জন্য উহুদের যুদ্ধে আমার দান্দান মুবারক শহীদ করা হয়েছিলো, তায়েফে রক্তাক্ত হয়েছিলাম, কারবালার ময়দানে আমার কলিজার টুকরাকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছিল, মক্কা থেকে হিজরত করার সময় আমি একটি বারের জন্য বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করতে চেয়েছিলাম। আমাকে বাধা দেয়া হয়েছিল। হযরত বিলালকে উত্তপ্ত পাথুরে আগুনের উপর ফেলে টেনে হেঁচড়ে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল। এরপরও বিলাল আহাদ আহাদ বলছিল। হযরত খাব্বাবকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। হযরত সুমাইয়া (রা.)কে দু' পা দুই উটের সাথে বেঁধে দু'টুকরা করা হয়েছিল। এহেন বিভিষিকাময় পরিস্থিতিতে আমি দ্বীন প্রচার করেছিলাম। আর সেই দ্বীনকে তোমাদের কাছে আমানত হিসাবে রেখে এসেছিলাম। কিন্তু সেই

www.pathagar.com

দ্বীনকে তোমাদের সামনে প্রকাশ্যে মিটিয়ে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। সকল বাতিল অপশক্তি সর্বশক্তি নিয়ে ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য যখন কাজ করছে, তখন তোমরা কি করেছিলে? এই প্রশ্নের জবাব কি আমরা দিতে পারব?

মুসলমান মৃত্যুকে ভয় করে না। তারা মরলে শহীদ আর বাঁচলে হবে গাযী। মুসলমানদের সাথে আল্লাহ আছেন, আল্লাহ থাকবেন। তাদেরকে কেউ শেষ করতে পারবে না। বরং যারাই মুসলমানদেরকে শেষ করতে আসবে, তারাই শেষ হয়ে যাবে। মুসলমান আছে থাকবে।

আল্লাহ-ই সকল ক্ষমতার উৎস

একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে এক জিহাদ থেকে ফেরার পথে একটি বাগানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় তরবারীটি গাছে ঝুলিয়ে গাছের নিচে শুয়ে পড়লেন। এদিকে এক ইহুদী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে এসে দেখল যে, তরবারীটি গাছে ঝুলানো। এটাকে সে মোক্ষম সুযোগ মনে করে ধীরে ধীরে গাছটির নিকটে এসে গাছ থেকে তরবারীটি নামিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল- এখন আপনাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে?

উত্তরে অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- 'আল্লাহ'। আল্লাহ শব্দটি শোনার পর সেই ইহুদী এক অজানা ভয়ে আতংকিত হয়ে কাঁপতে শুরু করল এবং তার হাত থেকে তরবারীটি মাটিতে পড়ে গেল। আল্লাহ নামের তাকবীরের সামনে সে পরাজিত হল।

আজ, সারাবিশ্ব মুসলমানদেরকে শাসাচ্ছে যে, তোমাদেরকে আমাদের হাত থেকে কে বাঁচাবে? বিশ্বের তাবৎ পরাশক্তিগুলো আজ মুসলামনদের হর্তাকর্তা সেজে যা ইচ্ছে তাই বলছে এবং করছে। অপর দিকে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের কর্ণধাররা নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে গিয়ে সেই পরাশক্তিগুলোর ইচ্ছের দাস বনে তাদের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। অবস্থা দেখে আফসোস হয়! মনে হয় সেই পরাশক্তিগুলোই যেন তাদের বেঁচে থাকার, ক্ষমতা ধরে রাখার একমাত্র নিয়ন্তা। কিন্তু এটা যে মস্তবড় ভুল, সেটা তারা বুঝে না। কেননা, তারা বোধ হয় ভুলে গেছে যে, আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস।

মুসলমানের সকল শক্তি আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বণির মধ্যে নিহীত রয়েছে। মুসলমানের উন্নতি, অগ্রগতি, কামিয়াবী, সবকিছু আল্লাহর নাম আল্লাহু আকবারের শক্তি ও চেতনার উপর নির্ভরশীল।

www.pathagar.com

আজও যদি বিশ্ব মুসলিম এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের কর্ণধারেরা একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহু আকবার ধ্বণি দিয়ে শত্রুদের মোকাবেলায় ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জিহাদে অবতীর্ণ হয় তাহলে অবশ্যই আল্লাহর গায়েবী মদদ ও নুসরত তাদেরকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলবে। কেউ তাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন- ان تنصر الله ينصركم الخ 'যে আমার দ্বীনের সাহায্য করবে, আমি স্বয়ং খোদা তার সাহায্য করব।' *(সূরা মুহাম্মদ:৭)* হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করতে আসা ইহুদীকে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারী হাতে নিয়ে বললেন- এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? কম্পিত কণ্ঠে ইহুদী উত্তর দিল, আপনি। হুযূর তাকে ক্ষমা করে দিলেন। ইহুদী কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

ঈমানের গুরুত্ব

প্রতিটি মুসলমানের সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে নিজ ঈমান আক্বীদা সুদৃঢ় করা। কারণ ঈমান ব্যতিত মুসলমানের কোন কাজ আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। সুতরাং চারটি বিষয় এমন আছে যার উপর প্রত্যেক মুসলমানের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা অত্যাবশ্যক। এই চারটি বিষয়ের কোন একটিকেও অস্বীকার করলে মুসলমান হিসাবেই গণ্য হবে না।

বিষয় চারটি হল-

এক. ইসলামকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসাবে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে।

দুই. ইসলাম ধর্মকে ناسخ এবং অন্যান্য ধর্মকে منسوخ অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে রহিতকারী ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মকে রহিত বা বাতিল ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

তিন. ইসলামকে خاتم الأديان অর্থাৎ অন্য সকল ধর্মের পর সর্বশেষ একমাত্র গ্রহণযোগ্য ধর্ম হিসাবে মানতে হবে।

চার. ইসলামকে كامل الأديان তথা একটি পরিপূর্ণ ধর্ম বা দ্বীন হিসাবে মানতে হবে।

ইসলামের পরিপূর্ণতা

ইসলাম এমন একটি ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থা যেখানে মানব জীবনের সকল দিক ও বিষয় অত্যন্ত বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, পারিবারিক রীতিনীতি সবকিছুই ইসলামে রয়েছে। এরপর কেউ যদি মনে করে ইসলাম শুধু ব্যক্তি জীবনে

www.pathagar.com

পালনীয় পারলৌকিক মুক্তির ধর্ম। এতে পার্থিব জীবনের বিষয়াবলী পূর্ণাঙ্গরূপে নেই তাহলে সে ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে না। আর যদি কেউ ইসলামের এই বিষয়গুলোকে অস্বীকার করে বা ইসলামকে মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ বিধান হিসাবে মানতে দ্বিধাবোধ করে তাহলে সে মুসলমান থাকবে না। ইসলাম মানব জীবনের সকল বিষয়ে এমন এক সফল ও স্বার্থক ধর্ম, যেখানে মানুষকে সৃষ্টির সেরাজীবের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে সৃষ্টির সেই সেরাজীব মানবকুলের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনকে সুন্দর করার জন্য ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে সকল বিষয়ের বিধি-বিধান সুন্দরতম পদ্ধতিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ পূর্বক আরোপ ও প্রয়োগ করেছে। যা কিনা অন্যকোন ধর্ম বা আদর্শে নেই।

ইসলামের বিধি-বিধান

ইসলাম যেহেতু একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম এবং যেহেতু ইসলামে মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় ও দিক নিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত; সুতরাং এ সমস্ত বিষয়াবলীকে নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করার জন্য ইসলাম পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে প্রণয়ন করেছে তার আইন ও বিধি-বিধান। যাকে ফিকাহর পরিভাষায় ইসলামী আইনশাস্ত্র বলা হয়। ইসলামী আইন ও বিধি এত সুন্দর ও সফল যে, এগুলোর সঠিক প্রতিপালন ও বাস্তবায়নে মানব জীবনে উল্লেখিত সকল বিষয় ও দিক সুন্দর হতে বাধ্য। এই সুন্দর চর্ম চোখে দেখা কোন লোভনীয় দৃষ্টিনন্দন সুন্দর নয়; বরং এ সুন্দর হচ্ছে আল্লাহর সুন্দরতম সৃষ্টি মানবকুলকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে আখ্যাদান ও সার্থক করার জন্য এক অনুপম আদর্শিক সৌন্দর্য। যার তুলনা ইসলাম নিজেই। অন্যকোন ধর্ম বা আদর্শের সাথে ইসলামের এই সৌন্দর্য হল মৌলিক পার্থক্যের মাপকাঠি।

ইসলামের মূল আইন দাতা আল্লাহ

ইসলাম আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও মনোনীত সর্বশেষ ধর্ম। এই ধর্মের মালিক স্বয়ং আল্লাহ। মানুষের জন্য মনোনীত আল্লাহর ধর্ম ইসলামের সকল বিষয়ের আইন প্রণয়নকারী হচ্ছেন আল্লাহ নিজেই। এতে কারো অংশীদারিত্ব নেই। আল্লাহর একক কর্তৃত্বেই ইসলামের আইন প্রণীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-. إن الحكم الا الله.الا له الخلق والأمر মূলকথা হচ্ছে, সৃষ্টি যার হুকুম তাঁরই। অর্থাৎ হুকুমদাতা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

www.pathagar.com

সুতরাং মানব জীবন পরিচালনার জন্য মানুষের প্রণীত আইন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আইন তৈরীর অধিকার মানুষকে দেয়া হয় নি। মানুষের জ্ঞান সীমিত, নিজের জন্য নিজের আইন ক্রটিমুক্ত হতে পারে না। আর সেই আইন নিরপেক্ষও হতে পারে না। অতএব, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মানুষ অযোগ্য হিসাবেই বিবেচিত।

আইন প্রণয়নের যোগ্যতা

আইন প্রণয়নের জন্য নূন্যতম চারটি যোগ্যতা থাকতে হবে। এই চারটি যোগ্যতার কোন একটিও যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে সে আইন প্রণয়ন করতে পারবে না। আর এই চারটি বিষয়ের কোন একটিও মানুষের মধ্যে নেই; সুতরাং কোন মানুষ আইন তৈরী করতে পারবে না।

আইন প্রণেতার সর্ববিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকতে হবে

আইন প্রণয়নের জন্য প্রথম যোগ্যতা হচ্ছে علم المحيط অর্থাৎ মানবজীবনের সর্বস্তরের সকল অবস্থার পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকা। কখন কি হবে, কোথায় কি আছে, কোনটি উপকারী, কোনটি ক্ষতিকর, অর্থাৎ সর্বস্তরের ইলম। আর এটা কোন মানুষের মধ্যে নেই। আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন তা নিতান্তই সীমিত। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 'তোমাদেরকে যে জ্ঞান দান করা হয়েছে তা খুবই সীমিত।' -সূরা বনী ইসরাঈল:৮৫

একদা হযরত মূসা (আ.) ওয়ায করছিলেন। তাঁর ওয়ায শুনে উপস্থিত সকলেই সন্তুষ্ট। এক লোক হযরত মূসা (আ.ঃ)কে জিজ্ঞাসা করল- হুযূর! সবচেয়ে বড় আলেম কে? হযরত মূসা (আ.) জবাব দিলেন- আমি। হযরত মূসা (আ.)-এর এই উক্তিটি আল্লাহ পাকের পছন্দ হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)কে নির্দেশ দিলেন- হে মূসা! তুমি হযরত খিযির (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। কারণ তাঁর কাছে যে জ্ঞান রয়েছে, তোমার কাছে তা নেই। তুমি তার কাছ থেকে আরো জ্ঞান শিখে আস।

হযরত মূসা (আ.) বললেন- তাঁকে পাব কোথায়? উত্তরে আল্লাহ বললেন, 'মাজমাউল বাহরাইন' অর্থাৎ দুই সাগরের সংযোগস্থলে বা মোহনায় তাঁকে পাবে। এ প্রসঙ্গে হযরত মূসা (আ.)কে বলা হল। তুমি একটি মাছ ভাজা করে সাথে নিয়ে যেও। পথ চলতে চলতে যেখানে গিয়ে তোমার ভাজা মাছটি জীবিত হয়ে চলে যাবে। সেখানেই তুমি হযরত খিযির (আ.)কে পাবে। হযরত মূসা (আ.) একটি মাছ ভাজি করে স্বীয় খাদেম ইউশাকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন।

www.pathagar.com

যেতে যেতে এক সময় ক্ষুধায় কাতর হয়ে খাদেমকে বললেন, ভাজা মাছটি দাও। অতঃপর ভাজা মাছের কিছু অংশ খেয়ে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে এক জায়গায় হযরত মূসা (আ.) ঘুমিয়ে পড়লেন। এমতাবস্থায় হঠাৎ মাছটি জীবিত হয়ে সাগরের দিকে চলে গেল। মৃত মাছটি জীবিত হয়ে চলে যাওয়ার অলৌকিক কাণ্ডটি খাদেম ইউশা প্রত্যক্ষ করল। কিন্তু এই ঘটনা হযরত মূসা (আ.) কে বলতে সে ভুলে গেল। হযরত মূসা (আ.) ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বললেন, চল আমরা আমাদের গন্তব্যের দিকে পুনরায় রওয়ানা হই। হযরত মূসা (আ.) পথ চলতে থাকলেন। কিন্তু এবার তিনি পথ চলতে বেশ ক্লান্তি ও কষ্টবোধ করছিলেন। যেতে যেতে পুনরায় ক্ষুধার তাড়নায় খাদেমকে বললেন- মাছটি দাও। খাদেম বলল, হুযূর! আমি আসলে ভুলে গিয়ে ছিলাম, মাছটি তো পূর্বের বিশ্রামের জায়গায় জীবিত হয়ে চলে গিয়েছে। হযরত মূসা (আ.) বললেন, তা তুমি আগে বললে তো আমাদের এই কষ্ট করতে হত না। সেটাই আমাদের গন্তব্যস্থল। হযরত মূসা (আ.) পূর্বের জায়গায় আবার ফিরে আসলেন। এসে দেখেন হযরত খিযির (আ.) চাদর গায়ে সেখানে শুয়ে রয়েছেন।

হযরত মূসা (আ.) তাঁকে সালাম দিলেন। হযরত খিযির (আ.) সালামের জবাব দিলেন এবং তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে তিনি বললেন, আমি মূসা। হযরত খিযির বললেন, কোন মূসা? আপনি বনি ইসরাঈলের মূসা? হযরত মূসা (আ.) জবাব দিলেন, হ্যাঁ, আমি বনি ইসরাঈলের মূসা। হযরত মূসা (আ.)কে হযরত খিযির (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন? উত্তরে হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনার সঙ্গে কিছুদিন থাকতে এসেছি। কিছু শিখতে এসেছি। হযরত খিযির (আ.) বললেন, আপনি আমার সঙ্গে থেকে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না। হযরত মূসা (আ.) বললেন, অবশ্যই পারব। হযরত খিযির (আ.) বললেন, ঠিক আছে চলুন। তবে শর্ত হল, আমাকে আপনি কোন কিছুর কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না।

উভয়ে পথ চলছেন। পথিমধ্যে একটি নদী পার হওয়ার জন্য তাঁরা একটি নৌকায় উঠলেন। নৌকার মালিক হযরত খিযির (আ.)কে পূর্ব থেকে চিনতো বলেই পারাপারের বিনিময়ে কোন টাকা পয়সা গ্রহণ করল না। নৌকা থেকে নেমে যাওয়ার সময় হযরত খিযির (আ.) নৌকার পাটাতনে একটি ছিদ্র করে দিলেন। তা দেখে হযরত মূসা (আ.) বললেন, এটা কেমন কাজ হল? মাঝি বিনা পয়সায় আমাদের উপকার করে দিল। অথচ আপনি তার নৌকাটা ছিদ্র করে দিলেন কেন? খিযির (আ.) বললেন- আপনি আমার সঙ্গী হতে পারবেন না। আমি পূর্বেই বলেছিলাম সে, আপনি আমার কোন কাজে প্রশ্ন করবেন না।

www.pathagar.com

কিন্তু আপনি সেই শর্ত ভঙ্গ করেছেন। হযরত মূসা (আ.) বললেন- আমার ভুল হয়ে গেছে। এমনটি আর হবে না।

এ কথা বলে পুণরায় তারা পথ চলতে লাগলেন। যেতে যেতে এক মাঠে পৌঁছে দেখতে পেলেন ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একত্রে খেলাধূলা করছে। হযরত খিযির (আ.) একটি সুন্দর ছেলেকে ডেকে এনে তাকে হত্যা করে ফেললেন। এবারও হযরত মূসা (আ.) স্থীর থাকতে না পেরে এ বিষয়ে হযরত খিযির (আ.)কে প্রশ্ন করে বললেন, হায় আপনি একি করলেন! একটি নির্দোষ মাসুম বাচ্চাকে হত্যা করে ফেললেন? আবার হযরত খিযির (আ.) বললেন- আপনি আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না। হযরত মূসা বললেন, আমাকে ক্ষমা করে দিন। আর যদি এমনটি করি তাহলে আমাকে আর আপনার সঙ্গে রাখবেন না।

আবার তাঁরা পথ চলছেন। ক্ষুধার্ত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা এক গ্রামে গিয়ে কিছু খাবার চাইলেন। কিন্তু গ্রামবাসী তাঁদেরকে কোন খাবার দিতে অস্বীকার করল। অতঃপর তাঁরা গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পথে গ্রামের সীমান্তে একটি দেয়াল বাঁকা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেলেন। যা যে কোন মুহূর্তে ধসে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হযরত খিযির (আ.) প্রায় পতিত দেয়ালটিকে নিজ হাতে ধাক্কা দিয়ে সোজা করে দিলেন। এবারও হযরত মূসা (আ.) বিনা পারিশ্রমিকে দেয়াল সোজা করে দেয়ার ব্যাপারে হযরত খিযির (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করে বসলেন। এর জবাবে হযরত খিযির (আ.) বললেন- هذا فراق بيني وبينك এবার আপনার আর আমার মাঝে বিচ্ছিন্নতা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আপনি আমার সঙ্গে আর থাকতে পারবেন না। এ কথা বলে তিনি হযরত মূসা (আ.)কে বিদায় করে দিলেন। বিদায়ের সময় হযরত খিযির (আ.) নিজের কাজের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন-

প্রথমতঃ নৌকাটি ছিদ্র করে দেয়ার কারণ হল, এই নৌকাটি ছিল এক দরিদ্র ব্যক্তির। আমাদের পিছনে এক অত্যাচারী জালিম বাদশাহ্ আসছিল। উক্ত বাদশাহর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পথে ভাল ভাল নৌকার সন্ধান করা এবং তা নিয়ে নেয়া। চিন্তা করে দেখলাম, বাদশাহর লোকজন এই নৌকাটিকে নিখুঁত ও ভাল পেলে অবশ্যই তা নিয়ে যাবে। আমি দরিদ্র লোকটির কথা চিন্তা করেই তার নৌকাটিকে ছিদ্র করে ক্রটিযুক্ত করে দিয়েছি।

দ্বিতীয়তঃ পথিমধ্যে বাচ্চাটাকে এজন্য হত্যা করেছি যে, বাচ্চাটির মা-বাবা তাকে অত্যন্ত ভালবাসে এবং তার মা-বাবা খুবই নেককার, ভাল মানুষ। আমি

www.pathagar.com

দেখতে পেলাম ছেলেটা ভবিষ্যতে অত্যন্ত নাফরমান হবে। এমতাবস্থায় ছেলেটা যদি বেঁচে থাকে তাহলে নেককার পিতা-মাতা সন্তানের মুহব্বতের কারণে নাফরমান হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতের এ বিষয়টি চিন্তা করে আমি ছেলেটিকে হত্যা করেছি। এই অবস্থায় ছেলেটির নেককার পিতা-মাতা ধৈর্যধারণ করবে এবং এই ধৈর্যধারণের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আরেকটি নেক সন্তান দান করবেন।

তৃতীয়তঃ রাস্তার পাশের দেয়ালটি বিনা পারিশ্রমিকে সোজা এই জন্য করে দিয়েছি যে, এই গ্রামে দুইটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান রয়েছে। তাদের পিতা মারা যাওয়ার পূর্বে তাদের জন্য এই দেয়ালের নিচে কিছু সম্পদ রেখে গেছেন। এমতাবস্থায় যদি এই দেয়ালটি ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাদের সেই রক্ষিত সম্পদ অন্যের নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই আমি দেয়ালটি সোজা করে দিয়েছি। যাতে করে তারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে পিতার সেই রক্ষিত সম্পদ নিজেরা গ্রহণ করতে পারে।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উক্ত ঘটনার দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল যে, মানুষের জ্ঞান সীমিত। জীবনের সর্ববিষয়ে, সর্বস্তরের জ্ঞান একক কোন মানুষের নেই এবং তা বিরাজ করা সম্ভবও নয়।

আইন প্রণেতার পূর্ণমাত্রায় দয়া থাকতে হবে

আইন প্রণয়নের জন্য দ্বিতীয় যে গুণের প্রয়োজন, তা হচ্ছে দয়া। আইন যে তৈরী করবে তার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় দয়া থাকতে হবে। অন্যথায় আইন সঠিক হবে না। আল্লাহ পাক দয়া ও করুণাকে একশত ভাগ করে নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন আর একভাগ দয়া সারাবিশ্বের সমগ্র সৃষ্টির মাঝে বন্টন করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ কর্তৃক বন্টিত একভাগ দয়ার সামান্য অংশই মানুষ পেয়েছে। যা আইন প্রণয়নের জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়। উল্লেখিত ভাগ দ্বারা আল্লাহর দয়া ও রহমতের পরিমাণ নির্ণয় করা উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর দয়ার বিশালত্বকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহর দয়ার সাথে মানুষের দয়ার কোন তুলনাই চলে না। দুনিয়াতে আল্লাহ পাক মুসলমান, কাফের, নাস্তিক, মুরতাদ, ফরমাবরদার, নাফরমান সকলকেই খাওয়াচ্ছেন, পরিধান করাচ্ছেন, সুস্থ্য রাখছেন।

মাছির প্রতি দয়ার কারণে ইমাম গাযালী (রহ.)-এর ক্ষমা

একব্যক্তি স্বপ্নে ইমাম গাযালীকে দেখল। তিনি বেহেশতে ফেরেশতাদের সাথে ঘুরাফেরা করছেন। লোকটি ইমাম গাযালী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করল, কোন

www.pathagar.com

আমলের কারণে আপনি নাজাত পেয়েছেন? জবাবে ইমাম গাযালী (রহ.) বললেন, একবার লিখতে ছিলাম। এমন সময় পিপাসাকাতর একটি মাছি আমার কলমের নিভে বসে কালি পান করতে থাকল। এ সময় আমি লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলাম, যাতে পিপাসার্ত মাছিটি কালি পান করতে পারে। মাখলুকের প্রতি আমার এই দয়াটা আল্লাহ্ পাকের খুব পছন্দ হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্ পাক আমাকে ক্ষমা করে জান্নাত দান করেছেন।

আল্লাহর প্রতি বান্দাহর বিশ্বাসে জান্নাত লাভ

এক হাদীসে আল্লাহ্ পাকের দয়ার বিবরণ এভাবে এসেছে যে, কিয়ামতের ময়দানে ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহ্ পাক বলবেন। আমার অমুক বান্দাহ্কে জাহান্নামে নিয়ে যাও। ফেরেশ্তারা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে থাকবে। জাহান্নামী লোকটি সামনের দিকে যেতে থাকবে আর বার বার পেছনের দিকে ফিরে তাকাতে থাকবে। এ অবস্থা দেখে আল্লাহ্ পাক বলবেন- হে আমার বান্দাহ! তোমার কি হয়েছে? তুমি কেন বার বার পিছনের দিকে তাকাচ্ছ? লোকটি বলবে- হে আল্লাহ্! তোমার হাতে নিরানব্বই ভাগ দয়া রেখেছ। বাকী ছিল একভাগ। তাও এখন তোমারই হাতে। এখন একশত ভাগ দয়ার মালিক তুমি। এজন্য আমার বিশ্বাস হয় না, তুমি আমাকে জাহান্নামে দিবে। এ সময় আল্লাহ্ বলবেন- যাও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আল্লাহ্ ফেরেশ্তাদেরকে বলবেন, একে জান্নাতে নিয়ে যাও। ফেরেশতারা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।

শত লোক খুনীর নাজাত লাভ

একব্যক্তি নিরানব্বইটি হত্যা করে অনুতপ্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল, সে আর খুন করবে না। তওবা করে সবকিছু ছেড়ে দিবে। অতঃপর পথ চলতে গিয়ে হঠাৎ এক জ্যোতিষির সাথে তার সাক্ষাত হয়ে গেল। লোকটি জ্যোতিষিকে জিজ্ঞেস করল- আচ্ছা ভাই! আমি নিরানব্বইটি খুন করেছি। এমতাবস্থায় আমার ক্ষমা পাওয়ার কি কোন সম্ভাবনা আছে? জ্যোতিষি জবাব দিল- না, তোমার ক্ষমা প্রাপ্তির কোন পথ খোলা নেই। খুনী লোকটি মনে মনে ভাবল- যেহেতু আমার ক্ষমা প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনাই নেই, সেহেতু তোমাকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ? এরপর খুনী লোকটি সেই জ্যোতিষিকেও হত্যা করে খুনের সংখ্যা একশত পূর্ণ করল। এরপর সেই খুনীর মনে কোন ভাবেই প্রশান্তি আসছিল না। লোকটি তার মনের সেই অশান্তি ও অস্থিরতা নিয়ে কোন এক আল্লাহওয়ালার সন্ধানে বের হয়ে পড়ল। অনেক খোঁজাখুজির পর সে এক আল্লাহওয়ালার সন্ধান পেয়ে সেই আল্লাহওয়ালার কাছে তার সকল অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা লাভের জন্য আকুল আবেদন পেশ করল? আল্লাহওয়ালা তাকে বললেন, তোমার জন্য নাজাতের পথ

www.pathagar.com

আছে। তুমি মুক্তি পেতে পার। তার পদ্ধতি হল, তুমি সর্বান্তকরণে আল্লাহর দরবারে তওবা করে এ গ্রাম ছেড়ে অমুক বস্তিতে চলে যাও। সেখানে অনেক নেককার মানুষ রয়েছেন। আল্লাহওয়ালার কথামত সে তওবা করে উক্ত বস্তির দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। ইতিমধ্যে তার জীবনের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। পথেই সে ইন্তিকাল করল। তার রূহ নেওয়ার জন্য রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতা দ্বন্দ্ব শুরু করে দিল। একদিকে রহমতের ফেরেশতারা বলল, এ ব্যক্তির রূহ আমরা নিয়ে যাব। কারণ সে তওবা করে নেককারদের লোকালয়ে যাচ্ছিল। অন্যদিকে গযবের ফেরেশতারা বলতে লাগল, এ ব্যক্তির রূহ আমরা নিয়ে যাব। কারণ সে একশত খুন করেছে। এখনও পর্যন্ত তার গোনাহ মাফ হয় নাই। উভয় পক্ষের এরূপ দ্বন্দ্বের মাঝে আল্লাহ পাক রায় ঘোষণা করে বললেন- যে বস্তির উদ্দেশ্যে সে রওয়ানা হয়েছে, তোমরা তার লক্ষ্যস্ত সেই বস্তির দূরত্ব পরিমাপ কর। যদি সে ঐ বস্তির পথ কম দূরত্ব অতিক্রম করে থাকে তাহলে আযাবের ফেরেশতারা তার রূহ নিয়ে যাবে। আর যদি দেখা যায় যে, সে লক্ষ্যস্ত বস্তির দিকে অধিক পথ অতিক্রম করেছে তাহলে রহমতের ফেরেশতারা তার রূহ নিয়ে যাবে। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা আরেক দল ফেরেশতা পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন। তোমরা লোকটির সামনের রাস্তা কমিয়ে দাও আর পিছনের রাস্তা বাড়িয়ে দাও। ফেরেশতারা তাই করল। রাস্তা পরিমাপের পর দেখা গেল যে, লোকটির সামনের রাস্তা পিছনের রাস্তার চেয়ে কম। অর্থাৎ সামনের দিকে বেশী অগ্রসর হয়েছে। সে মতে রহমতের ফেরেশতারা তার রূহ নিয়ে গেল। অর্থাৎ সেই শত খুনের লোকটি আল্লাহর অসীম দয়া ও করুণায় নাজাত পেয়ে গেল। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, বান্দাহর প্রতি আল্লাহ পাকের কত দয়া।

আইন প্রণেতার পর্যাপ্ত পরিমাণ শক্তি ও ক্ষমতা থাকতে হবে

আইন প্রণয়নের জন্য তৃতীয় গুণ হচ্ছে ক্ষমতা। অর্থাৎ আইন প্রণেতার হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকতে হবে। কারণ ক্ষমতা না থাকলে আইন প্রয়োগ সম্ভব হবে না। আর আইনকে মান্য না করলে সেই আইন তৈরীর কোন স্বার্থকতাই নেই। আজকের বিশ্বে এ সমস্যাটাই সবচেয়ে প্রকট। জনগণ আইন মানছে না। পক্ষান্তরে প্রশাসন কিছুই করতে পারছে না। বরং উল্টো প্রশাসনের বিরুদ্ধে হরতাল, ভাংচুর, লুটতরাজ, মিছিল মিটিং শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত আইন যদি কেউ গ্রহণ না করে, তাহলে সে খোদাদ্রোহী হিসাবে সাব্যস্ত হবে। আর খোদাদ্রোহীকে যখন আল্লাহ তাআলা শাস্তির সম্মুখীন করবেন, তখন কারও আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস থাকবে না; বরং বিনা বাক্যব্যয়ে আল্লাহর শাস্তিকে গ্রহণ করতে হবে। যেমন খোদাদ্রোহী

www.pathagar.com

ফেরাউন, হামান, সাদ্দাদ, আবূ জেহেল, আবূ লাহাব প্রমূখ আল্লাহর শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারে নাই। শুধু কি তাই? খোদাদ্রোহী ফেরাউনদের শাস্তিকে আল্লাহ তাআলা পরবর্তী সকল খোদাদ্রোহীদের জন্য শিক্ষণীয় ইতিহাস হিসাবে রেখে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন- الم نهلك الأولين ثم نتبع الخ। 'আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দেই নাই? যারা আমার অবাধ্য হয়েছে। অতঃপর পরবর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি, আমার আইন না মানার কারণে। এমনিভাবে কিয়ামত পর্যন্ত আমার অবাধ্য নাফরমানদেরকে ধ্বংস করে দিব।'

আইন প্রণেতাকে নিরপেক্ষ হতে হবে

আইন প্রণয়নের জন্য চতুর্থ শর্ত বা যোগ্যতা হল- নিরপেক্ষতা। অর্থাৎ আইন প্রণয়নকারীকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কারণ যদি সে নিরপেক্ষ না থাকে তাহলে আইন প্রণয়নে অবশ্যই তার নিজের স্বার্থ প্রাধান্য পাবে এবং অন্যের উপর জুলুম করার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। অন্যের অধিকার খর্ব করা হবে। মানুষ নিরপেক্ষতার ঊর্ধ্বে নয়। সুতরাং কোন মানুষ আইন প্রণয়ন করতে পারে না। আইন তৈরী করা মানুষের ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা হিসাবেই গণ্য হবে। তারপরও যদি কেউ আইন তৈরী করে তাহলে তার তৈরীকৃত আইনটিও নিরপেক্ষ হবে না এবং সে আইন বাস্তবায়নে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। শান্তির পরিবর্তে অশান্তিই বৃদ্ধি পাবে। আজ সারাবিশ্বে যে অশান্তি বিরাজ করছে, চুরি ডাকাতি, হত্যা, সন্ত্রাস, রাহাজানি, লুটতরাজ ও অপহরণের অপকর্মে দেশ জাতি আজ অশান্তি ও অরাজকতার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। এসবকিছুর মূলে রয়েছে মানুষের তৈরী ত্রুটিযুক্ত আইন। যা কখনো মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় প্রমাণিত হল যে, মানুষ আইন তৈরী করতে সক্ষম নয়। আর একারণেই আল্লাহ আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মানুষের হাতে রাখেন নাই বরং তাঁর নিজের হাতেই রেখে দিয়েছেন।

শেষ কথা

আজকের এই আলোচনায় ইসলামী আইন সম্পর্কে যে আলোকপাত করলাম, এটি মূলত ইসলামী আইনের একটি সারসংক্ষেপ আলোচনা। সমাজের সামনে ইসলামী আইনের স্বচ্ছ ধারণা না থাকায় ইসলাম বিরোধীরা ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে অপবাদ রটাচ্ছে। আর এই অপবাদের বেড়াজালে মুসলমান নামধারী কিছু মানুষও জড়িয়ে পড়ে ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে কটাক্ষমূলক বক্তব্য রাখতে দ্বিধা করছে না। আমি বলব, শুধু সমালোচনার জন্য সমালোচনা

নয়; বরং ভালভাবে ইসলামী আইনের ধারাগুলো বুঝতে চেষ্টা করুন। তারপর বুঝে আসবে আসলেই ইসলামী আইন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের সর্বত্র শান্তি নিরাপত্তার একমাত্র রক্ষাকবচ। ইসলামী আইনের বিকল্প নেই। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন বিশ্বের সমস্ত মানুষকেই ইসলামী আইনের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামী আইনের মহত্ব ও গুরুত্ব বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

[অনুলিখনঃ মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন]

www.pathagar.com

আল্লাহর আইনের শ্রেষ্ঠত অমান্যকারীদের

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين . وقال تعالى : يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . وقال الرسول يا رب إن قومى اتخذوا هذا القران مهجورا . صدق الله العظيم . وصدق رسوله النبى الكريم . ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

হযরাত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত হাযিরানে মজলিস। এই ইসলামী সম্মেলনে আমার পূর্বে অনেক উলামায়ে কিরাম বয়ান করেছেন। আমি আপনাদের সামনে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমাদের সকলকেই আল্লাহ্ তাআলা কবূল করুন!

মুসলমানদের মূল শক্তি

মুসলমানদের হাতে অনেক কিছুই নেই। আধুনিক বোমা নেই। অত্যাধুনিক অস্ত্র নেই। বিপুল টাকা-পয়সা নেই। সারা দুনিয়ায় আজ মার খাচ্ছি আমরা। আক্রমন হচ্ছে ফিলিস্তিনে। তারা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আফগানিস্তান ও ইরাককে শেষ করে দেয়ার প্রকাশ্য মহড়া চলছে। বাংলাদেশকেও শেষ করে দেয়ার পাঁয়তারা শুরু হয়েছে। দুশ্চিন্তা ও ভয়ে আমরা অস্থির হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন এমন একটি ক্ষমতা, এমন একটি শক্তি আমাদের কাছে আছে। যা আর কারো কাছে নেই। সেটা কী? সেটা হল- الله اكبر আল্লাহু আকবার। জোরে বলুন- الله اكبر আল্লাহু আকবার। কিছুই নেই আমাদের, কিন্তু الله اكبر-এর শক্তি আমাদের আছে। এই শক্তি এত বিরাট শক্তি যে, দুনিয়ার কোন শক্তি এই শক্তির সামনে টিকতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

মুসলমানকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা সারা দুনিয়ায় হচ্ছে। তারা ভাবছে, মুসলমান রাখা যাবে না। কিন্তু আমি পরিষ্কার বলছি- মুসলমানদের ছাড়া বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। মুসলমানদের বাদ দিয়ে, অবহেলা করে, তাদের ধ্বংস করে কোন পরাশক্তি পৃথিবীতে টিকতে পারবে না। কত পরাশক্তি আমরা দেখেছি। নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে ধ্বংস করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) ধ্বংস হয়েছে না নমরূদ ধ্বংস হয়েছে? নমরুদ ধ্বংস হয়েছে। ফেরাউন হযরত মূসা (আ.)-কে ধ্বংস করার জন্য সবকিছু করেছে। কিন্তু ফেরাউন শেষ হয়েছে, না হযরত মূসা (আ.) শেষ হয়েছেন? ফেরাউনই শেষ হয়েছে।

www.pathagar.com

ঠিক এভাবেই মনে রাখতে হবে, মুসলমানদের মূল পাওয়ার এটম বোমা নয়। এটম বোমাতো অন্যদেরও রয়েছে। মুসলমানদের মূল শক্তি অন্য স্থানে। মুসলমান জাতি কোন ভাসমান ও ভিত্তিহীন জাতি নয়। তারা উড়ন্ত ধূলাবালি নয়। মুসলমান এমন এক জাতি, যে জাতি মরেও মরে না। মাটির নীচ থেকে উঠে এসে আবার এমনভাবে নারায়ে তাকবীর বলতে থাকে যে, বিশ্বের সব স্তম্ভ ও প্রাসাদগুলো কাঁপতে থাকে। মুসলমানদের হাতে এই নারায়ে তাকবীরের শক্তি যতদিন আছে ততদিন কোন পরাশক্তি মুসলমানদের পরাজিত করতে পারবে না। তারা উঠে দাঁড়াবে। বিশ্বে নেতৃত্ব দিবে। সারাবিশ্বের কুফরি শক্তির সাথে লড়াই করবে আর বিজয় ছিনিয়ে আনবে। মনে রাখতে হবে কেবল 'মুমিনের ভাষণ আল্লাহু আকবার, মুমিনের রচনা আল্লাহু আকবার, মুমিনের তলোয়ার আল্লাহু আকবার।'

'কালিমার ব্যাখ্যা আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, ঈমানের প্রাণ আল্লাহু আকবার।'

'ইসলামের মর্যাদা আল্লাহু আকবার, মুসলমানের কথা আল্লাহু আকবার, সবচেয়ে বড় নাম আল্লাহু আকবার।'

দূর করতে হবে হীন মন্যতা

সবচেয়ে বড় কে? আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, রাশিয়া? না, এরা সবচেয়ে বড় হতে পারে না। সবচেয়ে বড় হচ্ছেন আল্লাহ।

কুরআনের আদেশ হল, আল্লাহ বড়। আজকে দিলের ভিতর আমেরিকা, ভারত, রাশিয়া আর অমুক তমুকের বড়ত্বের ধারণা জায়গা করে নিয়েছে। অথচ বড় হচ্ছেন আল্লাহ। এই জন্য বলছি- আজকে আমাদের হাতে যে সম্পদ আছে, সেই সম্পদ নিয়েই আমাদের আগে বাড়তে হবে। অন্যকে বড় মনে করে তার পিছনে ছুটলে চলবে না। আল্লাহ পাক আমাদের তাওফীক দান করুন।

আলোচনার সূত্রপাত

কয়েক বছর যাবত এই সম্মেলনের দাওয়াত আমি পাচ্ছি। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনা এমন ঘটে যায় যে, তাতে ঠিক সময়ে হাযির হতে পারি না। যেমন এই বছরও সম্মেলন একুশ তারিখে হওয়ার কথা ছিল। অপরদিকে আমার তখন ছিল বিদেশ সফর। কাতার, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন রাষ্ট্র সফরে প্রায় বিশদিন কেটে গেছে। সম্মেলনের তারিখ শেষ পর্যন্ত বদলানো হয়েছে। আপনাদের কাছে আসতে পেরে আমার মনটা বেশ খুশী হয়েছে। আমি আগেও টেকনাফে এসেছি,

www.pathagar.com

এবারও আসলাম। আল্‌হামদুলিল্লাহ! একটা জাগরণ আমি অনুভব করছি। মনে হচ্ছে টেকনাফের মুসলমানরাও আজ পিছিয়ে নেই। তারাও ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন কুরবানী করতে প্রস্তুত আছেন।

আমাদের দেশে যে দৌলত আছে, সম্পদ আছে, বিশ্বের খুব কম জায়গাতেই সে সম্পদ পাওয়া যাবে। এদেশে যেমন রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ, তেমনি ঈমানের সম্পদেও এদেশের মুসলমানরা বলিয়ান। আর এ দু'সম্পদ যেখানে পাওয়া যায়, সেখানেই শয়তানদের চোখ পড়ে। সেখানে আক্রমন হয়, লড়াই হয়। সে জন্যই আমাদের প্রস্তুত থাকা জরুরী। আজ ইরাকে আক্রমন হয়েছে। কিন্তু ইরাকের মুসলমানরা দমে যায়নি। তারা লড়েই যাচ্ছে। আমিতো সারা দুনিয়ায় বলে এসেছি, কাতারে বলেছি, পাকিস্তানে বলেছি যে, মুসলমান এমন এক জাতি, এমন এক শক্তি যাদের ক্ষয় নেই। যারা কখনই একেবারে শেষ হয়ে যায় না। পাকিস্তানে বলেছি- ইরাক বড়ই সাংঘাতিক একটি জায়গা। এখানে আল্লাহর দুশমনরা আল্লাহর নবীগণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয় কাদের হয়েছে? হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা আপনারা সকলেই জানেন। অনেক বার শুনেছেন। কিন্তু তারপরও বার বার শুনে ঈমান তাজা করতে হবে। নমরূদ চাচ্ছিল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যেন দুনিয়াতে আসতেই না পারেন। এমনকি তাফসীরের কিতাবে লিখে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যেন দুনিয়াতে আসতে না পারেন নমরূদ তার সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সব ব্যবস্থা গ্রহণের পরও দেখা গেল যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) দুনিয়াতে এসেছেন এবং তিনি এসে নমরূদের বাতিল সিয়াসাত শেষ করে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক আমাদের এই সবক বোঝার তাওফীক দান করুন।

আল-কুরআনঃ প্রধান আলোচ্য

আজ আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে প্রধানত আলোচনা করব, সেটা হল, কুরআন। আমি আয়াতও তিলাওয়াত করেছি, কুরআন সম্পৃক্ত বিষয়ে- وقال الرسول يا رب إن قومى اتخذوا هذا القران مهجورا. (سورة الفرقان:٣٠) আশা করি আপনারা ধৈর্য সহ বসে এ আলোচনা শুনতে রাজি আছেন। পবিত্র কুরআন সম্পর্কে যে কয়েকটা কথা বলতে চাচ্ছি, আল্লাহ পাক আমাকে তা বলার, আপনাদেরকে শোনার এবং আমাদের সকলকে তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

www.pathagar.com

সন্দেহমুক্ত গ্রন্থ

কুরআন একটি আসমানী কিতাব। কুরআন সম্পর্কে প্রথম কথা হল যে, কুরআনে কোন ভুলত্রুটি ও সন্দেহ-সংশয় নাই। ইরশাদ হয়েছে ذلك الكتاب لا ريب فيه [এই কিতাবের মাঝে কোন সন্দেহ নেই।] সব লেখকরা লেখার পরে বা আগে লিখে থাকে যে, আমার বইতে কোন ভুল-ত্রুটি থেকে থাকতে পারে। থাকলে ধরিয়ে দিবেন। কথা রইলো পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিব। দুনিয়াতে একটা কিতাবই কেবল এমন আছে, যার প্রথমে বলা হয়েছে-

ذالك الكتاب لا ريب فيه এই কিতাবে কোন ভুল-ত্রুটি নেই। সন্দেহ নেই।

انه لقران كريم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العلمين. (سورة الواقعة:٧٧) যে জায়গায় স্পর্শ করার ক্ষমতা কারো নেই, সে জায়গা থেকে আল্লাহ পাক এই কিতাব নাযিল করেছেন। নাযিল করেছেন হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। যে জিবরাঈল (আ.)-এর মধ্যস্থতায় কুরআন শরীফ নাযিল হয়েছে তাঁর শক্তি এমন ছিল যে, হযরত লুত (আ.)-এর জাতিকে আল্লাহ পাক শাস্তি দিতে চাইলেন। হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁর একটা ডানার মাধ্যমে হযরত লুত (আ.)-এর পুরা বস্তিটাকে ধরে আকাশে নিয়ে ছেড়ে দিলেন। গোটা বস্তিটা নদীতে পরিণত হয়ে গেল।

إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم امين . (سورة التكوير:١٩-٢٠)

হযরত জিবরাইল আমীনও আল্লাহর কাছ থেকে আরশের কাছে থেকে শুনেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আমানতদার। কোন খেয়ানত তিনি করেননি। যা আল্লাহ দিয়েছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন। অপরদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কুরআনে কারীম আমাদের পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। এই কুরআন আমাদের সামনে আছে।

আমি এখানে কুরআনের কিছু মৌলিক বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। কুরআনের তাফসীর করতে গেলে এক আয়াতের তাফসীরে সারারাত লেগে যাবে। এই জন্য আজ তাফসীরের দিকে যাব না, কুরআনে কি আছে এর একটা আইডিয়া বা ধারণা সংক্ষেপে আপনাদের দিতে চাই। আল্লাহ পাক আমাকে সঠিক কথা বলার এবং আপনাদেরকে বোঝার তাওফীক দান করুন।

www.pathagar.com

তিন প্রকার বিষয়ঃ প্রথম আল্লাহর পরিচয়

পবিত্র কুরআনে মৌলিকভাবে তিন প্রকার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়গুলোকে অনেকে অনেক ভাবে উপস্থাপন করে থাকেন। তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আমি হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহ.)-এর তাফসীর থেকে বলছি। স্বীয় তাফসীরে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, কুরআনের মধ্যে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যার প্রথম বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর পরিচয় সংক্রান্ত। সেখানে আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে। আল্লাহর যাত বা সত্ত্বা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে বলা হয়েছে। আল্লাহর গুণ কী, আল্লাহ কী করেন? এ সমস্ত বিষয়ে কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক আমাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কারণ আল্লাহর পরিচয় আল্লাহ-ই দিতে পারেন। আমরা দিতে পারব না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

ياايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون .

[হে মানব জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। আল্লাহ কে? যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও সৃষ্টি করেছেন। তিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন, যমীন সৃষ্টি করেছেন। -সূরা বাক্বারা:২১]

والسماء بنينها بايد وانا لموسعون والارض فرشنها فنعم الماهدون .

[আমি আসমান বানিয়েছি ছাদ স্বরূপ। যমীন বানিয়েছি ফরাস রূপে, বিছানা হিসাবে। -সূরা যারিয়াত:৪৮]

আল্লাহর বিছানায় আমরা সকলেই বসে রয়েছি। এক বুযুর্গ যখন এই আয়াত পড়েছেন, জুতা পা থেকে খুলে ফেলেছেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ বিছানা বানিয়েছেন। এই বিছানায় তো জুতা পায়ে চলা যাবে না। তিনি ছিলেন হযরত বিশরে হাফী (রহ.)। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, যে রাস্তা দিয়া হেঁটে যেতেন, সে রাস্তা কখনো নাপাক হত না। কোন পশু-পাখি সে রাস্তায় পায়খানা পর্যন্ত করত না।

আল্লাহর পরিচয় লাভের ফায়দা

আল্লাহর পরিচয় হচ্ছে কুরআনের মূল বিষয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসল দাওয়াত হচ্ছে আল্লাহর সাথে তাআল্লুক ও সম্পর্ক কায়েম করা। তাই আল্লাহর যাত ও সিফাতের (সত্ত্বা ও গুণাবলীর) পরিচয় যখন মুসলমান লাভ করবে, তখন মুসলমানের ভিতর সাহস আসবে, হিম্মত আসবে। যে মুসলমান আল্লাহর যাত সম্পর্কে জানে না, আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে জানে

www.pathagar.com

না, তার ভিতর হিম্মত আসতে পারে না। এই জন্য কুরআনে কারীমের একটা বিষয়বস্তু হল, আল্লাহর যাত সম্পর্কে বলা, সিফাত সম্পর্কে বলা। আল্লাহ তাআলা বান্দাহর সাথে কী সম্পর্ক রাখেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করা।

ছোট একটি সূরা আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করছি-

قل هو الله احد . الله الصمد. لم يلد و لم يولد . و لم يكن له كفوا احد .

এই সূরাটি সকলের-ই জানা। মুসলমান হলে অন্তত ছোট ছোট সূরাগুলো জেনে নেয়া দরকার। قل هو الله সূরাটি আল্লাহর পরিচয় রয়েছে। قل هو الله احد [বল! আল্লাহ এক] الله الصمد[আল্লাহ বেনিয়ায। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন] لم يلد و لم يولد [আল্লাহ তাআলা কারো থেকে জন্ম নেন নাই। আল্লাহ তাআলা কাউকে জন্মও দেন নাই] و لم يكن له كفوا احد [এবং কেউ আল্লাহর সমতুল্য নয়।] এই সূরা এমন এক সূরা যার মাঝে আল্লাহর পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে সবচেয়ে সুন্দর ও শক্তিশালী পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হয়েছে। এ কারণে এই সূরাটির বিশেষ মর্যাদা ও ফযীলতও রয়েছে।

বুখারী শরীফের হাদীস। এক সাহাবী যত নামায পড়েন, সব নামাযেই قل هوالله পড়েন। ফজরের নামাযেও قل هو الله মাগরিবের নামাযেও قل هو الله ইশার নামাযেও قل هو الله যোহরের নামাযেও قل هو الله পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই তিনি ইমামতি করেন قل هو الله সূরা দিয়ে। অন্য সূরা পড়লেও قل هو الله সাথে পড়েন। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ভাই! আপনার কণ্ঠ সুন্দর, আপনি আমাদের ইমাম। আপনি কি অন্যকোন সূরা জানেন না? তিনি বললেন- তোমাদের ইমামতি আমি করব না, যাও। তারা বললেন- না, ইমামতি আপনাকেই করতে হবে। আপনি ছাড়া অন্য কাউকেই আমরা ইমাম বানাব না। তাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নালিশ নিয়ে গেলেন। গিয়ে বললেন- এত সুন্দর কিরাআত তিনি পড়েন; কিন্তু قل هو الله ছাড়া অন্যকোন সূরা তিনি পড়েন না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডাকলেন। ডেকে বললেন- তুমি নাকি সব নামাযেই قل هو الله পড়? তিনি বললেন- হুযূর, আমি قل هو الله ছাড়তে পারব না। আমি ইমামতি ছেড়ে দিব। জিজ্ঞাসা করা হল- ব্যাপারটা কি? তুমি قل هو الله ছাড়তে পারবে না অথচ তুমি সব ছাড়তে পারবে? বুখারী শরীফের শব্দ- انى احبها ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এই সূরাকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ বললেন, কেন? তিনি বললেন- فيه صفة الرحمن (এই সূরার মধ্যে

www.pathagar.com

আল্লাহর গুণাবলী বয়ান করা হয়েছে) শুনুন! এখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেন! বুখারী শরীফের শব্দ- حبك ايها ادخلك الجنة [এই قل هو الله এর মুহব্বত তোমাকে জান্নাতে পৌছে দেবে।]

আল্লাহর যাত ও সিফাতের সাথে সম্পর্কই মূলশক্তি

আল্লাহর যাত ও সিফাতের সাথে সম্পর্কই মূলশক্তি। আপনি মনে করছেন এটম বোমাই মূল শক্তি। আপনি মনে করছেন- সংগঠন ও ক্যাডার হচ্ছে মূল শক্তি। অর্থ হচ্ছে মূল শক্তি। না, না, আপনি বুঝতে পারেন নাই। মুসলমানরা কোনদিন ক্যাডার দ্বারা, অস্ত্র দ্বারা, অর্থের দ্বারা বিজয় অর্জন করতে পারবে না, যে পর্যন্ত আল্লাহর গায়েবী সাহায্য নাযিল না হবে। আপনি যত শক্তিই অর্জন করুন না কেন, আল্লাহর গায়েবী সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত যতক্ষণ না হবেন, ততক্ষণ আল্লাহর দরবার থেকে আপনাকে সাহায্য করা হবে না।

বদরের ঘটনা। তিনশত তের জন সাহাবী মাত্র। আর অপর পক্ষে এক হাজার। এক হাজারের হাতেই অস্ত্র। বদরের সাহাবীদের কাছে এক বর্ণনা অনুযায়ী আটটা তরবারী মাত্র। الله اكبر। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। ইয়া আল্লাহ! আমাদের সাহায্য কর। ইয়া আল্লাহ ان تهلك هذه العصابة [এই তিনশত তের জন যদি শেষ হয়ে যায়।] فلم تعبد بعد اليوم [আগামীকাল তোমার ইবাদত করার মত কোন লোক যমীনের উপর থাকবে না] ইয়া আল্লাহ! তুমি সাহায্য কর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে কান্নাকাটি করছিলেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন যে, হুযূর! আপনি অনেক কান্নাকাটি করেছেন। একটু থামুন। দুআ শেষ করে সারওয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আবু বকর! আল্লাহর সাহায্য আসছে। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ভাষ্য, আমি দেখলাম, এ কথা বলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড় থেকে নেমে বদরের মাটি হাতে নিলেন। ফুক দিয়ে বদরের দিকে নিক্ষেপ করলেন। সহীহ হাদীস, বুখারীর হাদীস, কুরআনের কথা, অবিশ্বাস করার কোন সুযোগ নাই। এই মাটিগুলোই প্রত্যেক কাফেরের চোখে পড়ল। সকল কাফের তরবারী মাটিতে ফেলে হাত দিয়ে চোখ পরিষ্কার করতে থাকল। সাহাবায়ে কিরাম দৌড়ে গিয়ে তরবারীগুলো হাতে তুলে নিলেন। এরপর তাঁরা কাফেরের তরবারী দিয়ে কাফেরদের মারতে আরম্ভ করলেন। আবূ জেহেলসহ সত্তরজন কাফের লিডারকে তাঁরা মেরে ফেললেন আর সত্তর জনকে বন্দি করলেন।

www.pathagar.com

কাফেররা এক পর্যায়ে পালাতে আরম্ভ করল। মুসলমানরা বিজয় ধ্বণি- নারায়ে তাকবীর দেয়া আরম্ভ করলেন। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন- وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى . হে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ! আপনি যখন মাটি নিক্ষেপ করছিলেন, আসলে তখন আপনি নিক্ষেপ করছিলেন না, আমি আল্লাহ নিজেই নিক্ষেপ করছিলাম। -সূরা আনফাল:১৭

বদরের শিক্ষা

আল্লাহ তাআলা বদরের মাটিকে এটম বোমে পরিণত করে বদর প্রান্তরের সমস্ত কাফেরকে পরাজিত করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি, মুসলমানদের হাতে এখন কিছু নাই। তার মানে কি, মাটিও তাদের কাছে নাই? যদি আল্লাহ্‌ থাকেন। আর আল্লাহ্‌র বড়ত্বের অনুভূতি আমাদের হৃদয়ে থাকে। তাহলে মুসলমানরা মাটি দিয়েই এটম বোমের কাজ নিতে পারবে। পানি দিয়ে পারবে, গাছ দিয়ে পারবে, চাঁদ দিয়ে পারবে, সূর্য দিয়ে পারবে। মুসলমান কেন আজ লাঞ্ছিত হচ্ছে? তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাতের সাথে সম্পর্ক ও আল্লাহ্‌র সাথে তাআল্লুকের আমরা সর্বনাশ করেছি। ধ্বংস করে দিয়েছি সব নিসবত। নিজের বুদ্ধির বলে আজ আমরা বিজয় পেতে চাই। নিজের অর্থের জোরে আজ আমরা বিজয়ী হতে চাই। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক আমরা রাখতে চাই না। অথচ আল্লাহ্‌র সাথে যে ব্যক্তি সম্পর্ক কায়েম করেছে, সে একাই এক দেশকে জয় করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

মিথ্যা অজুহাতে ইসলামের ক্ষতি করা যাবে না

এ সমস্ত কথা বললে এক শ্রেণীর লোক প্রচার করে বেড়াবে যে, আমিনী সাহেব তালিবান হয়ে গেছেন। কী মুসিবত! আমরা তালিবান নই। আমরা সাম্প্রদায়িকও নই, কথিত মৌলবাদও নই। কিন্তু মৌলবাদের নামে, সাম্প্রদায়িকতার নামে এই দেশ থেকে ইসলামকে ধ্বংস করা যাবে না। আমাদের কাছে অস্ত্র নাই। কিন্তু ইসলামকে ধ্বংস করতে আসলে জীবন দিয়ে রুখে দাঁড়াব। রক্ত দিব, মাল দিব। সবকিছু দিয়ে আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীনকে জিন্দা রাখব। যে দ্বীনকে আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে জিন্দা রেখেছেন, উহুদে জিন্দা রেখেছেন, দান্দান মুবারক শহীদ করেছেন, তায়েফে পাথর খেয়েছেন। সে দ্বীনের জন্য আমাদের কিছুই করার নেই? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ে পাথরের আঘাত পড়লে আমি আলেম, পীর, আমি লিডার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার কে? তাঁর সামনে কী অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি

www.pathagar.com

তায়েফে মার খেতে পারেন, দ্বীনের জন্য জীবন দিতে, রক্ত দিতে পারেন? তাহ্‌লে আমরা বসে থাকার কে?

আমি ভবিষ্যদ্বানী করে যাচ্ছি- অদূর ভবিষ্যতে এই দেশে ইসলাম ছাড়া কিছুই চলবে না। সকলকে ইসলামের দিকে আসতে হবে। দেশের অস্তিত্ব বাঁচাতে হলে ইসলামের দিকেই আসতে হবে। শুধু মোল্লাদেরই নয়। আসতে হবে বিএনপি ওয়ালাদেরকেও, আওয়ামী লীগ ওয়ালাদেরকেও, জাতীয় পার্টিকেও। ইলেকশানের সময় যখন আসে আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন, অনেকের মাথায় টুপি থাকে, পট্টি থাকে, মসজিদে তারা নামায পড়তে চলে আসে। তখন সকলের কেন্দ্র হয় মসজিদ। তাহ্‌লে বুঝা গেল, এই দেশে ইসলাম ছাড়া টিকে থাকার কোন পথ খোলা নাই। বাস্তব সত্য এটাই যে, ইসলাম এদেশে আজ ফ্যাক্টর। আমাদের তালিবান বলুন, মৌলবাদী বলুন, সাম্প্রদায়িক বলুন আর মোল্লা বলে গালি দিন। মনে রাখবেন, ইসলাম কিন্তু এদেশে ফ্যাক্টর। ইসলাম ছাড়া ক্ষমতার স্বাদ আপনারা গ্রহণ করতে পারবেন না। অপর দিকে আমরা কিন্তু ইসলামকে ব্যবহার করে ক্ষমতা গ্রহণ করতে চাই না। আমরা চাই বাংলাদেশে ইসলামী নিযাম প্রতিষ্ঠিত হোক। কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত হোক, চুরি বন্ধ হোক, সন্ত্রাস বন্ধ হোক, দুর্নীতি বন্ধ হোক। সন্ত্রাস দুর্নীতি বন্ধ করতে হলে আল্লাহর আইন ছাড়া বিকল্প কোন ব্যবস্থা নাই।

কারাবন্দিত্বের কারণ

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد . পবিত্র কুরআনের প্রথম বিষয় হল, আল্লাহর যাত ও সিফাত নিয়ে আলোচনা। এ আলোচনা বুঝার তাওফীক আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দান করুন। কুরআনের ভিতর এ বিষয়টি এমনভাবে খুলে বয়ান করা হয়েছে যে, বান্দাহ যত পাপী হোক, যত গোনাহগার-ই হোক, আল্লাহর পরিচয় যখন সে পায় তখন সে আল্লাহর কাছেই ফিরে আসে।

এ সম্পর্কে একটি ঘটনা আপনাদেরকে আমি শোনাব। ঘটনাটি বর্ণনা করার জন্যই একটু পিছন থেকে বলতে হচ্ছে। বিগত সরকার আমাকে জেলে নিয়েছিল। চারমাস আমি জেলে ছিলাম। আমার অন্যায় কী ছিল? আমার অন্যায় ছিল এই যে, আমি বলেছিলাম ফতওয়াকে যারা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে, যারা বলে ফতওয়া দেয়া দণ্ডনীয় অপরাধ; দুই বিচারপতি বলেছিল ফতওয়া যে দিবে তাকে দণ্ড দেয়া হবে? আমি বলেছিলাম- যারা ফতওয়া দেয়াকে অপরাধ বলেছে, তারা মুরতাদ হয়ে গেছে। তাদের ফাঁসি দিতে হবে। এটাই ছিল আমার অপরাধ।

www.pathagar.com

অথচ লক্ষ্য করুন- আল্লাহ নিজেই ফতওয়া দিয়েছেন। কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেন- قل الله يفتيكم (বলুন! আল্লাহ তাআলা তোমাদের ফতওয়া দিচ্ছেন) ত্রিশপারা কুরআন শরীফ হল, আল্লাহর ফতওয়া। যদি ফতওয়া অপরাধ হয় তাহলে প্রথম অপরাধী কে? নাউযুবিল্লাহ! আর কুরআন কি হবে? নিষিদ্ধ।

আমি পরিস্কার ভাষায় বলতে চাই, বাংলাদেশের যে কোন ব্যক্তি হোক, বিচারপতি হোক, প্রধান বিচারপতি, রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হোক, তার কি অধিকার আছে যে, সে আল্লাহর আইন, আল্লাহর বিচার, ফতওয়াকে নিষিদ্ধ করতে পারে? আমি কুরআন শরীফের হাফেয। বড় কষ্ট করে হেফয করেছি। দাওরায়ে হাদীস থেকে ফারেগ হওয়ার পর হেফয করেছি। অপরদিকে সংসদে যাওয়ার সুবাদেই আমাকে সংবিধান বার বার পড়তে হয়। তাই এটিও আমার মুখস্থের মতই হয়ে গেছে। আমার ব্রিফকেসে সবসময় সংবিধানের একটা কপি থাকে। যখন সংসদে যাই সংবিধানটা নিয়ে যাই। এই সংবিধানেরই অষ্টম ধারায় লেখা আছে, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হবে রাষ্ট্রের সমস্ত কার্যক্রমের ভিত্তি। 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' আমাদের সংবিধানের অংশ হলে কুরআনের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হওয়া প্রয়োজন আছে কিনা? তাই এদেশের সংবিধান অনুযায়ী কোন রাষ্ট্র প্রধান, কোন প্রধানমন্ত্রী, এমনকি কোন বিচারপতিও কুরআনের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না। এটা সংবিধানে বর্ণিত ধারারই দাবি।

আমি বাংলাদেশের সংবিধানের সেই দাবির কথাটাই বলেছি। আমার কি অন্যায় ছিল? কিন্তু আমাকে দীর্ঘ চারমাস জেলে আটক রেখে অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন করা হয়েছে। আর যারা আল্লাহর রায়ের বিরুদ্ধে রায় দিল তাদের পদোন্নতি দেয়া হল। আল্লাহ সবকিছু দেখেন। যারা আমার পক্ষে, কুরআনের পক্ষে ছিলেন, তাদের জেলে ঢুকিয়েছ। আর যারা আমার বিরুদ্ধে কুরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাদেরকে ক্ষমতায় উঠিয়েছ। কাজেই তোমার ক্ষমতাও থাকবে না। তোমার ক্ষমতা শেষ করলাম। আর যারা আমার পক্ষে ছিল তাদের ক্ষমতায় উঠালাম। বলুন আমীন!

ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قل اللهم ملك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير . إنك على كل شئ قدير .

[বলুন, হে আল্লাহ! রাষ্ট্রের মালিক। যাকে ইচ্ছা আপনি রাজত্ব দান করেন, যার নিকট থেকে ইচ্ছা হয় রাজত্ব ছিনিয়ে নেন এবং যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা হয় অপমানিত করেন। আপনার হাতেই ক্ষমতা। নিশ্চয়ই আপনি সকল বিষয়ে শক্তিমান। -সূরা আল ইমরান:২৬]

ক্ষমতা কার হাতে? ক্ষমতা আল্লাহর হাতে। আল্লাহ কখন কাকে ক্ষমতায় বসান আর কখন কাকে ক্ষমতা থেকে টেনে নামান, মানুষ তার কিছুই বলতে পারবে না।

কাউকে ক্ষমতা দিলেই মনে করা যাবে না যে, আল্লাহ তার প্রতি খুশি। ফেরাউনকেও আল্লাহ ক্ষমতায় বসিয়েছেন, নমরূদকে বসিয়েছেন। আল্লাহ কি তাদের প্রতি খুশী ছিলেন? আবার হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ক্ষমতায় বসিয়েছেন, হযরত দাউদ (আ.)-কে বসিয়েছেন, হযরত সুলায়মান (আ.) কে বসিয়েছেন। আল্লাহ তাঁদের প্রতি খুশি ছিলেন। অতএব মনে রাখতে হবে, আল্লাহ ভাল মানুষকেও ক্ষমতা দান করেন, খারাপ মানুষকেও ক্ষমতায় বসান। ক্ষমতা পাওয়া না পাওয়াটা ভাল মন্দের মাপকাঠি নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বোঝার তাওফীক দান করুন।

যাহোক আমাকে কেন, কিভাবে জেলে নিয়েছিল, সেখানে কিভাবে কেটেছে, সে ইতিহাস বয়ান করলে কয়েক দিন চলে যাবে। এখানে সেটা আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্যও নয়। আমাকে যখন প্রথম জেলে নিয়ে যায় তখন রমনা থানার বাথরুমে আমাকে চব্বিশ ঘন্টা আটকে রেখেছে। চব্বিশ ঘন্টা আমি পায়খানার ভিতর ছিলাম। কিন্তু হিম্মত হারাই নাই। মনে মনে কেবল বলেছি, হে আল্লাহ! তোমার জন্য জেলে আছি। কুরআনের পক্ষে, ফতওয়ার পক্ষে কথা বলে জেলে আছি। আল্লাহ! তুমি যদি খুশি থাক আমার কোন সমস্যা নাই। তারপর জেলখানায় নিয়ে গেল।

জেলখানার ঘটনা! আল্লাহর পরিচয়ের প্রভাব

জেলখানায় নিয়ে আমাকে এমন জায়গায় রাখা হল, যেখানে বড় বড় গুণ্ডারা থাকে, সন্ত্রাসীরা থাকে। তারা এখনো ওখানে আছে। নাম বললে চিনবেন, নাম বলব না। বাংলাদেশের তিন চারজন সেরা সন্ত্রাসী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। এদের সাথে আমাকে ঢুকিয়ে রেখেছে। আমি তো আর তাদের চিনতাম না, তারা এসে আমাকে সালাম দিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা কে, কি তোমাদের পরিচয়? তারা নিজ নিজ পরিচয় দিয়ে বলল- আমার নাম এই, আমার নাম এই। এরপর তারা আমাকে বলল- হুযূর! এসেছেন, খুব ভাল হয়েছে। আমি বললাম- তোমরা খুশি হচ্ছ কেন? বলল- হুযূর! আপনার নাম

www.pathagar.com

অনেক শুনেছি। আপনাকে জীবনে দেখার সুযোগ হত না। তাই আপনাকে দেখতে পারলাম বলেই খুশি হয়েছি। জেল পুলিশ সকাল আটটার পর আমার অন্ধকার সেলের লকাব খুলে দিল। সামনে একটা বারান্দা আছে। সেখানে বসা যায়। আমরা তিন চারজন সেখানে বসলাম। নাস্তা নিয়ে আসল। আমাকে দিল ডাল আর তন্দুর রুটি। আর ওদেরকে দিল ডিম মামলেট, পরাটা, ঘি, সুজি। তারা বলল- হুযূর! আপনি যতদিন এখানে আছেন, আমাদের সাথে নাস্তা করবেন। একদিন এরা তিনজন আমাকে বলল- হুযূর! আপনি আজকে আমাদের তাফসীর শুনাবেন। আমরা কুরআনের তাফসীর শুনব। আমি বললাম- তোমরা চারজন মানুষ মাত্র! ইতিপূর্বে এত কম মানুষের সামনে আর কখনও আমি তাফসীর করি নাই।

যাহোক, ভাবলাম। সময় অনেক, এভাবেই কাটাতে হবে। তিনজন হোক, চারজন হোক, যখন আগ্রহ নিয়ে এরা তাফসীর শুনতে চায়, শুনিয়ে দেয়াতে মন্দ কি? তাই কুরআনের সূরায়ে মারয়ামের এক রুকু তিলাওয়াত করলাম। এরপর চারজনের সামনে দীর্ঘ দুই ঘন্টা তাফসীর করলাম। বিশ্বাস করুন, তাফসীরের মাঝে মাঝে আমি লক্ষ্য করলাম চারও জনের চোখ দিয়ে ছলছলিয়ে পানি ঝরছে। এতে বুঝা গেল, পাপীও যখন আল্লাহর পরিচয় পায় তখন তার মন নরম হয়ে যায়। সেও আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে চায়।

আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি

সূরায়ে মারয়ামে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كهيعص . ذكر رحمت ربك عبده زكريا . إذ نادى ربه نداء خفيا . قال رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا . وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت إمرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا . يرثنى ويرث من أل يعقوب . وجعله رب رضيا .

['কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ। এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দাহ যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহ্বান করেছিল নিভৃতে। সে বলল, হে আমার পালনকর্তা আমার অস্থি বয়স ভারাবনত হয়েছে, বার্ধ্যক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে। হে আমার পালনকর্তা! তোমাকে ডেকে আমি কখনও বিফল মনোরথ হইনি। আমি ভয় করি আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই তুমি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দাও। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং ইয়াকুব বংশের। হে আমার পালনকর্তা তাঁকে কর সন্তোষজনক।'-সূরা মারইয়াম:১৬]

www.pathagar.com

এই সূরায় আল্লাহ তাআলা কিভাবে তার বান্দাহর প্রতি দয়া করেন সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আল্লাহর দয়া পেতে চাইলে কিভাবে পেতে পারেন? শুনুন! হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর বয়স যখন একশত দশ। তাঁর স্ত্রীর বয়স আশি। উভয়ে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আর মজার কথা হল, ইতিপূর্বে তার স্ত্রীর ঘরে কোন সন্তানও হয় নাই। এই বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহর কাছে তিনি প্রার্থনা করেন। কি প্রার্থনা করেন?

اذ نادى ربه نداء خفيا [চুপে চুপে আল্লাহকে বলেন] قال رب انى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا و لم اكن بدعائك رب شقيا . [হে আল্লাহ! আমার চুল পেকে গেছে। আমার হাড্ডিগুলো নরম হয়ে গেছে। ....] নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অপারগতা প্রকাশ করে দুয়া করতে হয়। আজকে আমরা দুআ করতে জানিনা। আমাদের দুআ হয় টেলিভিশন মার্কা দুআ। আমাদের দুআয় অন্তর থাকে না। হযরত যাকারিয়া (আ.)-এর দুআয় সাড়া দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- يزكريا انا نبشرك بغلم ن اسمه يحي. [হে যাকারিয়া! তোমাকে আমি একটা ছেলে দিব। তার নাম হবে ইয়াহইয়া।] আল্লাহ পাক দুআ কবূল করেছেন। কান্নাকাটি এইভাবে করতে হবে, যাতে আল্লাহ শোনেন। টেলিভিশন মার্কা দুআ আল্লাহ শুনবেন না। আল্লাহ পাক তো বান্দাহ সৃষ্টি করেছেন, ক্ষমা করার জন্যই। আর এ জন্য আল্লাহর পরিচয় লাগবে। আল্লাহর পরিচয় অর্জিত হলে কোন পীরকে মানুষ সিজদা করবে না। মাযারকে সিজদা করবে না। আল্লাহকেই কেবল সিজদা করবে। আজকে আল্লাহর পরিচয় জানা নেই বলেই পীরকে সিজদা করা হচ্ছে। মাযারকে সিজদা করা হচ্ছে। হযরত যাকারিয়া (আ.) বলেন-

قال رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا . [হে আল্লাহ! কেমন করে আমার ছেলে হবে? আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি? আমার স্ত্রীতো বন্ধ্যা?] আল্লাহ বলেন- চাওয়ার সময় খবর ছিল না? وقد خلقتك من قبل و لم تك شيئا . [তুমি তো কিছুই ছিলে না, তোমাকে আমি সৃষ্টি করেছি।] আর এখন তুমি আছ, তোমার স্ত্রীও আছে। তোমাদের থেকেই একজনকে সৃষ্টি করে দিতে কী অসুবিধা? আল্লাহর রহমত চাওয়ার মত চাইলে পাওয়া যায়।

জেলখানায় আমি তাদের বললাম- দেখ! আল্লাহ পাক এক বৃদ্ধকে সন্তান দিয়েছেন। তোমরা আসামী, তোমরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। বন্দীদশা থেকে হয়ত আর কোনদিন ছাড়া পাবে না। কিন্তু আরো একটা জেল আছে।

www.pathagar.com

সেটি হল আল্লাহর জেল। তোমরা যদি দুআ কর, কান্নাকাটি কর, তাহলে হয়ত সে জেল থেকে ক্ষমা পেতে পার।

কুরআনে গুরুত্বের সঙ্গে যে জিনিষটি বয়ান করা হয়েছে, তা হচ্ছে আল্লাহর পরিচয়। মুসলমান যদি আল্লাহর পরিচয় নিজের ভিতর আনতে পারে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে পারে তাহলে মুসলমানের কাজ হবে, উপকার হবে। আর আল্লাহর পরিচয় ভুলে গিয়ে মুসলমানের কোন ফায়দা হবে না। আল্লাহর পরিচয় লাভের জন্য মুসলমানের প্রয়োজন হল কুরআন শরীফ পাঠের।

আজ পৃথিবী অনেক উন্নত হয়েছে। মানুষ আকাশে উঠেছে। কিছুদিন পূর্বে আমি কাতারে ছিলাম। আমাকে নিয়ে অনেক চিত্ত্বাকর্ষক জিনিষ তারা দেখিয়েছে। সাগরের অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিয়েছে। আমি বললাম- এসব দৃশ্য দেখার আমার দরকার নাই। মুসলমানরা দুনিয়ার বস্তুর পিছনে পড়ে আসল জিনিষ ভুলতে বসেছে, পতনের পথে ধাবিত হচ্ছে। মুসলমানের কুরআন আঁকড়ে ধরতে হবে। কুরআন পড়তে হবে। কুরআনের দিকে আসতে হবে। কুরআন বুঝতে হবে। কুরআনকে সংবিধান বানাতে হবে।

কুরআনের দ্বিতীয় বিষয়ঃ আল্লাহর আইন

কুরআনের দ্বিতীয় বিষয়টা হল, আহকাম বা আইন। আজকের বাংলাদেশে কি কুরআনের আইন চালু আছে? কুরআনের আইনের উপর যে পর্যন্ত এদেশে প্রতিষ্ঠিত না হবে, শান্তি আসবে না। কুরআনী আইনের ধারাগুলো কি? এগুলো একটা একটা করে বলতে থাকলে সারারাত চলে যাবে। সে ব্যাখ্যায় যাওয়ার সুযোগ এখানে নেই। আমি প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করে বলছি- বর্তমান আদালত দিয়ে, প্রচলিত আইন দিয়ে দেশে শান্তি আসে নাই, শান্তি আসতেও পারে না। আল্লাহর আইন জারী করতে না পারলে সুবিচার পাওয়া যাবে না। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেছেন। বর্তমান আদালতে যদি বিচার প্রার্থী হন, তাহলে তিনটা জিনিষের দরকার। একটা হল, আপনার কাছে কারূনের মত সম্পদ আছে কিনা? কারূনের মত সম্পদ থাকলে কেইস করা যায়। কেননা, নীচ থেকে উপর পর্যন্ত সব জায়গায় বখশিস দিতে হবে। বখশিস ছাড়া বিচার আসবে না। আর ইসলামী বিচার ব্যবস্থা হলে আদালতের ফি পর্যন্ত লাগবে না। বখশিস তো দূরের কথা। এই বখশিস দিতে দিতে মানুষ সম্পত্তি পর্যন্ত বিক্রয় করে দেয়। স্ত্রীর স্বর্ণের হার অলংকার বিক্রয় করে দেয়। সবকিছু বিক্রয় করার পরও দেখা যায়, কাজ হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত আপনি যদি বিচার পেতে চান তাহলে হযরত নূহ (আ.)-এর মত আপনার বয়স লাগবে। কারণ, একটা কেইস আদালতে গেলে

www.pathagar.com

তার শোনানী শেশে ফায়সালা আসতে পঞ্চাশ বছরও লেগে যেতে পারে। অল্প বয়স নিয়ে এই কেইসের নিষ্পত্তি দেখে যাওয়ার ভাগ্য আপনার হবে না। তৃতীয় জিনিষ হচ্ছে, আপনার ধৈর্য লাগবে হযরত আইয়ূব (আ.)-এর মত। তারপরও কেমন বিচার হবে বলা যায় না। আপনি বিশ হাজার দাবী করে মুকদ্দমা দায়ের করলেন। বিশ বছর মামলা চলল। চল্লিশ হাজার টাকা খরচ হল। বিচারের রায়ে বলা হল- আপনি দশ হাজার টাকার সম্পত্তি পাবেন। এই রায়ে আপনার কী লাভ হল? এই জন্যই বলছি, যে পর্যন্ত ইসলামী বিচার ব্যবস্থা না হবে, সুবিচার পাওয়া যাবে না । এই ওয়াযটা এখন সকলের করা দরকার। আর সকলের শোনারও দরকার।

আল্লাহর আইন না মানার মর্ম কি?

আল্লাহ পাক বলেছেন- .ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون যারা আল্লাহর আইনে বিচার করবে না, তারা কাফের। তারা ফাসেক। তারা জালেম। -সূরা মায়েদা:৪৪ প্রচলিত আদালতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইন নাই। যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইন প্রতিষ্ঠিত না হবে, সে পর্যন্ত দেশে শান্তি আসতে পারে না। কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم [আল্লাহ তাআলা কসম খেয়ে বলেছেন- যে পর্যন্ত তোমরা আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক না মানবে, তোমরা মুমিন হতে পারবে না। -সূরা নিসা:৬৫] এখন যদি ইসলামী আইন অনুযায়ী বিচার না হয় তাহলে তো আমরা মুসলমানই থাকি না।

একটা হাদীস শুনুন। হাদীসটি এই আয়াতেরই প্রেক্ষিতে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন ইহুদী আর একজন মুনাফেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিচার নিয়ে এল। প্রকৃতপক্ষে এই বিবাদি ইহুদী হকের উপর ছিল। মুনাফেক ছিল মিথ্যার উপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব শুনে রায় দিয়ে দিলেন ইহুদীর পক্ষে। মুনাফেক সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ইহুদীকে নিয়ে গেল হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে। মুনাফেক হযরত ওমর (রা.)-কে বলল- আপনি আমাদের মাঝে বিবাদের মীমাংসা করে দিন। এ সময় হযরত ওমর (রা.)-কে ইহুদী বলল- হুযূর! এই বিচারতো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে দিয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) একথা শোনে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি কি বিচার করেছেন? ইহুদী

www.pathagar.com

বলল- তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন। হযরত ওমর ফারুক (রা.) বললেন- দাঁড়াও একটু, আমি ভিতর থেকে আসছি। কিছুক্ষণের মাঝেই তিনি ঘর থেকে একটা তরবারী নিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং মুনাফেককে বললেন- তুমি আমার সামনে আস। ইহুদীকে বললেন- তুমি একটু দূরে সরে যাও। হযরত ওমর ফারুক (রা.) তরবারী দিয়ে মুনাফেকের দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে বললেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচার মানে না। তার বিচার আমার নিকট এমনই হয়ে থাকে।

এই ঘটনায় অন্যান্য মুনাফেকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই মর্মে নালিশ করল যে, হযরত ওমর (রা.) আমাদের একজন মুসলমানকে হত্যা করে ফেলেছেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন- فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক না মানলে সে মুমিন থাকে না। মুনাফেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারপতি মানে নাই, তাই সে মুমিন হতে পারে নাই। তাকে কতল করা সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা.)-এর উপর কোন কিসাস আসে নাই। যাহোক কুরআনের আইন সব স্তরেই আছে। ইবাদতে যেমন আছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় তেমন আছে।

ইসলামী আইন না থাকার সমস্যা

বর্তমানে আমি একজন এম,পি। আমি জানি সরকার থেকে কত টাকা, কত কোটি টাকা এমপিরা পেয়ে থাকেন। এমপিরা কিভাবে নেন, মন্ত্রীরা কিভাবে নেন। সব আমার জানা আছে। আমার বিশ টন গম আপনাকে আমি দিলাম। দেয়ার সময় কানে কানে বলে দিলাম, যদি দশ টনের দাম আমাকে না দিয়ে যাও তাহলে বিশ টন পাবে না। এই যে, দশ টনের দাম নেয়া হল, এটা ধরবে কে? ইসলামী আইন ছাড়া ধরার কোন উপায় নাই।

হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর একটি ঘটনা শুনুন। সমাজকে বুঝান যে, আজ কেন ইসলামী আইনের প্রয়োজন। মসজিদকে সাথে রেখেই আজ আল্লাহ ওয়ালাদের ক্ষমতার মসনদে বসতে হবে। আলেম উলামাদের রাজনীতিতে আসতে হবে। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত হলে এ পৃথিবীতে শান্তি আসবে, নইলে শান্তি আসবে না।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) এক জঙ্গলে গেলেন। সেখানে যাওয়ার পর এক রাখালকে ডেকে তিনি বললেন- বাবা! আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে। পান করার জন্য একটু দুধ দাও। রাখাল বলল- আমি বকরির মালিক নই। দুধ দিতে পারব

www.pathagar.com

না। হযরত ওমর (রা.) পরীক্ষাটা করার জন্য তাকে বললেন- এক কাজ কর! একটি বকরি আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। বিক্রয় করলে আমি বকরির মালিক হয়ে যাব। তখন আমি দুধও পান করতে পারব, গোস্তও খেতে পারব। আর তোমাকে যখন মালিক জিজ্ঞাসা করবে- বকরিটা কি হয়েছে? জবাবে বলবে যে, আসার সময় বাঘে খেয়ে ফেলেছে। তখন রাখাল বলল- يا ابن الملك [তুমি তো মনে হয়, কোন বাদশাহর ছেলে] فاين الله তাহলে আল্লাহ কোথায়? আমার মালিক দেখছেন না তো কি হয়েছে? আল্লাহ তো দেখছেন। এ সময় হযরত ওমর (রা.) রাখালকে বললেন- তুমি কি জান! আমি কে? রাখাল জিজ্ঞাসা করল, কে আপনি? তিনি বললেন- আমি ওমর। তিনি আরো বললেন- তোমার মত লোক যতদিন আমার রাষ্ট্রে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমার রাষ্ট্রে কোন দূর্নীতি হবে না। বর্তমান সরকারকে আমি বলেছি, রাষ্ট্রীয় দূর্নীতি বন্ধ করতে হলে- এই ধরনের লোকজনকে সচিবালয়ে চাকুরীতে পাঠাতে হবে। আল্লাহকে ভয় করে এমন লোককে না বসালে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা পাবে না।

তৃতীয় বিষয় ঃ আল্লাহর আইন মানা আর না মানার ফল

কুরআনের প্রথম বিষয় আল্লাহর পরিচয়, দ্বিতীয় বিষয় হল কুরআনের আইন। এবার তৃতীয় বিষয়টা বলেই আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। কুরআনের তৃতীয় বিষয় হল, আল্লাহর আইন মানা ও না মানার ক্ষতি লাভ। অতীতে দেখা গেছে, আল্লাহর আইন যারা মেনেছে, তাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন। আর যারা তাঁর আইন অমান্য করেছে তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিয়েছেন। জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এমন বহু ঘটনা আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে বয়ান করেছেন। যারা আল্লাহর নবীকে মানে নাই, তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দিয়েছেন। আর যারা আল্লাহর নবীকে মেনেছেন, তাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন। মূলত মানুষ যখন আল্লাহর আইনকে মানবে, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক কায়েম করবে তখন তার মধ্যে এমন একটি শক্তির জন্ম হবে যে, দুনিয়ার কোন শক্তি তার সামনে টিকতে পারবে না।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ঘটনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وتفقد الطير فقال مالى لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين . ٠سورة النمل:٢٠

আল্লাহ হযরত সুলায়মান (আ.)-কে এতবড় রাজত্ব দিয়েছিলেন যে, বর্তমান বিশ্বে এতবড় রাজত্ব কারো নেই। আমেরিকাতে আছে হোয়াইট হাউজ, আর

www.pathagar.com

হযরত সুলাইয়মান (আ.)-এর সিংহাসন ছিল উড়ন্ত বাতাসে। এক সেকেন্ডে এক মাসের দূরত্বে চলে যেতেন তিনি। হযরত সুলায়মান (আ.) একবার সিংহাসনে আরোহণ করে আকাশে চলছেন। তাঁর সিংহাসনে মানুষ বসা আছে, পশু বসা আছে, পাখি আছে, সবকিছুই থাকত তাঁর চর্তুঃপাশে। একদিন তিনি দেখেন তাঁর সিংহাসনের একটি আসন খালি। وتفقد الطير এই আসনে যে পাখিটা বসত সে নাই। পাখিটির নাম হুদ্‌হুদ। হযরত সুলাইমান (আ.) বললেন- مالی لا اری الهدهد কি হল হুদ্‌হুদ পাখিটাকে দেখা যাচ্ছে না কেন? আমার অনুমতি ছাড়া সে কোথায় গেল? যদি উপযুক্ত কারণ সে দর্শাতে না পারে, তাহলে لاعذبنه عذابا شديدا [আমি তাকে কঠোর শাস্তি দিব] না হয় তাকে জবাই করে ফেলব। এ শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে তাকে অবশ্যই যৌক্তিক কারণ দর্শাতে হবে। فمكث غير بعيد একটু পরেই পাখিটি এসে উপস্থিত হয়ে বলল- جئتك من سبأ بنبأ يقين [আমি সাবা নামক একটি দেশে গিয়েছিলাম একটা সত্য খবর নিয়ে এসেছি।] হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন- কোথায় গিয়েছিলে? হুদহুদ বলল- ইয়ামানে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম انی وجدت امراة تملكهم واوتيت من كل شئ ولها عرش عظيم . [একটি মেয়ে লোক তাদের রাজত্ব করছে আর বিরাট সিংহাসন নিয়ে সে বসে আছে] হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন- শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য এই কথা বলছ নাকি! ستنظر اصدقت ام كنت من الكاذبين [আমি দেখব, তুমি সত্য বলছ নাকি মিথ্যা বলছ?] اذهب بكتبي هذا فالقه اليهم [আমার এই চিঠিটা নিয়ে যাও এবং তার কাছে পৌঁছে দাও।] হুদহুদ পাখি মুখে করে হযরত সুলায়মান (আ.)-এর চিঠি নিয়ে রানী বিলকিসের সিংহাসনের উপর রেখে আসল। যেখানে সে শুয়েছিল এবং প্রায় ছয় লক্ষ সৈন্য তাকে পাহারা দিচ্ছিল। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর চিঠি পেয়ে বিলকিস বলল- ياايها الملؤا انی القی الی كتاب كريم [হে আমার মন্ত্রীবর্গ! আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ একটা চিঠি এসেছে।] সেই চিঠিটা হল- إنه من سليمن وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . ألاتعلوا على واتونى مسلمين . হযরত সুলায়মানের পক্ষ থেকে। 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম'। আল্লাহ্ তাআলার নামে যিনি অতিশয় দয়ালু, পরম করুণাময়। আমার বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন করো না। বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।'

সংবিধানের বিসমিল্লাহ অক্ষুণ্ন রাখতে হবে

আমি জিজ্ঞাসা করি, বাংলাদেশের সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' আছে। এই 'বিসমিল্লাহ' কি থাকবে, নাকি উঠিয়ে দেয়া হবে? যদি কেউ সংবিধান থেকে

www.pathagar.com

'বিসমিল্লাহ' উঠিয়ে দিতে চায় আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, সংবিধানে এই বিসমিল্লাহকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রয়োজনে আমরা জান দিতে প্রস্তুত আছি। সংবিধানে যে ভাল জিনিষগুলো আছে, সেগুলো আর কেউ মুছে দিতে পারবে না। সংবিধানে আছে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস-এর কথা, সংবিধানে আছে 'বিস্‌মিল্লাহহির রাহ্‌মানির রাহীম' সংবিধানের দ্বিতীয় ধারা ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম। এই যে ভাল ধারাগুলো আছে, এগুলো মুছে ফেলতে দেয়া হবে না। যারা মুছে দিতে চায়, বাংলাদেশে তাদের ক্ষমতায় আসতে দেয়া হবে না।

হযরত সুলায়মান (আ.) এর চিঠির পরবর্তী অংশটি হল- ألا تعلوا واتوني مسلمين . [আমার অনুগত হয়ে চলে এসো, বাহাদুরী করো না।] হযরত সুলায়মান (আ.)-এর চিঠি পেয়ে বিলকিস তার সেনা বাহিনীকে ডেকে বলল- তোমরাই বল এই পরিস্থিতিতে কি করা যায়? সেনা বাহিনী বলল- نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد [আমরা মহাশক্তিশালী] আপনি অর্ডার দিলে সুলায়মান (আ.)-কে এক মিনিটে শেষ করে দিতে পারি।

প্রসঙ্গত বলতে হয়, আজ মুসলমানকে ধ্বংস করার জন্য পৃথিবীতে সি, আই-এর চৌকি, আন্তর্জাতিক বাহিনীর নামে কুফরী শক্তির সেনা চৌকি বসানো হচ্ছে, সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন কোন পরাশক্তিই থাকবে না। সি, আই, এ থাকবে না। কোন কুফুরি শক্তি থাকবে না। মুসলমান আছে। মুসলমান থাকবে। মুসলমানদের ওরা শেষ করতে পারে নাই। পারবেও না। ভয়ের কোন কারণ নেই। আল্লাহ আমাদের হিম্মত দান করুন। প্রকৃত মুসলমান হওয়ার তাওফীক দিন।

[যারা হক বলছে তারা বিড়াল শৃগাল হতে পারে না, জীবন দিতে পারে, মাথা নত করতে পারে না।]

বাংলাদেশের চৌদ্দ কোটি মুসলমান ইসলাম প্রিয়, মসজিদ প্রিয়, আলেম প্রিয়, মাদ্রাসা প্রিয়। এই দেশ থেকে যারা আলেম-উলামা, মসজিদ-মাদ্রাসা খতম করতে চায়, আমি শপথ করে বলছি, তারাই খতম হয়ে যাবে। যারা আমাদের ফাঁসি দিতে চায়, তাদেরই ফাঁসি হয়ে যাবে। তারা টেরও পাবে না।

উল্টা শক্তির একটি গল্প

একটি গল্প শুনুন। এক বাদশাহ্ বিচার করতে বসেছে। মোকাদ্দমা হল এক চোর চুরি করতে গিয়ে দেয়াল ধসে মারা যায়। চোরের আত্মীয়-স্বজন বাদশাহর দরবারে নালিশ পেশ করল। আমার ভাই চুরি করতে গিয়েছিল। দেয়াল ভেঙ্গে

www.pathagar.com

মারা গেছে। এর বিচার চাই। বাদশাহ দেয়াল ওয়ালাকে ডেকে বলল- তোমার দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে চোর মরল কেন? সে বলল- জাঁহাপনা! আমার কোন দোষ নেই। দেয়াল বানিয়েছে মিস্ত্রি। আমি তো তাকে ইট, বালু, সিমেন্ট দিয়েছি। বাদশাহ বলল- যাও তুমি খালাস। মিস্ত্রিকে ডাক। মিস্ত্রিকে ডাকা হল। বাদশাহ মিস্ত্রিকে বলল, তুমি কেমন দেয়াল বানালে যে, চোর তার নিচে চাপা পড়ে মারা গেল? মিস্ত্রি বলল- জাঁহাপনা! আমার কোন দোষ নেই। যারা আমার যোগালী ছিল, তারা হয়ত মশলায় পানি বেশী দিয়েছে। সে কারণে দেয়াল দূর্বল হওয়ায় তা ভেঙ্গে পড়েছে। বাদশাহ বলল- যাও তুমিও খালাস। যোগালীকে ডাক। যোগালীকে ডাকা হল। বাদশাহ তাকে বলল, কি ব্যাপার তুমি মশলা বানাতে গিয়ে পানি বেশী দিয়েছ, তাই দেয়াল দূর্বল হয়েছে। আর সেই দেয়ালের নীচে চাপা পরে চোর মারা গিয়েছে। যোগালী বলল- জাঁহাপনা! আমার কোন দোষ নেই। আমি যখন পানি ঢালছিলাম, তখন একটা হাতি দৌড়ে আসছিল। ভয়ে আমি বালতির পানি পুরাটাই ঢেলে দিয়েছিলাম। বাদশাহ বলল- যাও তুমিও খালাস। এবার হাতি ওয়ালাকে ডাক। হাতি ওয়ালাকে ডাকা হল। বাদশাহ তাকে বলল, তুমি এমনভাবে হাতি নিয়ে যাচ্ছিলে যে, তোমার হাতির কারণে মশলায় পানি বেশী পড়ল, মশলা নরম হয়ে গেল। ফলে দেয়াল ভেঙ্গে গিয়ে চোর মারা গেল। হাতির মালিক বলল- জাঁহাপনা! দোষ আমার নয়। আমি যখন হাতি নিয়ে বের হয়েছি তখন একটা মেয়ে অলংকার পরিধান করে রাস্তায় বের হয়েছিল। অলংকারের ঝন্ঝন আওয়ায শুনে হাতি অস্থির হয়ে দৌড় দিয়েছিল। আমি হাতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি নাই। বাদশাহ বলল- যাও, তুমিও খালাস। মহিলাকে ডাক। মহিলাকে ডাকা হল। বাদশাহ বলল- তুমি অলংকার পরে বের হয়েছিলে, তোমার অলংকারের ঝন্ঝন আওয়ায শুনে হাতি দৌড় দিয়েছিল। মালিক হাতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে নাই। সে কারণে যোগালী পানি বেশী ঢেলে দিয়েছে। দেয়াল দূর্বল হয়েছে। ওই দেয়ালের নীচে চাপা পড়ে চোর মারা গেছে। তাই তুমি দোষী। মহিলা বলল- জাঁহাপনা! আমার কোন দোষ নেই। আমি অলংকার বানিয়েছি স্বর্ণকারের কাছে। সে কিভাবে যে কি করেছে! আমি তার কিছুই জানি না। বাদশাহ বলল- যাও তুমিও খালাস। এবার স্বর্ণকারকে ডাক। স্বর্ণকারকে ডেকে আনা হল। বাদশাহ তাকে বলল- হে স্বর্ণকার! তুমি কিভাবে অলংকার বানিয়েছ, সবকিছু চূরমার হল, চোরও মারা পড়ল। এর জন্য তুমিই দোষী। স্বর্ণকার আর কোন উত্তর দিতে পারল না। বাদশাহ বলল- অপরাধী ধরা পড়েছে। একেই ফাঁসি দাও।

www.pathagar.com

ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হল স্বর্ণকারকে। ফাঁসির একটা রশি থাকে। রশিরও একটা নির্দিষ্ট মাপ থাকে। স্বর্ণকারের গলা এত চিকন যে, রশি তার গলায় ঠিকমত ফিট হচ্ছিল না। বাদশাহ্ বলল- এক কাজ কর। খুঁজে দেখ যার গলা মোটা তার গলায় রশি লাগাও। অনেক তালাশ করার পর গলা মোটা এক লোককে পাওয়া গেল। বাদশাহ্‌কে বলা হল, ঐ লোকের গলায় রশি ফিট হয়েছে। বাদশাহ্ বলল- একেই ফাঁসি দাও। বাদশাহ্‌কে বলা হল- এরতো কোন অন্যায় নেই? বাদশাহ বলল- রশি তো ফিট হয়েছে। সে লোকটি ছিল এক গুরুর শিষ্য। ইতিপূর্বে তার গুরু তাকে সে দেশে থাকতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ সে দেশে সব কিছুর মূল্যই এক সমান। দুধও এক টাকা, ঘিও এক টাকা, লবনও এক টাকা, সব এক টাকা। সব জিনিষ যেখানে একদরে বিক্রয় হয়, সেখানে কোন বিচার থাকতে পারে না। গুরু তাই শিষ্যকে সে দেশে থাকতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু শিষ্য সে নিষেধাজ্ঞা মানেনি। সে বলেছে আপনার মতের সাথে আমি একমত নই। আমি দেখছি এদেশে সবকিছুর দাম কম। আগে খাবার খেয়ে মোটা হই। কিন্তু মোটাতাজা হওয়ায় এখন বুঝে এসেছে যে, গুরু তাকে ঠিক কথাই বলেছিলেন।

আমরা যা বলি, ঠিকই বলি। সময় মত বুঝবেন। আলেম উলামারা যা বলেছিল ঠিকই বলেছিল। এখন তো গালি দেন। একদিন আমাদের পথে আসবেন। আল্লাহ্ পাক বোঝার তাওফীক দান করুন।

আপানারা হয়ত জানেন, যাকে ফাঁসি দেয়া হয় তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমার কোন আশা আকাঙ্খা আছে কিনা? তো ঐ শিষ্যকেও জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার শেষ কোন আশা আছে কি না? সে বলল আছে। আমার শেষ ইচ্ছা হল একবার আমার গুরুর সাথে দেখা করব। তাকে বলা হল, তুমি যেতে পারবে না। তবে তোমার গুরুকে ডেকে আনা হবে। তার গুরুকে ডেকে আনা হল। গুরু বললেন- শিষ্য তোমার কি হয়েছে? শিষ্য বলল- বেশী খেয়ে মোটাতাজা হয়ে গিয়েছি। এখন তো ফাঁসি দিচ্ছে। বাঁচার পথ বাতলে দিন। গুরু বলল- বাঁচার উপায় আছে। তুই কোন কথা বলবি না। ফাঁসির মঞ্চের দিকে যখন তোকে নিয়ে যাবে তখন তুই বলবি- আমি যাব। আর আমি বলব- আমি যাব। বাস এতটুকু মনে রাখবি। এদিকে ফাঁসি দেয়ার জন্য সবকিছু রেডি করা হল। শিষ্য ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাচ্ছে। তখনই গুরু বলে উঠলেন, ফাঁসির মঞ্চে আমি যাব। শিষ্য বলল- না আমি যাব। দু'জনের মধ্যে ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার জন্য যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। এদিকে এসব দৃশ্য বাদশাহ দেখছিল।

www.pathagar.com

ফাঁসির জন্য এরা এত লাফালাফি করে কেন? তার মনে প্রশ্ন সৃষ্টি হল। বাদশাহ গুরুকে জিজ্ঞাসা করল। ব্যাপার কি? গুরু বললেন- ফাঁসি আমাকেই দিতে হবে। অন্য কাউকে দেয়া যাবে না। বাদশাহ্ বলল- আরে ব্যাপারটা আমার কাছে খুলে বল। গুরু বললেন- না, বলা যাবে না। বললেও কানে কানে বলতে হবে। বাদশাহ্ বলল- ঠিক আছে, কানে কানেই বল। গুরু তখন কানে কানে বাদশাহ্‌কে বলল- এই সময়টা এমন এক সময় যে, যদি এসময়ে কেউ ফাঁসিতে যায় তাহলে সে সোজা স্বর্গে চলে যাবে। বাদশাহ্ তখন বলল- আমি তো কত মানুষ হত্যা করেছি। কত পাঁপ করেছি। আর এই সময় ফাঁসিতে ঝুললে স্বর্গে যাওয়ার সুযোগ পাব। তোমরা আমাকেই নিয়ে ফাঁসি দাও, অন্য কাউকেই নয়। শেষ পর্যন্ত ফাঁসি হয়ে গেল বাদশাহ্‌র।

বাদশাহ্ যাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে চেয়েছিল, সে বেঁচে গেল। আর নিজেই ফাঁসিতে ঝুলে গেল। আমি শপথ করে আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে বলতে পারি- যারা ইসলামকে, আলেম-উলামাকে ফাঁসিতে ঝুলাতে চায়, তারাই ফাঁসিতে ঝুলবে।

আজকাল কোর্ট কাচারীতে বিচার ব্যবস্থার হাল খুবই সূচনীয়। আইনের শাসন বলতে কিছু নেই। এদেশে যে সরকারই আসুক, বিচার ঠিকমত করতে পারবে না। তাই দেখা যায় যার ফাঁসি হওয়ার কথা নয়, ফাঁসি হয়ে যাচ্ছে তার। আর যার ফাঁসি হওয়া উচিত, সে বেঁচে যাচ্ছে।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে বিলকিস নরম হয়ে এসেছে। হযরত সুলায়মান (আ.)-এর কাছে আত্মসমর্পণের জন্য বিলকিস রওয়ানা হয়েছে। ঠিক এ সময় হযরত সুলায়মান (আ.) পরিষদকে ডেকে বললেন- يا ايها الملؤ ايكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين . [তোমাদের মধ্যে কে আছে, বিলকিসের সিংহাসন আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে বিলকিস আমার দরবারে আসার আগে?]

قال عفريت من الجن أنا اتيك به قبل أن يقوم من مقامك . [জ্বিনদের নেতা বলল, আপনার সভা ভাঙ্গার আগেই আমি আনতে পারি।] হযরত সুলায়মান (আ.) বললেন- তাহলে তো অনেক দেরী হয়ে যায়।

قال الذى عنده علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . [যার কাছে কিতাবের ইলম ছিল সে বলল, আমি আপনার চোখের পলকের ভিতর ইয়ামান থেকে বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসতে পারি।] হযরত সুলায়মান (আ.) চোখের পলকের মধ্যেই দেখেন বিলকিসের সিংহাসন তাঁর সামনে।

www.pathagar.com

এখানে ভেবে দেখার বিষয় হচ্ছে- ইলমে কিতাব এর অর্থ কি? তাফসীরের কিতাবে লিখা হয়েছে, ইলমে কিতবের অর্থ হল ইসমে আযম। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন- ইসমে আযম হল الله 'আল্লাহ' ধ্বনি। এই জন্যই বলছি- মুসলমানের হাতে কিছু নাই তো কি হয়েছে? 'আল্লাহ' তো আছেন। এই 'আল্লাহ' ধ্বনিকেই, আল্লাহ নামের এই শক্তিকেই যদি আমরা ধরে রাখতে পারি, তাহলে কোন শক্তির সামনে আমাদের মাথা নত করতে হবে না। আমাদেরকে আজ খাঁটি মুসলমান হতে হবে। কুরআনের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহর পথে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন!

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وأصحابه

اجمعين .

[অনুলিখনঃ মুহাম্মদ আবীদুল্লাহ]

www.pathagar.com

বান প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সংকল্প

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

محمد رسول الله والذين معه أشداء علي الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا . صدق الله العظيم . و صدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

হযরাত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত হাযিরানে মজলিস। এই ইসলামী সম্মেলনে আমার পূর্বে অনেক উলামায়ে কিরাম বয়ান করেছেন। আমি আপনাদের সামনে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমাদের সকলকেই আল্লাহ তাআলা কবূল করুন।

হিজরতঃ কঠিন সময়ে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা ছিল কঠিন সময়ে একটি কঠিন সিদ্ধান্ত। একদিকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মদীনায় হিজরতের! অন্যদিকে জন্মভূমি মক্কা এবং বায়তুল্লাহ ছেড়ে চলে যাওয়া। হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যথাতুর হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাস নিয়ে কাবা শরীফ দেখার আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু মক্কার কুরাইশ কাফের মুশরিকরা সে সুযোগটিও তাঁকে দিল না। উপরন্তু তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তাঁকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করে দেয়ার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। শেষ বারের মত মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাবা দেখার ইচ্ছাকে কাফেররা প্রত্যাখ্যান করল।

পিয়ারা নবী কাফেরদের অত্যাচারে মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। জন্মভূমি মক্কায় তাঁর ফিরে আসারও আর কোন সম্ভাবনা নেই। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আজকে তোমরা আমাকে বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশে বাধা দিচ্ছ। অথচ যেদিন আমার কাছে বায়তুল্লাহর চাবি চলে আসবে, সেদিনকার কথা কি তোমরা ভেবে দেখেছ? একথা তিনি সে সময় উচ্চারণ করছিলেন, যখন তিনি যুবক এবং একা নিঃসঙ্গ। তাঁর সাথে আর কেউ ছিল না। একথা শুনে উসমান ইবনে তালহা বলল- 'এটা অসম্ভব কথা'। অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় সে আরও বলল, যে নিজের জীবন বাঁচাতে সক্ষম নয় তার হাতে আবার বায়তুল্লাহর চাবি আসবে? একথা আমি বিশ্বাস করি না।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তৎকালীন সময়কার কাফের মুশরিকদের আচরণের ধরনটা ঠিক এমনই ছিল, যেমন বর্তমান বিশ্ব বিশ্বাস করে না যে, মুসলমানদের হাতে একদিন বিশ্ব ক্ষমতার বাগডোর আসবে। কিন্তু একথা অত্যন্ত বাস্তব সত্য যে, অচিরেই বাংলাদেশসহ এই বিশ্বে ইসলাম পন্থী তথা কুরআনের অনুসারীদের হাতে শাসন ক্ষমতা ফিরে আসবে, কেউ তা ঠেকাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

উসমান ইবনে তালহার এ কথা শুনে সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'নয়ন দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। ছয় বৎসরের ইতিহাস। করুণ ইতিহাস। যুদ্ধের ইতিহাস। এরই মাঝে সংগঠিত হল- বদরের যুদ্ধ, উহুদের যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ। চলল, কাফের আর মুনাফেকদের ষড়যন্ত্র। মদীনা দখলের ষড়যন্ত্র ইত্যাদি। শত বাধা বিপত্তি মদীনাতেও থেমে ছিল না।

সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে মক্কাভিমুখে মহানবী

কিন্তু আল্লাহ তাআলা আস্তে আস্তে পরিবেশ পাল্টে দিলেন। ক্রমেই কাফেররা দূর্বল হতে থাকল। যারা একদিন কল্পনাও করত না যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেন। তাদের সেই কল্পনার ফানুস চূরমার করে আজ তিনি মদীনায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে গেছেন। অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি আজ আর একা নন। প্রায় পনের শত সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে তিনি এগিয়ে চলছেন, মক্কা শরীফ যিয়ারত করার জন্য। কাফেররা সংবাদ পেল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় আসছেন। তাই তারা মরিয়া হয়ে উঠল। যে কোন মূল্যে তাঁর আগমন প্রতিহত করতে হবে। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনক্রমেই মক্কায় আসতে দেয়া হবে না। মহানবীকে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন পথে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক সংগ্রহ করে জমায়েত করল। বুখারী শরীফের বর্ণনানুযায়ী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের রণ প্রস্তুতির সংবাদ শুনে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন। এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি? হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কাফেররা আমাদেরকে কি করবে, না করবে তা আমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। এই

www.pathagar.com

মুহূর্তে আমাদের করণীয় হল যে, আমরা আমাদের মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে চলতে থাকব। কাফেররা যদি আমাদেরকে বাধা প্রদান করে তাহলে আমরা তা প্রতিরোধ করব। সিদ্ধান্ত হল পথ চলার। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথীদের নিয়ে মক্কার পথে এগিয়ে চলছেন। উদ্দেশ্য বায়তুল্লাহ যিয়ারত। এক সময় কাফেলা নিয়ে মক্কার সন্নিকটে উপস্থিত হলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেলাসহ মক্কার অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। এই হুদায়বিয়া নামক স্থানে অবস্থান নেয়ার কারণ হল যে, এই জায়গাতেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটটা হঠাৎ করে বসে পড়ল। শত চেষ্টা করেও যখন উটটিকে উঠানো সম্ভব হল না, তখন কোন কোন সাহাবায়ে কিরাম বলে উঠলেন, হুযূরের উট নাফরমান হয়ে গেছে। এতদ্ শ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা যা মনে করছ তা সত্য নয়। আমার উট নাফরমান হয়নি। পক্ষান্তরে আমার উট আমার কথা শুনবে না? এমনটিও হতে পারে না। কারণ, এটা তার অভ্যাস নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বায়তুল্লাহর সম্মানের জন্য কাফেররা আমার কাছে যে প্রস্তাব দিবে, আমি তাই মেনে নিব। এ কথা বলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটকে খোঁচা দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উট উঠে পড়ল।

মক্কার কাফেরদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব

কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানের কথা জানতে পেরে তাদের পক্ষ থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে লোক পাঠাতে লাগল। এদিকে উভয় পক্ষের মাঝে কোন সমঝোতা করা যায় কিনা? এজন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেও মধ্যস্থতার জন্য লোক পাঠানো হচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দূত হিসাবে হযরত উসমান (রা.) কে এই প্রস্তাব দিয়ে কাফেরদের নিকট পাঠালেন যে, তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে করতে আমরা তো অনেক সময় অতিবাহিত করেছি। এখন কিছু সময় এমনভাবে যেন অতিবাহিত হয় যাতে তোমাদের সাথে আর যুদ্ধ না করতে হয়। আর এই মর্মে আমরা তোমাদের সাথে একটা চুক্তিতে আসতে চাই। হযরত উসমান (রা.) হুযূরের পক্ষ থেকে তাদের নিকট উল্লেখিত প্রস্তাব পেশ করলেন। মক্কার

www.pathagar.com

কাফেররা হুযূরের এই প্রস্তাব ঠাট্টার সাথে প্রত্যাখ্যান করে বলল- এসব প্রস্তাব চলবে না। আমাদের একটাই সিদ্ধান্ত যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার সংবাদ

উপরন্তু তারা রাসূলের দূত হযরত উসমান (রা.) কে আটকে রাখল। তাঁকে হুযূরের নিকট ফিরে আসতে দিল না। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ আসল যে قد قتل عثمان কাফেররা হযরত উসমান (রা.) কে হত্যা করে ফেলেছে। হযরত উসমান (রা.) মক্কার কাফেরদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন।

হযরত উসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ নিতে শপথ গ্রহণ

এ সংবাদ যখন আসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন একটি গাছের নীচে বসাছিলেন। যাকে পবিত্র কুরআনে কারীমে شجرة رضوان বলা হয়েছে। হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ শোনার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই গাছের নীচে বসে সাহাবায়ে কিরাম থেকে ‘বাইআত আলাল মাওত’ নিয়েছিলেন। অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃপ্তকণ্ঠে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামের মাঝে ঘোষণা করলেন যে, তোমাদের মধ্যে মৃত্যুর জন্য, জীবন দেয়ার জন্য কে কে শপথ নিতে প্রস্তুত আছ? হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের বদলা, তাঁর হত্যার প্রতিশোধ, তাঁর রক্তের বদলা না নেয়া পর্যন্ত আমরা আমরণ লড়াই চালিয়ে যাব। আর এজন্য যদি আমাদের প্রত্যেকের শাহাদত বরণ করতে হয় এমন কি আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকেও যদি শহীদ হতে হয় তবুও আমরা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ নিতে লড়াই করে যাব। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ঘোষণা শোনার পর মালিক ইবনে সালাম সর্বপ্রথম দৌড়ে গিয়ে হুযূরের হাতে শপথ গ্রহণ করলেন। তিনি বলেন- আমার শপথ গ্রহণের পর চতুর্দিক থেকে সাহাবায়ে কিরাম দৌড়ে এসে শপথ গ্রহণ করতে লাগলেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) এসে শপথ গ্রহণ করলেন। এভাবেই সকল সাহাবায়ে কিরামের মৃত্যুর উপর শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হল। সকলেই জীবনপণ শপথ করে বললেন- আমরা আমাদের জীবন দিয়ে হলেও হযরত উসমান (রা.) হত্যার বদলা নিয়েই

www.pathagar.com

ছাড়ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন, আজ এখানে উসমান নেই। উসমানের পক্ষ থেকে আমি বাইআত নিচ্ছি। তিনি বললেন- هذه يد عثمان হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এক হাত দেখিয়ে বললেন, এটা উসমানের হাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মৃত্যুর বাইআত গ্রহণের সংবাদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মক্কা নগরীতে ছড়িয়ে পড়ল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান (রা.) হত্যার প্রতিশোধ নিতে মৃত্যুর উপর বাইআত গ্রহণ করেছেন। আর এই মৃত্যুর শপথ গ্রহণকারী মুজাহিদের সংখ্যা পনেরশত। এ সংবাদে মক্কার কাফেররা ভয়ে কাঁপতে শুরু করল। ভয়ে তাদের অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাচ্ছিল।

আজ আমাদের এই বাংলাদেশে ইসলাম ও কুরআনকে বেইয্যত করা হবে আর আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর অনুসারীরা চুপ করে বসে থাকব তা হতে পারে না। আজকে আমাদেরকেও সেই শপথ করতে হবে। আল্লাহর জন্য জীবন দিলে সেই জীবন সম্পর্কে কোন ভয় থাকে না।

হযরত মূসা (আ.)-এর পরীক্ষা

হযরত মূসা (আ.)-কে ধ্বংস করে দেয়ার উদ্দেশ্যে ফেরাউন সত্তর হাজার কোন কোন বর্ণনা মতে নব্বই হাজার যাদুকর উপস্থিত করেছিল। যাদুর লাঠির মাধ্যমে বিরাট বিরাট সাপ হযরত মূসা (আ.)-এর উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেয়া হল। হযরত মূসা (আ.) একা। তাঁর হাতে একটি মাত্র লাঠি। মনে মনে ভয় পাচ্ছেন যে, আমি একা। হাতে মাত্র একটি লাঠি। এই একটি লাঠি দিয়ে তিনি সত্তর বা নব্বই হাজার সাপের মোকাবেলায় কিইবা করবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহস দেয়া হল, কুরআনের ভাষায় والق ما فى يدك অর্থাৎ হে মূসা! তোমার হাতের লাঠিটি ছেড়ে দাও। আল্লাহর নির্দেশে সাথে সাথে সেই লাঠি এমন একটি সাপের আকৃতি ধারণ করল যে, সাপটি বিরাট ফনা তুলে সম্মুখস্থ যাদুকরদের সত্তর বা নব্বই হাজার সাপকে গিলে ফেলল।

আল্লাহর উপর যাদুকরের দৃঢ় ঈমান

যাদুকরেরা ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেল। এমন কি তারা সমস্বরে বলে উঠল قالوا امنا برب العلمين 'আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের উপর ঈমান আনলাম।'

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় ফেরাউন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেল। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল-এটা তোমাদের পূর্বেকার কোন চুক্তির কারসাজি। আমাকে অপমান করার জন্যই তোমরা সকলে মিলে এ কাজটি করেছ। সুতরাং لأصلبن كم في جزوع النخل আমি অবশ্যই তোমাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করব। ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقي এবং তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমার শাস্তি কঠিন না কি মুসার খোদার শাস্তি কঠিন। এ কথা শুনে যাদুকররা বলল- فاقض ماانت قاض وما تقضي هذه الحيوة الدنيا হে ফেরাউন তোমার যা কিছু করার আছে, তুমি তা করতে পার। তুমি আমাদের হত্যা করতে পারবে। আমাদের পার্থিব জিন্দিগী তুমি শেষ করতে পারবে। কিন্তু তুমি আমাদের আখিরাতের জিন্দিগী শেষ করতে পারবে না। আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত রয়েছি; কিন্তু তোমাকে খোদা মানতে আর প্রস্তুত নই।

আজ সারাবিশ্বের মুসলমানের কাছে কুরআনের ডাক হচ্ছে আমেরিকাকে খোদা মানা যাবে না। রাশিয়াকে খোদা মানা যাবে না। কাউকে, কোন পরাশক্তিকে খোদা মানা যাবে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলাকেই খোদা মানতে হবে। আল্লাহই খোদায়ীত্বের একমাত্র উপযুক্ত। আমেরিকা, রাশিয়া মুসলমানদের কিছুই করতে পারবে না; বরং তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

পাপাত্মা ফেরাউন ঈমান আনয়নকারী যাদুকরদেরকে ফাঁসিতে ঝুলানোর সিদ্ধান্ত দিল। হাসতে হাসতে তারা ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে- যখন তাদেরকে ফাঁসির মঞ্চের দিকে নিয়ে দাঁড় করানো হল, তখন আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে সাজিয়ে প্রথম আকাশের নীচে এনে রেখে দিয়েছিলেন। জান্নাতের দৃশ্য দেখে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে যাদুকররা হাসতে ছিল। কারণ, তারা মরবে না বরং শহীদ হবে এবং নিশ্চিত জান্নাত লাভ করবে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون . 'যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বল না। কারণ, তারা মৃত নয়; বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না।'-সূরা বাক্বারা:১৫৪

www.pathagar.com

মক্কার কাফেরদের সাথে রাসূলুল্লাহ্র সন্ধিচুক্তি

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাত্র পনেরশত সাহাবা নিয়ে মৃত্যুর জন্য বাইআত গ্রহণ করলেন। আতংকিত কাফের গোষ্ঠী মুসলমানদের মৃত্যুর, শাহাদতের শপথের বিপরীতে প্রস্তাব পাঠাল যে, হ্যাঁ! আমরা সন্ধি করতে রাজি আছি। এই মর্মে সুহাইল ইবনে আমরকে দূত হিসাবে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করল। অতঃপর সন্ধির প্রস্তাব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহণ করলেন। উপস্থিত উভয়পক্ষ সন্ধিতে সম্মত হয়ে সন্ধি চুক্তি লেখা শুরু হল।

সন্ধির প্রথমেই লিখা হল محمد رسول الله অর্থাৎ من محمد رسول الله الي قريش মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র পক্ষ থেকে কুরাইশদের সাথে এই চুক্তি। আর এই চুক্তিনামা লিখছেন হযরত আলী (রা.)। মুহাম্মাদুর 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি লিখার পর কুরাইশ প্রতিনিধি সুহাইল ইবনে আমর বলে উঠল এই চুক্তিনামায় মুহাম্মাদুর 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি থাকতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.) কে বললেন, হে আলী! তুমি এই চুক্তিনামা থেকে 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি বাদ দিয়ে দাও। এ কথা শুনে হযরত আলী (রা.) কলম উঠিয়ে ফেললেন। অর্থাৎ তিনি রাসূলুল্লাহ শব্দটি বাদ দিতে কোনক্রমেই সম্মত হলেন না। এমতাবস্থায় সুহাইল বলে উঠল যে, রাসূলুল্লাহ শব্দটি যদি বাদ দেয়া না হয় তাহলে আমি এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করব না। পনেরশত সাহাবায়ে কিরাম দাঁড়িয়ে আছেন। সংবাদ আসল হযরত উসমান (রা.) জীবিত আছেন। চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে কিন্তু মাত্র একজন কুরাইশ প্রতিনিধি চুক্তিনামা থেকে রাসূলুল্লাহ শব্দটি বাদ দিতে চাচ্ছে। সকলের মাঝে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুনরায় রাসূলুল্লাহ বললেন, হে আলী! এটাই ভাল হবে যে, রাসূলুল্লাহ শব্দটি কেটে ফেল। জবাবে হযরত আলী (রা.) বললেন- না আমি এ শব্দটি কাটতে পারব না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজ হাতেই রাসূলুল্লাহ শব্দটি মুছে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ শব্দের পরিবর্তে লিখলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ। এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহও সঠিক, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহও ঠিক। রাসূলুল্লাহ শব্দটি বাদ দেয়ায় সাহাবায়ে কিরাম আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। হযরত উমর ফারুক (রা.) উত্তেজিত হয়ে বললেন- السنا على الحق

'হুযূর! আমরা কি হকের উপর নই।' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ আমরা হকের উপর রয়েছি। পুনরায় হযরত উমর (রা.) প্রশ্ন করলেন-.ليس قتيلنا في الجنة ومثلهم في النار 'আমাদের শহীদগণ কি জান্নাতে যাবে না, আর কাফেরদের নিহতরা কি জাহান্নামে যাবে না?' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ তাও সঠিক।

হযরত উমর (রা.) বললেন, যদি সব ঠিক হয় তাহলে এই অপমান কেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর নবী। যা কিছু আমি করছি তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েই করেছি।

এর প্রমাণ হল, হুদায়বিয়ার সন্ধিকে কেন্দ্র করেই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ একটি সূরা নাযিল করেছেন। সেই সূরাটি হল "সূরায়ে ফাতাহ" . انا فتحنا لك فتحا مبينا আল্লাহ তাআলা বলেন, এই হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে এক বিরাট বিজয় দান করেছি।

আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাঈল (আ.) কে পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন- যদিও এই চুক্তিনামা থেকে কাফেররা মুহাম্মদুর 'রাসূলুল্লাহ' শব্দটি বাদ দিয়ে ফেলেছে; কিন্তু আমি আল্লাহ পবিত্র কুরআনের ভিতরে এই নামটিকে কিয়ামত পর্যন্ত সম্পাদন করে দিলাম। এটাকে কেউ বাদ দিতে পারবে না।

محمد رسول الله والذين معه اشداء علي الكفار الخ

এই আয়াতে কারীমায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের নাম কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কেউ সামান্য পরিবর্তনও করতে পারবে না।

আয়াতের ব্যাখ্যা

সূরায়ে ফাতাহ'র উল্লেখিত এই আয়াতের ব্যাখ্যা খুবই ব্যাপক।

ধরা যাক কেউ যদি একটা বিল্ডিং, স্থাপনা তৈরী করতে চায় তাহলে অবশ্যই এর জন্য একটি পরিকল্পিত নকশার প্রয়োজন হবে। যে নকশার উপর ভিত্তি করে উক্ত ইমারত বা স্থাপনা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তেমনি মুসলিম সমাজ কিভাবে গড়ে উঠবে, কোন ধাঁচে মুসলিম সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হবে, তার নমুনাই বা কি হবে, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলিম সমাজের সামনে তারই একটি নমুনা বা নকশা পেশ করেছেন। এই নকশার প্রথম কথা হল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকিয়ে, তাকে নমূনা বানিয়েই মুসলিম সমাজের নকশা তৈরী করতে হবে।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ ও নমুনার উপর ভিত্তি করে নিজেকে মুসলমান ও সমাজকে মুসলিম সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করবে। এ জন্য দ্বীনের প্রতি দরদ থাকতে হবে। দ্বীনের জন্য ব্যথা থাকতে হবে। দ্বীনের জন্য ফিকির থাকতে হবে। দ্বীনের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতটুকু ব্যথা ছিল, কুরআনে কারীমের ভাষায় তা উপলব্ধি করা যায়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীবের দ্বীনের জন্য ব্যথা ও দরদকে এভাবে প্রকাশ করেছেন- فلعلك باخع نفسك علي اثارهم ان لم يومن بهذا الحديث اسفا . 'হে মুহাম্মদ! আপনি দ্বীনের জন্য নিজেকে ধ্বংস করে দিলেও এরা মুসলমান হবে না।' -সূরা কাহাফ:৬

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- طه- ما انزلنا عليك القران لتشقى الخ- 'হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্য, ব্যথা দেয়ার জন্য কুরআন অবতীর্ণ করিনি।'

আপনি দ্বীনের জন্য এত পেরেশান হবেন না। সুতরাং বুঝা যায় যে, দ্বীনের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কত দরদ, ব্যথা ও পেরেশানী ছিল।

দ্বীনের জন্য চিন্তা ফিকির করলে আল্লাহ্ যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেন

হযরত মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমী (রহ.) বলেন, দ্বীনের চিন্তা কর। দ্বীনের চিন্তাই হল প্রকৃত চিন্তা। আর অন্য সকল চিন্তা দ্বীনের চিন্তা ভাবনার পর করতে হবে। আল্লাহর ভাষায় মাওলানা রুমী (রহ.) বলেন- তুমি অন্যকোন চিন্তা কর না, কেবল মাত্র দ্বীনের হেফাযত, প্রচার প্রসারের চিন্তা কর। যদি তা কর তাহলে তোমার যাবতীয় চিন্তার ভার আমি আল্লাহ গ্রহণ করব। তোমার দ্বীনের চিন্তা ফিকির ও মেহনতের বদৌলতে আমি আল্লাহ্ তোমার সকল চিন্তার ফয়সালা ও ব্যবস্থাপনা গায়েব থেকেই করে দিব।

দ্বীনের ফিকির না থাকলে, দ্বীনের ব্যথা না থাকলে, দ্বীনের হেফাযত হবে না। কিভাবে দ্বীনের হেফাযত করা যায়, কিভাবে দ্বীনের প্রচার-প্রসার করা যায়, কিভাবে মানুষের মাঝে, সমাজে দ্বীনের চিন্তা-চেতনা ও পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়, কিভাবে মানুষের চিন্তা-চেতনা ও চরিত্র থেকে, সমাজ থেকে বদদ্বীনি চরিত্র ও পরিবেশকে দূর করা যায়, কিভাবে নিজের মাঝে, পরিবারের মাঝে, পাড়ায়-

www.pathagar.com

মহল্লায়, গ্রামে, সমাজে, রাষ্ট্রে দ্বীনি পরিবেশ কায়েম করা যায়, এই সকল ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা, চিন্তা ফিকির করলে দ্বীন জিন্দা থাকবে, দ্বীনের হেফাযত হবে। অন্যথায় দ্বীন হারিয়ে যেতে থাকবে, দ্বীনের হেফাযত হবে না।

দ্বীনের জন্য হযরত উসমান (রা.)-এর সীমাহীন ফিকির

একদিন হযরত উমর (রা.) রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। পথে হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে দেখা। হযরত উমর (রা.) হযরত উসমান (রা.) কে 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম দিলেন। কিন্তু হযরত উসমান (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে সালামের জবাব পেলেন না। সালামের উত্তর না পেয়ে হযরত উমর (রা.) দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ী চলে গেলেন। হযরত উমর (রা.) ভাবলেন, হযরত উসমান (রা.) আমার প্রতি নারায হয়েছেন। তখন এই সালামের উত্তর না দেয়ার বিষয়টি তিনি আমিরুল মু'মিনীন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর দরবারে পেশ করলেন। তৎকালীন খেলাফতের শাসন ব্যবস্থায় যিনি আমিরুল মুমিনীন হতেন তিনিই রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করতেন। সে মতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একদিকে আমিরুল মুমিনীন, সাথে সাথে তিনি খেলাফতের প্রধান বিচারপতি। হযরত উমর (রা.) কর্তৃক উত্থাপিত বিষয়টির সুরাহা করার জন্য হযরত আবূ বকর (রা.) উভয়কে ডাকালেন। উভয়ের উপস্থিতিতে হযরত আবূ বকর (রা.) হযরত উসমান (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন যে, হযরত উমর (রা.) আপনাকে সালাম দিয়েছিলেন; কিন্তু আপনি তাঁর সালামের উত্তর দেননি কেন? উত্তরে হযরত উসমান (রা.) বললেন- والله, والله ما سلمني 'আল্লাহর শপথ! হযরত উমর (রা.) আমাকে সালাম দেননি।' জবাবে হযরত উমর (রা.) বললেন- والله سلمته, 'খোদার কসম! আমি তাঁকে সালাম দিয়েছি।'

আমিরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর (রা.) প্রকৃত বিষয় উপলব্ধি করতে পেরে হযরত উসমান (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন- হে উসমান! হযরত উমর (রা.) যখন আপনাকে সালাম দিয়েছিলেন সে সময় কি আপনি কোন চিন্তা ভাবনা করছিলেন? উত্তরে হযরত উসমান (রা.) বললেন, হ্যাঁ! ঐ সময় আমি বসে সেই চিন্তাই করছিলাম এবং কাঁদছিলাম, যে চিন্তায় উমর (রা.) পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। আর তা হল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত। যাঁর

www.pathagar.com

ওফাতের চিন্তা হযরত উমর (রা.) কে পাগল বানিয়েছিল। সেই চিন্তাতেই আমি বিভোর ছিলাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেছেন, তার দ্বীন কীভাবে জিন্দা থাকবে।

দ্বীনের জন্য সাহাবায়ে কিরামের দরদ ও ফিকির

যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের সংবাদ এসেছিল তখন হযরত উমর (রা.) তরবারী হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিলেন-

من يقول أن محمدا قد مات فاقتلوه . 'যে বলবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন তাকে আমি হত্যা করব।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালক সেবিকা হযরত উম্মে আইমান (রা.) যখন হুযূরের ওফাতের কথা চিন্তা করতেন, তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে পাগল হয়ে যেতেন। একবার হযরত আবূ বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) হযরত উম্মে আইমানের ঘরে গিয়ে তার এভাবে পাগলের মত কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে বললেন, আপনি এত কাঁদছেন কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় মাওলার সান্নিধ্যে তো শান্তিতেই রয়েছেন। এরপরও আপনার এমনভাবে কান্নার কারণ কি? জবাবে হযরত উম্মে আইমান বলেছিলেন- জানি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্যে শান্তিতেই রয়েছেন। কিন্তু এরপরও এজন্য আমি পাগলের মত কাঁদছি যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সকাল সন্ধ্যা তাঁর নিকট হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আগমন করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আর জিবরাঈল (আ.)-এর আগমন হয়নি এবং হবেও না। এই ব্যথায় আমি কাঁদছি। হযরত বিলাল (রা.) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতে পাগল হয়েছেন, কেঁদেছেন, গড়াগড়ি দিয়ে চিৎকার করেছেন।

হযরত উসমান (রা.) বললেন- আমি চিন্তা করছিলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছেন। এখন কুরআন কি করে টিকে থাকবে, ইসলাম কি করে বেঁচে থাকবে?

তাঁর এই চিন্তার কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন- ঠিক আছে চিন্তার কোন কারণ নেই। দ্বীনের হেফাযতের আশংকা প্রকাশ এবং হেফাযতের পদ্ধতির ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস

www.pathagar.com

করেছিলাম। ইকামতে দ্বীনের ব্যাপারে নতুন করে চিন্তার প্রয়োজন নেই। এর মীমাংসা ও পদ্ধতি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বলে গিয়েছেন।

আমার এই প্রশ্নের পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকামতে দ্বীনের ব্যাপারে যে উত্তরটি দিয়েছিলেন- তা হল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন- আমি আমার চাচা আবূ তালেবের ইন্তিকালের সময় যে ব্যথা ও দরদ নিয়ে কালিমা তাইয়্যেবাহ তার কানে কানে বলেছিলাম, দ্বীনের জন্য দ্বীনের হেফাযতের জন্য সেই ব্যথাটুকু যদি মুসলমানদের অন্তরে বজায় থাকে বা সৃষ্টি হয়, তবেই দ্বীন জিন্দা থাকবে এবং দ্বীনের হেফাযত হবে।

দ্বীনের জন্য রাসূলুল্লাহর দরদ

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আপন চাচা আবূ তালেব ইন্তিকালের দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচার কানের কাছে গিয়ে বললেন-. قل عمى لا اله الا الله চাচাজান আপনি মাত্র একটিবার বলুন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।" যদি একটি বারের জন্যও বলেন তাহলে আমি আপনার ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রাণপ্রিয় চাচাকে বার বার অনুরোধ করেছিলেন যেন, তাঁর চাচা একবার হলেও কালিমা পড়ে ঈমান গ্রহণ করেন। হুযূরের আপ্রাণ আকুতি সত্ত্বেও মানুষের তিরষ্কারের ভয়ে আবূ তালেব কালিমা পড়ে ঈমান গ্রহণ করতে পারেননি। বরং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণের আকুল আকুতি মিনতি দেখে মৃত্যু শয্যায় শায়িত চাচা আবূ তালেব বলেছিলেন, আমি যদি এই মূহূর্তে তোমার দাবীর মুখে কালিমা পাঠ করে ঈমান গ্রহণ করি তাহলে মানুষ আমাকে তিরস্কার করবে। বলবে, সারা জীবন পৈতৃক ধর্মের উপর থেকেও জীবন সায়াহ্নে এসে ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদের প্রলোভনে পড়ে তার ধর্ম গ্রহণ করেছে। সুতরাং হে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার কথা সত্য জেনেও আমি তোমার কথামত ঈমান আনতে পারলাম না।

দরদ নিয়ে দ্বীনের কাজ করলে আল্লাহ নাজাতের ব্যবস্থা করবেন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার চাচাকে দ্বীনের প্রতি দরদ ও ব্যথা; চিন্তা ও ফিকির নিয়ে যে দাওয়াত পেশ করেছিলাম, সেই

www.pathagar.com

ফিকির নিয়ে যদি মুসলমানরা দ্বীনকে ধরে রাখে তবেই দ্বীনের হেফাযত হবে। দ্বীনের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাদের অন্তরে যে দরদ ও ব্যথা এবং ফিকির ছিল এই ব্যথা ও ফিকির যদি আজকের দ্বীনের খাদেমদের মধ্যে পয়দা হয়ে যায় তাহলেই দ্বীন জিন্দা থাকবে।

আজ যদি আমরা দ্বীনের সেই দরদ, ফিকির এবং ব্যথা ও মেহনত করে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে পারি, তাহলে হয়ত আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে আমাদের নাজাতের ঘোষণা দিতে পারেন। আল্লাহ তাআলা হয়ত বলবেন- হে বান্দাহ! তুই আমার দ্বীনের জন্য যে দরদ পোষণ করেছিলে, দ্বীনের জন্য যে ব্যথা অনুভব করেছিলে, যে মেহনত করেছিলে সেজন্য তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক দান করুন। আমীন!

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

(অনুলিখনঃ শিবলী খান)

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় ঠেকানো যাবে না

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفينه فى الدنيا وإنه فى الأخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين . ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون . صدق الله العظيم . وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সুচনা.

হযরাত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত হাযিরানে মজলিস। এই ইসলামী সম্মেলনে আমার পূর্বে অনেক উলামায়ে কিরাম বয়ান করেছেন। আমি আপনাদের সামনে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকেই কবূল করুন।

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

বর্তমানে আমরা বাংলাদেশে এক বড় কঠিন সময় অতিবাহিত করছি। ইসলাম এবং মুসলমানদের শেষ করার জন্য চতুর্দিক থেকে ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনও ইসলামের বিরুদ্ধে এতো কঠিন ষড়যন্ত্র আসে নাই। কেবল বাংলাদেশেই নয়; বরং সারাবিশ্বে আজ ইসলাম ও মুসলমানদেরকে শেষ করে দেয়ার জন্য কঠিন ষড়যন্ত্র চলছে। ফিলিস্তিনে ইহুদীরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে শিশু, বৃদ্ধ এবং আলেমসহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করছে। বায়তুল মুকাদ্দাসকে তারা দখল করে রেখেছে। শতকরা পঁচানব্বই জন মুসলমান অধিবাসীর এই দেশকে খতম করার জন্য যে কত ষড়যন্ত্র চলছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। এন.জি.ও-রা সেবার নামে সারা বাংলাদেশে আস্তানা গেড়ে বসেছে। দেশটাকে তারা উলঙ্গ করে ফেলেছে। দূর্বল মুসলমানদের ঈমান হরণ করছে। জায়গায় জায়গায় লোভ দেখিয়ে মুসলমানদেরকে খৃষ্টান বানানো হচ্ছে।

মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

এই সব চতুর্মুখী ষড়ন্ত্রের মাধ্যমে তারা ইসলামকে শেষ করতে চায়। ইসলামের তাবলীগ, প্রচার ও প্রসার উলামাদের দ্বারা হয়ে থাকে। আর এই আলেম উলামা তৈরী হয় মাদ্রাসাগুলোতে। এইজন্য এন.জি.ও-রা অনেক দূর থেকে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে, যেন মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। ষড়যন্ত্র করেই তারা মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কথা উঠাচ্ছে। তারা বলছে যে, মাদ্রাসাগুলোতে তালিবান আছে, মাদ্রাসায় উসামা আছে। তারা মাদ্রাসাগুলোতে

www.pathagar.com

তালিবান, উসামা তালাশ করছে। তালিবান উসামার নাম শুনলে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কারণ, তালিবান, উসামা আফগানিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছে। আর তালিবান মানে ছাত্র। বাংলাদেশের ভিতর আফগানিস্তানের চেয়ে দ্বিগুণ মাদ্রাসা রয়েছে। এই জন্য তারা মনে করে যে, বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র হয়ে যাবে। কাজেই এই মাদ্রাসাগুলোকে শেষ কর। আমাদের দেশের রাজনীতিকরা আমাদেরকে এবং মাদ্রাসাগুলোকে চিনতে পারে নাই। কিন্তু আমেরিকা মাদ্রাসাগুলোকে চিনতে ভুল করে নাই। বৃটেন ও ভারত চিনতে পেরেছে যে, মাদ্রাসাগুলো কী জিনিষ। কারণ যখন বৃটেন এই উপমহাদেশকে দখল করে নিয়ে দুইশত বৎসর আমাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল, তখন এই বৃটেনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যিনি জিহাদ করার ফতওয়া দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন মাদ্রাসারই একজন আলেম।

বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে উলামায়ে কিরামের ভূমিকা

যখন ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ বণিক দল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ঘোষণা করল, 'মাখলুক আল্লাহর, আর দেশটা বাদশাহ্র এবং হুকুম চলবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর।' তখন তৎকালীন দিল্লীর মুসলিম সম্প্রদায়ের ইমাম, উস্তাদুল উলামা হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)-এর সুযোগ্য সাহেবজাদা হযরত শাহ্ আব্দুল আযীয (রহ.) ফতওয়া জারি করলেন, ভারত এখন আর দারুল ইসলাম নেই। ইসলামী রাষ্ট্র নেই। এটা দারুল হর্ব হয়ে গেছে। কুফুরের দেশ হয়ে গেছে। সুতরাং ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিটি মানুষের জন্য জিহাদ করা ফরয। তাঁর এই ফতওয়ার প্রেক্ষিতেই সমগ্র ভারতে আলেম উলামাদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলের ভিতর জিহাদী জয্বা পয়দা করে দিন।

এই জিহাদী জয্বা পয়দা হওয়ার কারণেই ১৮৩২ সনে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলবী (রহ.)-এর নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালিত হয়েছিল। ১৮৩২-এর সেই জিহাদে বালাকোটের ময়দানে হযরত সৈয়দ আহমদ (রহ.) শাহাদত বরণ করেন। তারপর থেকে আন্দোলন চলছে। একবার আন্দোলন গড়ে উঠলে সেটা আর থামে না। ১৮৫৭-তে আবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। সেই বিদ্রোহের সেনাপতি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহ.)। শামেলীতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে। হাজার হাজার আলেম উলামাকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। হযরত কাসিম নানুতুবী (রহ.)-এর শাগরিদ হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল

www.pathagar.com

হাসান (রহ.) ১৯০১ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু করেন। সেই আন্দোলন চলার সময় তাঁকে এরেষ্ট করে তিন বছর জেলে মাল্টায় রাখা হয়। ইংরেজরা তাঁর উপর এতো অত্যাচার, এতো নির্যাতন করেছে যে, তাঁর ওফাতের সময় তাঁকে যারা গোসল দিয়েছে তারা তাঁর পিঠে কোন চামড়া দেখতে পায় নি। এতোসব নির্মম নির্যাতন স্বীকার করে আলেমরাই বৃটিশ থেকে এদেশকে আযাদ করেছেন। আলেমগণ বৃটিশ বিরোধী জিহাদ না করলে এদেশ আজও বৃটিশদের কবলেই থেকে যেত, পাকিস্তান হত না। বাংলাদেশ নামের দেশেরও জন্ম হত না। সুতরাং ইংরেজরা জানে এদেশে আলেম-উলামা থাকলে, মসজিদ, মাদ্রাসা থাকলে এন.জি.ও-রা থাকতে পারবে না। নাস্তিকরা থাকতে পারবে না। মুরতাদরা থাকতে পারবে না। কাদিয়ানীরা থাকতে পারবে না। এই জন্য তারা এখন মাদ্রাসার বিরুদ্ধে, আলেম উলামাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে।

ষড়যন্ত্র করে ইসলামকে শেষ করা যাবে না

কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিৎ, ষড়যন্ত্র করে মাদ্রাসা বন্ধ করা যাবে না। আলেম উলামা নির্মূল করা যাবে না। ইসলাম শেষ করা যাবে না। এই দেশে কাফেরদের বিরুদ্ধে, মুরতাদদের বিরুদ্ধে, এনজিওদের বিরুদ্ধে যে লড়াই চলছে, এ লড়াই চলতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। শত্রুরা মুসলমানদেরকে শেষ করে দেয়ার জন্য আদাজল খেয়ে নেমেছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিৎ, ষড়যন্ত্র করে মুসলমানদের শেষ করা যায় না।

একবিংশ শতাব্দী হবে মুসলমানদের শতাব্দী

বর্তমান শতাব্দী একবিংশ শতাব্দী। মুসলমানদের শতাব্দী। আবার দুনিয়ায় মুসলমানদের রাজত্ব কায়েম হবে। সারাবিশ্ব মুসলমানরা আবার দখল করবে। বাংলাদেশে ইনশাআল্লাহ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে। মেঘ কেটে যাচ্ছে। আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। আল্লাহপাক আমাদের তৈরী হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে খাঁটি মুসলমান হয়ে যাই তাহলে সমস্ত দুশমন পালিয়ে যাবে। এই দেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে। সকলেই যদি সেই কালিমা لا اله الا الله محمد رسول الله ভালভাবে পড়ে খাঁটিভাবে মুসলমান হয়ে যাই তাহলে দুশমনরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। সামনে শাবান মাস আসছে। এই মাস আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত বন্দিগী বেশী বেশী করতেন। কাজেই আমরা এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

www.pathagar.com

আল্লাহর দরবারে নিজের জিন্দিগীর সমস্ত গোনাহ্ থেকে তওবা করি। আল্লাহ পাক আমাদের তাওফীক দান করুন। তওবা করে এই তওবার অস্ত্র নিয়ে আমরা আগে বাড়তে থাকলে আল্লাহ পাক আমাদের কামিয়াব করবেন ইনশাআল্লাহ।

তওবার গুরুত্ব

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে শাস্তি দিতে চান না। মাফ করতে চান, ক্ষমা করতে চান। কিন্তু আল্লাহর কাছে আসতে তো হবে। এক কবি বলেন- 'ফিরে আস। কাফের ফিরে আস। মূর্তিপূজক ফিরে আস। অগ্নিপূজক ফিরে আস। শতবার তওবা ভঙ্গকারী ফিরে আস। আমার কাছে মাফ চাও। আমি তোমার জিন্দিগীর সমস্ত গোনাহ্ মাফ করার জন্য প্রস্তুত আছি।'

ইবনে সাবাত (রহ.)-এর ঘটনা

শায়খ্ ইবনে সাবাত ابن سابلط (রহ.)। জীবনের প্রথম দিকে তিনি শায়খ ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাগদাদের একজন প্রসিদ্ধ নামকরা ডাকাত। ডাকাতির অভিযোগে তাঁর হাত কাটা হয়েছিল। তাঁকে জেলে ঢুকানো হয়েছিল। তবুও তিনি ডাকাতি ছাড়েন নি। কারণ তিনি মনে করতেন এটাই আমার কাজ, এটাই আমার পেশা। ডাকাতি করে জেলে গিয়ে সেখান থেকেও তিনি পালিয়ে আসতে সক্ষম হন। জেল থেকে বের হওয়ার পর ঐ রাতেই আবার ডাকাতি করা শুরু করে দেন। ডাকাতি করতে এসে বাগদাদ শহরে সুন্দর একটি প্রাসাদ দেখলেন এবং সেখানেই ঢুকলেন। কিন্তু ঢুকে দেখেন আসবাবপত্র তেমন বেশী নেই। তিনি খুব রাগ করলেন এবং গৃহ মালিকের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, এতো সুন্দর বাড়ি বানিয়েছ, কিন্তু মালপত্র রাখনি। বাটপারি করার জায়গা পাও না? কতক্ষণ গালমন্দ করার পর বললেন, যাক যা আছে তাই নিয়ে যাই, কি আর করা। তারপর তিনি তালাশ করে ঘরে একটি কম্বল, একটি বালিশ, একটি কুর্তা পেলেন। এগুলোকেই তিনি একত্র করে বাঁধলেন। হঠাৎ কারও আগমনের আওয়ায পেয়ে ভয় পেয়ে গেলেন। না জানি আবার ধরা পড়ে যায় কি না? এই ভেবে তিনি দেয়াল ঘেসে নিজেকে আড়াল করে দাঁড়ালেন। একজন লোক আসল, জুব্বা পরা, মাথায় পাগড়ী, হাতে একটি হারিকেন। ঘরে ঢুকার পর তিনি হারিকেন উঁচু করে ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ফলে সারা ঘর আলোকিত হয়ে গেল। ইবনে সাবাত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কোন কথা নেই, কিছুক্ষণ পর

www.pathagar.com

ঐ লোকটি হারিকেন রেখে তার নিকট গেল এবং বলল, বন্ধু! যে কাজ তুমি করতে এসেছ তাতো একা করা যায় না। তার জন্য একজন সাথীর দরকার। আলোর দরকার। তাই আমি আলো নিয়ে আসলাম। তুমি দেখে দেখে যা দরকার নিয়ে যাও। আমি তোমার সাথেই আছি। তিনি ভাবলেন ঘটনাটা কী? এ লোক আবার কোথেকে আসল?

এরপর লোকটা বলল, বন্ধু! তোমাকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে? এখানে আরাম ও বিশ্রামের জন্য গদি রাখা আছে। তুমি তাতে একটু আরাম কর। আর আমিই তোমার এ সব জিনিষপত্র বেঁধে দিচ্ছি।

ইবনে সাবাত চিন্তা করে ব্যাপারটা কী? লোকটি কে? আর ঘটনাটাই কী? এরপর লোকটি ঘরের সবকিছু জমা করে দু'টি গাট্টি বাঁধল। একটি ছোট আর একটি বড়। এবার লোকটি তাকে বলল, বন্ধু! এখন তো যাওয়ার সময় হল। তবে যাওয়ার আগে একটা কাজ করি। তোমাকে তো খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। তুমি একটু বস! আমি তোমার জন্য একটু দুধ নিয়ে আসি! দুধ খাওয়ার পর এক সাথে রওয়ানা হব। লোকটি বের হয়ে চলে গেল। ইবনে সাবাত বসে বসে চিন্তা করছে। লোকটা কে হতে পারে? সে কি বাড়ির মালিক? না মালিক হতে যাবে কেন? মালিক হলে কি ডাকাতিতে আমার সহাযোগিতা করত? কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করার পর যখন সে দুধ নিয়ে আসল তখন ইবনে সাবাত ভাবল যে, আসলে এই লোক আমার চেয়ে বড় ডাকাত হবে। আজ মনে হয় পাগড়ী পরে এই বাড়িতে ডাকাতি করতে এসেছিল। তবে আমি যেহেতু আগে চলে এসেছি। তাই আমার সাথে মিলেমিশে ডাকাতির মালে ভাগ বসাতে চাইছে। এরপর সে অট্টহাসিতে বলে উঠল, বন্ধু! দুধ খাওয়ালে লাভ হবে না। বুঝেছি আমি ডাকাতির জন্য আগে ঢুকে পরেছি তো, তাই ভাগ পাওয়ার আশায় তুমি এতো কিছু করছ। জেনে রাখ! আমি আজ যা ডাকাতি করেছি তার ভাগ তুমি পাবে না। তবে তুমি যদি চাও ভবিষ্যতে তোমাকে আমি বন্ধু বানিয়ে নিতে পারি। কারণ, জেলখানা থেকে বের হওয়ার পর এটাই আমার প্রথম ডাকাতি। তাই এতে তোমাকে আমি অংশ দিব না। লোকটি কথা না বলে দাড়িয়ে দাড়িয়ে শুধু মুচকি হাসছে। তা দেখে ডাকাত ইবনে সাবাত রাগান্বিত হয়ে বলল, হাসছ কেন? উত্তর দাও। কোন জবাব না দিয়ে লোকটি বলল, দেখ তুমি এত তাড়াহুড়া করছ কেন? তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে সারা জীবনের বন্ধু বানাতে পার। আমি তোমার থেকে কিছুই নিতে চাই না। তুমি আমাকে জীবনের বন্ধু

www.pathagar.com

বানিয়ে নিবে আমি এটাই চাই। ইবনে সাবাত মনে মনে বলল, লোকটা কত বড় নির্বোধ! একেবারে কিছু চাইল না। চাইলে তো একটা কিছু দিতাম। এরপর দু'জনে দুইটি গাট্টি নিয়ে বের হয়ে পড়ল। ঐ লোকটা বড় গাট্টিটি নিল। আর ইবনে সাবাত ছোট গাট্টিটি নিয়ে চলল। পথিমধ্যে ইবনে সাবাত বলল, বন্ধু তুমি বৃদ্ধ হলেও কিন্তু বোঝাটা খুব বড় নিয়েছ। তারা এগিয়ে চলল। যেতে যেতে সামনে পড়ল দজলা নদী। ইবনে সাবাত বলল, জলদি চল। আমার নামে ওয়ারেন্ট আছে। দেরী হলেই পুলিশের হাতে আমি এ্যারেষ্ট হয়ে যাব। বৃদ্ধ মানুষ! দ্রুত চলতে গিয়ে দজলা নদীর পুলের মাঝখানে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। ইবনে সাবাত বলল, তোমাকে তো আমি এতবড় বোঝা না নেয়ার জন্য বলেছিলাম। এখন পড়ে গেলে। এই বলে সে বৃদ্ধকে জোরে একটি লাথি বসিয়ে দিল। দ্রুত উঠে লোকটি বলল, ভাই বৃদ্ধ মানুষ, পারি না, কী করব বলো? এরপর গাট্টি নিয়ে তার পিছনে পিছনে একেবারে তার আস্তানায় পৌঁছে গেল। তার আস্তানাটি ছিল মাটির নীচে। সূর্য উঠে উঠে অবস্থা। এখন বিদায়ের পালা। বিদায়ের পূর্বক্ষণে লোকটি বলল, দেখ! তোমাকে আমার পরিচয়টা দেয়া দরকার। তুমি আমাকে যা মনে করেছ, আসলে আমি কিন্তু তা নই। আমি ডাকাত নই। আমি হলাম ঐ বাড়ির মালিক। আমার বাড়িতে বেশী কিছু ছিল না। তোমার কোন সেবা করতে পারি নাই। তবে আগামীতে তুমি এসো, আরো বেশী জিনিষ রাখতে চেষ্টা করব। তোমার সেবা করব। একথা বলে লোকটি চলে আসল। ইবনে সাবাত সূর্য উঠার পর জিম ধরে বার ঘন্টা পর্যন্ত বসেই রইল। মনে মনে ভাবতে লাগল, হায়! মানুষও কি এমন হয়? মালিক আমাকে সব দিয়ে দিল? তাকে আমি লাথি দিলাম? সে আমার বাড়িতে তার মালপত্র এনে দিয়ে গেল? অথচ সে মালিক! আমি কার সাথে কী আচরণ করলাম। এই চিন্তার ঘোরে সে নিজের খাওয়া দাওয়া এবং ঘুমের কথা ভুলে গেল। এ অবস্থাতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। মাগরিব ঘনিয়ে আসতেই বাগদাদের সমস্ত মসজিদ থেকে আওয়ায ভেসে আসল الله اكبر، الله اكبر 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'।

মুসলমানের অস্ত্র

মুসলমানের কাছে তো বাহ্যিক কোন অস্ত্র নেই, বিধর্মীরা সব অস্ত্র নিয়ে গেছে। আমেরিকার কাছে পারমানবিক শক্তি আছে, এটম বোমা আছে। তবে মুসলমানদের নিকট এমন একটি শক্তি আছে, যে শক্তি কাফেরদের হাতে নেই।

www.pathagar.com

এ শক্তি আমার কাছে আছে, আপনার কাছে আছে, এই এটম বোমা এই পারমানবিক শক্তি কাফেরদের কাছে নেই। সেই শক্তি সম্পর্কে সূরা আন্‌ফালে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

سنلقي في قلوبهم الذين كفروا الرعب

'আমি কাফেরদের অন্তরে 'রু'ব' বা প্রভাব ঢেলে দেব।' *(সূরা আল ইমরান-১৫১)* হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, نصرت بالرعب مسيرة شهر আল্লাহ পাক আমাকে রু'ব দান করেছেন এক মাস দূর থেকে অর্থাৎ এক মাসের রাস্তার দূরত্বে অবস্থান করার পরও কাফেররা আমার নাম শুনে কাঁপতে থাকে। এই শক্তি মুসলমানদের হাতে এখনও আছে।

উসামা নামটি আল্লাহর রাসূলের খুব প্রিয়

কাফেরদের হাতে যত অত্যাধুনিক অস্ত্রই থাকুক না কেন, গুলি করতে গেলে যদি হাত কাঁপতে থাকে তবে কোন লাভ হবে না। বন্দুক পড়ে যাবে। মুসলমানদের নিকট এমন এক শক্তি আছে, যার নাম শুনলে কাফেরদের কলিজা কাঁপতে আরম্ভ করে। আজও মুসলমানদের মাঝে এমন একটি নাম আছে যে নাম শুনলে আমেরিকা কাঁপতে আরম্ভ করে। বৃটেন কাঁপতে আরম্ভ করে। গোটা কুফরী শক্তির মাঝে যাল্‌যালা (কম্পন) সৃষ্টি হয়ে যায়। সে নামটা হল উসামার নাম। আর উসামা নামটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও খুবপ্রিয় ছিল। উসামা হুযূরের গোলাম ছিলেন। হুযূর তাঁকে আযাদ করে দেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, اسامة احب الناس الي 'সে আমার খুব প্রিয়।' আজও আল্লাহ তাআলা এই দূর্যোগপূর্ণ সময়ে এক উসামা পয়দা করে দিয়েছেন। যাঁর নাম শুনলে কাফেরদের অন্তর কাঁপতে থাকে। আল্লাহ তাআলা সেই জিনিষটা মুসলমানদের নিকট রেখেছেন।

মাগরিবের আযান হচ্ছে, ইবনে সাবাতের দিলে এখন আর ভয় নেই। কেননা, এখন চর্তুদিকে অন্ধকার। তাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। সে উঠল এবং যে বাড়ি থেকে ডাকাতি করে মাল নিয়ে এসেছিল সেই বাড়ির দিকে রওয়ানা হল। বাড়ির কাছে পৌঁছে আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করল, ভাই! এই বাড়িটির মালিক কে? লোকজন বলল, আরে তুমি বাগদাদে নতুন এসেছ মনে হয়? সে বলল, তাড়াতাড়ি বলো এটি কার বাড়ি? লোকজন বলল, আরে এটাতো হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর খানকা। তিনিই হলেন এই বাড়ির মালিক। এই বাড়ি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর! হযরত জুনায়েদ

www.pathagar.com

বাগদাদী (রহ.)-এর নাম তো সে বহুবার শুনেছে। আল্লাহর এতবড় একজন অলির নাম শুনে তার হৃদয়ে আঘাত লাগল। হায়! এত বড় বুযুর্গ। আল্লাহর অলি, তাঁর সাথে আমি এমন জঘন্য আচরণ করলাম!

দেখুন আল্লাহর অলিরা, আলেম উলামারা, আপনারা মনে করেন যে, এদের হাতে কিছুই নেই। যেমনি ইচ্ছা তেমনি এদের শেষ করে ফেলবেন। এটা সম্ভব নয়। দুনিয়ার কোন শক্তি এদের সাথে নেই, কিন্তু খোদায়ী শক্তি এদের সাথে আছে। বুখারী শরীফের হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب 'যে ব্যক্তি আমার কোন অলির সাথে দুশমনি করবে, আমি আল্লাহ তার সাথে লড়াই ঘোষণা করছি।' সুতরাং আলেম উলামা, পীর বুযুর্গরা যতই দূর্বল হোক, তাঁদের সাথে দুশমনি থাকলে স্বয়ং আল্লাহ তার সাথে লড়ায়ের ঘোষণা দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ফেরাউন। নমরূদ লড়াই করেছে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বিরুদ্ধে। তারা কি তাঁদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিজয়ী হতে পেরেছে? ঠিক এভাবে বর্তমানেও আল্লাহর অলিদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করতে আসবে তারাও পারবে না।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)খানকাতে বসে আছেন। ইবনে সাবা দৌড়ে গিয়ে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর পায়ে পড়ে গেল। আর পায়ে পড়ে এমনভাবে কান্না শুরু করে দিল যে, সে মুখে আর কোন কথা বলতে পারছিল না। ঠিক এভাবে বান্দাহ যখন আল্লাহর দরবারে কাঁদতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। 'ফিরে আস, যেখানে আছ। ফিরে আস। অগ্নি পূজক ফিরে আস, মূর্তি পূজক ফিরে আস। একশবার তওবা করে ভঙ্গ করেছ? ফিরে আস, আমি তোমার জিন্দিগীর সমস্ত গোনাহ মাফ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।'

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন কোন বান্দাহ গোনাহ করে আল্লাহর নিকট মাফ চায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাহ জানে তার একজন পরওয়ারদিগার আছেন। এ জন্য সে গোনাহ করে আমার নিকট মাফ চাচ্ছে। আমি তার জিন্দিগীর সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিলাম।

এক সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ কি আমাকে মাফ করবেন? হুযূর বললেন, কী গোনাহ

www.pathagar.com

করেছ যে, আল্লাহ তোমাকে মাফ করবেন না? সে বলল, আমি এতবড় গোনাহ করেছি যে, সে গোনার নাম নিতেও আমার খুব ভয় হয়। হুযূর বললেন, কি গোনাহ করেছ? সে বলল, হুযূর! আরবের প্রথা ছিল কোন মেয়ে সন্তানকে জীবিত রাখা যাবে না। মেয়ে সন্তান হলে তাকে মেরে ফেলতে হবে। হে আল্লাহর রাসূল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার একটি মেয়ে হল। তার মা এ সংবাদ গোপন রেখে তাকে লালন পালন করছিল। যখন আমি এ সংবাদ জানলাম, তখন আমি আর কিছু বলিনি। মেয়েটা একটু বড় হয়েছে। আমি বাড়িতে গেলে মেয়েটা আমাকে আব্বা, আব্বা বলে ডাকে। ছেলে মেয়েরা বাবা বলে ডাকলে কত আনন্দ লাগে, তা কেবল সন্তানের বাবাই বলতে পারে। অবশ্য যার সন্তান নেই, সে এই আনন্দ বুঝবে না। হযরত ইব্রাহীম (আ.) কি বলে আপন সন্তান ইসমাঈলকে ডাক দিয়েছিলেন? কুরআনের ভাষায়-

واذكر في الكتاب إبراهيم انه كان صديقا نبيا . إذ قال لابيه يا ابت

يا ابت আব্বাজান, আব্বাজান। আল্লাহ পাক সমস্ত যুবকদের তাওফীক দান করুন। তারা যেন মা বাবার আদব রক্ষা করে চলতে পারে। -সূরা মারইয়াম:৪২

এনজিও গুলোর অপশিক্ষা

আজকাল এনজিওরা এমন শিক্ষা দিচ্ছে। যে শিক্ষাতে ছেলে সন্তান বাবা মায়ের আদব রক্ষা করবে তো দূরের কথা উপরন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যেই বিভেদ সৃষ্টি করে ফেলছে। তারা কি বলে জানেন? এনজিওগুলোর শ্লোগান হচ্ছে- 'স্বামীর কথা মানব না, ভাঙ্গা ঘরে থাকব না।' তাহলে কোথায় থাকবে? ব্রাক অফিসে? আশা অফিসে? গ্রামীণ ব্যাংক-এর অফিসে? অফিসারদের সাথে থাকবে? আসলেও এরা অফিসারদের সাথে থাকে আর পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাদের নানা অপকর্মের খবর। তারা বলে 'স্বামীর কথা মানব না, ভাঙ্গা ঘরে থাকব না।' তারা ভাঙ্গা ঘরে থাকে না। রাস্তায় এসে হাত নাড়িয়ে মিছিল করে, মোল্লাদেরকে রাখব না, মৌলবাদী ধ্বংস কর। এনজিওরা শিখিয়ে দেয়, আর আমার মা বোনেরা রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে বলে, 'মোল্লাদেরকে রাখব না, মৌলবাদীদের রাখব না, ফতওয়া জারী চলবে না।' দেখছেন অবস্থাটা? কি শ্লোগান শিখাচ্ছে। কতবড় বেআদব বানাচ্ছে। 'মৌলবাদী থাকবে না, ফতওয়া চলবে না।' মনে রেখ! বাংলাদেশ আলেম উলামার দেশ। মৌলবাদ বলে আলেম উলামাদের খতম করতে যারা মাঠে আসবে, তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ!

www.pathagar.com

এক অমুসলিম সাধুর ঘটনা

একবার এক এলাকায় একজন সাধু এসে নিজেকে অলৌকিক ক্ষমতাধর হিসাবে উপস্থাপন করল। আর তার অলৌকিক ক্ষমতা হল, সে আকাশে উড়তে পারে। এ সংবাদটি কয়েকজন যুবক এলাকার ইমাম সাহেবকে জানাল। ইমাম সাহেব যুবকদেরকে বললেন, তোমরা শক্তিশালী চারজন যুবক আমার সাথে চল। ইমাম সাহেব থেকে তারা জানতে চাইলো তাতে কি হবে? ইমাম সাহেব বললেন, আগে তোমরা আমার সাথে চল, তারপর বলব কি হবে। অতঃপর চারজন যুবক ইমাম সাহেবের নিকট গেল। ইমাম সাহেব তাদেরকে বললেন, সাধু যখন মন্ত্র পড়ে আকাশে উড়তে শুরু করবে, তখন তোমরা চারজন চার কোণ থেকে বুলন্দ আওয়াযে আযান দেয়া শুরু করবে। যুবকরা ইমাম সাহেবের কথা মত তাই করল। সাথে সাথে সাধুর অলৌকিক ঘটনা খতম হয়ে গেল এবং সে শূন্য থেকে নিচে পড়ে শেষ হয়ে গেল। তাই মুসলমানদের বাহ্যিক অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। তাদের বড় অস্ত্র الله اكبر الله اكبر ধ্বণি। এই الله اكبر ধ্বণির আওয়াযে সমস্ত তাগুতি শক্তি ধ্বংস হয়েছিল। আজও সেই আল্লাহু আকবার ধ্বণির শক্তি মুসলমানদের হাতে আছে। মুসলমানদের ভয়ের কোন কারণ নেই। তবে, কথা হল আমাদেরকে খাঁটি মুসলমান হতে হবে।

মিরাজের ঘটনা ঃ বাইতুল মুকাদ্দাস উদ্ধার করতে হবে

আমাদের বায়তুল মুকাদ্দাস জিন্দা করতে হবে। মসজিদে আকসা আবার মুসলমানদের হবে। মসজিদে আকসা হল সেই মসজিদ যে মসজিদে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে নামায পড়েছেন। সরকারে দু'আলমকে হযরত জিব্রাঈল আমীন নিয়ে গেলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযূ করে মসজিদে ঢুকে দেখেন, হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারে দাঁড়ালেন। হযরত জিব্রাঈল আমীন বলেন, হুযূর! পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আগে যান। سبحان الله হুযূর আগে গেলেন। হযরত জিব্রাঈল আমীন তাকবীর বললেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকআত নামায পড়ালেন। নামাযের পর জিব্রাঈল আমীন জিজ্ঞেস করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি চিনেছেন তারা কারা? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- না, চিনতে তো পারলাম না। জিব্রাঈল আমীন বললেন- আল্লাহ তাআলা আপনার সম্মানার্থে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার

www.pathagar.com

পয়গম্বরকে নিজ নিজ স্থান থেকে নিয়ে এসেছেন। আপনার পিছনে নামায পড়ার জন্য। ইমামুল আম্বিয়া মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছেন তখন এক লোক এসে সালাম দিল আচ্ছালামু আলাইকুম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে? হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, রিজওয়ান নামক জান্নাতের ফেরেশ্‌তা। আর একজন এসে বলল আচ্ছালামু আলাইকুম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ইনি কে? হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন- মালিক; জাহান্নামের ফেরেশ্‌তা। এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বোরাক আনা হলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) পিছনে পিছনে যাচ্ছেন। কোথায় যাচ্ছেন? উপরের দিকে যাচ্ছেন। মুসলমান কখনও নিচে যায় না। উপরের দিকেই উঠে। আমরা কোন্ নবীর উম্মত? যে নবীর মিরাজ হয়েছে, তাঁর উম্মত আমরা। প্রথম আকাশে গেলেন, হযরত আদম (আ.) কে দেখলেন। দ্বিতীয় আকাশে হযরত ইয়াহইয়া ও ঈসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ (আ.) কে দেখলেন। চতুর্থ আকাশে হযরত ইদ্রিস (আ.) কে দেখলেন। পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন (আ.) কে দেখলেন। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আ.) কে দেখলেন। এই যে নবীদেরকে দেখানো হল এর মধ্যেও অনেক ইঙ্গিত রয়েছে। হযরত আদম (আ.) কে দেখানোর দ্বারা উদ্দেশ্য হল আদমকে যেভাবে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছে, তেমনিভাবে আপনাকেও মক্কা থেকে বের করে দেয়া হবে। দ্বিতীয় আকাশে হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আ.)কে দেখলেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হযরত ইয়াহইয়াকে কতল করা হয়েছে এবং হযরত ঈসা (আ.) কে কতলের ষড়যন্ত্র করা হয়েছে, সুতরাং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও হত্যার ষড়যন্ত্র হবে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে বাঁচাবেন। এরপর হুযুর আরশে মুআল্লায় পৌঁছলেন।

আলেম উলামাদের ভয়ের কোন কারণ নেই

আলেম উলামাদের ভয় কিসের? আমাদের নবীকে তো নির্যাতন করা হয়েছে। জখমী করা হয়েছে। হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। তাঁকে বার বার আক্রমণ করা হয়েছে। তারপরও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাজ চালিয়ে গেছেন। এমনিভাবে আমাদেরও হত্যার ষড়যন্ত্র করা হবে। আমাদেরকেও আঘাত করা হবে। এর ভিতর দিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। যেতে যেতে ইনশাআল্লাহ মনযিলে মাকসূদ পর্যন্ত পৌঁছে যাব।

www.pathagar.com

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র

এক রাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতে গিয়েছেন। এ সময় হযরত জিব্রাঈল (আ.) এসে বললেন, ঘুমাবেন না। কাফেররা আপনাকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোথায়? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, দারুন নাদওয়াতে। দারুন নাদওয়া হচ্ছে কাবা শরীফ। আর তখন কাবা শরীফকে মদের আড্ডাখানা বানানো হয়েছিল। আর সেখানেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয়েছিল। দারুন নাদওয়াতে পরামর্শ সভা চলছে, বলা হচ্ছে মুহাম্মদকে আর সহ্য করা যায় না। তাকে হত্যা করে ফেলতে হবে। ঠিক এই মুহূর্তে আর একজন এসে বলল- আমাকে একটু তোমাদের পরামর্শ সভায় ঢুকতে দাও। জিজ্ঞেস করা হল তুমি কে? সে বলল, আমি মিঃ ইবলিশ। আবূ জেহেল ছিল সভাপতি। মিঃ ইবলিশ তার পাশে গিয়ে বসল। এসেম্বেলির অধিবেশন চলছে। বর্তমান পাশ্চাত্যের এসেম্বেলি হল, শয়তানের এসেম্বেলি। এসব এসেম্বেলিতে মুসলমানদের শেষ করে দেয়ার মশওয়ারা করা হয়। বৃটিশের এসেম্বেলিতে দারুল উলূম দেওবন্দকে উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তারা কি তা পেরেছে? দারুল উলূম দেওবন্দ এখনও আছে। আর বৃটিশ-ই ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। ঠিক একইভাবে যারা মাদ্রাসাগুলো বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে চাও। তাদের মনে রাখা উচিৎ, এই দারুল উলূম পোরশা মাদ্রাসা থাকবে। তোমরাই শেষ হয়ে যাবে। লালবাগ থাকবে। হাটহাজারী থাকবে। পটিয়া থাকবে। তোমরাই থাকবে না। মাদ্রাসা এখনও আছে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আর তোমরা যারা মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ তোমরাই নিঃশেষ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। ইবলিশ বসল এসেম্বেলিতে। পরামর্শ চলছে। একজন বলল, এই সমস্যার সমাধানের জন্য মুহাম্মদকে মক্কা থেকে বের করে দাও। ইবলিশ বলল, তোমরাই তো তাকে দেখলে বিগলিত হয়ে যাও। কেননা, আল্লাহপাক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বানিয়েছেন এমন করে যে, দেখলেই মায়া লাগে। কারো সাথে দেখা হলে হেসে কথা বলতেন।

সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহপাক যে গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, একা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহপাক সেই গুণাগুণ দান করেছেন।

তাই ইবলিশ বলল, মুহাম্মদ মক্কা থেকে বের হয়ে গেলে সব মানুষ তাঁর ভক্ত হয়ে যাবে। আর সকলে মিলে লংমার্চ করে মক্কায় আসবে, তখন কি হবে?

www.pathagar.com

আরেকজন বলল, স্যার মুহাম্মদকে জেল খানায় আটক রাখলে ভাল হয়। ইবলিশ বলল, না জেলে দেয়া যাবে না। প্রশ্ন করা হল কেন? ইবলিশ বলল, তোমরা তো তাকে জেলে দিতে চাও। কিন্তু কয়েকদিন পর তার ভক্তরা আবার আন্দোলন শুরু করে দিবে। জেলের তালা ভাঙ্গতে হবে মুহাম্মদকে আনতে হবে। উপস্থিত সকলে বলল, ইবলিশ সাহেব ঠিকই বলেছেন। তাহলে কী করা যায়? এরপর কমবখত আবূ জেহেল বলল, আমার একটা প্রস্তাব আছে। কি প্রস্তাব? সকলে আবূ জেহেলকে প্রশ্ন করল। আবূ জেহেল বলল, সব গোত্রের একজন করে শীর্ষ ব্যক্তি সম্মিলিতিভাবে আক্রমণ করে আমরা মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেলব। ইবলিশ বলল- হ্যাঁ, এই প্রস্তাবটা খুব ভাল প্রস্তাব। এটাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব। মুহাম্মদকে হত্যার প্রস্তাব পাশ করার পর সকলে কাবা ঘর থেকে বের হয়ে গেল। রাতে মুহাম্মদকে ঘেরাও করবে। পরামর্শ মোতাবেক তাই করল। হযরত জিব্রাঈল আমীন এসে হুযূরকে বললেন, আপনি আর ঘুমাবেন না। আপনার ঘরের আশেপাশে আবূ জেহেল আছে, আবূ লাহাব আছে, সকলে মিলে আপনার ঘর ঘেরাও করে ফেলেছে। এ সময় ঘরের বাইরে আবূ জেহেল ঠাট্টা করে বলল, শুনেছ এ ঘরের লোকটা নাকি আরব ও আজমের মালিক হয়ে যাবে? অথচ কিছুক্ষণ পরেই আমরা তাকে হত্যা করে ফেলব। রাসূলুল্লাহ শোনে বললেন, আমি যা বলছি ঠিকই বলছি, আরব আজমের মালিক আমি হব।

ঠিক আমরা যখন বলি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করব। দেশ চালাব, তখন ওরা হাসে আর বলে আমিনী নাকি দেশ চালাবে? আলেমরা দেশ চালাবে? মিয়া সাহেব! হাসবেন না। দেখবেন, একদিন এটাই বাস্তব। এই মাদ্রাসার ফারেগরাই এক এক ডিষ্ট্রিকের ডি,সি হয়ে যাবে। কি বলেন, পারবে না দেশ চালাতে? ইনশাআল্লাহ তোমাদের চেয়ে ভালই চালাবে। শুধু বাংলাদেশ কেন, সারাবিশ্ব চালানোর ক্ষমতা আমরা রাখি। আল্লাহ্ পাক আলেম উলামাদের সে যোগ্যতা দান করেছেন। আজ তোমরা হাসছ, কাল দেখবে বাস্তব হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, সারা দুনিয়া মুসলমানরা দখল করবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলতে পারেন না।

আবূ জেহেল বলল শুনেছ? এখনও মুহাম্মদ বলে সে নাকি আরব আজম দখল করবে। একথা বলে সকলে দাঁড়িয়ে আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রা.) কে নিজের বিছানায় শোয়ালেন এবং ঘর থেকে বের হয়ে হাতে এক মুঠো মাটি নিয়ে ফুঁক দিয়ে কাফেরদের উদ্দেশ্যে উড়িয়ে

দিলেন। হুযূর যেই মাত্র মাটিগুলি ছাড়লেন। কাফেররা চোখে সরিষার ফুল দেখতে লাগল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের বেষ্টনীর মাঝখান দিয়ে চলে গেলেন। ওরা দাঁড়িয়ে রইল।

দেখলেন? 'আল্লাহু আকবার' চারদিক দিয়ে আলেমদের ঘেরাও করে রেখেছ? ভেবেছ, আলেমরা আর বের হতে পারবে না। আলেমরা মাটি ফু দিয়ে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যে, তোমরা টেরও পাবে না। পরে এসে রাষ্ট্র দখল করবে। বঙ্গভবন দখল করবে। সচিবালয় দখল করবে। এদেশ ইসলামী রাষ্ট্র হবে, কুরআনী আইন জারি হবে। ইনশাআল্লাহ! এই কাজের জন্য জানমাল দিয়ে চেষ্টা করতে আপনারা রাজি আছেন তো? একটু হাত তুলে দেখিয়ে দিন। কাজেই এদের ষড়যন্ত্রে ভয়ের কোন কারণ নেই।

ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হবে না

সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ষড়যন্ত্র করে যারা শেষ করতে চেয়েছিল, তারা সফল হতে পারে নি। এখনও যারা আলেম উলামাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে তারাও সফল হবে না। আল্লাহপাক হযরত ঈসা (আ.)-এর নযির দেখিয়ে মহানবীকে বললেন, তাঁর ন্যায় আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হবে। ঠিক ঈসাকে যেভাবে আমি আসমানে উঠিয়ে নিয়েছি তেমনিভাবে আপনাকেও আমি বাঁচাব। ওরা আপনার কিছুই করতে পারবে না। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নযির দিয়ে বললেন যে, যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)কে তাঁর ভাইয়েরা কূপে ফেলে দিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে আপনার স্বগোত্রের লোকেরা, আপনার বংশধররাই আপনার ক্ষতি করতে চাইবে। কিন্তু আমি আপনাকে তা থেকে রক্ষা করব।

মিরাজের রাতে চতুর্থ আসমানে হযরতে ইদ্রিস (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। আল্লাহ পাক বলেন- ورفعناه مكانا عليا অর্থাৎ আমি তাকে (ইদ্রিস)কে অনেক ঊর্ধ্বে তুলেছি। এভাবে আপনাকেও মর্যাদা প্রদান করা হবে। যে যে নবীর সাথেই সাক্ষাৎ হয়েছে, তার অর্থ হল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেও সেই নবীর অবস্থা আসবে। আল্লাহ পাক হযরত ইদ্রিস (আ.)কে উপরে উঠিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখালেন যে, আপনাকেও আমি উপরে উঠাতে থাকব, নীচে নামাব না। হযরত হারুন ও হযরত মূসা (আ.)কে দেখানোর উদ্দেশ্য হল, এই দুই নবী যেভাবে ফেরাউনের মোকাবেলা করেছেন আপনাকেও সেভাবেই কুরাইশের মোকাবেলা

www.pathagar.com

করতে হবে। সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহিম (আ.)কে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, আবার আপনার বিজয় হবে। যেমন নমরূদের সাথে হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর লড়াই হয়ে নমরূদ শেষ হয়েছে। ঠিক সেভাবেই যারা নমরূদের ভূমিকায় থাকবে, তারাই শেষ হবে। আর শেষ পর্যন্ত আপনি বায়তুল্লাহ্ শরীফে এসে হজ্জাতুল বিদা আদায় করবেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবরাহিম (আ.)কে সাথে নিয়ে আগে বাড়লেন এবং (عند سدرة المنتهى) ছিদরাতুল মুনতাহাতে গিয়ে পৌঁছলেন। আর ছিদরাতুল মুনতাহা হল দুনিয়া ও আখিরাতের বর্ডার| (إذ يغشى السدرة ما يغشى) আল্লাহ পাক ছিদরাতুল মুনতাহাকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছেন। এরপর জান্নাতে গেলেন, জাহান্নাম দেখলেন। ছিদরাতুল মুনতাহাতে গিয়ে হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন, হুযূর আমি আর অগ্রসর হতে পারছি না। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন কেন? হযরত জিব্রাঈল বললেন, যদি আমি আর একটু উপরে উঠি তাহলে আমার পাখাগুলো জ্বলে পুরে ছারখার হয়ে যাবে। এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একা চললেন। একা চলতে চলতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে একটু ভয় আসল। চলতে চলতে صريف الاقلام (ছারিফুল আকলাম) নামক স্থানে পৌঁছলেন। যার অর্থ হল সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয়। আরশ থেকে যা কিছু নাযিল হয় এখানে তা লিপিবদ্ধ হয়। এরপর চলতে চলতে তিনি আরশের দিকে গেলেন। আওয়ায আসল, আগে চলুন, সামনে চলুন। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজার হাজার নূরের পর্দা অতিক্রম করছিলেন, তখন তিনি খুব ভয় পাচ্ছিলেন। হঠাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওয়ায শুনলেন- يا محمد قف "ইয়া মুহাম্মদ কিফ"।

হে মুহাম্মদ আপনি থামুন, فان ربك يصلي আপনার রব নামায পড়ছেন। এ সময় হুযূরের মনে দু'টি প্রশ্ন জাগল। এক. যে আওয়াযটা হুযূর শুনলেন। সেটি ছিল হযরত আবূ বকরের আওয়ায। দুই. আল্লাহ আবার নামায পড়েন কিসের? আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার ব্যাখ্যা আসল। হে হাবিব! আপনি আমার নিকট একা আসতে ভয় পাচ্ছিলেন। তাই আমি আবূ বকরের কণ্ঠে একজন ফেরেশতার মাধ্যমে ডাক দিয়েছি, যেন আপনার ভয় দূর হয়ে যায়। আর আমি নামায পড়ছি তার অর্থ হল, আপনার উপর আমার রহমত বর্ষণ

www.pathagar.com

করছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরশ কুর্সি পার হয়ে কোথায় গেলেন? আমি আর সামনে বলতে পারব না। সুরায়ে নাজম সে কথাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

والنجم إذا هوى . ما ضل صاحبكم وماغوى . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى . علمه شديد القوى . ذو مرة فاستوى . وهو بالافق الأعلى . ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين او أدنى . فاوحى إلى عبده ما اوحى .

'নক্ষত্রের কসম, যখন অস্তিমিত হয়। তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপদগামী হননি এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। কুরআন অহি যা প্রত্যাদেশ হয়, তাঁকে শিক্ষাদান করেন এক শক্তিশালী ফেরেশতা। সহজাত শক্তি সম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেল। উর্ধ্ব দিগন্তে। অতঃপর নিকটবর্তী হল ও ঝুলে গেল। তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরও কম। তখন আল্লাহ তার বান্দাহর প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার তা প্রত্যাদেশ করলেন।' *(সূরা নাজম:১-১০)*

ইবনে সাবাত (রহ.)-এর বাকি ঘটনা

যাহোক তারপর ঐ ডাকাত সে বাড়ির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এটা কার বাড়ি? লোকেরা বললেন, এটিতো হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর বাড়ি। এটিতো হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর খানকা, রাতে এখানেই তিনি বসেন। জুনায়েদ বাগদাদীর নাম শুনেই সে বলতে লাগল, হায়! হায়! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অলি, আমি তাঁকে লাথি মারলাম? তিনি তাঁর মালগুলো মাথায় করে আমার বাড়িতে দিয়ে আসলেন? ব্যাস একদৌড় দিয়ে তিনি হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)-এর পা জড়িয়ে ধরলেন, এবং কাঁদতে লাগলেন, চোখের পানি ঝরতে লাগল।

কবি বলেন- ফিরে আস, আলেমকে গালি দিয়েছ? ফিরে আস, পীরকে গালি দিয়েছ? ফিরে আস, মাদ্রাসা ভেঙ্গেছ? ফিরে আস, অগ্নিপূজক ফিরে আস, মূর্তিপূজক ফিরে আস। আমার এ ডাকে সাড়া দিয়ে যখন চোখের পানি ছেড়ে বলবে, আল্লাহ! আমি বড় অন্যায় করেছি, পাপ করেছি। মনে রেখ! আমি সাথে সাথে তোমাকে মাফ করে দিব।

قل يا عبادى الذين اسرفوا علي أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم .

www.pathagar.com

'বলুন! হে আমার বান্দাহগণ! যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(সূরা যুমার: ৫৩)*

এক কবি বলেন- 'তোমার রহমতের ভরসা করে চোখ বন্ধ করে চলে আসলাম।'

হে আল্লাহ! এই হাজার হাজার মানুষের বিশাল মাহফিলে এতক্ষণ বয়ান করলাম। কত মানুষ পাগলের মত দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝে বয়ান শোনার আরো আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পর্দার আড়ালে মা, বোনেরা আছেন। হে আল্লাহ! তোমার নিকট সকলকে সাথে নিয়ে দুআ করছি, যারা এখানে এসেছেন সকলকে তুমি মাফ করে দাও। সকলকে জান্নাত দিয়ে দাও। যাদের নাম জাহান্নামীদের তালিকায় লেখা আছে, তাদের নাম জাহান্নাম থেকে কেটে জান্নাতের তালিকায় লিখিয়ে দাও। বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে কবুল করে নাও। এদেশে কুরআনী শাসন কায়েম করে দাও।

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

[অনুলিখনঃ মুহাম্মদ আনিসুর রহমান]

www.pathagar.com

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় বাধা প্রতিবন্ধকতা

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره المشركون . وقال تعالى : قل إن صلاتي ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك امرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم . وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

মুহতারাম সদরে জলসা, হযরত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত বগুড়া এলাকার জনসাধারণ মুসলমান ভাই ও বোনেরা! বগুড়া জামিয়া ইসলামিয়ার উদ্যোগে এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। আমার পূর্বে অনেক উলামায়ে কিরাম বয়ান করেছেন। আর আমার পর বাংলাদেশের উলামাদের মুরুব্বী হযরত শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক সাহেব (আল্লাহ তাআলা তাঁর হায়াত দীর্ঘায়িত করুন) মূল্যবান বয়ান এবং নসীহত পেশ করবেন।

ইসলামের জাগরণ দেশে দেশে
কাতার ও পাকিস্তান সফর প্রসঙ্গ

আপনারা যে আগ্রহ ও আকাংখা নিয়ে বসে আছেন, এটা শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম রাষ্ট্রে এই আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমি কিছুদিন পূর্বে দেশের বাইরে কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র সফর করে এসেছি। কাতার আরব দেশের একটা ছোট রাষ্ট্র। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদেরকে এত বিপুল ধন সম্পদ দিয়েছেন, যা অনেক বড় রাষ্ট্রের কাছেও নেই। মুসলিম এদেশটির সম্পদের পরিমাণ এখন ধনী রাষ্ট্র সৌদি আরব থেকেও বেশী। সেখানে শ্রমিক-ইমাম মিলে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশী রয়েছেন। আমার মনে হয় প্রায় এক হাজার মসজিদের ইমাম আমাদের বাংলাদেশী। কাতারের রাজধানী দোহাসহ পুরো দেশটা আমাদের একটা জেলার মত হবে। কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে আল্লাহ তাআলা এমন সমৃদ্ধ করেছেন যে, আমেরিকা তার মুখাপেক্ষী। সেই কাতারে আমাদের লালবাগে লেখা পড়া করেছে তার সংখ্যাও শতাধিক হবে। আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা মুজিবুর রহমান সাহেব (দা. বা.) আপনাদের এই এলাকার কৃতি সন্তান। তাঁর এক ছেলে কাতারে ইমামতি করে। সেখানে প্রত্যেক ইমামের নিজস্ব গাড়ি আছে। ড্রাইভারের প্রয়োজন হয় না। ইমামরা নিজেরাই গাড়ি চালাতে পারেন। সুবহানাল্লাহ! তাহলে বুঝা যায় আলেমরা প্রয়োজনে সব কাজই করতে পারেন। সেখানে গিয়েও মানুষের মধ্যে ইসলাম জানার ও বুঝার আগ্রহ দেখেছি। আমি প্রবাসীদের দাওয়াতে তাদেরই ব্যবস্থাপনায় সেখানে গিয়েছিলাম, বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত মাহফিল গুলোতে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

প্রতিদিন ইশার নামাযের পর আমার বয়ান হত। মসজিদে বয়ান হত। কাতারের মসজিদগুলো খুবই সুন্দর, মনোরম। সব মসজিদ-ই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। দৃষ্টিনন্দন। আমাদের বাংলাদেশ থেকে কাতার প্রায় পাঁচ হাজার মাইল দূরে হবে। কিন্তু তাদের মধ্যে আগ্রহ উদ্দীপনা দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছি। আমার বয়ানের সময় মসজিদগুলোতে তীল ধারণের জায়গা থাকত না। প্রতিটি জলসায় প্রায় দুই আড়াই ঘন্টা বয়ান হত, কিন্তু একজন শ্রোতাও উঠে চলে যেত না। এই যে বিপুল আগ্রহ, এটা বড়ই শুভ লক্ষণ। এরপর আমি পাকিস্তান গেলাম। সেটাও আমাদের মুরুব্বী আকাবিরদের রাষ্ট্র। আমাদের বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলো অর্থনৈতিক দিক থেকে দূর্বল। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতিটি মাদ্রাসা মনে হয় স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র। কোন মাদ্রাসায় প্রবেশ করলে মনে হয় যেন একটা রাষ্ট্রে প্রবেশ করেছি। একেকটি মাদ্রাসার গেইট, ভবন ও বিল্ডিংগুলো দেখলে শুধু তাকিয়েই থাকতে মনে চায়। আর এসব মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হয় জনসাধারণের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতায়। সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্য ও আর্থিক অনুদান নেয়া হয় না, সুবহানাল্লাহ! বুঝা যায়, এখনও দুনিয়াতে ইসলামের খেদমত করার জন্য অসংখ্য মানুষ আছে।

কোন অপশক্তি ইসলামকে মিটাতে পারবে না

একদল লোক মনে করে, এই বুঝি ইসলাম শেষ হয়ে গেল, ডুবে গেল। তাদের চিন্তা চেতনা ভুল। ইসলাম শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম কখনো ডুববে না। কোন অপশক্তি ইসলামকে মিটাতে পারবে না। শুরুতেই আমি একটি আয়াত তিলাওয়াত করেছিঃ

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكفرون . (سـورة الصف:٨)

'বিধর্মীরা আল্লাহর নূর অর্থ্যাৎ ইসলামকে নিভিয়ে দিতে চায়, চিরতরে মিটিয়ে দিতে চায়। তারা একের পর এক ষড়যন্ত্র করে। তদুপরি আল্লাহর এই নূর ইসলামকে কোন শক্তি নিঃশেষ করতে পারবে না।' এটা আল্লাহ তাআলার চূড়ান্ত ফায়সালা। এই ফায়সালায় কোন ব্যাত্যয় ঘটবে না। বর্তমানে তাগুতি শক্তির টার্গেটে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। কারণ বাংলাদেশে গণতন্ত্র নয়, ইসলামের গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। এন.জি.ও, কাদিয়ানি, নাস্তিক, মুরতাদ ও খোদাদ্রোহী ও মুসলমান নামধারী কিছু কুচক্রীর মাধ্যমে ইসলাম বিরোধী চেতনাকে লালন করে বাংলাদেশের মাটি থেকে ইসলামী চেতনাকে উৎখাত করার পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে। এই ধরনের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা দেড় হাজার বছর আগেও হয়েছিল। এখনও হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহর শক্তির সামনে কোন শক্তিই টিকে থাকতে পারবে না

বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামী চেতনার যে উত্থান ঘটেছে, পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে স্তব্ধ করতে পারবে না; বরং ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রীর দল-ই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারা বলে, মোল্লা-মুন্সীদের এতো শক্তি কোথায়? তাদের হাতে কোন অস্ত্র নেই, লোকবল নেই, অর্থ নেই। তাদের কী আছে? কিছুই নেই। শক্তি আছে আমেরিকার হাতে। আনবিক বোমা তাদের হাতে। তারা পরাশক্তির অধিকারী।

কিন্তু আমেরিকা, রাশিয়া ইসরাঈল, ভারতসহ সকল শক্তির বুঝা দরকার, ইসলাম কোন ব্যক্তি বা দলের ধর্ম নয়, ইসলাম কোন শক্তি বা রাষ্ট্রের ধর্ম নয়। ইসলাম সরাসরি আল্লাহর ধর্ম। আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান। আর বলা বাহুল্য, আল্লাহর শক্তির সামনে পৃথিবীর সবশক্তি অতি নগন্য, তুচ্ছ। আল্লাহর শক্তির সাথে অন্যকোন শক্তির তুলনাই চলতে পারে না। আল্লাহর শক্তির সামনে ফেরাউন, নমরূদ, হামান, আবু জাহেল টিকে থাকতে পারেনি। আধুনিক যুগের কোন ফেরাউন বা পরাশক্তিও টিকে থাকতে পারবেনা। এজন্য আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন-

يردون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكفرون . (سورة الصف:٨)

এই আয়াতের মর্মার্থ পরিস্কার। আল্লাহ্ পাক কোন আলেমের দ্বারা বা রাজা বাদশাহর দ্বারা অথবা অস্ত্রের দ্বারা তার দ্বীনের হেফাযত করবেন তা বলেননি, তিনি বলেছেন- والله متم نوره আল্লাহ সরাসরি এই দ্বীনের হেফাযত করবেন। ولو كره الكفرون যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে। আল্লাহ্ পাক দ্বীনকে নিজেই হেফাযত করবেন। অন্য কারো প্রয়োজন নেই। রাজা-বাদশাহ্, আলেম-উলামা কারো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনে অমুসলিমকে মুসলমান বানিয়ে তার দ্বারা দ্বীনের হেফাযত করবেন। কবি আল্লামা ইকবাল বলেন- ইরাক, বাগদাদ বড় রহস্যময় এলাকা। অসংখ্য পট পরিবর্তনের স্বাক্ষী এ দেশটি।

তাতারীদের বর্বরতার ইতিহাস

আপনারা নিশ্চয় তাতারীদের নাম শুনেছেন। তাতারীরা মুসলমান বাদশাহকে নির্মমভাবে হত্যা করে বাগদাদ দখল করে নিয়েছিল। লাখ লাখ মুসলমানের লাশ রাস্তায় রাস্তায় বেওয়ারিশের মত পড়ে ছিল। রক্ত জমাট বেধে শহরের নহর নালা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তাদের হিংস্রতার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এমন চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, একজন তাতারী সৈনিক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল।

www.pathagar.com

রাস্তায় প্রায় শতাধিক মুসলমানকে সে দেখতে পেল। ভীত সন্ত্রস্ত ও আতংকিত মুসলমানদের লক্ষ্য করে সে বলল, আমার হাতে এখন কোন অস্ত্র নেই। তরবারীটি বাড়ী থেকে আনতে ভুলেগিয়েছি। তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমি বাড়ী থেকে তরবারী এনে তোমাদেরকে হত্যা করব। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সেই কাপুরুষের দল সেখান থেকে এক চুলও নড়ল না। পালিয়ে গেল না। তাতারী সৈনিকটি বাড়ী থেকে তরবারী এনে তাদেরকে হত্যা করল। তাঁরা বাঁচার কোন চেষ্টাই করল না।

এই ঘটনার দ্বারাই বুঝা যায় তাতারীরা তাদের মনে কী পরিমাণ ভীতি সঞ্চার করেছিল। তখনকার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, واذا قيل لك ان التتر انهزموا فلا تصدق'কেউ যদি বলে যে, তাতারী কোনদিন পরাজয় বরণ করবে, তাহলে তোমরা তা বিশ্বাস করো না।' একথা প্রবাদ হয়ে গিয়েছিল।

একজন অলীর দ্বারা যে কাজ সম্ভব

শত বৎসরের সংগঠন দ্বারা তা সম্ভব নয়

এসব দুর্ধর্ষ তাতারীদের দ্বারাই আল্লাহ পাক দ্বীনের হেফাযত করেছেন। তারা এক সাথে সকলেই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। এটা কোন সংগঠনের দ্বারা নয়, কোন যুক্তিবাদীর যুক্তির দ্বারা নয়, একজন নিভৃতচারী প্রকৃত আল্লাহ ওয়ালার দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। আমি যখন এই ঘটনা ইতিহাসে পড়ি তখন হয়রান হয়ে যাই। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুসলিম মনীষী আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.)- তারিখের কিতাব- تاريخ دعوت وعزيمت এ এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। কাজেই ঘটনার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। আমি হয়রান হয়ে যাই যে, আল্লাহ তাআলা যখন কাজ নিতে চান, তখন একজন অলীর দ্বারা এমন বড় কাজ নেন, যে শত বৎসরের পুরাতন সংগঠনের দ্বারাও তা সম্ভব হয় না। বর্তমানে আমরা সংগঠন করে নিজেকে খুব বড় মনে করি। কাজ করতে হলে সংগঠন প্রয়োজন, শুধু এজন্য-ই সংগঠন করি। কিন্তু সংগঠন হল অযূতুল্য। আসল কাজ হল নামায। এক ব্যক্তি যদি সারা বৎসর শুধু অযূ করে তাহলে নামায পড়বে কবে? আমরা অনেকে সংগঠনের এমন পাগল হয়ে গেছি যে, শুধু অযূই করছি। নামায পড়ার চেষ্টাই করছি না। আল্লাহওয়ালাদের সংগঠন ছিল না। কিন্তু নামায ছিল। তাই মানুষ হেদায়াত পেয়েছে। তাতারীদের মত জাতিকে একজন আল্লাহওয়ালা হেদায়াত করেছেন।

www.pathagar.com

তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর ঘটনা

আল্লামা জামাল উদ্দিন কাশগরী (রহ.)এর ঘটনা। তৎকালীন বাদশাহর সময়কাল শেষ হলেই পরবর্তীতে তাতারীদের বাদশাহ হবে এমন একজন যুবরাজ একবার শিকারে বের হলেন। শিকারে বের হয়ে তিনি এমন এক এলাকায় পৌছলেন যেখানে আল্লামা জামাল উদ্দীন কাশগরী (রহ.) মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াতী কাজ করছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি যুবরাজের মুখোমুখি হয়ে গেলেন। যাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি এখানে বাগদাদ থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাদেরই একজনের সামনে পড়ে গেলেন তিনি। তার সাথী সঙ্গী সকলের গায়েই ইসলামী পোষাক, মুখে দাড়ি, মাথায় টুপি, গায়ে জুব্বা। তাদের দেখেই যুবরাজ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে সকলকে তার সামনে উপস্থিত করতে বললেন। সাথী সঙ্গীদের নিয়ে আল্লামা জামাল উদ্দীন (রহ.) তার সামনে গেলে তিনি বলে উঠলেন, তোমরা কারা? কোত্থেকে এসেছ? তোমাদের মাথায় টুপি। এটাতো আমার জন্য ভাল লক্ষণ নয়। তোমাদেরকে তো ছেড়ে দেয়া যায় না। তখন আল্লামা জামালউদ্দীন (রহ.) বললেন, আমরা তো ভিনদেশে এসেছি। তদুপরি আমাদের জানা ছিল না যে, আপনি এখানে এই সময় আসবেন। জানলে আমরা আপনার সামনে পড়তাম না।

যুবরাজের রাগ তখনও প্রশমিত হয়নি। তিনি মুসলমানদের সম্পর্কে খুবই নিচু ধারণা পোষণ করতেন। তিনি জামাল উদ্দীন (রহ.)-কে লক্ষ্য করে ঠাট্টাচ্ছলে বলে উঠলেন, انتم خير او كلب 'তোমরা উত্তম নাকি কুকুর?'

কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়াই জামাল উদ্দীন (রহ.) বললেন, আমি যদি ঈমানের সাথে মরতে পারি, তাহলে আমি কুকুর থেকে উত্তম। আর যদি মৃত্যুর সময় আমার ঈমান নসীব না হয় তাহলে আমি কুকুর থেকেও অধম ও নিকৃষ্ট। কোন্ কথা যে কার মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা বলা মুশকিল। তৎক্ষণাৎ যুবরাজ জিজ্ঞেস করেলন, ঈমান কি জিনিষ? জামাল উদ্দীন (রহ.) বললেন, আপনি আমার সাথে আমার বাড়ি চলুন। তারপর তিনি তাকে বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তাকে ঈমানের ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি ঈমানের ব্যাখ্যা বর্ণনা করছেন আর যুবরাজের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। যুবরাজ বললেন, ঈমানের মর্মার্থ আমার বুঝে এসেছে। তবে এখন তো অসুবিধা আছে। কাজেই আমি যখন সিংহাসনে বসব। আমার হাতে যখন রাজত্বের সর্বময় ক্ষমতা আসবে তখন এসে আমাকে মনে করিয়ে দিবেন। আমি মুসলমান হয়ে যাব। সময় গড়িয়ে এক সময় সেই যুবরাজ বাদশাহ হলেন। এ দিকে হযরত

www.pathagar.com

জামালউদ্দীন (রহ.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে প্রিয় ছেলে আল্লামা রশীদ উদ্দীন (রহ.)কে ডেকে বললেন, বাবা! তাতারীদের নতুন বাদশাহ যখন রাজ সিংহাসনে আসীন হবে। তখন তুমি তার কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যাবে। আমার সাথে তার কথা হয়েছে। সে মুসলমান হয়ে যাবে। পিতার অসিয়ত অনুযায়ী আল্লামা রশীদ উদ্দীন (রহ.) একদিন বাদশাহর দরবারে হাযির হয়ে দারোয়ানকে বললেন, বাদশাহর সাথে আমার জরুরী কথা আছে, তাঁর সাথে আমার দেখা করার ব্যবস্থা করে দিন। দারোয়ান জবাব দিল, তার সাথে দেখা হবেনা। চলে যাও। তিনি অনেক অনুরোধ করলেন, অনুনয় বিনয় করলেন। কিন্তু কোন লাভ হল না। পাহাদাররা তাকে কোন সুযোগ করে দিল না। তখন বাধ্য হয়ে তিনি শাহী প্রাসাদের সন্নিকটে তাঁবু গাড়লেন। পরদিন যখন ফজরের নামাযের সময় হল, তখন তিনি উঁচু আওয়াযে আযান দিতে শুরু করলেন। নিস্তব্ধ পৃথিবী। মানুষ ঘুমে বিভোর। চারদিকে সুনসান নিরবতা বিরাজ করছে। এমনি সময় নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে আযানের ধ্বনি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আযানের ঢেউ শাহী মহলের দেয়ালেও আছড়ে পড়ল। এতে বাদশাহর ঘুম ভেঙ্গে গেল। অনাকাংখিতভাবে ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় বাদশাহ হুকুম করলেন, কার এত সাহস? ধরে নিয়ে আস তাকে। নির্দেশ মোতাবেক রশীদ উদ্দীন (রহ.)কে বাদশাহর খাস মহলে উপস্থিত করা হল। বাদশাহ তখন জিজ্ঞেস করলেন, কোন সাহসে আমার প্রাসাদের এত নিকটে তুমি এত উচ্চস্বরে আযান দিলে? তুমি জান এর পরিণতি কি হতে পারে? তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, ফজরের নামায পড়ার জন্য আযান দিয়েছি।

যাদের দিলে আল্লাহর মুহব্বত আছে তারা কখনো ভীতু কাপুরুষ হতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে তারা মাথা ঝুকাতে পারে না। যত বড় বাদশাহ-ই হোক, তাগুতের শক্তি যত বিস্তৃতই হোক তার সামনে সত্য বলার সৎ সাহস কেবল আল্লাহ ওয়ালাদেরই আছে। যাঁরা খানকায় বসে আল্লাহর যিকিরে মগ্ন থাকেন, তাঁরা কাউকে পরোয়া করেন না।

আমি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘূরে সব জায়গায় ইসলামের নব জাগরণ লক্ষ্য করেছি। মুসলমানদের মধ্যে এক নব চেতনা, নতুন উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কোথেকে কি হচ্ছে? এই উদ্দীপনার পিছনে কোন্ প্রেরণা কাজ করছে? তা কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না। এই কারণেই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন- والله متم نوره আমি আল্লাহ নিজে দ্বীনের এই রাজপথকে আলোকোজ্জল করে তুলব। কোন বাধা কোন শক্তি আমার এই ইচ্ছায় বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। আল্লাহ

www.pathagar.com

যখন ইচ্ছা করেন মানুষের মধ্যে তার প্রেম জাগিয়ে তুলেন। এই প্রেমের সামনে তখন পৃথিবীর সবকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়।

যা হোক প্রসঙ্গে ফিরে আসি। তাতারী বাদশাহর ঘটনা বলছিলাম। বাদশাহর প্রচন্ড হুমকির মুখে অবিচল রশীদ উদ্দীন (রহ.) বললেন, অপরাধ ক্ষমা করবেন। আপনার হয়ত স্মরণ আছে, একবার শিকারে গিয়ে একজন মুসলমান বুযুর্গের সাথে আপনার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সেই জামাল উদ্দীন (রহ.)-এর পুত্র আমি। আমার নাম রশীদ উদ্দীন। আমার পিতা ইন্তিকালের পূর্বে আমাকে বলে গিয়েছিলেন যে, আপনি তাঁকে কথা দিয়েছিলেন, বাদশাহ হলে আপনি মুসলমান হয়ে যাবেন। তিনি আমাকে আপনার সেই ওয়াদার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছেন। আর তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই আমি আপনার নিকট এসেছিলাম। কিন্তু সরাসরি কোনভাবেই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার উপায় বের করতে পারিনি। তাই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে এই বিকল্প পন্থা বেছে নিয়েছি। অন্য কোন কারণ নেই। তখন তাতারী বাদশাহ বললেন, হ্যা! আপনি সত্য বলেছেন। আমার সব মনে পড়েছে।

এবার বলুন, মুসলমান হতে হলে আমাকে এখন কি করতে হবে? তিনি বললেন, প্রথমে গোসল করতে হবে। পবিত্র কাপড় পরিধান করতে হবে। তাঁর কথামত বাদশাহ গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন এবং রশীদ উদ্দীন (রহ.)-এর কাছে কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। মুসলমান হওয়ার পর বাদশাহ তাকে বললেন, আমি যে মুসলমান হলাম এখন তা প্রকাশ করার দরকার নেই। তাহলে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে পারে। কাজেই কৌশলে কাজ করতে হবে। এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন একসাথে সকলেই মুসলমান হওয়ার সুযোগ হয়ে যায়। আপনি অপেক্ষা করুন। আমি মন্ত্রী পরিষদ এবং সভাষদ সকলকে ডাকছি। আপনি সকলের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরবেন। আমি প্রথমে সকলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করব। সকলেই যদি আপনার বর্ণনায় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহর মেহেরবাণীতে একসাথে গোটা রাষ্ট্রের সকল মানুষ মুসলমান হয়ে যাবে। এতে আমাদের সকলের জন্য কল্যাণ হবে। পরের দিন যথাসময়ে মন্ত্রী পরিষদের ভরা মজলিসে বাদশাহ রশীদ উদ্দীনকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। রশীদ উদ্দীন দরবারে প্রবেশ করার সাথে সাথে বাদশাহ লক্ষ্য করে দেখলেন, প্রধানমন্ত্রী কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। প্রধানমন্ত্রী বারবার শুধু রশীদ উদ্দীনের দিকে তাকাচ্ছেন। তখন বাদশাহ প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? আপনি এই লোকের দিকে বার বার তাকাচ্ছেন কেন? প্রথমে প্রধানমন্ত্রী এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। বললেন, কোন কারণ নেই। এমনিই। কিন্তু বাদশাহ নাছোড় বান্দার মত তাকে চেপে ধরলে প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

স্বীকার করলেন হ্যা! জাহাপনা! আমি এই লোকটিকে চিনি। এই লোকের হাতে ইতিমধ্যে আমি মুসলমান হয়েছি। কিন্তু আপনার ভয়ে এতদিন গোপন করে রেখেছিলাম। এর পরের ঘটনা আরো চমকপ্রদ। দেখা গেল মন্ত্রী পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই ইতিমধ্যে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। তখন বাদশাহও স্বীকার করলেন যে, তিনি নিজেও মুসলমান হয়ে গিয়েছেন। এরপর দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ একসাথে মুসলমান হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ যখন কাজ নেন তখন এভাবেই নেন।

এই ঘটনাটি ইতিহাসের একটি সত্য ঘটনা। উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.)ঘটনাটি লিখে শেষ করে নিজেই মন্তব্য করেছেন যে, ঘটনাটি আশ্চর্যকর হলেও সম্পূর্ণ সত্য। তাইতো আল্লামা ইকবাল তাঁর কবিতায় বলেন- 'যারা মূর্তিপূঁজক ছিল ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ তাদেরকে ইসলামের মুহাফিয বানিয়ে দিয়েছেন।'

কাওমী মাদ্রাসাসমূহের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস

বর্তমান বিশ্বে ইসলামকে টার্গেট বানানো হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে ইসলামের আওয়াযকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। এই দেশে ইসলামের দূর্গ হিসাবে পরিচিত কাওমী মাদ্রাসা গুলোকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা চলছে। লালবাগ মাদ্রাসা, হাটহাজারী মাদ্রাসা, পটিয়া মাদ্রাসাসহ সকল কাওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত তথ্য সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, এই সকল মাদ্রাসাতে লেখা পড়ার পরিবর্তে অস্ত্রের ট্রেনিং হয়। তালিবান তৈরী করা হয়। এরা আল-কায়েদার সাথে জড়িত। ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করে এই মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেয়ার পরিকল্পনা চলছে। কিন্তু ইসলাম বিরোধী শক্তির মনে রাখা দরকার, ষড়যন্ত্র করে পরিকল্পনা সাজিয়ে এই দেশ থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। কাওমী মাদ্রাসা নামে দ্বীনের এই দূর্গগুলো ঠিক থাকবে। ষড়যন্ত্রকারীরাই শেষ হয়ে যাবে। দ্বীনের আওয়াযকে স্তব্ধ করতে পারে' এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নেই। তাদের মনে রাখা উচিৎ তালিবান সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে, আল-কায়েদার ধোয়া তুলে মৌলবাদ বলে বাংলাদেশে হাজার বৎসরের লালিত ইসলামী ঐতিহ্য ও চেতনাকে মুছে ফেলা যাবে না।

জিহাদ আর সন্ত্রাস এক জিনিষ নয়

আলেম উলামাগণ তালিবান নন, সন্ত্রাসীও নন। তারা আল্লাহর সৈনিক, দ্বীনের মুহাফিয। সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করে তারা এই দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করতে চায়। তারা ইসলামের সার্বজনীন অনুপম আদর্শে বিশ্বাসী। অনাচার আর সন্ত্রাসের কোন মাত্রাকে ইসলাম সমর্থন করে না। তারপরও যদি তাদেরকে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সন্ত্রাসের সাথে জড়ানো হয়, তাদের পিঠ যদি দেয়ালে ঠেকিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তখন তারা ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। তারা জিহাদে অবতীর্ণ হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদে। মুজাহিদদের জীবনে কোন পরাজয় নেই। মরলে শহীদ বাঁচলে গাজীর চেতনায় তারা সমৃদ্ধ হয়। পিছু হটার তারা চিন্তাও করতে পারেনা। তবে মনে রাখতে হবে, জিহাদ আর সন্ত্রাস এক জিনিষ নয়। জিহাদ সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করে। জিহাদ সমাজ থেকে অন্যায় অবিচার দূর করে। জিহাদ দেশে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। জিহাদ মুসলমানের উপর ফরয। সরাসরি পবিত্র কুরআনে জিহাদের হুকুম বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। সুরা আনফালে, সূরা, তাওবায়, অন্যান্য সূরায় জিহাদের বর্ণনা এসেছে। কাজেই মুসলমান জিহাদ ছেড়ে যাবে কোথায়? জিহাদ ছেড়ে দেয়ার কারণেই বিশ্বজুড়ে মুসলমানদের আজ এত অধঃপতন। কিন্তু আমি আবারও বলছি, জিহাদ মানে সন্ত্রাস নয়। আমরা জিহাদ করব তাগুতের বিরুদ্ধে, শয়তানী শক্তির বিরুদ্ধে। প্রয়োজনে রুখে দাড়াতে হবে। লাঠি হাতে শয়তান তাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে আপসের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। দ্বীনের ব্যাপারে কুফরী শক্তির সাথে কোন আপস নেই।

আল্লাহর নামের মজা

ইসলামের ব্যাপারে মানুষের এই একাগ্রতা এই অনন্য চেতনাই মানুষকে সম্মুখ পানে ধাবিত করে নেয়। এই যে প্রচন্ড শীতকে উপেক্ষা করে আপনারা ইসলামের কথা শোনার জন্য বিপুল আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন, এটাই প্রমাণ করে শত ষড়যন্ত্র করেও মানুষের মন থেকে ইসলামের নাম মুছে ফেলা যাবে না এই এলাকা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.)-এর এলাকা। আমি শুনেছি, তিনি যখন যিকির করতেন তখন আশপাশের যমীন এবং গাছপালা থেকেও 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' আওয়ায উচ্চারিত হত। আল্লাহর নাম মানুষের মনে কী শক্তি সৃষ্টি করে, তা শুধু স্বাদ আস্বাদনকারীরাই জানে। দেখা যায়, আল্লাহওয়ালারা শেষ রাতে অযূ করে নামাযে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্তে সময় পার করে দেন। কারণ তাঁরা সেই নামের স্বাদ বুঝেছেন। তাই তো আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন-

يأيها المزمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه او انقص منه قليلا . اوزد عليه ورتل القران ترتيلا . إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة اليل هى اشد وطأ واقوم قيلا. إن لك فى النهار سبحا طويلا . واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. (سورة المزمل:١-٨)

www.pathagar.com

আল্লাহ পাক মুহাম্মদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে ডেকে বলছেন, হে পেয়ারা নবী! আপনি রাত্রে উঠে আমাকে ডাকুন, আমার কাছে চান, নামায পড়ুন।

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহর সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার

মক্কার তের বছরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে জুলুম অত্যাচার চলেছে, অথচ তাঁকে সান্তনা দেওয়ার মত কেউ ছিল না। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা দিতেন, আপনি রাত্রে উঠে আমার সাথে সরাসরি কথা বলুন। সরদারে দু'আলম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার তের বৎসর জিন্দিগীতে প্রায় রাত্রে ইশার পরে নামাযে দাঁড়াতেন। ফজর পর্যন্ত নামাযে দাঁড়িয়ে থেকে কাটিয়ে দিতেন, সুবহানাল্লাহ! এমনও হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা মুবারক ফুলে যেত। তিনি আল্লাহর কাছে কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, হে আল্লাহ! এই জাতিকে নিয়ে আমি বড় বিপাকে আছি। তারা আমাকে আঘাত করে, গালি দেয়, মিথ্যাবাদী, পাগল, গণক বলে আখ্যা দেয়। ইসলামের কাজে পদেপদে আমাকে বাধা দেয়। নামাযরত অবস্থায় আমার উপর উটের নাড়ি-ভুড়ি চাপিয়ে দেয়। ইসলাম গ্রহণের অপরাধে আমার সাথী বিলালকে প্রহার করে। খুবাইবকে প্রহার করে। আমার যাতায়াত পথে কাটা বিছিয়ে রাখে। পাথর নিক্ষেপ করে আমাকে ক্ষত বিক্ষত করে, রক্তাক্ত করে।

পদে পদে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

সরদারে দু'আলম হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ভাবে আকুল হয়ে কাঁদতে থাকতেন। আল্লাহু আকবার, সারারাত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকতেন। তাঁর তিলাওয়াতের মূর্ছনায় কাফেররা পর্যন্ত মোহিত হয়ে যেত। যে শুনত সেই আকৃষ্ট হয়ে যেত। তাঁর মন ইসলামের জন্য বিগলিত হয়ে যেত। তাই মক্কার মুশরিক কাফেররা সম্মিলিত পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিল যে, কেউ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কুরআন তিলাওয়াত শুনতে পারবে না। এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা চারদিকে প্রচার করে দিল।

আল্লাহর কুদরত বুঝা দায়!

আল্লাহর কুদরত বুঝা কার সাধ্য! তাঁর কুদরত যখন কাজ করে তখন মানুষের সব অভিসন্ধি, যাবতীয় পরিকল্পনা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। কুরআনের

www.pathagar.com

তিলাওয়াত না শোনার সিদ্ধান্ত যারা করেছে তাদের প্রধান সরদার আবূ জেহেল ভাবল, আমি আদেশ জারী করেছি, আমার অর্ডার অমান্য করার সাহস তো কারো হবে না। কাজেই আজ থেকে মুহাম্মদের কুরআন শুনতে কেউ আসবে না। এই সুযোগে আমি একাকী তা শুনতে যাব। তাই সে আর চিন্তা ভাবনা না করে পরদিন রাত গভীর হওয়ার সাথে সাথে চুপি চুপি গিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিলাওয়াত শুনতে মগ্ন হয়ে গেল। এরই মধ্যে কখন যে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, তা সে টেরও পায়নি। তার যখন ধ্যান ভাঙ্গল, তখন সে তার মত আরও কয়েকজনকে দেখে এগিয়ে গেল। সে দেখল আবূ সুফিয়ান, নযর ইবনে হারিস, উতবা ইবনে আবূ মুয়ীত সহ মক্কার বড় বড় সরদাররা তার মতই কুরআনের তিলাওয়াত শ্রবণে এতক্ষণ মগ্ন ছিল। পরস্পর মুলাকাত হওয়ার পর মূল বিষয় বুঝতে আর কারো বাকী থাকল না। সকলেই লজ্জিত হল, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

তখন আবূ জেহেল উপস্থিত সরদারদেরকে লক্ষ্য করে বলল, সবেমাত্র গতকাল আমরাই অর্ডার জারী করলাম। এখন আমরাই তার বিপরীত করছি। সাধারণ মানুষ যদি একথা জানতে পারে তাহলে আমাদের সর্দারী তো থাকবেই না। উপরুন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তারা আরো বেশী মাত্রায় ঝুঁকে পড়বে। কাজেই সর্বাগ্রে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। তখন সবাই মিলে নতুন করে শপথ করল, আগামী কাল থেকে আর কেউ আসবে না। এই শপথ করে নিজ নিজ গন্তব্যে চলে গেল। পরদিন যখন রাত আসল তখন আবূ জেহেল চিন্তা করল, গতকাল তো নতুন করে সর্দারগণ আবার শপথ করেছে। এখন আর কেউ আসবে না। কাজেই এই সুযোগে আমি একা গিয়ে চুপি চুপি কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করতে থাকব। অপরদিকে অন্যান্য সর্দাররাও একই চিন্তা করল। তারাও ভাবল এখন তো আর কেউ আসবে না। কাজেই আমি একা যাব। কিন্তু ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখল যে, যথারীতি আবার সবাই এসেছে। আবূ জেহেল হতবাক হয়ে বলল, গতকাল নতুন করে শপথ করার পরও আজকে দেখি সকলেই এখানে উপস্থিত। যাই হোক আজ থেকে আমরা লিখিতভাবে কঠিন শপথ করছি, আর এখানে আসব না। এভাবে ব্যাপারটির মিমাংসা করা হলেও ঘটনার জের থেকেই গেল। তাদের মধ্যেই অন্যতম একজন সর্দার উতবা ইবনে আবূ মুয়ীত। তিনি ছিলেন সেনা বাহিনীর প্রধান। তখনকার মত বাড়ীতে চলে গেলেও পরের রাতে তার চোখে ঘুম আসল না। যতই চেষ্টা করে কোন লাভ হয় না। অবশেষে সে বাধ্য হয়ে প্রধান সর্দার আবূ জেহেলের কাছে ছুটে গেল।

www.pathagar.com

ইসলামের বিরোধিতা মূলতঃ নেতৃত্বের কারণেই

আবূ জেহেলের বাড়ীতে গিয়ে দরজায় আওয়ায দিল। আবূ জেহেল বের হয়ে উদ্ভ্রান্ত উতবাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? তোমাকে এত অস্থির লাগছে কেন? এত রাতে আমার এখানে ছুটে এসেছ কেন? তখন সে বলল, অনেক চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুমাতে পারলাম না। বিছানায় শুয়ে শুধু ছটফট করছিলাম। আচ্ছা! বল তো মুহাম্মদ যে কুরআন তিলাওয়াত করে তা কি মিথ্যা? এর বর্ণনা, ভাষা, বিষয় সবই কি ভিত্তিহীন? যদি তাই হয় তাহলে আমাদের মন তা শোনার জন্য এত উতলা হয় কেন?

আবূ জেহেল বলল, তুমি এতবড় একজন সর্দার। অথচ এতটুক বুঝনা যে, তা সত্য না মিথ্যা। মুহাম্মদ যে ধর্মের কথা বলে সেটা সত্য, শাশ্বত। যে কুরআন তিলাওয়াত করে তার প্রতিটি বর্ণনা প্রতিটি কথা নিরেট সত্য। এতে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ নেই।

উতবা প্রশ্ন করল, তাহলে তাঁর ধর্ম মানছ না কেন? আবূ জেহেল বলল, তুমি তো জান যে, মুহাম্মদ আমার ভাতিজা। আমি তাঁর চাচা। আমি যদি তাঁর কথা মেনে নেই তাহলে তো আমার সর্দারী থাকবে না। মুহাম্মদের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে। নিজের ভাতিজার কাছে আমি ছোট হতে চাই না। এই কারণে ইসলাম সত্য জানা সত্বেও তা গ্রহণ করতে পারছি না। আমাদের সর্দারী টিকিয়ে রাখতে হলে মুহাম্মদের বিরোধিতা করেই যেতে হবে।

ষড়যন্ত্র করে ইসলামের উত্থান রোধ করা যাবে না

বর্তমান বিশ্বের অবস্থাও তাই হয়েছে। সবাই বুঝে এবং বিশ্বাসও করে যে, ইসলাম সত্য ধর্ম। ইসলাম ছাড়া অন্যকোন ধর্ম বা মতবাদ কোনদিন শান্তি দিতে পারেনা। এটাও সকলের কাছে স্বীকৃত সত্য। তদুপরি ইসলামকে মিটানোর জন্য মুসলামানদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তৎপরতার অন্ত নেই।

সবাই বুঝে বিশ্বাস করে কিন্তু ইসলামী আইন কানূন মানতে চায় না। ইসলামী আইন অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হোক এটা চায় না। কারণ ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠিত হলে দূর্নীতি করা যাবে না। অন্যায় জুলুমের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। এমপি মন্ত্রীদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবে। আমি সারাদেশ ঘূরছি। মানুষের সাথে কথা বলছি। সবাই ইসলামী আইন চায়। দেশে ইসলামী আইনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন চায়। কাজেই যতই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হোক, ষড়যন্ত্র যতই পাকাপোক্ত করা হোক, বাংলাদেশে ইসলামের উত্থানকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

www.pathagar.com

আমরা শুধু নামের মুসলমান

আমরা মুসলমান শুধু নামের। কার্যক্ষেত্রে আমরা খুবই দূর্বল। আমরা রাত জাগতে পারিনা। তাহাজ্জুদ পড়া তো দূরের কথা ঠিক মত ফজরের নামাযও আদায় করতে পারি না। এর কারণ হল আমাদের ঈমানের দূর্বলতা। কিন্তু একজন আল্লাহওয়ালার বয়স যত বেশীই হোক, রাত জেগে ইবাদত করতে তাঁদের কখনো ক্লান্তি আসে না। আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থেকে রাতের পর রাত তাঁরা নির্ঘুম কাটিয়ে দেন। আপনাদের এলাকায় প্রসিদ্ধ আল্লাহওয়ালা ক্বারী ইব্রাহীম (রহ.) এতবড় হওয়ার কারণ হল, তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আজীবন সাধনা করেছেন। আল্লাহকে পেয়েছেন। কাজেই যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন। জীবনে কোন অপূর্ণতা থাকেনি। তাঁদের ঈমানের মজবুতী ছিল। দ্বীনের কাজে, আল্লাহর ইবাদতে তাঁরা অপার আনন্দ পেতেন। তাদের একজনের দ্বারা দ্বীনের যে বিশাল কাজ হত আমাদের মত শত সহস্র জনের দ্বারাও তা কোনদিন সম্ভব নয়। আমরা ওয়ায করি। মানুষকে দ্বীনের কথা শুনাই। কিন্তু কয়জন আমাদের দ্বারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়?

আল্লাহওয়ালাদের এক দৃষ্টিতে হাজারো মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়

একজন খাঁটি আল্লাহওয়ালার নূরানী চেহারা দর্শন করেই হাজার হাজার কাফের মুসলমান হয়ে যেত। এই শক্তির প্রধান উৎস ছিল তাঁদের দুনিয়া বিমুখতা এবং আল্লাহর কাছে তাঁদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। এক ইংরেজ ঐতিহাসিকের বর্ণনায় পাওয়া যায়, খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.)-এর হাতে নিরানব্বই লক্ষ হিন্দু কালিমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। সুবহানাল্লাহ! একটু চিন্তা করে দেখা দরকার। আমার আপনার হাতে কতজন হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে? কতজন মুসলমান হয়েছে? আমাদের ইসলাম আমাদের আচার আচরণ দেখলে বিধর্মীদের তো বরং ইসলামের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়। আমাদের ইসলাম পথহারাদের কাছে টানার পরিবর্তে আরও দূরে সরিয়ে দেয়। আমরা অন্যদের হেদায়াত করব তো দূরের কথা, নিজেরাই বরং অমুসলিমদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ি। তাঁদের চাল চলন, তাঁদের আদব কায়দা, পোষাক পরিচ্ছেদ আমাদের কাছে ভাল লাগে না। মুসলমানি আদব কায়দা ইসলামী রীতি নীতি ভাল লাগে না। সেকেলে মনে হয়। কাজেই আমাদের দেখে মানুষ ইসলামের কি শিখবে? কিভাবে হেদায়াত পাবে? দেড় হাজার বৎসর পূর্বে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ইসলাম নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই ইসলাম সম্পূর্ণ অবিকৃত অপরিবর্তনীয়ভাবেই এখনও পর্যন্ত আছে। কিয়ামত পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকবে। এতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তনের

www.pathagar.com

অধিকার কারো নেই। কোন ধরনের পরিবর্তন পরিবর্ধনের সামান্যতম অবকাশও নেই। আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইসলামের উপর ঈমান এনেছি। আমেরিকা বা অন্য কারো নতুন ব্যাখ্যায়িত ইসলাম আমরা মানি না মেনে নিতে পারি না। প্রকৃত ইসলামের বাস্তবায়নে পৃথিবীতে শান্তি আসবে। নিরাপত্তা আসবে, অন্যকোন ব্যাখ্যার দ্বারা শান্তি নিরাপত্তা আশা করা যায়না। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রকৃত ইসলামকে উৎখাত করে নতুন ধরনের মতবাদ চালু করার পাঁয়তারা চলছে। এই তৎপরতা চলতে দেয়া হবে না। পীর-আওলিয়া, গাউস-কুতুবের পদ স্পর্শে ধন্য এই পূণ্য ভূমিতে অন্যকোন মতবাদের চাষাবাদ এই দেশের মানুষ মেনে নিবে না। মেনে নিতে পারে না। বাংলাদেশে ইসলামের যে গণজাগরণ উঠেছে কোন শক্তি তাকে ঠেকাতে পারবে না।

প্রচণ্ড বাধা অতিক্রম করেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব

তবে ইসলামের এই গণ জাগরণ এত সহজে আসেনি। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ইসলামের আজকের এই অবস্থান। আজ আমরা নির্বিঘ্নে ইসলামের উপর আমল করতে পারছি। বাধা প্রতিবন্ধকতার সামনে পড়তে হচ্ছে না। ইসলাম কত বাধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে আমাদের পর্যন্ত এসেছে, তার বর্ণনা দিতে গেলে রাতের পর রাত শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বর্ণনার কোন কুল কিনারা করা যাবে না। প্রতিটি মানুষকে মঞ্জিলে পৌঁছতে হলে শুরুতে প্রচন্ড সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। আজ যারা গাড়ী হাঁকাচ্ছেন, বাড়ী বানাচ্ছেন তাঁদেরকেও কঠিন সময় পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে। বিনা শ্রমে কোনদিন গন্তব্যের খোঁজ পাওয়া যায় না।

একই কারণে ইসলামের জন্য আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কী পরিমাণ কষ্ট ও সাধনা করেছেন, তার সামান্য কিছু চিত্র তুলে ধরতে হলেও সুপরিসর সময় সুযোগ দরকার। তদুপরি দু-একটি কথা এখানে তুলে ধরার ইচ্ছা করছি। আল্লাহ পাক তাওফীক দান করুন।

নবী হওয়ার পূর্বে ছিলেন আল-আমীন

পিয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুওয়াত প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত গোটা আরবের মানুষ 'আল-আমীন' বলে সম্বোধন করত। নিজেদের আমানত সমূহ তাঁর নিকট গচ্ছিত রেখে নিরাপদ বোধ করত। নিজেদের আপোস মিমাংসায় তাঁকে বিচারক মানত। তিনি ছিলেন তাদের নয়নমণি। মক্কার কাফেররা নিজেদের আপোস মিমাংসায় তাঁকে বিচারক মানার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরছি।

www.pathagar.com

সংক্ষেপে ঘটনা হল, এক বার কাবা নির্মাণ হল। নির্মাণ কাজ শেষের দিকে 'হাজরে আসওয়াদ' যথাস্থানে স্থাপনের পর্যায়ে এসে মক্কার কাবিলা গুলোর মধ্যে বিবাদ লেগে গেল। প্রতিটি গোত্রের দাবী হল, আমরাই হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের সবচেয়ে বেশী হকদার। কাজেই আমরাই এটাকে কাবার দেয়ালে স্থাপন করব।

এই নিয়ে প্রতিটি কাবিলার মধ্যে রীতিমত যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগল। এমনি মুহূর্তে মক্কার প্রবীণ ও চিন্তাবিদরা বসে সিদ্ধান্ত নিল যে, আমরা নিজেরা বসে যেহেতু সিদ্ধান্ত পৌছতে পারব না, কাজেই আগামীকাল সকালে সবার আগে যে মসজিদে প্রবেশ করবে সেই আমাদের এই বিষয়টির মিমাংসা করবে। তার সিদ্ধান্ত আমরা সকলেই মেনে নিব। এতে আমরা কেউ কোন দ্বিমত পোষণ করব না।

ঘটনাচক্রে পরদিন সকালে সবার পূর্বে মসজিদে যিনি প্রবেশ করলেন, তিনি হলেন আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁকে দেখেই সকলে একবাক্যে বলে উঠল, মারহাবা! মারহাবা! মুহাম্মদ, আল-আমীন, আস-সাদিক। সেই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত প্রদানকারী। সে যে সিদ্ধান্ত দিবে আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে তা মেনে নিব।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে তাদের কথা শুনলেন। কথা শুনে নিজের গায়ের চাদরটি বিছিয়ে নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদটি চাদরে রাখলেন। তারপর বিভিন্ন গোত্র প্রধানকে চাদরের একেকটি প্রান্ত ধরে কাবা ঘরের ভিত্তি পর্যন্ত তা নিয়ে যেতে বললেন। গোত্র প্রধানরা প্রশান্ত বদনে তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে চাদরের প্রান্ত ধরে ভিত্তি পর্যন্ত তা নিয়ে গেল। অতঃপর তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদকে কাবা গৃহে স্থাপন করে দিলেন। এতে করে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে তারা রেহাই পেয়ে গেল।

নবী হওয়ার পর হলেন চরম দুশমন

এই সবই ছিল তাঁর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বের ঘটনা। কিন্তু তিনিই নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যখন সেই মানুষদেরকেই ইসলামের পথে আহ্বান করলেন। সীরাতে মুস্তাকিমের সন্ধান দিলেন তখন তিনিই হয়ে গেলেন সবচেয়ে বড় শত্রু। হয়ে গেলেন দেশ ও জাতির দুশমন। মক্কার আবাল বৃদ্ধ বণিতা তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে গেল। পদে পদে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। যারা এতদিন তাঁকে আল-আমীন, আস-সাদিক বলে ডাকত। তারাই এখন তাঁকে ধর্মদ্রোহী, জাতির শত্রু বলে আখ্যায়িত করতে লাগল। এমনিভাবে কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির মোকাবেলা করে বাধা প্রতিবন্ধকতার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ইসলাম আজ আমাদের পর্যন্ত এসেছে।

www.pathagar.com

সমূহ প্রতিবন্ধকতার মুখে রাসূলুল্লাহর ইসলাম প্রচার

এখানে প্রসঙ্গতঃ একটি বিষয় আলোচনা দরকার। যেই নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে এত সুন্দর মীমাংসা করতে পারেন। দেশ ও জাতিকে একটি অনিবার্য রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থেকে বাঁচাতে পারেন। সেই তিনিই নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কেন বিশ্ব শান্তির সনদ দিতে পারবেন না? তাঁর দেয়া পথ ও সমাধানই যে সর্বযুগের জন্য সর্বকালের মানুষের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এটাকে যারা অস্বীকার করে তারাই জ্ঞানপাপী। তাদের প্রতিবন্ধকতায় ইসলামের অগ্রযাত্রা কোনদিন ব্যহত হয়নি, হবেও না কোনদিন ইনশাআল্লাহ।

যে কথা বলছিলাম সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসি, ৪০ বৎসর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর যখন তিনি ঘোষণা করলেন, 'হে আমার জাতি, তোমরা বল লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, তাহলে তোমরাই সফলকাম হবে। তখন আর মক্কাবাসীর নিকট তিনি নয়নমণি থাকলেন না। হয়ে গেলেন তাদের চোখের কাটা। মহানবীকে ঠেকানোর জন্য সম্ভাব্য কোন পন্থাই তারা ব্যবহার করতে বাদ রাখল না। প্রথমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্যাতনের পথ বেছে নিল। তাতে কাজ না হওয়ায় সাহাবায়ে কিরামকে অমানুষিক কষ্ট দিতে লাগল। তদুপরি যখন তারা দেখল যে, তাদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তখন তারা তাঁর আশ্রয় দাতাদেরকে কাবূ করার প্রচেষ্টা চালালো। চাচা আবূ তালেব ঈমান গ্রহণ না করলেও প্রধান আশ্রয়দাতা ছিলেন। কাফেররা তাকে গিয়ে বলল, আপনি মুহাম্মদকে আশ্রয় দিলে আমরা আপনাকেসহ বয়কট তথা সমাজচ্যুত করতে বাধ্য হব। এমনকি তারা এমনও বলল যে, মুহাম্মদ তো আপনার ভাতিজা। তাকে আপনি ছোটকাল থেকে লালন পালন করেছেন। তাই হয়ত তাঁর মায়া ছাড়তে পারছেন না। তবে এক কাজ করুন। আমরা সুন্দর একটি ছেলে আপনাকে এনে দেই। আপনি তাকে লালন পালন করুন। তাকে আশ্রয় দিন। আর মুহাম্মদকে আমাদের হাতে তুলে দিন। আবূ তালেব উত্তর দিলেন, নিজের ছেলেকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে অন্যের ছেলে নিয়ে কি কেউ সন্তুষ্ট থাকতে পারে? পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে আবূ তালেব বলল, ভাতিজা! আমি তো ভীষণ চাপে আছি। কাজেই তুমি এমনভাবে ইসলাম প্রচার করবে না, যাতে আমি অসহায় হয়ে যাই। তার কথায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে করলেন, চাচা হয়ত আমার পক্ষ ছেড়ে দিবেন। তাই তিনি বললেন, চাচা! আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। শত্রুদের আক্রমন থেকে আমাকে হেফাযত করছেন। কিন্তু যত কিছুই

www.pathagar.com

হোক কালিমার দাওয়াত আমি ত্যাগ করতে পারব না। এমনকি যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র রেখে দেয়া হয়, তবুও আমি আমার দাওয়াতের কাজ ছাড়তে পারব না। হয়ত কালিমার জয় হবে, নয়ত আমি শহীদ হয়ে যাব। এভাবেও যখন কাজ হল না, দাওয়াতের কাজ বন্ধ করা গেল না। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল, বাহিরের কোন আগন্তুককে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আসতে দিবে না। তারা ওলীদকে ডেকে বলল, সামনে হজ্বের মৌসুম আসছে। এই সময় মুহাম্মদ ইসলামের প্রচার করতে বেশী সুযোগ পাবে। বাহিরের আগন্তুকরা তাঁর কথা শুনে তাঁর চেহারা দেখেই মুসলমান হয়ে যাবে। তাঁর দল ভারি হয়ে যাবে। কাজেই এটা বন্ধ করার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হল। দায়িত্ব মোতাবেক বিভিন্ন রাস্তার মূল পয়েন্ট সমূহে সে লোক বসিয়ে দিল। তারা নতুন কোন লোক দেখলেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বিভিন্ন কথা বলে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না করার পরামর্শ দিতে লাগল। এতেও তাদের কার্য সিদ্ধি হল না। উল্টা দশ মুখে ইসলামের প্রচার হতে লাগল।

মর্দে মুমিনের ন্যায় সকল বাতিলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে

মোটকথা, যাবতীয় বাধা প্রতিবন্ধকতা ঠেলে ইসলাম আমাদের পর্যন্ত এসেছে। আমরা মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছি বলেই আজ মুসলমান। কষ্ট করে ইসলাম অর্জন করিনি। তাই ইসলামের মায়া আমাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ নেই। ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুরা নানা কৌশল অবলম্বন করছে। আর আমরা চুপ করে বসে আসি। এই অবস্থা চলতে দেয়া যায় না। মর্দে মুমিনের মত প্রতিটি বাতিলের বিরুদ্ধে হুংকার দিয়ে গর্জে উঠতে হবে। তাগুতের সাথে কোনদিন আপোস করা যাবে না। ইনশাআল্লাহ ইসলাম আছে। ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তাকে আল্লাহ নিজেই হেফাযত করবেন। পৃথিবীর কোন শক্তি তাকে মিটাতে পারবে না। إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . (سورة الحجر:٩) কুরআনকে আমি নাযিল করেছি। এর সংরক্ষণের দায়িত্বও আমার।

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

[অনুলিখনঃ মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন]

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে
ইসলামকে মিটানো যাবে না

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا . صدق الله العظيم .
وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

হযরাত উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত হাযিরানে মজলিস। এই ইসলামী সম্মেলনে আমার পূর্বে অনেক উলামায়ে কিরাম বয়ান করেছেন। আমি আপনাদের সামনে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমাদের সকলকেই আল্লাহ তাআলা কবূল করুন।

সামনে ভয়াবহ বিপদ সংকেত

আমি আপনাদের সামনে খুব সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব। প্রথম কথা হল, সময়টা খুব খারাপ। সামনে আরো কঠিন সময় আসছে। ইঙ্গিত ভাল নয়। আমরা সবাই জানি যে, আমরা দুইশত বৎসর বৃটিশদের গোলাম ছিলাম। দুইশত বৎসর আমরা কেন গোলাম ছিলাম, সেই ইতিহাস আজ আমি আপনাদের সামনে টানতে চাই না। আর এই গোলামী থেকে কিভাবে নাজাত পেয়েছি তাও আমি বলতে চাই না। আমরা স্বাধীন হয়েছি বেশীদিন হয়নি। বাংলাদেশ ৩২ বৎসর আর পাকিস্তানের ২৫ বৎসর। একবার পাকিস্তানের নামে স্বাধীন, আর দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ। এই ৫৫ বৎসর। ২০০ বৎসর গোলাম থাকার পর ৫৫ বৎসরের স্বাধীনতা খুববেশী একটা দীর্ঘ সময় নয়। এখন তো আমার খুব ভয় লাগে আবার আমরা গোলাম হয়ে যাই কি না? আমার কথা হয়তো আপনাদের বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু আল্লাহ ওয়ালাগণ তাঁদের অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে দেখছেন যে, আমাদের সামনে ভয়াবহ বিপদ আসছে। তাঁরা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সামনের অবস্থা খুবই সঙ্গীন। এই বিপদ শুধু বাংলাদেশে নয়, গোটা উপমহাদেশটাই একটা মহাবিপদের সম্মুখীন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই ভয়াবহ বিপদ থেকে হেফাযত করুন।

ভারতবর্ষে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ

ভারতবর্ষ দুইশত বৎসর বৃটিশদের গোলাম ছিল। সে গোলামী থেকে আযাদী লাভের জন্য কারা রক্ত দিয়েছেন? সে কথা আমাদের ভুললে চলবে না। সে ইতিহাস আমাদের জানতে হবে। এই প্রজন্মকে জানাতে হবে। আর আমরা কিভাবে বৃটিশের গোলামে পরিণত হলাম, তাও ভেবে দেখতে হবে। সে ইতিহাস এক আশ্চর্য ইতিহাস। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমল। তৎকালীন বৃটিশের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষে একজন রাষ্ট্রদূত পাঠান হল। তার নাম

www.pathagar.com

ছিল স্যার টমাস। আজ আমাদের বাংলাদেশে আমেরিকার পক্ষ থেকে যিনি রাষ্ট্রদূত হয়ে এসেছেন, তার নামও টমাস। এই স্যার টমাস বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট এত প্রিয় হয়ে উঠেন যে, তার মাধ্যমে এই উপমহাদেশে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। যার বাহ্যিক মূল উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজ এবং ভারত উপমহাদেশের মাঝে ব্যবসা বাণিজ্য করা।

নবাব সিরাজুদ্দৌলার পতন

স্যার টমাস প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই ভারত উপমহাদেশে প্রায় দেড়শত বৎসর ব্যবসা বাণিজ্য করে। ক্রমান্বয়ে এই কোম্পানী বাদশাহদের অনুমতি নিয়ে নিজেদের নিরাপত্তার নামে সৈন্য রাখা শুরু করে। ১৭৫৭ সালের কথা। তখন ভারতবর্ষের ক্ষমতা নবাব সিরাজুদ্দৌলার হাতে। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ইংরেজরা যেভাবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে এই দেশ দখল শুরু করেছে, তাতে ভারতবর্ষ একদিন মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই তিনি তাদের অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্যে বাধ সাধলেন। আর তখনই নবাব সিরাজুদ্দৌলার সাথে ইংরেজদের সরাসরি যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন পলাশীর ময়দানে নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয় হয়। তখন থেকেই ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাতে চলে যায়। তারা দিল্লী দখল করে একটি হুকুম জারি করে। আর তা হল এই যে, সৃষ্টি আল্লাহর, রাজত্ব বাদশাহর, আর হুকুম চলবে কোম্পানী বাহাদুরের। অর্থাৎ কার্যত এখন আর ভারতবর্ষ ভারত রইল না। ইসলামী রাষ্ট্র রইল না। এদেশ এখন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গোলামে পরিণত হয়ে গেল।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদের ফতওয়া

বৃটিশদের রাজত্ব তখন এতবড় ও প্রভাবশালী হল যে, তাদের রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস তখন কারো ছিল না। কারণ সমস্ত ক্ষমতা তাদের হাতে। আর্মি তাদের হাতে। পুলিশ বাহিনী তাদের হাতে। প্রশাসন তাদের হাতে। এরই মাঝে খানকার একজন আলেম, মাদ্রাসার একজন শিক্ষক গর্জে উঠে ফতওয়া জারি করলেন যে, এই দেশ আর মুসলমানদের নয়, এটি এখন দারুল হরব তথা কাফেরদের রাষ্ট্র হয়ে গেছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে এই দেশ আযাদ করা মুসলমানদের জন্য ফরয ঘোষণা দিয়ে ফতওয়া জারি করলেন। আর এই ফতওয়া প্রদানকারী আলেম হলেন, শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.)। সেই ফতওয়ার বদৌলতে গোটা ভারতবর্ষে বৃটিশ বিরোধী এমন এক আন্দোলনের সূচনা হয়, যে কারণে বৃটিশরা ভারত থেকে পালাতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনেই বালাকোটের ময়দানে ১৮০২

www.pathagar.com

সালে হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলবী (রহ.) শাহাদত বরণ করেন। বৃটিশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এই আন্দোলন ছিল মুসলমানদের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন। আর দ্বিতীয় দফা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় ১৮৫৭ সালে। যে আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহ.)। তৃতীয় দফা স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় ১৯১৯ সালে। এই আন্দোলনকে রেশমী রোমাল আন্দোলনও বলা হয়।

উলামায়ে কিরামের উপর অমানুষিক নির্যাতন

আর এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.)। এই আন্দোলনে তিনি গ্রেফতার হয়ে তিন বৎসর মাল্টার জেল খানায় বন্দি ছিলেন। বন্দি অবস্থায় তাঁর উপর এত নির্যাতন করা হয়েছিল যে, মৃত্যুর পর তাঁকে গোসল দেয়ার জন্য নেয়া হলে দেখা গেল, তাঁর পিঠে চামড়া নাই। সমস্ত চামড়া নির্যাতন করে উঠিয়ে ফেলা হয়েছিল। আলেম উলামাদের উপর ইংরেজদের নির্যাতনের অবস্থা ছিল এই যে, দিল্লীর দুর্রায়ে খায়বর থেকে শুরু করে ঢাকার সদরঘাট পর্যন্ত এমন কোন গাছ ছিল না যাতে কোন আলেম, কোন শায়খ, কোন মুফতী বা কোন মুহাদ্দিসের লাশ ঝুলানো হয়নি।

শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান (রহ.), শায়খুল ইসলাম হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) সহ আমাদের আকাবিরগণ কোন অস্ত্রশস্ত্র না থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ বেনিয়াদের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে জিহাদ করে এদেশের স্বাধীনতা এনেছেন।

স্বাধীনতা আন্দোলন উলামায়ে কিরামদের অবদান

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাদের দাবী হল স্বাধীনতা তারা এনেছেন। স্বাধীনতায় উলামাদের কোন অংশ নাই। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, স্বাধীনতা আপনারা আনেন নি। স্বাধীনতার সবক দিয়েছি আমরা। কারণ আমাদের আকাবিরগণ রক্ত দিয়ে ভারত বর্ষকে ইংরেজদের হাত থেকে আযাদ না করলে পাকিস্তান হত না। আর পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশের জন্ম হত না। এদেশকে ইংজেদের হাত থেকে গান্ধী স্বাধীন করেন নি। কায়দে আজম স্বাধীন করেন নি। স্বাধীন করেছেন আমাদের আলেমগণ। বৃটিশদের এদেশ থেকে জুতা পেটা করে তাড়িয়েছেন এদেশের আলেম সমাজ, পীর মাশায়েখ, আল্লাহর আশেক প্রেমিক জনগণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল বৃটিশ চলে গেছে। পাকিস্তানের ২৫ বছর আর বাংলাদেশের ৩২ বছর অতিবাহিত হয়েছে। তার পরও তাঁদের চালু করে যাওয়া আইন এখনও সর্বক্ষেত্রে রয়েছে।

www.pathagar.com

বৃটিশ চলে গেলেও তাদের আইন এখনও অপসারিত হয়নি

বর্তমান অফিস আদালত, সচিবালয়সহ সর্বত্রই ইংরেজদের রেখে যাওয়া আইন চলছে। অতএব, এখন আমাদের এক দফার আন্দোলন। আমরা এদেশ থেকে যেভাবে বৃটিশদেরকে তাড়িয়েছি তদ্রুপ তাদের আইনকেও বিতাড়িত করতে হবে। দেশের সর্বক্ষেত্র থেকে বৃটিশের আইন বিতাড়িত করে তদস্থলে আল্লাহর আইন তথা কুরআনী আইন চালু করতে হবে।

ক্ষমতায় আসার পূর্বে আমাদের কদর বাড়ে

আমরা এখন বলে থাকি দেশে ইসলামী মূল্যবোধের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ সারাদেশে যাত্রাগান, জুয়া, হাউজি ও আনন্দ মেলার নামে চলছে অবাধ অশ্লীলতা। এর নামতো ইসলামী মূল্যবোধ নয়। এধরনের ইসলামী মূল্যবোধ আমরা চাইনি। আমি বলব এসব মেলা, আনন্দ মেলা নয় এটা সরকার পতনের মেলা শুরু হয়েছে। এ বিষয়টি এখন এদেশের নিয়মে পরিণত হয়েছে যে, যখন ক্ষতায় যাওয়ার প্রশ্ন আসে তখন আলেমদের খুব কদর বেড়ে যায়। আর যখন দেশ পরিচালনার ব্যাপার আসে তখন আলেমরা এসব বুঝে না। এই ধোঁকাবাজীর দিন শেষ হয়ে গেছে। আমি সারাদেশ ঘুরে লক্ষ্য করছি। এদেশের মানুষ ইসলাম চায়। কুরআনী আইন দেখতে চায়। আলেমদের ক্ষমতায় দেখতে চায়। দেশে এখন কুরআনের জাগরণ উঠেছে। ইসলামের গণ জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম এবং তাঁর আশেকরা এদেশে থাকতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইনের বিরুদ্ধে কাউকে কথা বলতে দেয়া হবে না। যারা মনে করে যে, আলেমরা কিছু জানে না। তাদের এ ধারণা ভুল। কারণ আলেমরা সব জানে, সব বুঝে।

কাফেররা বড় ষড়যন্ত্রকারী, আল্লাহ ভীষন কৌশলী

আমি নিয়মিত রাতে সফর করি এবং প্রায়ই গাড়ীতে বসে কুরআনের আয়াত পড়তে থাকি। একদিন আমপাড়া তিলাওয়াত করছিলাম এবং সূরা তারেক-এর একটি আয়াতে এসে আমি আয়াতটি বার বার পড়ছিলাম। এ আয়াতে এসে আমি আর আগে বাড়তে পারছিলাম না। আয়াতটি হল-

انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكفرين امهلهم رويدا .(سورة الطارق:١٥-١٦)

এসূরার শুরুতে আল্লাহ পাক অনেকগুলো কসম খেয়ে তার পর বলেন- إنه لقول فصل وما هو بالهزل নিশ্চয় আমার কুরআন চূড়ান্ত কথা এবং সত্য মিথ্যার মীমাংসাকারী। আমি নিজের পক্ষ থেকে ঠাট্টা করে কোন কথা বলছি না। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে কি ইরশাদ করেন, তাই শুনুন ঃ إنهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكفرين امهلهم رويدا কাফেররা বড় ষড়যন্ত্রকারী। আমিও কিন্তু ভীষণ

www.pathagar.com

কৌশলী। অতএব তাদের অর্থাৎ কুরআন প্রত্যাখ্যানকারীদের কিছুকাল অবকাশ দিন। এই সূরাটি মক্কী, আল্লাহ তাআলা মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য যতই ষড়যন্ত্রের পথ অবলম্বন করো না কেন, তোমাদের কোন ষড়যন্ত্রই ইসলামকে ধ্বংস করতে পারবে না। কারণ আমিও তোমাদের বিরুদ্ধে ভীষণ কৌশল অবলম্বন করি আর আমার কৌশলই সবচেয়ে বড় কৌশল। সুতরাং তোমাদের ষড়যন্ত্র সফল হবে না।

রাসূলুল্লাহর বিরুদ্ধে কাফেরদের সমূহ ষড়যন্ত্র

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কী জীবনের পুরো সময়টিই ছিল কাফেরদের ষড়যন্ত্রে ভরপূর। কাফেররা একটির পর একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটির মোকাবেলা করতে না করতেই কাফেররা অন্য আরেকটি ষড়যন্ত্র শুরু করত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়ালে তারা উটের নাড়িভুড়ি হুযূরের পিঠে মাথায় রেখে দিত। মক্কাবাসীর নির্যাতন এবং দ্বীনের দাওয়াত কবূল না করায় মনে কষ্ট নিয়ে তায়েফ চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। ভাবলেন, তারা হয়তো দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করবে। কিন্তু তায়েফের দুষ্ট গুন্ডারা হুযূরের দাওয়াত কবূল না করে উল্টো হুযূরকে পাগল বলে পাথর মেরে রক্তাক্ত করল। পাথর মারতে মারতে হুযূরকে অজ্ঞান করে ফেলল। কাফেররা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাহাড় থেকে পাথর ছুড়ে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.)বলেন, আমি দেখছিলাম পাহাড় থেকে বিরাট একটি পাথর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে ছুড়া হচ্ছে এবং পাথর আস্তে আস্তে পাহাড় থেকে সরে আসছে। পাথর যত গড়িয়ে পড়ছে আমার মনে ততই শংকা বাড়ছে এই বুঝি কাফেরা হুযূরকে ধ্বংস করে ফেলল। হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা বলেন, পাথরটি যখন পাহাড় থেকে সম্পূর্ন আলাদা হয়ে নিচের দিকে আসছে তখন আমি নিশ্চিত যে এদের ষড়যন্ত্রের মিশন সফল। চোখের পানিতে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে। ঠিক তখনই গায়েব থেকে একটি আওয়ায এল اسكن يا حجر হে পাথর থেমে যা। সঙ্গে সঙ্গে পাথরটি শূণ্যে ঝুলে রইল। আল্লাহ বলেন واكيد كيدا কাফেররা ষড়যন্ত্র করে হুযূরকে ধ্বংসের জন্য, ইসলামকে ধ্বংসের জন্য। আমিও তাদের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় কৌশল অবলম্বন করি। আর আমার ব্যবস্থাপনায় কারো সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না। না ফেরেস্তার, না কোন আলেমের, না কোন খানকার, না কোন এটম বোমের। ইসলামকে হেফাযত করার জন্য আমি আল্লাহর ব্যবস্থাই যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাআলার

www.pathagar.com

ব্যবস্থার নমুনা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করা। কারো সহযোগিতা ছাড়া পাথরকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে দেয়া।

যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে তারাই ধ্বংস

সেই আল্লাহ আজও মুসলমানদের জন্য বিদ্যমান। আমি বলি আজ যারা মুসলমানদের দাফন করতে চায়, তাদের জেনে রাখা উচিৎ, আমাদের হাতে বাহ্যিক কোন অস্ত্র নাই। কিন্তু আমাদের আল্লাহ আছেন। কোন অস্ত্র ছাড়াই আল্লাহ আমাদের হেফাযত করবেন। যারা আমাদের ধ্বংস করতে আসবে তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর্দশ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। প্রয়োজনে আমরা জীবন দিব, তবু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর্দশের সাথে গাদ্দারী করতে পারব না। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? আমি কাফেরদের ধরব। এখন তাদের সুযোগ দেয়া হচ্ছে। আর আমার পাকড়াও খুব কঠিন হয়ে থাকে। আমাদের দেশে আলেম উলামা ও মাদ্রাসা মসজিদ ধ্বংস করার আরেক ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আমাদের মাদ্রাসায় নাকি বোমা আছে। বিগত সরকার পাঁচ বৎসর শুধু এই নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং বিভিন্ন মাদ্রাসায় খোঁজাখুজি করেছে, কিছুই পায়নি। পাবে কোত্থেকে? আমাদের কাছে বোমা থাকলে তো পাবে। হ্যাঁ কিছু ইট পাথরের কংকর পেয়েছে। আমি বলি আপনারা মাদ্রাসা মসজিদে বহু বোমা তালাশ করেছেন আর বোমা তালাশ করবেন না। বেশি তালাশ করবেন তো ইটের কংকরও বোমায় পরিণত হয়ে যাবে।

বদরের যুদ্ধে অপরিসীম খোদায়ী মদদ

এক হাজার সৈন্য তরবারী নিয়ে আর তাদের মোকাবেলায় মুসলমান সৈন্য সংখ্যা মাত্র তিনশত তের জন। তাও আবার তাদের নিকট মাত্র আটটি তরবারী। বাকীরা নিরস্ত্র। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চোখের পানি ফেলে আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! এক হাজার তরবারীর মোকবেলায় মাত্র আটটি তরবারী। হে আল্লাহ! আমিতো দেখছি আজ আমাদের ধ্বংস অনিবার্য যদি তুমি সাহায্য না কর। হে আল্লাহ! তুমি যদি এই তিনশত তের জনের জামাআতকে শেষ করে দাও, তাহলে আগামীকাল কালিমা পড়ার মত, নামায পড়ার মত কোন লোক আর থাকবে না। হযরত আবূ বকর (রা.)বলেন, দুআ করতে করতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ের চাদরটি শরীর থেকে পড়ে গেছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআয় এমনভাবে হাত উঠিয়েছেন যে, তাঁর বগল পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। হযরত আবূ

www.pathagar.com

বকর সিদ্দীক (রা.) বলেন, قد الحقه عن ربي আপনি আল্লাহর দরবারে বড় জোর করেই বলে ফেলেছেন। আর বলবেন না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত নামিয়ে বলেন, হে আবূ বকর! এই চোখের পানি আল্লাহ তাআলা কবূল করে নিয়েছেন। তিনি আমাদের বিজয় দান করবেন। যুদ্ধের ময়দানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুঠি মাটি নিয়ে কাফেরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাফের সৈন্য চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করল। তারা তরবারী ফেলে চোখ মুছতে লাগল। এই সুযোগে মুসলমান সৈন্যরা তাদের তরবারী ছিনিয়ে নিয়ে সর্দার আবূ জেহেল সহ সত্তর জন কাফেরকে খতম করেন, আর সত্তর জনকে বন্দি করেন।

আমাদের হাতে অস্ত্র নেই; কিন্তু আল্লাহ আছেন

আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, মাদ্রাসা মসজিদে বোমা খুঁজবেন না। সেখানে বোমা রাখা হয় না। কুরআন হাদীসের তালিম দেয়া হয়। বেশী বোমা খোঁজাখুজি করলে মাদ্রাসার ইট বালিগুলো বোমা হয়ে আপনাদের ধ্বংস ডেকে আনবে। আমি উপরের রেওয়ায়াতটি একথা বুঝানোর উদ্দেশ্যেই বললাম। আমাদের হাতে অস্ত্র নেই কিন্তু আমাদের আল্লাহ আছেন। তিনিই আমাদের হেফাযত করবেন। আমাদের অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। কারণ আল্লাহ বলেন, وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي (سورة الانفال ١٧) হে নবী! কাফেরদের চোখে আপনি যখন বালিগুলো নিক্ষেপ করছিলেন তখন বালি আপনি নিক্ষেপ করেননি; আমি আল্লাহ স্বয়ং তাদের চোখে বালি নিক্ষেপ করেছি।' আল্লাহ তাআলা আরো বলেন, فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم হে নবী! আপনি সাহাবীগণকে বলে দিন, তোমরা সত্তর জন কাফেরকে হত্যা করনি। আমি আল্লাহ তাআলা স্বয়ং তাদেরকে হত্যা করেছি। আজ অনেকেই বলে বেড়ায়, আলেম উলামাদের কি আছে? তাদের কোন শক্তি নেই, অস্ত্র নেই, দল নেই, তাদের একটি ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে। না এত সহজ মনে করবেন না। আপনারা তো আলেম উলামাদের অনেক ধাক্কা দিয়েছেন। মসজিদে ধাক্কা, মাদ্রাসায় ধাক্কা, টুপি দাড়িতে ধাক্কা দিয়েছেন। তারপরও তারা পড়েনি আর পড়বেও না ইনশাআল্লাহ। কারণ তাদের হাতে অস্ত্র নেই ঠিক, কিন্তু তাদের সাথে অনেক বড়শক্তি আছেন স্বয়ং আল্লাহ। আলেম উলামারা আল্লাহর কাজ করেন। আল্লাহই তাদের হেফাযতের জিম্মদার। আপনারা যতই ধাক্কা দেন না কেন? কিছুই করতে পারবেন না। তাদের ক্ষমতা আরো বাড়বে। সারা দেশের মানুষ এখন আলেম উলামাদের পক্ষে। তারা কুরআনকে ক্ষমতায় দেখতে চায়। এখন

www.pathagar.com

সাময়িকভাবে আলেম উলামারা হয়তো পাশ্চাত্যের ষড়যন্ত্রের কারণে নীচে পড়ে রয়েছেন। কিন্তু কোন রকমে একবার জেগে উঠলে তাদের আর ঠেকায় কে।

ষড়যন্ত্র করে আলেমদের নীচে ফেলে দিলে কি হবে? তারা জেগে উঠবে

এ প্রসঙ্গে আমি একটি ঘটনা বলে থাকি। এক দূর্বল লোক কোন রকম কলা কৌশল করে এক পাহলোয়ানকে নীচে ফেলে তার উপরে বসে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। সকলেই হতবাক। ব্যাপার কি! সে পাহলোয়ানকে পরাস্ত করে কাঁদছে কেন? তার না খুশী হওয়ার কথা! দূর্বল লোকটি বলল, আমিতো তাকে কলা কৌশলে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছি। কিন্তু সে তো একবার উঠে যাবে, আর উঠতে পারলে আমার অবস্থা শেষ। ঠিক তেমনি মুসলমানরা তো সবল ছিল। তাদেরকে সারা দুনিয়ার বিধর্মীরা কলা কৌশলে ধোকা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছে। এখন তারা কাঁদছে মুসলমনরা একবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে জেগে উঠলেই তাদের অস্ত্র এটম বোম ধ্বংস হয়ে যাবে। আর মুসলমান একদিন জাগবেই ইনশাআল্লাহ। মুসলমানদের জাগরণ সারা পৃথিবীতেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই কাফেরদের এখন ঘুম নেই। মুসলমানরা জাগতে শুরু করেছে। আল্লামা ইকবাল বলেন, 'উত্তর, দক্ষিন, পূর্ব, পশ্চিম সর্বত্রই এখন মুসলমানদের জাগরণ। আছে কি এমন কোন ব্যক্তি কিংবা নেতা যে কুরআনের জাগরণকে চিনতে পারবে?'

এদেশে অচিরেই ইসলামী শক্তি ক্ষমতায় আসবে

আমি বলছি এবার কিন্তু আপনাদের শক্ত থাকতে হবে, না কি আবার ভুলে যাবেন? ভোট কিন্তু নিয়ে ফেলেছি। আমি না দাঁড়ালেও আমাকে ভোট দিতে হবে। ইসলামের পক্ষের শক্তিকে ভোট দিলেই আমি পাব। একারণেই বলছি, আমি না দাঁড়ালেও আমাকে ভোট দিতে হবে অর্থাৎ ইসলামের পক্ষে, কুরআনের পক্ষে ভোট দিতে হবে। কুরআনের বিপক্ষের শক্তিকে ভোট দেয়া যাবে না। সারা দুনিয়ায় ইসলামের আওয়ায উঠেছে। এই আওয়াযকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। আমাদের দেশও আস্তে আস্তে ইসলামের দিকে এগুচ্ছে। আলেম উলামারা এখন কেবিনেট সদস্য হচ্ছেন। আমি আশাবাদী এদেশে অচিরেই ইসলামী শক্তি ক্ষমতায় আসবে। আমাদের দেশে এখন যারাই ক্ষমতায় যায়, তারা ক্ষমতায় বসেই একটি দেশের রাষ্ট্র প্রধানের দিকে তাকিয়ে থাকে, তিনি কী বলেন। তিনি হলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। ভাবেন তিনি কি আমাকে ক্ষমতায় রাখবেন, না আবার আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যান!

www.pathagar.com

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে

কিছুদিন আগে আমি এক জায়গায় যাচ্ছি। পথিমধ্যে আমাকে একজন বললেন, আমিনী সাহেব! কাদিয়ানীদের ব্যাপারটি একটু সর্তকতার সাথে বলবেন। তা না হলে ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করলে নাকি ক্ষমতায় থাকা যাবে না। আমি পরিষ্কার বলছি, আমরা যদি কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা না করি তাহলে ক্ষমতায় থাকা যাবে না। কারণ কাদিয়ানীরা নবীর দুশমন, আল্লাহর দুশমন, এদেশের মুসলিম জনতার দুশমন। আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, ক্ষমতায় কে বসায়? আল্লাহ, না এদেশের জনগন? না আমেরিকা? আল্লাহ এবং আল্লাহর বান্দাহদের নারাজ করে আমেরিকাকে খুশি করে ক্ষমতায় যাওয়াও যাবে না, থাকাও যাবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদের মাধ্যমে মানুষকে ক্ষমতায় বসান। তাই আমি সরকারকে বলছি, বুদ্ধিমান যদি হয়ে থাকেন, তাহলে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করুন। আগামী নির্বাচনে বিপুল ভোটে পাস করার ব্যবস্থা করুন।

আমাকে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) রাজনীতিতে নামিয়েছেন। সেই ৮১ সাল থেকে এখন ২০০৪ সাল প্রায় ২৩ বছর। এদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সবকিছুই করে থাকেন। প্রয়োজনে টুপি মাথায় দিয়ে, হাতে তাসবিহ নিয়ে জনগণকে ধোঁকা দিতেও দ্বিধা করবে না। ক্ষমতায় যাওয়ার পর আর কিছুই মনে থাকে না।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু লোক আছে, যারা আলেম উলামাদেরকে বেওকুফ বলে। তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কারণ আমরাতো সাহাবীদের তুলনায় নগণ্য মানুষ। হযরত সাহাবায়ে কিরামকেই মুনাফেকরা বেকুফ বলেছে। তাদের ভাষায় আল্লাহ বলেন–

وإذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء ألا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. (سورة البقرة:١٣)

তাদেরকে (মুনাফিকদেরকে) যখন বলা হল, হযরত সাহাবায়ে কিরাম যেভাবে ঈমান এনেছে, তোমরাও সে ভাবে ঈমান আন। তদুত্তরে মুনাফেকরা বলত, আমরা কি বেওকুফবদের মত ঈমান আনবো? অথচ আল্লাহ বলেন, হযরত সাহাবায়ে কিরাম ও আলেমগণ বেওকুফ নন; বরং هم السفهاء তারাই বেওকুফ, যারা আলেম উলামাদের বেওকুফ বলে।

যাদের মাঝে কুরআনের জ্ঞান নাই তারাই প্রকৃত নির্বোধ

যেখানে সাহাবগণকে বেওকুফ বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমাদের নির্বোধ বলাতো সাধারণ কথা। যারা আমাদের আজ নির্বোধ মোল্লা বলে, কিয়ামতের

www.pathagar.com

ময়দানেই ফায়সালা হবে, কারা নির্বোধ আর কারা বুদ্ধিমান! আমরা তখনকার ফায়সালার জন্যই অপেক্ষা করছি।

এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের সামনে হযরত আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) লিখিত আরবী কিতাবের একটি ঘটনা বলছি। তিনি লিখেন- তিন বন্ধু মিলে একদিন নৌভ্রমণে বের হল। তাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন সাহিত্যিক, আর একজন সায়েন্টিস্ট। তিনজন তিন বিদ্যায় পারদর্শি। নৌকায় আরোহণ করে তারা যখন নদীর গভীরে গেল। কথা প্রসঙ্গে তাদের একজন মাঝিকে প্রশ্ন করল, মাঝি ভাই! তুমি কি ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা সম্পর্কে কিছু জান। মাঝি উত্তর দিল, আপনি কি বলছেন ভাই আমি কিছুই বুঝি নাই। তখন আর একজন মাঝিকে প্রশ্ন করল, তুমি কি লেখা পড়া করেছ? মাঝি বলল, না ভাই! আমার বাবা মাঝি ছিল! আমিও মাঝি। তখন তারা বলল, মাঝি ভাই! তুমি লেখা পড়া না শিখে তো তোমার জীবনের অর্ধেকটাই বৃথা করে ফেলেছ। ঠিক তখন আকাশ কালো হয়ে তীব্র ঝড় শুরু হল। এবার মাঝি তাদেরকে প্রশ্ন করল, হে শিক্ষিত ভাইরা! আপনারা কি সাঁতার জানেন? তারা বলল, না ভাই আমরা তো শহরে লেখা পড়া করেছি, সাঁতার শিখব কি করে? মাঝি বলল, এখন ঝড়ে নৌকা ডুবে যাবে। আমি সাঁতার জানি। আমার লেখা পড়া না জানার কারণে অর্ধেক জীবন বৃথা। তাই সাঁতার কেটে নদীর কুলে যাব। আর আপনারা তো সাঁতার জানেন না, নদীতে ডুবে মারা যাবেন। আপনারা সাঁতার না জানার কারণে শিক্ষিত হয়েও আপনাদের পুরো জীবনটাই বৃথা হয়ে গেল।

সকল সমস্যার সমাধানে কুরআন নাযিল হয়েছে

ঠিক তদ্রুপ যারা কুরআন জানে, কুরআনের জ্ঞান আছে তারা বেওকুফ নন। বেওকুফ তারা যারা কুরআন জানে না। তারা দুনিয়ার যতবড় শিক্ষিতই হোক না কেন? কারণ কুরআনে যেমন কবর, হাশর, পুলসিরাত, আখিরাতের কথা আছে, তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনার কথাও আছে। তাই কুরআনের জ্ঞানই আসল জ্ঞান। কুরআনের জ্ঞান যাদের ভিতর নাই তারাই প্রকৃত বেওকুফ।

কুরআনকে আমরা কতটুকু মূল্যায়ন করি, তা কবির ভাষায় শুনুন। কবি বলেনঃ 'কুরআনকে আমরা ঘরের তাকে উঠিয়ে রাখি, আতর, সুগন্ধি মাখি, চুমু খাই আবার তাবিজ বানিয়ে তা ব্যবহার করি। আমরা কুরআনকে কতই না মুহব্বত করি, ধৌত করে পানি খাই।' কবির ভাষায়- 'আবার পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হলে শপথের জন্য কুরআনের শরনাপন্ন হই। কুররআন অভিযোগ করে বলে, এরপরও আমি একা একাই থেকে যাই। আমার মত মজলুম পৃথিবীতে আর কেউ নাই।' কুরআন তাবিজের জন্য আসে নাই। মাথার উপর

www.pathagar.com

তাকে উঠিয়ে রাখার জন্যও আসে নাই। কুরআন এসেছে সব বিধান হিসেবে। সচিবালয় কুরআন দ্বারা চলবে। ব্যবসা বাণিজ্য কুরআনের আলোকে চলবে। ব্যবসায়ীদের জন্যও কুরআনে পাকে দিক নির্দেশনা রয়েছে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- احل الله البيع وحرم الربوا (سورة البقرة ২০৭) আমি ব্যবসাকে হালাল আর সুদকে হারাম ঘোষণা করেছি।

সম্পদের গর্ব করায় কারূনের ভয়াবহ পরিণতি

পৃথিবীতে একজন বড় ব্যবসায়ী ছিল। কোটি কোটি টাকার মালিক ছিল সে। তার নাম কারূন। আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ করেন- إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة (سورة القصص ৭৬)

কারূনের অর্থের পরিমাণ এত ছিল যে, গুদামের চাবি বহন করতে অসংখ্য উটের প্রয়োজন হত। তারপরও সে আল্লাহ পাকের অবাধ্য ছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে সরাসরি পাকড়াও না করে তার প্রতি ছয়টি হুকুম জারি করে বললেন- إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين। কারূনের প্রতি প্রথম নির্দেশ ছিল, لا تفرح অহংকার করো না। কারণ টাকা থাকলেই অহংকার আসে। আর আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না। হ্যাঁ অনেক টাকা ওয়ালা এমনও আছে, যাদের অহংকার নাই। لا تفرح অহংকার করো না। আল্লাহ তোমাকে টাকা দিয়েছেন তা দিয়ে তুমি আখিরাত ক্রয়ের চেষ্টা কর। জান্নাত কিনার চেষ্টা কর।

একশত টাকায় জান্নাত

একদা এক পাগল দরবেশবেশী বাদশা হারুনুর রশীদকে বলল, একশত টাকায় জান্নাত কিনবে নাকি? হারুনুর রশীদ একশত টাকা দিলে পাগল বলল, জান্নাত কার নামে লিখব? বাদশাহ বললেন, আমার মায়ের নামে লিখ। রাত্রে বাদশাহ হারুনুর রশীদ ঘুমাচ্ছিলেন। স্বপ্নে দেখেন, একটা সুন্দর বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান। সে বাড়ীতে প্রবেশ করতে চাইলে বাড়ীর দারোয়ান তাঁকে বলল, আপনার নাম? নিজের পরিচয় দেয়ার পর দারোয়ান লিষ্ট দেখে বলল, এই বাড়ি আপনার নামে নয় আপনার মায়ের নামে। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠেই বাদশাহ হারুনুর রশীদ সেই পাগলকে খুঁজে বের করলেন। তাকে একশত টাকা দিয়ে আরেকটি জান্নাত দিতে বললেন। দরবেশ বলল, এখন আর জান্নাত হবে না। বাদশাহ টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে চাইলেন। পাগল বলল, এখন তোমার সমস্ত রাজত্ব দিলেও জান্নাত পাবে না। কারণ, তখন না দেখে জান্নাত কিনেছিলে। এখন দেখে ফেলেছ, আর হবে না।

www.pathagar.com

ঠিক তেমনি ইসলামের প্রতিটি বিষয়ই কুরআনের বর্ণনা মতে না দেখে, যুক্তি তালাশ না করে বিশ্বাস করতে হবে। আজ একশত টাকা রুজি করলে সংসারের খরচ রেখে বাকিটা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে হবে।

কারূনের সম্পদের বড়াই

কারূনের প্রতি আল্লাহর অন্য হুকুম ছিল এই, হে কারূন! তুমি অর্থের অহংকারে মদমত্ত হয়ে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করো না। হযরত মূসা (আ.) যখন কারূনকে এভাবে নসিহত করলেন। তখন কারূন বলল, মূসা (আ.) নিজে টাকা পয়সা উপার্জন করতে পারে না, শুধু যিকির করে। তাই আমাকে সে এ নসিহত করছে। আল্লাহ বলেন- إنما اوتيته على علم عندى মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির কারণে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন হয় না বরং আমি দান করার কারণেই তারা সাবলম্বী হয়ে থাকে। তাদের জ্ঞান বুদ্ধির জোরে নয়। এবার কারূন বলল, মূসা (আ.) নিজে ব্যবসা বুঝে না, তাই আমার টাকার প্রতি তার লোভ জন্মেছে। তাই মূসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কথামত কারূন এক দুশ্চরিত্রা মহিলাকে একলাখ টাকা দিয়ে বলল, এর বিনিময়ে তুমি মূসা (আ.) সম্পর্কে যিনার অপবাদ রটাবে। মহিলা টাকার লোভে রাজি হল। হযরত মূসা (আ.) একদিন ওয়ায করছিলেন। তিনি বড় ওয়ায়েয ছিলেন; তার ওয়ায শুনে হাজার হাজার মানুষ মুসলমান হয়ে যেত। কারূনের ঠিক করা সেই মহিলাটি হঠাৎ হযরত মূসা (আ.) কে প্রশ্ন করল, যিনার শাস্তি কি? হযরত মূসা (আ.) বললেন, পাথর মেরে হত্যা। সেই মহিলা বলল, আমার সাথে একজন যিনা করছে তার শাস্তি কি? হযরত মূসা (আ.) বললেন, পাথর মারতে হবে। মহিলা বলল, আপনি আমার সাথে যিনা করেছেন।

হযরত মূসা (আ.) খুব রাগি মানুষ ছিলেন। রেওয়ায়েতে আছে। একবার হযরত আজরাইলকে সালাম না দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার কারণে থাপ্পর মেরেছিলেন। হযরত মূসা (আ.) রাগত সূরে বললেন, কি বললি? এতেই মহিলার হৃদয়ে কম্পন শুরু হয়ে গেল এবং সে সত্য কথা বলে ফেলল- আমার কোন দোষ নেই, কারূন আমাকে এক লাখ টাকা দিয়েছে। আপনার নামে এই অপবাদ রটানোর জন্য।

আমি বলতে চাই তোমরা এনজিওর পয়সা খেয়ে, আমেরিকা, রাশিয়ার পয়সা খেয়ে, মাদ্রাসা এবং আলেম উলামাদের বিরুদ্ধে কথা বলার দুঃসাহস দেখাচ্ছ। কিন্তু মনে রেখ! মূসার সেই যবান এখনও আছে। আল্লাহর সেই শক্তি এখনও আছে। আল্লাহ তোমাদের চোখ নিয়ে যেতে পারেন টাকা পয়সা নিয়ে যেতে পারেন এবং নিমিষেই সবকিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারেন।

www.pathagar.com

কারূনের করুণ পরিণতি

তখন হযরত মূসা (আ.) যমীনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, হে যমীন! কারূনকে ধর। একথা বলার সাথেই যমীন কারূনকে তার ধন সম্পদসহ গ্রাস করতে লাগল। কারূনের হাজারো কাকুতি মিনতির প্রতি হযরত মূসা (আ.) কোন কর্নপাতই করলেন না। কারূন মাটির নিচে যাচ্ছে এবং এভাবে যেতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কারূনের এই পরিণতি আমার কথা নয় স্বয়ং আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينتصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين . (سورة القصص: ٨١)

কুরআনকে আকড়ে ধরলেই আমাদের মুক্তি

আমেরিকা বাঁচাতে পারে না, রাশিয়া বাঁচাতে পারে না। আর্মি, বিডিআর, টাকা পয়সা, কোন কিছুই আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারে না। পৃথিবীর যত বড় শক্তিই হোক সবকিছুই দূর্বল। ফেরাউন, হামান, সাদ্দাদ কারূনদের যে পরিণতি হয়েছে বর্তমানে তার চেয়ে আর ভয়াবহ পরিণতি বরণ করতে হবে। কুরআনের পাওয়ার আছে। আমি যে কথা বলছি এটা আমার কোন শক্তি না। কুরআনের পাওয়ার, কুরআনের শক্তি। কুরআন এখনও আছে। কুরআনকে আঁকড়ে ধরলে আল্লাহ তাআলা ইয্যত বাড়িয়ে দিবেন।

কবি আল্লামা ইকবাল (রহ.) বলেন, পূর্বের যামানায় আমরা সম্মানিত ছিলাম কুরআন আকড়ে ধরার কারণে। আর বর্তমান যুগে আমরা অপদস্থ অপমানিত হচ্ছি, কুরআন ছেড়ে দেয়ার কারণে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কুরআনের উপর আমল করে কুরআনী সমাজ ব্যবস্থা চালু করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

[অনুলিখনঃ জুনায়েদ বিন গুলজার]

www.pathagar.com

দ্বীনের খেদমত স্বরূপ ও প্রকৃতি

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . وإذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرأ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا او إمرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلوة و السلام . صدق الله العظيم . و صدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين

সূচনা

জনাব সভাপতি, হযরাতে উলামায়ে কিরাম, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! খুলনা দারুল উলূমের বার্ষিক সভার প্রথম দিনে আজ আপনারা (আমার পূর্বে) অনেক উলামায়ে কিরামের বয়ান শুনেছেন। আগামীকাল খতীব সাহেবসহ আরো অনেক বুযুর্গ তাশরীফ আনবেন। তাঁদের বয়ানও আপনারা শুনবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই দ্বীনি আলোচনা শোনা এবং তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

আমরা যারা বয়ান করি আমাদের কথা আপনারা বুঝেন কিন্তু হেদায়াত পান না। কেননা, আমাদের নিজেদের মাঝেই হেদায়াতের কমতি রয়েছে। দুআ করুন, আল্লাহ পাক আপনাদের আমাদের তথা এই মাহফিলের সকলের হেদায়াত নসীব করুন। আমীন!

খেদমতে দ্বীনঃ বিভিন্ন প্রকার

আজ আমি 'খেদমতে দ্বীন' নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমরা যারা দ্বীনের খেদমতে লেগে আছি, যারা আমরা দ্বীনের খেদমত করি। তারা অনেকেই কেবল মাদ্রাসায় পড়ানোকেই দ্বীনের খেদমত মনে করি। কিন্তু দ্বীনের খেদমত কেবল মাদ্রাসায় পড়ানোই নয়; বরং দ্বীনের খেদমতের রূপটি ব্যাপক। মাদ্রাসা শিক্ষা নিঃসন্দেহে দ্বীনের বড় খেদমত। সেই সাথে ওয়ায-নসীহত, তাসনীফ, তাহরীক, রাজনীতি, পীর মুরিদী, এমনি আরো হাজারো কিসিমের দ্বীনি খেদমত রয়েছে। আমরা এই মাহফিলে বসে যে ওয়ায করছি ও শুনছি, এটাও দ্বীনের খেদমত। হাজারো খেদমতের পথ আল্লাহ আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন। বিভিন্ন লাইনে আমরা সেই খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ পাক আমাদের খেদমতগুলোকে কবূল করুন। আমীন!

প্রত্যেক কাজেরই নিজস্ব কিছু ধারা থাকে। তেমনি দ্বীনের কাজের জন্য কিছু শর্ত শারায়েত রয়েছে। কুরআন, হাদীসে এসব বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই শর্তগুলো অনেকটা ব্যাপক। তার মাঝে এমন কিছু শর্ত রয়েছে- যেটা না হলে

www.pathagar.com

তা দ্বীনের কাজ বলেই গণ্য হবে না। দৃশ্যত মনে হবে এটি একটি দ্বীনের বড় কাজ। আজ আমি সংক্ষেপে আপনার, আমার, আমাদের সকলের জন্য এই আলোচনাই করতে চাই। আল্লাহ পাক তাওফীক দান করুন। আমরা যারা দ্বীনের কাজ করতে চাই তা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন তাদের জন্য প্রথম ও প্রধান কাজ হল تصحيح النية নিয়ত ঠিক করা। কথাটা খুবই সহজ মনে হয়। কারণ! যেহেতু কথাটা আপনি, আমি হাজারো বার শুনেছি। কিন্তু কথাটা যত সহজ, তা অর্জন করা ততোবেশী কঠিন। দ্বীনের কাজের ক্ষেত্রে যদি নিয়ত ঠিক না থাকে তাহলে যত বড় আন্দোলন আর সংগ্রামই আপনি করুন না কেন? সেই কাজের কোন মূল্যই হবে না।

আজ আমরা দ্বীনের কাজ করি ঠিকই কিন্তু কুরআন-হাদীসের প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকে কম। নিজেদের বানানো নীতিতে দল, সংগঠন পরিচালনায় আমরা অভ্যস্ত। আমরা প্রত্যেকে নিজস্ব নীতিতে দল পরিচালনা করে থাকি। কিন্তু কুরআন হাদীসে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে, আমাদের অনেকের দৃষ্টি তা হতে অনেক দূরে সরে গেছে। আর তাই দ্বীনের খেদমত মনে করে আমরা যে কাজ করছি, তাতে দ্বীনের শর্ত পালিত না হওয়ায় হয়তো লাভের চেয়ে ক্ষতিই আমাদের দ্বারা বেশী হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের ক্ষমা করুন। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসেই বিশুদ্ধ নিয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, যা আমি শুরুতেই পড়েছি।

যে কাজই আপনি করুন না কেন তার প্রধান বিবেচ্যবিষয় হল নিয়ত। দেখা যাচ্ছে এক লোক মসজিদে গেল নামাযে। কিন্তু তার নিয়ত হল, কোন বড় লোক নামাযে এসেছে কিনা, জুতাটা সে কোথায় রেখেছে, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। যাতে সে নামাযে দাঁড়ালে তার জুতাটা চুরি করতে পারে। এই নিয়ত করে সে (চোর) নামাযে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহু আকবার সেও বলেছে। কিন্তু তার নিয়ত হল চুরি করা। চুরির নিয়ত করার কারণে নামাযের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত বিনষ্ট হয়ে গেল। এই নামাযই তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

নিয়ত ঠিক করার তাৎপর্য

নিয়ত ঠিক করার যে আলোচনা আমরা করছি, এই নিয়ত ঠিক করার অর্থ কী?

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)কে প্রশ্ন করা হয়েছিল তাসাউফ (পীর মুরিদী) কী জিনিষ?

তিনি বলেন تصحيح النية [তাসাউফ হল নিয়ত ঠিক করা- আর কিছুই নয়।] আমি যে কাজটা করছি আল্লাহর জন্য করছি। কথাটা মুখে বলা কিন্তু একেবারে সহজ। কিন্তু এর বাস্তবতা এতো কঠিন যে, এক বুযুর্গ বলেন, ত্রিশ বৎসর লেগেছে আমার নিয়ত ঠিক করতে।

www.pathagar.com

তিনি বলেন- ত্রিশ বৎসর সাধনার পর একথা বুঝে এসেছে যে, এক মুহূর্ত আল্লাহ্‌র জন্য কাজ করা, আল্লাহ্‌র নাম নেয়া, আল্লাহ্‌কে মুহূর্তের জন্য সন্তুষ্ট করার দাম হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসন থেকেও বেশী মূল্যবান। আমরা যখন কোন কাজ করি তখন তাতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে, নিজের নিয়ত ঠিক আছে কিনা? তা আমরা ভেবে দেখি না। না থাকলে এটাকে ঠিক করার চেষ্টাও আমরা করি না। কাজ আমরা যত বড়ই করি না কেন, যদি নিয়তের মাঝে কোন কমতি থাকে, তবে সে কাজ عند الله আল্লাহ্‌র দরবারে কোন মূল্যই পাবে না।

আরেকটি হাদীস

এ সংক্রান্ত আরেকটি হাদীস আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি। এই হাদীসটি বয়ান করার সময় হযরত আবু হুরায়রা (রা.) তিনবার বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি قال رسول الله (ص) পর্যন্ত বলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। আবার হুঁশে আসেন, আবার বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। এমনিভাবে তিন বার হুঁশে আসার পর তিনি হাদীসটি বয়ান করেছেন। যার ভিতর তিন প্রকার মানুষের আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম প্রকার

হাদীসের শব্দ কোন বর্ণনাতে- আলেম, কোন বর্ণনায় ক্বারী, দু'টি শব্দই রয়েছে। এর দ্বারা মুরাদ বা উদ্দেশ্য হল, দ্বীনের যত প্রকার খেদমত আছে তাতে নিয়োজিত সব ব্যক্তি এর মধ্যে শামিল। (ওয়ায, পীর মুরিদী, তাহরীক, তাদরীস ইত্যাদি)

কিয়ামতের ময়দানে একজন আলেমকে আল্লাহ্ ডাকবেন, একজন ক্বারী, ওয়ায়েযকে ডাকবেন। বলবেন তোমাকে علم দান করেছি। তা কোন কাজে লাগিয়েছ? সে বলবে, আল্লাহ! এই علم ইলম দ্বারা আমি মানুষকে হেদায়াত করেছি, কিরাত শুনিয়েছি, ওয়ায করেছি। আল্লাহ বলবেন- কি জন্য করেছ? বলবে, তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। আল্লাহ্ বলবেন- كذبت তুমি মিথ্যা বলেছ। এই ওয়ায, কিরাত, নসীহত সব কিছুই তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য কর নি। বরং করেছ ليقال انك عالم او قارى [এ জন্য যে, মানুষ তোমাকে বড় আলেম, ক্বারী বলবে।] وقد قيل [এবং দুনিয়াতে তা তোমাকে বলা হয়েছে।] অতএব, আমার কাছে তোমার পাওয়ার আর কিছু নাই। তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদের হুকুম করবেন- এই আলেম অথবা ক্বারীকে মাথা নিচের দিকে, আর পা উপরের দিকে করে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। এর দ্বারা বুঝা গেল, কুরআন হাদীসের খেদমতের মাধ্যমে যেমন জান্নাত পাওয়া যায়, তেমনি মাওলানা, মুফতী, শায়খুল হাদীস আর ওয়ায়েয হয়েও জাহান্নামে যাবার আশংকা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন। আমীন!

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রকার

এক মুজাহিদকে আল্লাহ পাক ডাকবেন। হাদীসে আছে দ্বীনের সর্বোত্তম খেদমত হল জিহাদ। কারণ, জিহাদ দ্বারা দ্বীনের হেফাযত হয়। জিহাদ যদি না থাকে দ্বীন থাকবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- الجهاد ماض الى يوم القيامة। [কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ অব্যাহত থাকবে।] এরপর ঐ মুজাহিদকে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন- তোমাকে শক্তি দিয়েছিলাম, সাহস দিয়েছিলাম, তুমি তা কোন কাজে ব্যয় করেছ? সে বলবে- আল্লাহ আমি তোমার পথে জিহাদ করেছি, কাফের মেরেছি। আল্লাহ পাক বলবেন- كذبت তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি কাফের মেরেছ, জিহাদ করেছ তা আমি জানি। কিন্তু এসব করেছ এই জন্য যে, ليقال انك شجاع লোকে তোমাকে মুজাহিদ বলবে, বড় বাহাদুর বলবে। وقد قيل এবং তোমাকে তা বলা হয়েছে। যে জন্য করেছ তার সবটাই দুনিয়াতে পেয়েছ। আমার জন্য কিছুই কর নি। তাই আজ আমার কাছে কিছু পাওয়ারও নেই। অতঃপর ফেরেশতাদের হুকুম করবেন- তাকেও মাথা নিচের দিকে পা উপরের দিকে করে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।

তৃতীয় প্রকার

তৃতীয় প্রকার হল এমন ব্যক্তি যে লক্ষ লক্ষ টাকা মসজিদ, মাদ্রাসায় দান করেছে অর্থাৎ বড় দাতা। আল্লাহ পাক তাকে ডাকবেন। আমাদের দেশেতো পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করার জন্য বিশাল প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। আর লক্ষ টাকা দান করলে তো হাতেম তাঈ। কিছুদিন আগে কাতার, পাকিস্তান সফর করে আসলাম। পাকিস্তানে আমি দেখেছি, তাদের অনেকেই লক্ষ কোটি টাকা মসজিদ ও মাদ্রাসাতে একেবারে গোপনে দান করে থাকে। বলে বেড়ায় না। আল্লাহ পাক সেই দাতাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাকে আমি যে সম্পদ দান করেছিলাম তা থেকে আমার জন্য কী করেছ? সে বলবে, আল্লাহ! আমি মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেছি। আল্লাহ পাক বলবেন كذبت তুমি মিথ্যা বলছ। এ দান তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য কর নি। করেছ তোমাকে বড় দাতা, মাদ্রাসার বড় প্রতিষ্ঠাতা বলা হবে তাই।

আজকাল অনেক ব্যবসায়ীরা নিজেরাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছেন। এক ব্যবসায়ীর সাথে আমার ফোনে আলাপ হয়। তিনি আমাকে বলেন- হুযূর! আমি কোটি কোটি টাকা মাদ্রাসায় খরচ করেছি। এলাকাতে লোকজন আমাকে অনেক কিছু মনে করে। আমি তাকে বললাম- এতদিনে যা কিছু অর্জন করেছেন আমাকে বলে তো তা শেষ করে দিলেন। তিনি বললেন- হুযূর! এ আপনি কী বললেন? আমি বললাম- ফোনে তো এতকথা বলা সম্ভব নয় আপনি সরাসরি আমার সামনে আসুন। আপনাকে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের হাদীস শোনাব। বেচারা নরম মানুষ। আমার অফিসে তিনি এসেছেন। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম- দ্বীনের কাজ যাই করুন না কেন, তা কাউকে না বলে নিজের অন্তরেই রাখবেন। অতঃপর তার সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীসটা বর্ণনা করি। হাদীসটা শুনে বেচারা কাঁদতে কাঁদতে অস্থির হয়ে পড়লেন। যাক সে ভদ্রলোক ভাল মনের মানুষ। তিনি আমার কথা মেনে নিয়েছেন।

আল্লাহ পাক দাতাকে বলবে তুমিতো বরং দান করেছ এ জন্য যে, মানুষ তোমাকে বলবে انك جواد [তুমি বড় দাতা।] وقد قيل [এবং তোমাকে দুনিয়াতে তা বলা হয়েছে।] যেহেতু আমার জন্য কিছু কর নি, তাই আজ আমার কাছে তোমার পাওয়ার কিছু নেই। ও হে ফেরেশতারা! তাকেও মাথা নিচের দিকে, পা উপর দিকে করে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। গভীরভাবে ভেবে দেখার বিষয় যে, দ্বীনের কাজের ক্ষেত্রে আসল হল নিয়ত ঠিক করা।

আমাদের ভুল ধারণা

খোদার কসম করে বলছি, আজ আমরা সংগঠন আর ক্যাডারের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করছি। ভরসা করছি ক্যাডারদের শক্তির উপর। সংগঠনের ব্যাপকতার উপর। দ্বীনের কাজ যারা না করে তাদের থেকে এ ধরনের দাবী হতে পারে। কিন্তু কোন দ্বীনি সংগঠন যদি এই দাবী করে, তাহলে বুঝতে হবে 'ডাল মে কুচ কালা হায়।' এর মাঝে কোন ব্যাপার আছে। কারণ আল্লাহ তাআলা আপনার সংগঠন আর ক্যাডার দেখবেন না। শক্তির উৎস কোথায় আপনার জানা নেই।

হাদীস আপনি পড়েন নাই, হাদীসের বুঝ আপনার ভিতরে আসে নাই। কুরআন আপনি বুঝেন নি। নিজের যুক্তিকে আপনি কুরআন, হাদীস মনে করেছেন। নিজের যুক্তিকে আপনি কুরআন, হাদীস থেকে বড় মনে করেছেন। আপনার যুক্তির সাথে কুরআন হাদীসের অমিল হলেও আপনার যুক্তিকে আপনি কাজে লাগিয়েছেন। এভাবে দ্বীনের, ইসলামের খেদমত হয় না।

মিশকাত শরীফের একটি হাদীস- আল্লাহ তাআলা যমীনকে সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করার পর যমীন কাঁপতে আরম্ভ করল। فخلق الجبال অতঃপর আল্লাহ তাআলা পাহাড় সৃষ্টি করলেন। যমীন থেমে গেল। فعجبت الملائكة পাহাড়ের শক্তি দেখে ফেরেশতারা অবাক হলো। তারা আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন- يارب هل من خلقك شئ أشد من الجبال. হে আল্লাহ! তোমার সৃষ্টির মাঝে পাহাড় থেকেও শক্তিশালী কোন বস্তু রয়েছে কি? আল্লাহ পাক বললেন- نعم হ্যাঁ আছে। ফেরেশতারা বললেন- সেটা কী? আল্লাহ বললেন- هو حديد তা হল লোহা। আর লোহা এমন এক পদার্থ যদি তা দ্বারা পাহাড়ে আঘাত করা হয় তাহলে পাহাড় ধূলিস্যাত হয়ে যাবে। ফেরেশতারা বললেন- আল্লাহ! লোহা থেকেও শক্তিশালী

www.pathagar.com

কোন জিনিষ কি আছে? আল্লাহ্ বললেন- نعم হ্যাঁ আছে। ফেরেশতারা বললেন- তা কি? আল্লাহ্ বললেন- النار আগুন। লোহা যতই শক্তিশালী মজবুত হোক না কেন আগুনে ফেললে তা গলে যাবে। তার অস্তিত্বই শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর ফেরেশতারা বললেন- হে আল্লাহ! আগুনের চেয়েও শক্তিশালী কোন সৃষ্টি কি তোমার আছে? আল্লাহ পাক বললেন- نعم হ্যাঁ আছে। ফেরেশতারা বললেন কি সেটা? আল্লাহ পাক বললেন- الماء পানি। আগুন যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তাতে পানি ঢেলে দিলে নিভে যাবে। ফেরেশতারা বললেন- আল্লাহ! এর চেয়েও শক্তিশালী কোন কিছু কি আছে? আল্লাহ বললেন- نعم হ্যাঁ আছে। ফেরেশতারা বললেন- সেটা কি? আল্লাহ্ পাক বললেন- الريح বাতাস। প্রবাহমান বাতাস পানিকে শুকিয়ে দেয়। তাহলে বুঝা গেল পানির চেয়েও বাতাস শক্তিশালী।

বড়শক্তি ঃ যুক্তির উর্ধ্বে

শক্তির তারতম্যের যে আলোচনা এতক্ষণ করা হল, এটাকে বলে সাইন্স। কারণ, সাইন্স বিষয়টাই যুক্তিনির্ভর। আর এখানে যুক্তি আছে, পাহাড়ের চেয়ে লোহা শক্তিশালী, লোহা থেকে আগুন, আগুনের চেয়ে পানি, পানির চেয়ে বাতাস- এটা সাইন্স বা যুক্তিনির্ভর কথা। কিন্তু এর পরে আল্লাহ পাক আরো একটি শক্তির কথা বলেছেন, যা যুক্তিতে আসে না। এখানে এসে বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞানের সাথে, যুক্তিবাদীদের যুক্তির সাথে আর মিল পাওয়া যায় না। কারণ, আলোচিত অংশটুকু তো তারা অবশ্যই মানে। বিশ্বাসও করে। কিন্তু এর পরের অংশটির সাথে তারা একমত হতে পারে না। কেননা, এটা তারা বুঝেই না। এটা বুঝেন আল্লাহ ওয়ালারা এবং আমরা এটা বিশ্বাস করি।

ফেরেশতারা প্রশ্ন করলেন- আল্লাহ! বাতাস থেকেও শক্তিশালী কোন সৃষ্টি কি তোমার আছে? আল্লাহ পাক বললেন- আছে। প্রশ্ন করা হল- সেটা কী? হাদীসের শব্দ- আল্লাহ পাক বললেন- ابن ادم মানুষ। এমন মানুষ যার বৈশিষ্ট্য হল تصرف بيمينه يخفيه من شماله সে ডান হাতে যা দান করে বাম হাত তা জানে না। এখানে বলা হল মানুষের শক্তি বাতাসের শক্তির চেয়েও বেশী। যুক্তি কাজ করে না, কথাটির অর্থ কী? তার ডান হাতের দানটাকে বাম হাতের নিকট অজ্ঞাত রাখার অর্থই হল এই দানটা সে আল্লাহর জন্য করেছে। অর্থাৎ আল্লাহর শক্তির সাথে ابن ادم-এর শক্তি এখানে মিলে গেছে। এটি হয়েছে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করার কারণে। ভাবনার বিষয় ও চিন্তার কথা যে, এ পর্যায়ে সে কেবলই একজন মানুষ। যার না আছে কোন সংগঠন না আছে ক্যাডার। কিন্তু এমন মানুষই যখন কোন কথা বলে, তখন বিশ্বব্যাপী তার প্রভাব পড়ে যায়।

বাদশাহ্ আকবর ঘোষণা করল- এখন থেকে দ্বীনে মুহাম্মদী আর চলবে না। তখন মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) যাঁর কোন সংগঠন বা ক্যাডার ছিল না,

www.pathagar.com

খানকায় বসে আওয়ায দিলেন- আকবর! তোমার তৈরী দ্বীনে ইলাহী চলবে না, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনই চলবে। তোমার এই দ্বীনে ইলাহীর বিরুদ্ধে আমি জিহাদ ঘোষণা করলাম। ইতিহাস বলে- খোদায়ী শক্তি নিয়ে এই একব্যক্তি সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধেএকটি ঘোষণা দিলেন। বিজয় তাঁরই হল। আর আকবরের সিংহাসন তছনছ হয়ে গেল।

দ্বীনের হেফাযত নিয়ে সংশয়

আজকাল অনেকে প্রশ্ন করে- এত দল, এত ফেরকা, এত অনৈক্য, এত বিরোধিতার মাঝে ইসলাম কী ভাবে টিকে থাকবে? আমি বলি ভাই সাহেব! ইসলাম শেষ করা এত সহজ নয়। ইসলাম হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ আপনার-আমার কিংবা কোন পীর, মাওলানার উপর ছেড়ে দেন নাই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক এ বিষয়ে স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم তারা ফুৎকার দিয়ে দ্বীনকে মিটিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন- والله متم نوره ولو كره الكافرون . আমার এই নূর আমি নিজেই সংরক্ষণ করব, পরিপূর্ণ করব। এতে কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

সামান্য কিছু হলেই আমরা এত ব্যস্ত হয়ে পড়ি যেন দ্বীন ইসলামটা কচু পাতার পানি, নাড়া দিলেই যেন পড়ে যাবে। অপর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . কুরআন আমি নাযিল করেছি এবং আমিই তার সংরক্ষণ করব।

এখানে আল্লাহ একথা বলেননি যে, কোন আলেম, হাফেয, ক্বারী কুরআনের সংরক্ষণ করবে। যারা আরবী বুঝেন তারা বুঝতে পারছেন যে, আয়াতখানা কত তাগীদ দিয়ে, কত শক্তভাবে নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন- কুরআন তো আমি হেফাযত করব। তোমরা যারা কুরআনের সাথে সম্পর্ক রাখবে, ইসলামের সাথে সম্পর্ক রাখবে, তোমাদের হেফাযতও আমি করব। কিন্তু আমাদের ঈমান এত দূর্বল যে, সামান্যতেই আমরা চিন্তায় পড়ে যাই।

আরেক দল আছে যারা মনে করে আমাদের সংগঠন শক্তিশালী। আমরাই ইসলামের রক্ষক। এরা সবাই ভুল পথে আছে। ইসলামের রক্ষক কোন সংগঠন না। ইসলামের রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ। এক সময়ের ইসলামের প্রাণকেন্দ্র বাগদাদসহ সারাবিশ্বে আজ কাফের বেদ্বীনদের রাজত্ব চলছে। তাই বলে ইসলাম মিটে যায় নি। বাগদাদ বড় অদ্ভুত জায়গা। পাকিস্তানে এক সেমিনারে আলোচনা কালে একথাটি আমি বলেছি যে, বাগদাদ এমন এক যমীন যেখানে নমরুদ আর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মাঝে সত্য-মিথ্যার লড়াই হয়েছে। শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ.) তথা সত্যের জয় হয়েছে। সেই বাগদাদ এখনো টিকে থাকবে, শুধু বাগদাদ কেন সারাবিশ্বে আবারো মুসলমানরা জেগে উঠবে।

www.pathagar.com

ইসলাম টিকে থাকবে

মুসলমানদের শেষ করে দেয়ার চিন্তা যারা করে তারা স্বাভাবিক মস্তিষ্কের অধিকারী নয়। করাচী সফরকালে একবার স্বপ্নে দেখেছি, একটা লোক পাগল হয়ে গেছে। পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘূরাফেরা করছে। আর লোকেরা তাকে পাথর ছুড়ে বিদ্রূপ করছে। এইটুকু দেখতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। লোকটার পরিচয় আমি বলব না। ইসলামকে যারা শেষ করতে চায়, তারা এমনি পাগল হয়ে যাবে। চাই সে ফেরাঊন, নমরুদ, সাদ্দাদ আর বর্তমান যমানার ফেরাউনই হোক। পক্ষান্তরে ইসলাম ছিল, আছে এবং থাকবে। ইসলামকে কেউ মুছে ফেলতে পারবে না।

চার দলীয় জোট সরকার যদি ইসলামের হেফাযতের জন্য কাজ করে, ইসলামের পক্ষে কথা বলে, তাহলে জোট সরকার টিকবে। জোট সরকার যদি ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান নেয়, এদেশের মানুষের সমর্থন তাদের সাথে থাকবে না। সরকার কাদিয়ানীদের বই বাজেয়াপ্ত করেছে। সরকারের এই কাজকে আমরা সমর্থন করি, ধন্যবাদ জানাই। সেই সাথে আমরা আশা করি এই জোট সরকারের আমলেই কাদিয়ানীদেরকে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হবে।

যুগে যুগে মুসলমানদের উপর কাফের বেদ্বীনদের পক্ষ হতে বিভিন্ন প্রকার আঘাত এসেছে। তাৎক্ষণিকভাবে মনে হয়েছে, এই বুঝি ইসলাম মিটে গেল। কিন্তু চির সত্যের ধর্ম ইসলাম দুনিয়ার বুকে মিটে যাওয়ার জন্য আসেনি। যারাই ইসলামকে মিটাতে চেয়েছে, তারাই মিটে গেছে। নতুবা ইসলামেই আশ্রয় নিয়েছে। একবার ইসলামের উপর আঘাত এসেছিল তাতারীদের পক্ষ থেকে। আক্রমণ করে তাতারীরা সারা বাগদাদ দখল করে নেয়। তারা লক্ষাধিক মুসলমানকে হত্যা করে লাশের পাহাড় তৈরী করে। ফলে মুসলমানদের ভিতর তাতারীদের ভীতি এমনভাবে ঢুকে পড়ে যে, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.) লিখেন, একশত মুসলমান এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমতাবস্থায় এক তাতারী এসে বলল- তোমরা কে? জবাবে বলা হল, আমরা মুসলমান। তাতারী বলল- তোমরা মুসলমান! তাহলে তো তোমাদের আমি হত্যা করব। আমার সঙ্গে তো অস্ত্র নেই। তোমরা দাঁড়াও আমি বাড়ী থেকে তরবারী নিয়ে আসছি। তারপর তোমাদের হত্যা করব। তাতারীদের ভয় মুসলমানদের ভিতর এতবেশী ঢুকে গিয়েছিল যে, একজন মুসলমানও জায়গা থেকে সরে নাই। ফলে তাতারী তরবারী এনে সকলকে হত্যা করে চলে যায়।

আলহামদুলিল্লাহ্! মুসলিম বিশ্বে এখন আর মুসলমানদের সেই ভয় নেই। কিছুদিন পূর্বে আমি চাঁদপুরের কচুয়াতে এক মাদ্রাসায় গিয়েছিলাম। আশ্চর্যের বিষয় প্রায় তিন মাইল পূর্ব হতে আট, দশ বৎসরের ছোট ছোট বাচ্চারা আমাকে ইস্তিকবাল করে নিয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, তারা প্রত্যেকে

www.pathagar.com

বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে বলছে 'নারায়ে তাকবীর- আল্লাহু আকবার'। এই বাঁশের লাঠিই হল আমাদের 'এটম বোম'। মুসলমানদের লাঠির মাঝে এত শক্তি যে, আমেরিকা, রাশিয়া, ভারত কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। বিধর্মীরা কখনো মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে ধারণাও করতে পারবে না। মুসলমানিয়্যাতের মাঝে এমন খোদায়ী শক্তি নিহিত রয়েছে, যার সামনে কেউ টিকতে পারবে না।

বাংলাদেশেও এমন কোন শক্তি নেই, যে শক্তি ইসলামের বিরোধিতা করে পার পেয়ে যাবে। ইসলামের বিরুদ্ধে যে-ই অবস্থান নিবে তার বিরুদ্ধে আমরা জিহাদ করব ও লড়াই করব। প্রয়োজনে জীবন দেব। তবুও ইসলামের বিরোধিতা আমরা সহ্য করব না। ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১ সালে আমরা এর প্রমাণ দিয়েছি। সেদিন কুরআনের ইয্যত রক্ষার্থে ৬জন খোদা প্রেমিক মর্দে মুজাহিদ বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শাহাদত বরণ করেছেন। ৬জন কেন, প্রয়োজনে লক্ষ লক্ষ যুবক তাদের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ইসলামকে রক্ষা করবে।

উপস্থিত এই হাজারো জনতার সামনে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই, যদি ইসলামের জন্য রক্ত দেয়ার প্রয়োজন আসে, তাহলে রক্ত দেয়ার জন্য কে কে প্রস্তুত আছেন? দেখবেন কালকেই পত্রিকায় রিপোর্ট হবে যে, আমিনী সাহেব জিহাদের ওয়ায করে তালিবান তৈরী করে এসেছেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হল- সংসদেও আমি বলেছি, মাননীয় স্পীকার! তালিবান আফগানিস্তানে আছে, বাংলাদেশে নেই।

এ বেওকুফরা 'তালিবান' অর্থও বুঝে না। আর 'ছাত্র' অর্থও বুঝে না। তালিবান শব্দের অর্থই হল 'ছাত্র'। এই অর্থে আপনার বাড়ীতেও তালিবান আছে। স্কুল, কলেজ, ভার্সিটির ছাত্র আছে। তাদের তো তালিবান বলা হচ্ছে না। আল্লাহ এদেরকে সঠিক বুঝদান করুন। আমীন!

তাতারীদের আলোচনা চলছিল, তারা চেয়েছিল বিশ্ব হতে ইসলামকে মুছে দিতে। কিন্তু আল্লাহর মঞ্জুর ছিল ভিন্ন। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যে সকল বুযুর্গ কাজ করেছেন এমন এক বুযুর্গের মাধ্যমে আল্লাহ সমস্ত তাতারীকে মুসলমান বানিয়েছেন।

তাতারীদের আক্রমণের তীব্রতা দেখে মনে হচ্ছিল তারা ইসলামকে শেষ করে ফেলবে। কিন্তু ইসলামের আলোর সামনে তারা নত হতে বাধ্য হয়েছে। আল্লাহ তো বলেছেন- والله متم نوره খুব লক্ষ্য করে শুনুন। তাতারীরা যখন বাগদাদে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে, তখন জামাল উদ্দীন কাশগরী (রহ.) নামে এক বুযুর্গ জীবন বাঁচানোর তাগিদে শহর ছেড়ে বনে জঙ্গলে আত্মগোপন করে ছিলেন। এদিকে তাতারীদের ভাবী বাদশাহ আমীর তইমুর শিকারে গেছেন, তখনো তিনি বাদশাহ হয় নি- যুবরাজ। ঘটনাক্রমে ঐ বুযুর্গ যুবরাজের

www.pathagar.com

দৃষ্টিতে পরে যান। বুযুর্গকে দেখতে পেয়েই যুবরাজ বলে উঠেন, কু যাত্রা! একে দেখলাম। আমার শিকার ভাল হবে না।

উলামায়ে কিরামের প্রতি বক্র দৃষ্টি

অনেকের হুযূরদের দেখলে এলার্জি শুরু হয়! আচ্ছা আপনারাই বলুন! আমরা কোন দিকে যাব? কী করলে আপনারা আমাদের ভাল বলবেন? সেই পরামর্শটা দয়া করে এ মাদ্রাসার মুহ্‌তামিম সাহেবকে দিয়ে যাবেন। উলামায়ে কিরাম যদি মাদ্রাসা নিয়ে অধিক ব্যস্ত থাকেন, তখন লোকে বলে, দ্যাখো- মৌলবীদের দুনিয়ার কোন খবর নেই। আর যদি রাজনীতির ময়দানে গিয়ে নির্বাচনে অংশ নেন, তখন বলে- হুযূররা দ্বীন ছেড়ে দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যদি গাড়ী চালাতে দেখে, তাহলে বলে মৌলবী আবার গাড়ী হাঁকায়। আর ভিক্ষা করলে বলবে, মৌলবীরা শুধু ভিক্ষা করতেই জানে।

তাতারীদের ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর কাহিনী

বুযুর্গ জামাল উদ্দীন (রহ.)কে যুবরাজ ডেকে বলল- মৌলবী! তুমি এ পথে যাচ্ছিলে কেন? জানো না এ পথে আমি শিকারে যাব? বুযুর্গ মানুষ! আবার সচেতনও। জানবেন না কেন? অনেক কিছুই তিনি জানেন। বললেন, আমি জানতাম না। জানলে এমনটি কখনো হত না। তাই আমাকে মাফ করে দিন। যুবরাজ বলল- আগে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর ভেবে দেখব। বল, তুমি উত্তম না আমার কুকুরটা উত্তম? একটু ভেবে দেখুন, কত হেয়ালিপূর্ণ কঠিন একটি প্রশ্ন! ঐ বুযুর্গ বড় হিকমতপূর্ণ উত্তর দিলেন। বললেন- এখন তো তা বলা যাবে না। মৃত্যুর সময় যদি আমি ঈমান নিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমি উত্তম। আর যদি ঈমান নিয়ে যেতে না পারি তাহলে আপনার কুকুরটাই উত্তম। এটুকু বলতেই যুবরাজের অন্তরে কথাটা গেঁথে যায়। যুবরাজ বলল- বলুন ঈমান কি জিনিষ। বুযুর্গ বললেন, আমার বাড়ী চলুন সেখানেই বলব। এরপর যুবরাজ বুযুর্গের বাড়ী পৌঁছালে তার সামনে বসে ঈমানের ব্যাখ্যা শুরু করলেন। আর ঈমানের আলোচনা তো কুরআনে এত সুন্দর ভাবে এসেছে, সুবহানাল্লাহ!

امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملئكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها مااكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. (سورة البقرة:٢٨٦)

কুরআন শরীফের আয়াত পড়ে বুযুর্গ যখন তার ব্যাখ্যা শুরু করলেন তখন যুবরাজ কাঁদতে আরম্ভ করল। এরপর বলল- এখন আমি বুঝেছি ঈমান কী জিনিষ, তবে এখনই আমি মুসলমান হচ্ছি না। কারণ, এখন মুসলমান হলে রাজ

www.pathagar.com

ভবন থেকে আমাকে বের করে দেয়া হবে। তাই আমি যখন বাদশাহ হব, তখন আপনি আসবেন। আমি মুসলমান হব।

কিছুদিন পর জামাল উদ্দীন (রহ.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ইন্তিকালের পূর্বে তাঁর ছেলে আল্লামা রশিদুদ্দীনকে ডেকে বললেন, আমি হয়তো বাঁচব না। শেষ সময়ে তোমাকে একটা অসিয়ত করে যাই, কেউ যেন তা না জানে। তাতারী যুবরাজ আমীর তইমুর যে দিন বাদশাহ হবে, সেদিন তুমি তার সাথে সাক্ষাত করবে এবং তাকে ঈমানের দাওয়াত দিবে। আমার সাথে তার কথা হয়েছে, সে মুসলমান হবে।

আল্লামা রশিদুদ্দীন (রহ.) তইমুরের বাদশাহ হওয়ার সংবাদ পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রাজ দরবারের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রহরী প্রধানকে বললেন- বাদশার সাথে আমার কথা আছে। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করব। প্রহরী প্রধান বলল, তোমার মত মৌলবীর সাথে বাদশাহর কথা থাকতে পারে না। এই বলে অবজ্ঞাভরে তাঁকে সরিয়ে দিল। রশিদুদ্দীন (রহ.) ভাবলেন, এ পথে কাজ হবে না। তাই তিনি বাদশাহর ভবনের কাছে তাঁবু টানিয়ে বসে পড়লেন। দারোয়ান জিজ্ঞাসা করল কি ব্যাপার! তিনি বললেন, গরীব মানুষ তো, রাত কাটানোর আশ্রয় নেই, তাই। দারোয়ান বলল, সকাল সকাল চলে যাবে কিন্তু। তিনি বললেন আচ্ছা।

রাত যখন গভীর, ফজরের নামাযের সময় ঘনিয়ে আসছে, অমনি তিনি আল্লাহু আকবার- আল্লাহু আকবার বলে আযান শুরু করেদিলেন। গভীর রাত, চারিদিক নীরব-নিস্তব্ধ। আযানের আওয়াযে বাদশাহর ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাদশাহ দারোয়ানকে বললেন, এতরাতে কে চিৎকার করছে? দারোয়ান গিয়ে তাকে বলল- মিয়া! এতরাতে চিৎকার করছ কেন? বাদশাহ তোমাকে ডাকছেন। রশিদুদ্দীন বললেন- নিয়ে চল। রাজ দরবারে হাযির হলে বাদশাহ বললেন, কী ব্যাপার? এই গভীর রাতে চিল্লাচিল্লি করছ কেন? রশিদুদ্দীন বললেন, আমি তো চিৎকার করি নি, আমি আল্লাহু আকবার, বলে আযান দিয়েছি। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন. তোমার পরিচয়? তিনি বললেন, মাওলানা জামালুদ্দীনের ছেলে আমি। বাদশাহ অবাক হয়ে বললেন- হ্যাঁ তোমার পিতার সাথে আমি মুসলমান হওয়ার কথা দিয়েছিলাম। এবার বল- ইসলাম কী ভাবে গ্রহণ করতে হবে? আমি বাদশাহ হওয়ার পর থেকেই তোমার পিতার অপেক্ষায় ছিলাম। তার হাতে ইসলাম কবূল করব বলে। তিনি বললেন, প্রথমে গোসল সেরে আসুন। তইমুর গোসল করে আসলেন। রশিদুদ্দীন বললেন এবার পড়ুন- لا اله الا الله محمد رسول الله (ص) প্রতাপশালী তাতারী শাসক তইমুর লং কালিমা পড়ে এভাবেই মুসলমান হয়ে গেলেন। এখানে কোন সংগঠন বা কোন ক্যাডারের ভূমিকা নাই। এখানে কাজ করেছেন একজন পরহেযগার, মুত্তাকী, আল্লাহওয়ালা। যাঁর একমাত্র নিয়ত ছিল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.) লিখেন,

www.pathagar.com

অতঃপর বাদশাহ তইমুর রশিদুদ্দীনকে বললেন- আমি মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক ডাকছি। কারণ! আমি একা মুসলমান হলে মন্ত্রীরা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। যথারীতি বৈঠক বসলে প্রধানমন্ত্রী বার বার রশিদুদ্দীনের দিকে তাকাচ্ছেন। বাদশা বলেন- আপনি বার বার এভাবে তাকাচ্ছেন কেন? মন্ত্রী বললেন, নতুন একজন মানুষ দেখলাম কিনা তাই। বাদশাহ বললেন- সত্যি করে দিলের কথাটা বলুন! মন্ত্রী বললেন- আপনার দিলের কথাটা আগে বুঝে নেই, তারপর বলব! বাদশাহ বললেন- আমি তার (রশিদ) পিতার সাথে মুসলমান হওয়ার ওয়াদা করেছিলাম। আজ তা পূরণ করলাম। আমি মুসলমান হয়ে গেছি। এখন আপনাদের (মন্ত্রী পরিষদ) ডেকেছি পরামর্শের জন্য। প্রধানমন্ত্রী বললেন- জাঁহাপনা! আমি ছয়মাস পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। আপনার ভয়ে এতদিন তা প্রকাশ করিনি।

তারপর বাদশাহ ও প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণার পর দেখা গেল মন্ত্রীসভার প্রায় অর্ধেক সদস্য পূর্ব হতেই মুসলমান ছিলেন। মন্ত্রীরা বললেন- এতদিন আপনার মুখে ইসলামের কথা শুনি নি। তাই চুপ ছিলাম। ঐ এক দিনেই সমস্ত মন্ত্রীসহ পাঁচ লক্ষ তাতারী মুসলমান হয়ে যায়।

ইসলামের খেদমত এভাবেই হয়। সহীহ নিয়ত ওয়ালা একজন বুযুর্গ দ্বারা দ্বীনের যে কাজ হয়। লক্ষ, কোটি ক্যাডারের দ্বারাও তা সম্ভব না। আল্লাহওয়ালাদের এক ধ্বনির দ্বারা হাজারো মানুষ হেদায়াত পায়। আর আমাদের কথার দ্বারা হেদায়াত তো দূরের কথা, দ্বীনের প্রতি মানুষের বদগুমানী বেড়ে যায়। তাই দ্বীনের কাজ আমরা যারা করছি, আল্লাহ আমাদের সবাইকে تصحيح نيت (নিয়ত শুদ্ধ করা)-এর তাওফীক দান করুন। আমীন!

দ্বিতীয় শর্ত ঃ প্রতিকূলতা বরদাশ্‌ত করা

দ্বীনের কাজ করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শর্ত تحمل المشاق والشدائد অর্থাৎ দ্বীনের কাজের ক্ষেত্রে আগত সব মুসিবত সহ্য করে নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা। দ্বীনের কাজ করবেন অথচ আপনার উপর মুসিবত আর তিরস্কার আসবে না, এমনটি হতে পারে না। বরং দ্বীনের কাজের উসূল হল, গালি, প্রতিবন্ধকতা, প্রতিকূলতা সব কিছুই আসবে। এ সব সহ্য করে তবেই দ্বীনের কাজ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. দ্বীনের কাজে সবচেয়ে বেশী মুসিবত এসেছে নবীদের উপর। তারপর পর্যায়ক্রমে যাঁরা নবীদের তরীকার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাঁদের উপর। মক্কাবাসীর নিকট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফুলের মত ছিলেন। কিন্তু যখনই দ্বীনের প্রতি ডাকলেন, বললেন- হে জাতি! পড় لا اله الا الله محمد رسول الله তখন সর্ব প্রথম আবূ লাহাব তাঁকে পাথর মারল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের দিকে আপনি তাকান। দ্বীন প্রচারের জন্য কত কষ্ট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তায়েফে মার খেতে পারেন? রক্তাক্ত হয়ে বেহুঁশ হয়ে পরে থাকতে পারেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি উহুদে দান্দান মুবারক শহীদ করাতে পারেন? যদি সরকারে দু'আলম মক্কা ত্যাগ করতে পারেন? তাহলে সেই দ্বীনের জন্য আমরা প্রয়োজনে জীবন দিব, ধন-সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিব। এদেশের মুসলমানরা দ্বীনের জন্য প্রয়োজনে হিজরত করবে। কিন্তু ইসলামকে ছাড়তে পারনে না।

দ্বীনের কাজে হাজারো প্রলোভন আসবে

ওয়ালিদ আরবের বড় বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, চিন্তাবিদ রূপে মশহুর ছিল। একবার সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্মানের সাথে বসালেন। সে বলল মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমি আরব জাতির পক্ষ থেকে আপনার কাছে একটি সুচিন্তিত মতামত এবং কিছু প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। ওয়ালিদ বলল, আপনি যে لا اله الا الله محمد رسول الله এই কালিমার দাওয়াত দিচ্ছেন, এর পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা কী?

১. যদি অর্থকড়ি উপার্জন আপনার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনী বানিয়ে দেয়া হবে।

২. যদি সরদার হতে চান তাহলে আপনাকে আজীবনের জন্য আমাদের গোত্র প্রধান বানানো হবে।

৩. আর যদি আপনি রাষ্ট্রপতি হতে চান (সুবহানাল্লাহ্, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি চাইতেন বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় রাষ্ট্রপতি হতে পারতেন) আমরা সকল গোত্র মিলে আপনাকে আজীবনের জন্য বাদশাহ বানিয়ে রাখব।

এর দ্বারাই বুঝা গেল আমাদের উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখল নয়। রাজনীতির মূখ্য উদ্দেশ্য যদি ক্ষমতাই হয় তাহলে সেই ক্ষমতা ফেরাউন, নমরুদ, সাদ্দাদ পেয়েছে। সেই ক্ষমতা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা অবশ্যই ক্ষমতায় যেতে চাই, তবে তা হযরত সুলাইমান (আ.)-এর মত। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মত। হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত। কাফেররা যখন দাওয়াতী মিশন ছেড়ে দেয়ার শর্তে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপ্রধান বানাতে চেয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে রাজী হন নি।

৪. আর যদি এই তাওহীদের দাওয়াতের উদ্দেশ্য হয় নারী, তাহলে আরবের শ্রেষ্ঠ রমণীদের আপনাকে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

৫. টাকা-পয়সা, সরদারী, বাদশাহী, সুন্দরী ললনা এসব কিছুই যদি আপনার মনে না চায়, তাহলে বুঝব আপনার মস্তিষ্কে কোন সমস্যা আছে। আমরা আপনাকে চিকিৎসা করাব।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমার কথা শেষ হয়েছে? ওয়ালিদ বলল- হ্যাঁ। এবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- শোন! তোমাদের টাকা, সরদারী, বাদশাহী, নারী এসব কোন কিছুরই আমার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আমাকে হেদায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যদি এই হেদায়াত তোমরা কবূল কর তাহলে তোমরা تملك العرب والعجم [সারা দুনিয়ার বাদশাহ হয়ে যাবে]। আমাকে বাদশাহ বানানোর প্রয়োজন নেই। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা নাজ্‌ম থেকে তিলাওয়াত করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিলাওয়াত শুনে কাফেররা মাথা নত করে ফেলল।

ইসলাম কোন আলেমের মতবাদ নয়

ইসলাম হল আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতারিত 'অহী'। এ কোন মানুষের মতবাদ নয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে অহী নাযিল হয়েছে, সেটাই ইসলাম। যে লোক কোন নেতার মতবাদকে ইসলাম মনে করে, সে গোমরাহ হয়ে গেছে। আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত অহীভিত্তিক মতবাদকেই ইসলাম বলে জানি। আল্লাহর অহীই ইসলাম। হযরত হাফেজ্জী হুযূরের মতবাদের নাম ইসলাম নয়। শামসুল হক ফরিদপুরীর মতবাদ ইসলাম নয়। কাসিম নানুতুবীর মতবাদ ইসলাম নয়। কথাগুলো ভালভাবে বুঝতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে কারো কারো মতবাদকেই ইসলাম বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাই এ কথাগুলো স্পষ্ট করা দরকার। সমাজের বিবেক, বুদ্ধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে, একে যদি অপারেশন না করা হয়, তাহলে এই সমস্যা ভবিষ্যতে ইসলামকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই সমাজের কাছে আমাদের কথাগুলো পরিস্কার করে স্পষ্টভাবে বলতে হচ্ছে।

শুরুতে কষ্ট স্বীকার

ইসলামকে সেবা করতে গেলে আপনাকে কষ্ট করতে হবে। খুলনা দারুল উলূম মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব কি অবস্থায় এখানে এসেছিলেন? আর আজ এখানে কত বিশাল মাদ্রাসা। লক্ষ লক্ষ টাকা এর পিছনে ব্যয় হয়েছে। প্রথম দিনই এমনটি ছিল না। তার মানে এর পিছনে মেহনত, কষ্ট করতে হয়েছে। না খেয়ে থাকতে হয়েছে। উপস্থিত ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আমি বলছি, তোমরা আমার এখনকার অবস্থাটাই শুধু দেখো না। লালবাগে যে কত দিন না খেয়ে রয়েছি তাও তোমরা দেখো। লালবাগের প্রথম অবস্থায় অনেক দিন আমার খাবার মিলে

www.pathagar.com

নাই। আমার আব্বা খুব ধনী ছিলেন। কিন্তু আমার ভর্তির ব্যাপারে আব্বার সাথে আমার উস্তাদের ইখতিলাফ হয়। আব্বা আমাকে বড় কাটারায় ভর্তি করে দিয়ে গেলেন। আমার উস্তাদ আমাকে লালবাগ ভর্তি করে দিলেন। আব্বা টাকা বন্ধ করে দিলেন। এমনটি হয়। কষ্ট আসে। সাহাবায়ে কিরামের দিকে তাকান। তাঁরা যদি মনে করতেন এত কষ্ট করে দ্বীন প্রচার করে কোন লাভ নেই তাহলে কী অবস্থা হত? হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) বলেনঃ নামায পড়তে গিয়ে অবস্থায় আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছি। পিছন থেকে বাচ্চারা এসে বলে هذا مجنون (এতো উম্মাদ)। হযরত আবূ হোরায়রা(রা.) বলেন- আমি পাগল নই, পেটের ক্ষুধায় পড়ে গেছি। হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) সর্বদা রাসূলের দরবারে পড়ে থাকতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা আসত, তাই খেতেন। বুখারী শরীফে আছে। একদিন হুযূরের কাছে এক গ্লাস দুধ আসে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- يا ابا هريرة (হে আবূ হোরায়রা!) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহব্বত করে তাঁকে এই নামে ডাকতেন। হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) আসলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন- এক গ্লাস দুধ এসেছে। আসহাবে সুফফার সবাইকে ডাক। আসহাবে সুফফার সংখ্যা নিম্নে ৭০ জন আর ঊর্ধ্বে ৪০০ জন ছিলেন। ধরে নিলাম তখন ৭০ জন ছিলেন। কিন্তু দুধ তো মাত্র একগ্লাস। হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) বলেন- এক গ্লাস দুধ আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সবাইকে ডাক। ডাকার পর বললেন, তুমি সবাইকে খাওয়াও। বুঝলাম, আমার ভাগ্যে কিছুই জুটবে না। হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) বলেন- কি আর করা! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। সবাইকে ডেকে আনলাম। সকলে আসার পর তিনি বললেন- আবূ হোরায়রা! গ্লাসে করে সবাইকে দুধ পান করাও। একে একে ৭০ জনকে খাওয়ানোর পর দেখা গেল, দুধ পূর্বে যা ছিল তাই আছে। বিস্মিত হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) হুযূরের সামনে বসা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- [اشرب] এবার তুমি শুরু কর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো বললেন- (اشرب) আরো পান করো। অতঃপর(فاخذ الفضل) অবশিষ্টটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পান করলেন। লক্ষ্য করুন, সাহাবায়ে কিরাম কত কষ্ট করে লেখাপড়া করেছেন, দ্বীন শিখেছেন।

তৃতীয় শর্তঃ দ্বীনের ফিকির

দ্বীনের কাজ যারা করতে যাবে তাদের মাঝে ফিকির থাকতে হবে। আমি আট বৎসর হযরত ছদর সাহেব হুযূর (রহ.)কে স্বচক্ষে দেখেছি। আট বছরের একটি দিনও আমি তাঁকে হাসতে দেখি নাই। সব সময় দ্বীনের একটা ফিকিরে নিমগ্ন থাকতেন। একবার আফ্রিকা থেকে হুযূরের নিকট একান্ত ব্যক্তিগত হাদিয়ার কিছু টাকা আসে। কিন্তু একটা টাকাও হুযূর নিজের জন্য রাখলেন না।

www.pathagar.com

সবটাই শিক্ষকদের মাঝে বিলি-বন্টন করে দিলেন। অথচ সেদিনও হুযূরের বাসায় বাজার ছিল না। আমি নিজেই তার সাক্ষী। এটাকেই বলে ফিকির।

এক শিক্ষকের শীতের কাপড় ছিল না। হুযূর আমাকে ডেকে বললেন, নতুন শিক্ষক, তার চাদর নেই। আমার কোটটা তাকে দিয়ে দাও। সেই শিক্ষক জীবন ভর বলতেন যে, হুযূরের কোটটা গায়ে দেয়ার পর আমার সীনাই খুলে গেছে। আজ আমরা ইসলামের কথা বলি ঠিকই কিন্তু ফিকির হল টাকার, সংগঠনের সদস্য বাড়ানো আর ক্যাডার তৈরীর। দ্বীনের ফিকির কী জিনিষ, (আল্লাহু আকবার) সাহাবায়ে কিরামের জীবনের দিকে, আকাবিরদের জীবনের দিকে দৃষ্টি দিলে বুঝে আসে।

হযরত ওসমান (রা.)-এর দ্বীনের ফিকির

সিদ্দীকে আকবর হযরত আবূ বকর (রা.) তখন খলিফাতুল মুসলিমীন। হযরত ওমর (রা.) ও হযরত ওসমান (রা.)-এর মাঝে একটি ঘটনা ঘটে গেল। একদিন হযরত ওসমান (রা.) বসে আছেন। হযরত ওমর (রা.) এসে তাঁকে পর পর তিনবার সালাম দিলেন। কিন্তু হযরত ওসমান (রা.) কোন জবাব দিলেন না। হযরত ওমর (রা.) মনে মনে ভাবলেন- হয়তো ওসমান (রা.) তাঁর প্রতি নারাজ। তিন বার সালাম দিলাম, উত্তর দিলেন না। হযরত ওমর (রা.) আমিরুল মুমিনীন-এর কাছে নালিশ করলেন। আমি ওসমানকে সালাম দিয়েছি, তিনি উত্তর দেননি। হযরত ওসমান (রা.)কে সংবাদ দেয়া হল। তিনি হাযির হলে হযরত ওমর (রা.)কে বলা হল আপনার আরযি পেশ করুন। হযরত ওমর (রা.) বললেন- আমি তিন বার সালাম দিয়েছি কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। হযরত ওসমান (রা.) বললেন والله ما سلمنى عمر (আল্লাহর কসম ওমর (রা.) আমাকে সালাম দেন নি।) হযরত ওমর (রা.) বললেন- والله سلمت আল্লাহর কসম আমি সালাম দিয়েছি। হযরত আবূ বকর (রা.) অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন কী করা যায়। এক দিকে ওমর (রা.) অপর দিকে ওসমান (রা.)। দু'জনই কসম করে যার যার বক্তব্য সত্য বলে দাবি করছেন। একদিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর, অপর দিকে দুই মেয়ের জামাতা। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা.), হযরত ওসমান (রা.)কে বললেন- তখনকি আপনি কোন চিন্তায় ছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) বলেন- হ্যাঁ, যে চিন্তা ওমর (রা.)কে পেরেশান করেছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন, এখন দ্বীন বাকী থাকবে কীভাবে? সেই চিন্তাই আমি করছিলাম। আর এ চিন্তার কারণেই বোধ হয় আমি হযরত ওমর (রা.)-এর সালাম মোটেও শুনতে পাই নি। যার ফলে এ সমস্যা হয়েছে। তখন হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে করেছিলাম। এ কথা শুনে দু'জনই (বাদী বিবাদী) নিজেদের কথা ভুলে গিয়ে

বলতে লাগলেন- কী প্রশ্ন করেছিলেন? আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী উত্তর দিয়েছিলেন? হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন- আমি প্রশ্ন করেছিলাম ما بقاء هذا الامر দ্বীন বাকী থাকবে কিভাবে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছিলেন- لا اله الا الله محمد رسول الله-এর দ্বারা দ্বীন টিকে থাকবে। তবে, যে ফিকির নিয়ে এই কালিমার দাওয়াত আমি আমার চাচা আবূ তালেবকে দিয়েছিলাম সেই ফিকির নিয়ে উম্মতকে দাওয়াতের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।

হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর দ্বীনের ফিকির

আজ দ্বীনের সেই ফিকির কোথায়? সংগঠন আর সদস্য বাড়ানোর ফিকির। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বাড়ানোর ফিকির আমাদের মাঝে কোথায়? হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.)-এর ঘটনা। একদিন ইশার নামাযের পর কোথাও রওয়ানা হলেন। লোকজন সাথে চলল। তাঁর অভ্যাস ছিল সাথে সব সময় পাহারাদার রাখতেন। তাঁর দুই ভাতিজাও সাথে চলল। দিল্লীর সব চেয়ে বড় পতিতালয়ে গিয়ে উঠলেন তিনি। তখন দিল্লীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ছিল মুতি নামের এক পতিতা । তার দরজায় নক করলেন। ভিতর থেকে ভিক্ষুক ভেবে দশ টাকা পাঠিয়ে দেয়া হল। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) চাকরকে বললেন- তোমার মালকিনকে গিয়ে বল আমি ভিক্ষা নিব তবে আমার একটা গান আছে; সেটা শুনিয়ে তবেই নিব। 'মুতি'কে এ সংবাদ দেয়া হলে সে বলল- এতো ভাল কথা, নিয়ে এসো তাকে। শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহ.) ভিতরে গিয়ে সকল পতিতা মহিলাদের মাঝে বসে পড়লেন। বসার পর সূরা ত্বীন তিলাওয়াত করে তার এমন ব্যাখ্যা দিলেন যে, সাথে সাথে পতিতা খদ্দের সকলে কাঁদতে আরম্ভ করল। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সকলকে তওবা পড়িয়ে একজনের সাথে আরেক জনের বিয়ে পড়িয়ে দিলেন।

বাড়ি ফিরে আসলে তাঁর চাচারা বললেন- ইসমাঈল! নিজকে এত ছোট করা ঠিক নয়। মনে রাখা উচিত, তুমি শাহ আব্দুল আযীয (রহ.), শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহ.)-এর খান্দানের সন্তান। একথা শুনে শাহ ইসমাঈল শহীদের জযবা এসে যায়। তিনি বলেন, আপনারা একে বেইয্যতী মনে করেন? আমিতো সেদিন আমার জন্য ইয্যত মনে করব, যেদিন আমার গলায় জুতার মালা পরিয়ে পিছন থেকে লাঠি পেটা করবে, পাথর মারবে আর আমার মুখে থাকবে ল-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। সেদিন মনে করব ইসমাঈলের ইয্যত হয়েছে। আজো যদি এই দরদ নিয়ে উলামায়ে কিরাম এগিয়ে আসেন যে, আমি বেইয্যত হতে পারি, কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীনকে বেইয্যত হতে দিব না। আল্লাহর কসম করে বলছি। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন জিন্দা হবে। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

www.pathagar.com

চতুর্থ শর্ত ঃ নিজের যোগ্যতাকে বড় করে না দেখা

আপনি দ্বীনের যত বড় কাজই করুন না কেন, কখনো এটা মনে করা যাবে না যে, আমার যোগ্যতার দ্বারা এটা হয়েছে। বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। হাজারো লোক আপনার দ্বারা হেদায়াত পেল, হাজার হাজার আলেম তৈরী করলেন। এতকিছু করার পর বলতে হবে, আল্লাহ! আমি কিছুই করি নাই। আমার দ্বারা কিছুই হয় নাই। অর্থাৎ নিজের যোগ্যতার উপর দৃষ্টি দেয়া যাবে না। একবার আমি পরীক্ষায় প্রথম হলাম। এসময় একদিন ছদর সাহেব হুযূরের মাথায় তৈল লাগানোর সময় আমার প্রথম হওয়ার কথা বললাম। সেবার বুখারী শরীফে ১০১ নাম্বার পেয়েছিলাম, তাও বললাম। জবাবে হুযূর কিছুই বললেন না। আমি ভাবলাম, হুযূর হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি আমার কথাই হয়তো শুনেন নি। তৈল লাগানো শেষ হলে আমাকে বললেন- তুমি কী যেন বলছিলে। একথা বলে একটু হেসে এই কবিতাটি পাঠ করলেন- নিজের বুদ্ধি, বিবেক দিয়ে আল্লাহর দয়া পাওয়া যাবে না। আল্লাহর দয়া পেতে হলে নিজকে ভাঙ্গতে হবে। নিজ সত্তাকে বিলিয়ে দিতে হবে।

এক বুযুর্গ বলেন- যা কিছু হয়েছে, আল্লাহ তা তোমার দয়ায় হয়েছে। ভবিষ্যতেও যা হবে তোমার দয়াতেই হবে।

বান্দাহ যখন একথা বলে- আমার দ্বারা কিছুই হয় নি। তখন আল্লাহ বলেন- বান্দাহ তোর দ্বারাই সবকিছু হবে। আল্লাহর কাছে এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হল, মানুষের মন।

পঞ্চম শর্তঃ দুআ

আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকতে হবে। আল্লাহ ইরশাদ করেন- وإذا سئلك عبادى عنى فانى قريب [আমার বান্দারা যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার খুব নিকটেই থাকি। তার ডাকে সাড়া দেই। মূলতঃ মানুষ আল্লাহর নিকট হাত পাতলেই দুনিয়া তার পদতলে চলে আসে। সব কাজ আসান হয়ে যায়। দুআই মুসলমানের প্রধান সম্বল।]

শেষ কথা

দ্বীনের খেদমত যারা করে এই পাঁচটি শর্ত তাদের ভিতর থাকা ফরযে আইন। এর মধ্যে যদি কোন একটার কমতি থাকে তাহলে তার খেদমত আল্লাহ কবূল করবেন না। অনেকে বলে থাকে, দুআর কী প্রয়োজন। টাকা, অস্ত্র, জনবল সবই তো আছে। এই ধারণা একেবারে ভুল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনে যতগুলো যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, সে সব যুদ্ধের

www.pathagar.com

বিজয়ের মূল কারণ হল দুআ। বদরের যুদ্ধে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করতে গিয়ে এত ব্যাকুল হয়ে কেঁদেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রা.) বলেন, কাঁদতে কাঁদতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ের চাদর পড়ে যায়। বগলের সাদা অংশ বেরিয়ে আসে। বুঝা গেল দ্বীনের কাজে দাওয়ার চেয়ে দুআই বেশী কার্যকরী। তাই আসুন! নিয়ত সহীহ করে, প্রতিকূলতা বরদাশত করে, দ্বীনের ফিকির লালন করে, নিজের যোগ্যতার প্রতি অধিক আস্থাশীল ও গর্বিত না হয়ে এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে সর্বক্ষণ দুআ ও কান্নাকাটি জারি রাখি। দ্বীনের কাজে যথার্থ ভাবে আত্মবিশ্বাস ও নিমগ্নতার সাথে জড়িয়ে থাকি। সফল করা ও কবূল করার মালিক তো আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ ভাবে দ্বীনের কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

[অনুলিখনঃ ফারুক আহমদ]

www.pathagar.com

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা ঈমান ও সময়ের দাবী

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون . صدق الله العظيم . وصدق رسوله ا لنبى الكيم . ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

সূচনা.

হযরাত উলামায়ে কিরাম, মুআয্যায হাযিরীন। পূর্বেও আমি এখানে বহুবার বক্তৃতা করেছি। আজ আমার আরো তিনটি সম্মেলন আছে। তাই এখানে খুব লম্বা বয়ান করা সম্ভব হবে না। তবে জরুরী কয়েকটি কথা আপনাদের সামনে বলার চেষ্টা করব। আল্লাহ পাক আমাকে বলার ও আপনাদের ধৈর্য সহকারে শোনার তাওফীক দান করুন, আমীন!

দ্বীনকে হেফাযত করবেন স্বয়ং আল্লাহ

আমি প্রথমেই বলব আমরা এমন একটা দ্বীনে বিশ্বাসী, যে দ্বীনকে কখনো ষড়যন্ত্র করে শেষ করা যায়নি, আর কোন দিন শেষ করা যাবেও না। ভন্ডামি আর মিথ্যা নবুওয়্যাতের দাবি করে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে স্যাটেলাইট চ্যানেল ও গণমাধ্যমে আলেম-উলামা, ইসলামী তাহযীব তামাদ্দুন ও জিহাদকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম আখ্যা দিয়ে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনিত এই দ্বীন ও এই দ্বীনে বিশ্বাসী মুসলমানদের কোন ক্ষতি করা যাবে না। আমরা বিশ্বাস করি, এই দ্বীনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আজ থেকে নয়; বরং দেড় হাজার বৎসর পূর্ব থেকেই এ ষড়যন্ত্র চলে আসছে। আজকের আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া, ভারত ও বর্তমান ইহুদীবাদের প্রেতাত্মারা আবু জেহেল, উবায় ইবনে খলফদের দোসর।

ইসলাম তার প্রকাশকাল থেকেই বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আসছে। নবুওয়্যত প্রাপ্তির পূর্বে যে ব্যক্তি সমাজের নয়ন মণি ছিলেন সেই ব্যক্তিই নবুওয়্যত লাভের পর ঘোরতর দুশমনে পরিণত হলেন। যখন তিনি দ্বীন নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হলেন, সমাজ তাঁকে জায়গা দিতে চাইল না। সমাজ তাঁকে মিথ্যুক বলেছে, পাগল বলেছে, যাদুকর বলেছে। যারা দ্বীন গ্রহণ করেছে তাদের উপর নেমে এসেছে নির্যাতনের ষ্টীমরোলার। তাদেরকে পাথর চাপা দেয়া হয়েছে। পাথর ছুঁড়ে মারা হয়েছে। নগ্ন গায়ে উত্তপ্ত বালিতে ফেলে টেনে হেঁচড়ে নির্যাতন করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও মুসলমানদের দ্বীনি বিশ্বাসে এক তিল পরিমাণও ঘাটতি ঘটানো সম্ভব হয়নি। ইসলাম এমন এক শাশ্বত দ্বীন, যদি কোন একজনও এই দ্বীনের পক্ষে না থাকে, একজন আলেম এবং একজন মুসলমানও না থাকে তবুও এই দ্বীন শেষ হয়ে যাবে না। কারণ এই দ্বীনের হেফাযত তথা রক্ষা আল্লাহ তাআলা নিজেই করবেন। এই দ্বীনকে বাঁচানো এবং এই দ্বীনের প্রচারের দায়িত্ব

www.pathagar.com

সরাসরি আল্লাহ নিজ কুদরতি হাতে রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কালামে পাকে ইরশাদ করেন- يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون-(سورة الصف:٨) 'তারা ফুৎকার দিয়ে দ্বীনের আলোকে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ আল্লাহ তার দ্বীনকে পূর্ণ করবেন।' আল্লাহ তাআলা والله متم نوره বলে দ্বীন হেফাযতের দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নিয়েছেন। এখানে একথা বলেন নি যে, আলেমগণের দ্বারা আল্লাহ দ্বীনকে পূর্ণ করবেন, মাশায়েখ দ্বারা, মাদ্রাসাসমূহ দ্বারা, মুসলমানদের দ্বারা পূর্ণ করবেন। আল্লাহ বলেন- والله متم نوره ইসলামের নূর শুধু টিকেই থাকবে না, আমি আমার এই নূরকে আমার কুদরতি ও গায়েবী নিযামের দ্বারা পরিপূর্ণ করব। যারা এই দ্বীনের সাথে টক্কর দিতে আসবে, চাই সে টক্কর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে হোক, ষড়যন্ত্র করে দ্বীন উৎখাতের চেষ্টা করে হোক, সে যেই হোক, যে ধরনের ষড়যন্ত্রই সে নিয়ে আসবে আমি আল্লাহ নিজ কুদরতি হাতে তা প্রতিহত করব। কোন কোন সংগঠন বলে আমাদের সংগঠন না থাকলে বাংলাদেশে ইসলাম থাকবে না, আমাদের ক্যাডার বাহিনী না থাকলে মুসলমান শেষ হয়ে যাবে। আমি বলব- আল্লাহর দ্বীনের হেফাযতের জন্য তোমাদের ক্যাডার বাহিনী ও সংগঠনের কোন প্রয়োজন নেই। আমার আপনার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ যখন নিজ দ্বীনের হেফাযত করতে চাইবেন তখন তিনি তাঁর গায়েবী ইন্তিযামের মাধ্যমেই করবেন। দেড় হাজার বৎসর ধরে আল্লাহ তাঁর দ্বীনের হেফাযত করেছেন, এখন থেকে ভবিষ্যতেও আল্লাহ তাআলাই তাঁর দ্বীনের হেফাযত করবেন। বাংলাদেশ থেকে আজকে দ্বীন ও ঈমান মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। চতুর্মুখি ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। একদিকে কাদিয়ানীদের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে ভন্ড পীরদের ভণ্ডামী, আলেম-উলামাদের বিরুদ্ধে চলে কত রকমের মন্তব্য। প্রতি নিয়ত আমাদের অবজ্ঞা করা হচ্ছে। আবার এমনও মনে করা হচ্ছে যে, আলেম-উলামাদের মাঝেইতো মতানৈক্য, তাদের মাঝে ঐক্য নাই, তাদের আবার শক্তি কোথায়।

উলামায়ে কিরামের দোষের অন্ত নাই

আলেম-উলামাদের যাওয়ার কোন দিক নাই। এই দিকে গেলেও দোষ, ঐদিকে গেলেও দোষ। সামনে গেলেও দোষ, পিছনে গেলেও দোষ। আমি এখানে একটি উপমা পেশ করছি। এক বেচারা নিজের পরিবার নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে যাচ্ছে। সাথে একটা গাধা আছে। গাধাটার উপর তার ছেলে মেয়েদের সওয়ার করিয়েছে। আর তারা স্বামী-স্ত্রী হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখলো লোকজন বলাবলি করছে যে, দেখ! ছেলেগুলো কতবড় বেআদব। মা-বাবাকে হাঁটিয়ে নিচ্ছে আর তারা সওয়ার হয়ে যাচ্ছে। একথা শোনার পর বেচারা মনে মনে ভাবল, লোকজন ঠিকইতো বলছে। তাই সে সবাইকে নামিয়ে

১৭-

www.pathagar.com

নিজে গাধার উপর সওয়ার হল। কিছুদূর যাওয়ার পর শুনতে পেল, লোকেরা বলাবলি করছে যে, দেখ! কতবড় জালেম, স্ত্রী-সন্তানদের হাঁটিয়ে নিয়ে নিজে গাধায় সওয়ার হয়ে যাচ্ছে। একথা শুনে বেচারা পরিবারের সবাইকে নিয়ে গাধার উপর সওয়ার হল। এবার বলাবলি শুরু হল, দেখছ! কতবড় জালেম, এমনিতেই দুর্বল একটি গাধা। তারপর এতগুলো মানুষ একটা গাধার উপর সওয়ার হয়েছে। এবার সে করল কি, পরিবারের সকলকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আর গাধাটা নিয়ে যাচ্ছে খালি। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার শুনতে পেল, দেখছ! কতবড় বেওকুফ, বে-আক্কেল। নিজের সাথে গাধা থাকতে পরিবারের সবাইকে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবার বেচারা কি করবে? গাধায় চড়লেও দোষ, না চড়লেও দোষ। আমাদের আলেম সমাজেরও আজ এই বেচারার অবস্থা। না এদিকে যেতে পারি, না সেদিকে যেতে পারি। আলেমরা মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা নিয়ে থাকলেও দোষ। বলে যে, তারা কি জানে। আছেতো শুধু মসজিদ, মাদ্রাসা আর খানকা নিয়ে। দুনিয়া সম্পর্কে তাদের কি জ্ঞান আছে! আবার ইসলাম ও দেশের সেবায় রাজনীতি করলে বলে যে, আলেমরা রাজনীতি করবে কেন? তারাতো মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, দ্বীন-ধর্ম নিয়ে বসে থাকবে। তারা রাজনীতিতে আসবে কেন? তাদের কাজতো ইমামতি করা আর বিয়ে পড়ান।

এখন আপনারাই বলুন, আমরা কোন দিকে যাব। আসল কথা হচ্ছে, আমরা তাদের এই সমস্ত কথার ধার ধারি না। আমরা আছি আল্লাহর রাস্তায়। আল্লাহ্ পাক আমাদের যখন যা করতে বলবেন, আমরা তাই করব। কে কি বলল, তা আমাদের শোনার প্রয়োজন নাই। আল্লাহ্ যখন সরকারের বিরুদ্ধে বলতে বলবেন, তখন সরকারের বিরুদ্ধে বলব। যদি বিরোধী দলের বিরুদ্ধে বলতে বলবেন তাই বলব। যে পরিস্থিতিতে যা করার হুকুম আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে আমরা তাই পালন করব। আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো পরওয়া করি না। কারণ আমরা জীবন দিতে জানি, আর যে জাতি জীবন দিতে জানে তারা কারো কাছে মাথা নত করে না। তাদের সাথে দুনিয়ার কোন শক্তি কুলিয়ে উঠতে পারে না। ফত্ওয়ার জন্য ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে ছয়জন শাহাদাত বরণ করেছেন। তেমনি কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করানোর জন্য বাংলাদেশের আনাচে কানাচে লক্ষ লক্ষ যুবক তৈরী আছে, যারা রক্ত দিতে প্রস্তুত। কাজেই আলেম-উলামাদেরকে সন্ত্রাসী, মৌলবাদী বলে আর পার পাওয়া যাবে না। এদেশটাকে আলেমরা পাকিস্তান বানিয়ে ফেলবে, এ ধুঁয়া তুলে আর কাজ হবে না। এখন জনগণ অনেক সচেতন। কারা দেশপ্রেমিক আর কারা দেশদ্রোহী জনগণ তা ভাল করে জানেন। এইতো কিছুদিন পূর্বে আমি পাকিস্তান সফর করে

www.pathagar.com

এসেছি। সেখানে তারা আমাকে সম্মান করেছিল। আর এ নিয়ে আমাদের দেশের কিছু পত্রিকার গা জ্বালা শুরু হয়ে গিয়েছে।

লেখা লেখি হয়েছে, যে আমিনী পাকিস্তানে রাজার হালতে রাষ্ট্রীয় সফরে আছেন। তাকে পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়া হচ্ছে। ভাবখানা এমন যেন পাকিস্তান আমাকে সম্মান দেখানোর কারণে আমি মহা কোন অন্যায় করে ফেলেছি। আমি কাতারেও গিয়েছি। তাতেও তাদের গাত্রদাহ হয়েছিল। আমি বলি এসব করে এখন আর কোন ফায়দা নাই। কারণ আলেমদের গালাগালি করে লাভ হবে না। এখন আর আগের সেই দিন নেই। যুগ অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আলেমরা এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসবে। তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এখন আর এই হাওয়া তুলে লাভ হবে না যে, আলেমরা ক্ষমতায় আসলে দেশ আবার পাকিস্তান হয়ে যাবে। জনগণ তোমাদের এসব ধোঁকাবাজী ধরে ফেলেছে। তাই তোমরা সাবধান হয়ে যাও, আমাদের কাছে মুরীদ হয়ে যাও। নইলে তোমরা আর এদেশে থাকতে পারবে না।

টুপি পাঞ্জাবী পরেছি বলে আমরা যেন আর এদেশের নাগরিক নই, পাকিস্তানী হয়ে গেছি। আর তারা দাড়ি টুপি রাখে নি বলে এদেশের নাগরিক। এ ধরনের আজব কথার দিন ফুরিয়ে গেছে। এদেশ পীর, ফকীর, আওলিয়াদের দেশ। এদেশে নাস্তিক, মুনাফিক আর ভন্ডরা থাকতে পারবে না। আমরা অনেক ধৈর্য ধরেছি, আর নয়। এখন প্রতিরোধের পালা। নাস্তিকরা বলে থাকে- আমাদেরকে ছাড়বে না। আমরা বলি- আমরাও তোমাদেরকে ছাড়ব না। আমার এ মাহফিলে অনেকেই স্লোগান দিচ্ছে, কাদিয়ানীদের আস্তানা জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও। আমি তার প্রতিবাদ করে বলি- না আমরা তাদের আস্তানা জ্বালাব না, পুড়াবও না; বরং তাদেরকে এসব আস্তানাকে মসজিদ বানিয়ে সেখানে নামায আদায় করব। এত টাকা খরচ করে বানানো ভবনগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে অর্থের অপচয় করব কেন? বরং আমরা কাদিয়ানীদের বলি- তোমরা মুসলমান হয়ে যাও, তাহলে তোমাদের মসজিদ তোমাদেরই থাকবে এবং তোমাদের আহ্বানে আমরাও সেখানে গিয়ে নামায পড়ব, আমাদের ক্ষতি কি।

কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন ভুল সিদ্ধান্ত

আজ এখানে ইসলামী সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য মানুষকে হেদায়েত করা। তাই এই ধরনের সম্মেলনে সব ধরনের মানুষ আসতে পারে। আজকের এ সম্মেলনে হযরত আল্লামা আহমদ শফী সাহেব আসার কথা ছিল। কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে আসতে পারেন নি। আমাকে টেলিফোনে বলেছেন, আমি যেন তাঁর পক্ষ হতে আপনাদের সকলকে সালাম পৌছাই। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী প্রোগ্রামে তিনি অবশ্যই আসবেন। তারপর তিনি আমাকে বলেন যে, আমি আপনাকে টেলিফোন করেছি একটি বিশেষ প্রয়োজনে। তা হল শেখ হাসিনা যে কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করেছেন, আপনি

www.pathagar.com

তার প্রতিবাদ করবেন। আমি আপনাদের বলছি, শেখ হাসিনা কাদিয়ানীদের পক্ষে কথা বলেছেন। আপনারা বলুন- এই পক্ষ অবলম্বন করা কি তার মতো একজন বিরোধী দলীয় নেত্রীর উচিত হয়েছে। আমি জানি, এ সম্মেলনে আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন দলের নেতা কর্মীরা আছেন। আমি বলব- আমার রাজনীতি আমার আওয়ামীলীগ বন্ধুদের বিরুদ্ধে নয়, তারাও মুসলমান। আমি শুধু শেখ হাসিনার এই জঘন্য উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করছি।

কুরআন-ই ঠিক করে দিয়েছে কে মুসলিম আর কে অমুসলিম

আওয়ামীলীগ গতকালও কাদিয়ানীদের পক্ষে কথা বলেছে, তারা বলেছে বর্তমান সরকার কাদিয়ানীদের বই পুস্তক প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে ধর্মের নামে বিশৃংখলা সৃষ্টি করছে। আরো বলেছে, মুসলমান কে আর অমুসলমান কে? তা আল্লাহ নির্ধারণ করবেন, মানুষের নির্ধারণ করার কোন অধিকার নেই। আমি শেখ হাসিনাকে প্রশ্ন করি, আপনি যে মুসলমান আমি বিশ্বাস করি, আপনার মুসলমানিত্ব কি আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন? আর এর স্বপক্ষে কি কোন প্রমাণ আছে আপনার কাছে? আমি তা জানতে চাই।

কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়, আল্লাহ তাআলা কুরআনে তা বর্ণনা করেছেন। কুরআন পড়লে, যে কুরআন বুঝতে সক্ষম সে বুঝতে পারবে, কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়। মুসলমান ও অমুসলমানের মাপকাঠি হল কুরআন। আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, কে মুসলিম আর কে অমুসলিম। কাজেই মুসলমান আর অমুসলমান পরিচয়ের জন্য নতুন করে আর অহি নাযিল করতে হবে না। বিরোধী দলীয় নেত্রী মাঝে মধ্যেই এমন সব কথা বলে থাকেন। আর তার কথার কারণে সারাদেশের জনগণ তার বিরুদ্ধে চলে যায়। এমনকি তার নিজের দল, নেতা কর্মীরাও বিব্রতবোধ করে।

কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করলে জনগণ ক্ষমা করবে না

সরকার কাদিয়ানীদের সকল বই পুস্তক প্রচার প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এজন্য সরকার বাংলাদেশের সমগ্র জাতির প্রশংসা ও ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। আমি পরিস্কার বলতে চাই, সরকার কাদিয়ানীদের বই পুস্তক প্রচার, প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত, তা বিলি বন্টনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে প্রসংশনীয় যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তার বিরুদ্ধে যে কোন ব্যক্তি, সংগঠন পদক্ষেপ নিলে, জাতি তাদের কোনদিন ক্ষমা করবে না। কাদিয়ানীদের বই পুস্তক প্রকাশনা ও প্রচারের সপক্ষে এদেশের হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্টও যদি রায় দেয়, এদেশের জনগণ সেই রায়কেও মানবে না। কারণ ফতওয়া বিরোধী রায় এ জাতি মেনে নেয়নি। আমি কুরআনের হাফেয। নয় মাসে কুরআন মুখস্ত করেছি। আর সংসদে যাবার ফলে বাংলাদেশের সংবিধানও আমার জানা আছে। কেননা, এই

www.pathagar.com

সংবিধান আমি বিশ ত্রিশ বার পাঠ করেছি। এর মাঝে কি আছে আমি সব জানি। বাংলাদেশের সংবিধানের অষ্টম ধারায় আছে, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যপ্রণালীর ভিত্তি। রাষ্ট্রের যত কাজ পরিচালনা করা হবে, সমস্ত কাজের ভিত্তি হবে আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালনা করা হবে এরই নীতিমালা বর্তমান সংবিধান। কাজেই যারা এই সংবিধান মানে, এমনকি জজকোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্টও কাদিয়ানীদের পক্ষে রায় দিতে পারে না। যদি এই ধরনের রায় প্রদান করে তবে তা হবে সংবিধান পরিপন্থী। আমরা সংবিধান মানি এবং আমরাই বাংলাদেশের সংবিধান রক্ষা করবো। এই সংবিধান রক্ষা করার সাথে সাথে আমাদের উপর বড় দায়িত্ব কুরআনের সংবিধান রক্ষা করা। তাই আমরা কুরআনী সংবিধানের বিরুদ্ধে, কুরআনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের রায়, জর্জকোর্টের রায়, সুপ্রীমকোর্টের রায়, কোন বিচারকের রায়, কোন নেত্রীর রায় মানি না। কুরআনের বিরুদ্ধে যে আওয়ায তুলবে, সে আওয়ায স্তব্ধ করে দেয়া হবে। থামিয়ে দেয়া হবে। আমি এই বিশাল সমাবেশকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কুরআনী আওয়ায বুলন্দ করার জন্য, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার জন্য শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে আপনারা শাহাদাত বরণ করতে প্রস্তুত আছেন কি না? সকলেই সমস্বরে জবাব দিল, হ্যাঁ।

আগের কালের গড় হিসাব ছেড়ে দিন

যারা মনে করে যে আলেমদের এক ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবে, তাদের এমন ভাবনার কোন অর্থ নেই। কেননা, আলেম উলামাদের সাথে সমগ্র বাংলাদেশের মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ শক্তি রয়েছে। একটি দল মনে করেছিল আলেমরা দেশ চালাতে পারবে না। তাদের সকল চিন্তা ভাবনা মিথ্যা হয়ে গেছে। এখন তারা দেখে আলেমরাও এমপি, মন্ত্রী হতে পারে, দেশ চালাতে পারে। তাই বলি আগের হিসাব নিয়ে বসে থাকলে সামনে নৌকা ডুবে যাবে।

এক শিক্ষিত ডিগ্রিধারীর অংক কষার হিসাব

আমি আপনাদের সামনে একটা গল্প বলছি, হযরত থানবী (রহ.) ঘটনাটি লিখেছেন। তিনি খুব আজিব আজিব গল্প লিখে গেছেন। তিনি তাঁর কিতাবে লিখেছেন। এক উচ্চ ডিগ্রধারী লোক গরুর গাড়িতে তার পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে শ্বশুড় বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে। সাথে তার স্ত্রী ছেলে মেয়ে। কিছু দূর যাওয়ার পর একটা খাল পড়ল। এ অবস্থায় গরুর গাড়ির চালক বলল, স্যার এই খালে পানি অনেক বেশি। সামনে আর অগ্রসর হওয়া যাবে না। ডিগ্রিধারী লোকটি গরুর গাড়ির চালককে ধমক দিয়ে বলল, ধ্যাত বেওকুফ! কে বলছে যাওয়া যাবে না। আমি একজন চাটার্ট একাউনটেন্ড? আগে হিসাব মিলিয়ে দেখি। তারপর লোকটি গরুর গাড়ি হতে নেমে খালের পানি মাপতে আরম্ভ

করল। মেপে দেখল, খালের পানি কোন স্থানে ১০ ফুট, কোন স্থানে ৫ ফুট, কোথাও বা দুই এক বা আধা ফুট। মোটকথা, কোথাও কম কোথাও বা বেশি। তারপর হিসাব কষে দেখল, খালের পানির গভীরতার গড় হিসাব দাড়ায় মাত্র দুই ফুট। এরপর সে গরুর গাড়ির চালককে বলল, তোমার গাড়ির চাকা দুই ফুটের চেয়েও বেশি। বেওকুফ গাড়ী চালাও। চালক বলল, স্যার আপনি যে হিসাব কষলেন, তা আমার বুঝে আসছে না। তবে আমার গাড়ি চালাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আপনারা সাতার জানেন তো? এই খালে গাড়ি চালালে সকলেই ডুবে মারা যাবেন কিন্তু! লোকটি চালককে ধমক দিয়ে বলল, আমি তোমাকে গাড়ি চালাতে বলছি, তুমি চালাও। গাড়ির চালক গাড়ি চালাতে থাকলে আস্তে আস্তে গাড়ির চাকা ডুবতে শুরু করল। বাচ্চরা গাড়িতে পানি উঠতে দেখে কান্নাকাটি শুরু করল। চিৎকার দিয়ে তারা বলল, বাবা আমরা ডুবে গেলাম তো। বাবা বলল, দাড়াও আমি হিসাব দেখে নেই। হিসাব দেখে সব ঠিক ঠাক। হিসাবে কোন ভুল নেই। তাই আবার চালককে বলল, গাড়ি চালাও। নির্দেশ পেয়ে বেচারা গাড়ী চালক গাড়ী চালাতে থাকল। খালের মাঝামাঝি যাওয়ার পর গাড়িটি সম্পূর্ণ ডুবে গেল। স্ত্রী বাচ্চারা পানিতে হাবুডুবু খেয়ে মারা গেল। সে হিসাব মিলিয়ে দেখে হিসাব তো ঠিকই আছে, গাড়ি ডুবলো কোন্ কারণে? আজকের রাজনীতিবিদদের অবস্থাও সেই গরুর গাড়ির শিক্ষিত আরোহীর ন্যায়। গড় হিসাব করে। এই গড় হিসাব ছেড়ে ইসলামের হিসাবে আসতে হবে। না হলে সেই গরুর গাড়ির শিক্ষিত আরোহীর পরিবারের ন্যায়, রাজনীতিবিদরা গোটা দেশ, জাতি নিয়ে ডুবে মারা যাবে। তাই আজ আমাদের দাবি এদেশে ইসলামী বিধান জারি করা হোক।

দেশ রক্ষার স্বার্থেই ইসলামী আইন চালু করা অপরিহার্য

আমাদের স্বার্থে নয়, কোন এমপি, মন্ত্রীর স্বার্থে নয়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বার্থে। এই দেশকে টিকিয়ে রাখতে হলে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন ছাড়া এদেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা যাবে না।

ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের মাঝে পার্থক্য কি? তা আমি সাধারণ মুসলমানদের বুঝানোর চেষ্টা করছি। কারণ সাধারণ মুসলমান ও জনগণ যদি বুঝতে সক্ষম হয় যে, প্রচলিত আইনে শান্তি আসবে না, দেশে সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে না, দেশ ধ্বংস হবে। প্রচলিত আইন আজ চোরদের লালন-পালন করছে, সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু ইসলামী আইন যদি প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে, দেশের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকবে। অন্যথায় এদেশকে রক্ষা করা যাবে না। কেননা, বাংলাদেশের সংবিধানে এমন কিছু মারপ্যাচ আছে, যার দ্বারা চুরি বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা আরো বহুগুণে বেড়ে যাবে।

www.pathagar.com

এই প্রচলিত আইন বৃটিশদের বানানো আইন। আমি তা ভাল ভাবে অধ্যায়ন করেছি। প্রচলিত আইনের এক একটা ধারা ইসলামী আইনের ধারার সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, বৃটিশ আইন তৈরি হয়েছে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য। আর আল্লাহর আইন তৈরি হয়েছে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ধর্ম, বর্ণের মানব জাতির অধিকার আদায়ের জন্য।

মদিনার নীতিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে

আমি তো মনে করি বাংলাদেশের মাটিতে এমন একটা সুযোগ এসেছে যে, আমরা উলামায়ে কিরাম এবং ইসলাম প্রিয় মুসলমানরা যদি সামান্য একটু চেষ্টা করি তবে বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন হবে না। এদেশের মুসলমান শুধু মাত্র কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করলেই চুপ করে বসে যাবে এমনটি মনে করার কোন অবকাশ নেই। আমি বলছি, কাদিয়ানীদের তো অবশ্যই অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে, কারণ দেহে যদি ফোড়া উঠে তা কাটতেই হবে। কাদিয়ানীরা মুসলিম দেহের বিষ ফোড়া। দেহ থেকে কাদিয়ানী নামের ফোড়া কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু এরপর এই দেহ, এই রাষ্ট্র, এই সমাজ সুস্থভাবে পরিচালনার জন্য ইসলামী আইনের বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই। প্রচলিত আইন থেকে সমস্ত মানুষ বিরক্ত হয়ে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলামের ছায়াতলে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। সরকারে দু'আলম হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় রাষ্ট্র, সমাজ উভয়টাই পরিচালনা করেছেন। আমাদের সেই মদিনার পথ ধরতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনায় মদিনার নীতি অনুসরণ করতে হবে। নতুবা দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

সরকারী আমলাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে

আপনি আইন করেছেন চুরি করা যাবে না। তা শুধু কাগজে থাকবে, সংসদে পাস হবে, কিন্তু মনের মাঝে যদি চুরি করার সংকল্প থাকে, তাহলে এই আইন প্রণয়ন করে কি কোন লাভ হবে? আল্লাহর ভয় যদি অন্তরে না থাকে তাহলে এই আইন শুধু কাগজে কলমেই থাকবে, রাষ্ট্রের কোন কাজে আসবে না। তাই মন্ত্রী, এমপি ও সরকারী আমলাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে। তাদেরকে কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থার কথা স্মরণ রাখতে হবে। সে দিনের বিচারের ভয় অন্তরে জাগরিত রাখতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা যারা অন্তরে সামান্যতম আল্লাহর ভয় রাখি, তারা অন্তত এসব সরকারী মাল বা জনগণের হক সম্পর্কিত বিষয়াদি থেকে বেচে থাকতে সক্ষম হচ্ছি। এটা আমার কোন বড়াই নয়, এটা সম্ভব হচ্ছে আল্লাহ পাক মেহেরবানী করে আমার অন্তরে

www.pathagar.com

কুরআনী ইলম দান করেছেন তারই বদৌলতে এবং আলেম উলামাদের সংস্পর্শে থাকার বরকতে। নতুবা সমাজের যে অবস্থা তা আদৌ সম্ভব হতো না। একারণেই সর্বপ্রথম অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা করতে হবে। তারপর আইন প্রয়োগ করতে হবে। নতুবা আইনকে পাশ কাটিয়ে অন্যায় হতেই থাকবে। তা রোধ করা সম্ভব হবে না।

হযরত ওমর (রা.)-এর রাষ্ট্র পরিচালনা

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ফারুক (রা.) রাষ্ট্র পরিচালনার সময় কখনও কখনও সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য ছদ্মবেশে একা একা বের হয়ে যেতেন। গাছের নিচে শুয়ে থাকতেন। এইভাবে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। কে কোথায় অনাহারে অর্ধাহারে আছে, তার খোঁজ খবর নিতেন। একবার প্রজাদের খবর নেয়ার জন্য তিনি রাতে বের হয়েছেন। কিছু দূর যাওয়ার পর ছোট্ট একটি জীর্ণশীর্ণ ছনের ছাপড়া ঘর দেখতে পেলেন। সেই ঘরের চুলায় মিটমিটিয়ে আগুন জ্বলছে। নিকটে যাওয়ার পর শুনতে পেলেন যে, ঘরের ভিতর থেকে রাষ্ট্র প্রধানের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে এক মহিলা বলছে, হযরত ওমর (রা.) রাষ্ট্র প্রধান হয়েছেন। অথচ আমাদের মত দরিদ্র জনগণের খবর তিনি রাখেন না। কতদিন যাবত আমার অবুঝ শিশুগুলো না খেয়ে আছে। ক্ষুধার জ্বালায় তারা আজ মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত। মহিলা চুলার উপর একটি পাতিলে শুধু পানি রেখে জ্বাল দিচ্ছে। হযরত ওমর (রা.) ঘরের নিকট গিয়ে ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ছেলেরা কাঁদছে কেন? মহিলা বলল, এদের বাবা নেই। তাই আমার দ্বারা এদের খাবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, চুলার উপর কি? উত্তরে মহিলা বলল, চুলার উপর পাতিলে পানি গরম করছি। আর ছেলেদের বোঝানোর চেষ্টা করছি যে, তাদের জন্য খাবার রান্না হচ্ছে। এরকম করতে করতে তারা এক সময় ঘুমিয়ে যাবে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমাদের রাষ্ট্র প্রধান ওমরকে তোমাদের অবস্থা জানাও নি কেন? মহিলা উত্তর দিল, তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হয়েছেন কি করার জন্য? একথা শোনার পর তিনি রাষ্ট্রীয় গুদামে গেলেন এবং নিজের হাতে একটি বস্তায় চাল, আটা, খেজুর, ঘি ইত্যাদি নিলেন। অতঃপর বস্তা নিজের কাধে নিলেন। এই অবস্থা দেখে হযরত বেলাল (রা.) বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন আপনি একি করছেন? এই বস্তা আমি বহণ করে নিয়ে যাই। উত্তরে হযরত ওমর (রা.) বললেন, কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে যখন আল্লাহ বলবেন, হে ওমর! আমি তোমাকে মুসলমানদের খলীফা বানিয়ে ছিলাম আর তুমি রাষ্ট্র প্রধান থাকা অবস্থায় আমার এক বান্দি ও তার অবুঝ কয়টি সন্তান ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করেছে, তুমি তাদের কোন খোঁজ খবর নাও নি কেন? সে দিন আমি আল্লাহর দরবারে কি উত্তর দিব? হে বেলাল! আজকের এই দায়িত্ব আমার, আমাকেই তা পালন করতে দাও। অতঃপর

www.pathagar.com

নিজের কাধে বস্তা নিয়ে হযরত ওমর (রা.) সেই মহিলার ঘরে গেলেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে খানা পাক করে বাচ্চাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে খাওয়ালেন। আর মহিলাকে বলে আসলেন, যখনই তোমার কোন প্রয়োজন হবে, সরাসরি তুমি ওমরের কাছে চলে যাবে। রাষ্ট্র প্রধান কেমন হতে হবে তা হযরত ওমর (রা.) বাস্তবরূপ দিয়ে জগদ্বাসীকে শিখিয়ে গেছেন।

অধিক শিক্ষিত নয় অধিক খোদাভীরু লোকের প্রয়োজন

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বড় শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন নেই, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন নেই। আজ বড় প্রয়োজন এমন মানুষের যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, যারা জনগণের টাকায় কখনও হাত দেবে না। আর এই মনোভাব পাশ্চাত্যের শিক্ষা দ্বারা সৃষ্টি হবে না। এমন পরিবেশ তৈরি করতে হলে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝে বাধ্যতামূলক ইসলামী শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শুধু মাদ্রাসা শিক্ষার সার্টিফিকেট নয়, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষা ব্যবস্থার মাঝেও ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে। আমরা এমন একটা দ্বীন নিয়ে আছি যে দ্বীনকে ধাক্কা দিয়ে শেষ করা যায় না। ষড়যন্ত্র করে শেষ করা যায় না।

দেয়াল লেখলেই আশেকে রাসূল হওয়া যায় না

এদেশে ইসলামী জাগরণের ঢেউ উঠেছে। ইসলামের জন্য এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর জন্য এদেশের মুসলমান জীবন দিতে প্রস্তুত রয়েছে। এদেশের প্রতিটি মুসলমান আশেকে রাসূল। দেয়ালে লেখার নাম আশেকে রাসূল নয়। আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর লোক নিজেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেক দাবী করে, অথচ রাসূলুল্লাহর খতমে নবুওয়্যত নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। দেয়ালে লেখে আশেকে রাসূল হওয়ার দাবী করলেও তারা কাদিয়ানীদের ব্যাপারে মুখ খুলছে না। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলছি, আমরা দেয়ালের আশেকে রাসূল নয়। পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা ইসলামের নামে চাপিয়ে দিয়ে নিজেকে আশেকে রাসূল বলে দাবী করব এমন মিথ্যাবাদী আশেকে রাসূল আমরা নই। আমরা সেই আশেকে রাসূল, দেড় হাজার বছর আগে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন হাদীসের মাধ্যমে, যে ধ্যান ধারণা আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সেই ধ্যান ধারণার আশেকে রাসূল, সেই মতেই আমরা ইসলাম প্রচার করছি। আধুনিক ইসলামের নামে আমেরিকার ইসলাম, ইসলামকে মিটানোর হীন স্বার্থে ইহুদীবাদী ইসলাম বাংলাদেশের মাটিতে চলতে দেয়া হবে না। এদেশের মাটি থেকে এই হীন ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের চেতনায় নয় ইসলামের চেতনায় বিচার করতে হবে

আমি পরিস্কার বলে দিচ্ছি, পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা আমাদের দুইশত বছর বৃটিশের গোলাম বানিয়ে রেখেছে। আর এই গোলামীর কারণে আমাদের নেতাদের ব্রেইন নষ্ট হয়ে গেছে। তারা ইসলামকে মুছে ফেলতে চায়। আমেরিকা কি বলল, রাশিয়া কি বলল, তারা তার দ্বারা ইসলামকে বিচার করতে চায়। সাবধান করে বলে দিচ্ছি, ইসলামকে পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা নিয়ে বিচার করার দিন শেষ হয়ে গেছে। এখন ইসলাম বিচার করবে, কে সত্যের পথে আছে আর কে অসত্যের পথে? কে ফেরাউন কে জালিম, আর কে নমরুদ।

আজ সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের মাঝে এমন এক ঐক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, হয় বিশ্ববুকে মুসলমানরা থাকবে, না হয় শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে মুসলমানগণ শাহাদাৎ বরণ করবে। আমাদের মাঝেও ইসলামের জযবা আছে এবং ইসলামের জন্য জযবা থাকা ভাল কথা, তবে সেই জয্‌বা এমন জায়গায় ব্যবহার করা যাবে না, যার দ্বারা মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষতি হতে পারে। কেননা, আমরা এমন এক ভয়াবহ সময় অতিক্রম করছি যে, কিছু হলেই মাদ্রাসার মাঝে তালিবান আছে, হরকাতুল জিহাদ আছে বলে অপপ্রচার চালানো হয়। কাজেই নিজ থেকে নিজেদের মুসিবত ডেকে আনা যাবে না। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি। আমাদের কওমী মাদ্রাসা সমূহে কোন অস্ত্র নেই, কোন মাদ্রাসায় কোন ধরনের অস্ত্রের ট্রেনিং দেয়া হয় না, যদি কোন মাদ্রাসায় অস্ত্রের ট্রেনিং দেয়া হয়, একথা প্রমাণ করতে পারেন। আমাকে নিয়ে চলুন, আমি নিজ হাতে সেই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব।

খোদায়ী চেতনা মুসলমানদের বড় শক্তি

আমাদের বাহ্যিক অস্ত্রের দরকার নেই, আমাদের কাছে এমন এক শক্তিশালী অস্ত্র আছে যা আমেরিকার নেই, বৃটেনের নেই, ভারতের নেই, রাশিয়ার নেই, সেই অস্ত্র হল আল্লাহ ধ্বনি। আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে আমরা বিশ্ব জয় করেছি।

কাজেই আমাদের বাহ্যিক কোন অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। এমনিতেই বাংলাদেশের মুসলমানের মাঝে ইসলামের যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তাতে নাস্তিক মুরতাদ বামপন্থীরা ভয়ে কাঁপছে। কিছুদিন পূর্বে একবন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেন যে, আমিনী সাহেব! আপনি এতবড় একটা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, আমরা কি তাদের সাথে পারব? আমি আমার ঐ ভাইয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম- আমরা তো তাদের সাথে পারব না, কারণ আল্লাহ তাআলা আমাদের হাতে ইসলামের হেফাযতের দায়িত্ব দেননি। পারবেন তো একমাত্র আল্লাহ। কাজেই

www.pathagar.com

একথা মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তাআলা ইসলামকে আলেম উলামা, পীর মাশায়েখ দিয়ে হেফাযত করবেন না, সম্মেলন দিয়ে হেফাযত করবেন না, সংগঠন দিয়ে হেফাযত করবেন না, ক্যাডার বাহিনী দিয়ে আল্লাহ্ ইসলামকে হেফাযত করবেন না। আল্লাহ তাআলা ইসলামকে কিভাবে হেফাযত করবেন, তা কালামে পাকের মাঝে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছেন ঃ

يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون .(سورة الصف:٨)

আল্লাহ্ এ আয়াতে একথা বলেননি যে, আমি ক্যাডার দিয়ে আমার দ্বীনকে হেফাযত করব, সংগঠন, আলেম উলামা দিয়ে দ্বীনের হেফাযত করব, তিনি বলেন স্বয়ং আমি আল্লাহ্ ইসলামকে হেফাযত করব; শুধু হেফাযতই বরং তার নূরকে আমি পরিপূর্ণ করব।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল না

ভয়ের কোন কারণ নেই গোটা বিশ্ব ইসলামের বিরুদ্ধে, ইসলামী চেতনার বিরুদ্ধে, জাতীয়তাবাদের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। মুক্তি যোদ্ধের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আমি পরিস্কার বলছি, এদেশের মুক্তিযুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল না। আওয়ামীলীগের সিক্স পয়েন্ট আমার মুখস্ত আছে। এর মাঝে ইসলামী চেতনার বিরুদ্ধে কোন কথা নেই। মুক্তিযুদ্ধ যদি ইসলামী চেতনার বিরুদ্ধে হয়, তবে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক মরহুম জিয়াউর রহমান কিভাবে ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশের সংবিধানে بسم الله الرحمن الرحيم 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' থাকতে হবে। তাহলে বুঝা গেল, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল না। তোমার মনের চেতনা, শয়তানী চেতনা এসব ইসলামের বিরুদ্ধের চেতনা। এটা তোমার মনের শয়তানী। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছিল ইসলামের পক্ষে।

হুমকি ধমকির নাম মানবতা নয় ইসলামের পথে আসুন

তারা মনে করে, আলেম উলামারা আমরা এদেশের নাগরিক নয়। না এমন ভাবনার কোন সুযোগ নেই। আমরা এই আবহাওয়াতেই লালিত পালিত হয়েছি। এই মাটিতেই মায়ের দুগ্ধ পান করে বড় হয়েছি। কাজেই এই সমস্ত কল্পনা করে কোন লাভ নেই। আলেমদের উঁড়িয়ে দিব, তাদের শেষ করে ফেলব, এই ধরনের কথার নাম নাকি মানবতা? আজ এক পত্রিকায় লিখেছে আমিনী সাহেব হাইকোর্টের ব্যাপারে এত অসভ্য কথা বললেন! আপনারা বলুন, আমি নাকি অসভ্য কথা বলেছি। আর তারা বলে আমাদের শেষ করে ফেলবে। তাদের এই হুমকি ধমকির নামও মানবতা, এই ধরনের হুমকি ধমকি দিয়ে কোন লাভ নেই।

www.pathagar.com

আপনারা স্বাধীনতা এনেছেন একথা যেমন ঠিক, আমরাও আপনাদের সাথে ছিলাম একথাও অস্বীকার করলে চলবে না।

আপনাদের একটা গল্প বলে আমার বক্তব্যের ইতি টানছি। এক লোক কাশ্মিরী শাল দিয়ে জুতা পরিস্কার করছে। অন্য এক লোক দেখে বলে, আরে কাশ্মিরী শালের দাম পাঁচশত টাকা, আর তোমার জুতার দাম দশ টাকা। এত দামী শাল দিয়ে তুমি জুতা পরিস্কার করছো ব্যাপার কি? তখন সে লোক বলল, আরে ভাই! জুতা ক্রয় করেছি নিজের টাকা দিয়ে আর শাল ক্রয় করেছি বাবার টাকা দিয়ে। যারা স্বাধীনতা বাবার নিকট থেকে পেয়েছে, তারা স্বাধীনতা দিয়ে জুতা পরিস্কার শুরু করেছে।

পরিশেষে আমি আবারও অনুরোধ করছি, যারা না বুঝে কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করছেন, অন্তত শেষ নবীর শাফায়াত লাভের আশায় এপথ পরিহার করে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার আন্দোলনে শরীক হোন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন!

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

(অনুলিখনঃ খালিদ হোসাইন)

www.pathagar.com

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)
ত্যাগ সাধনা ও আমাদের করণীয়

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا . محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم . تراهم ركعا سجدا يبتغـــون فضلا من الله ورضوانا . سيماهم فى وجوههم من أثر السجود . صدق الله العلى العظـــيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشـــاكرين والحمـــد لله رب العالمين .

সূচনা .

জনাব সভাপতি, হযরাত উলামায়ে কিরাম, মুহতারাম হাযিরীন! খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর নামে বরিশাল শহরে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসায় আমি ইতিপূর্বেও কয়েকবার এসেছি। তবে এর আগেরবারের মত এই মাদ্রাসার বার্ষিক সভায় উপস্থিত হয়ে আপনাদের সামনে কিছু কথা বলার সুযোগ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আজকের এই মাহফিলে আপনাদেরকে শরীক হওয়ার এবং আমাকে কিছুকথা বলার তাওফীক দান করেছেন। সে জন্য আল্লাহ পাকের শাহী দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুল্লিাহ!

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) ও তাঁর কর্ম

খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) দ্বীনের একজন মহান সাধক ও খাদেম ছিলেন। দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে অনেক বেশী খেদমত তিনি করে গিয়েছেন। তাঁর কোন সংগঠন ছিল না, ক্যাডার ছিল না, ছিল না অর্থনৈতিক তেমন কোন ভিত্তি। তবুও এই উপমহাদেশে ইসলামের প্রচার, প্রসারে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা সর্বজন স্বীকৃত। একজন ঐতিহাসিক ইংরেজ খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন- সরাসরি খাজা সাহেবের হাতে ৯৯ লক্ষ অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাঁর আগমনে উপমহাদেশে ইসলামের জোয়ার বয়ে যায়।

সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক, চিন্তাবিদ ও লেখক মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.) বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী তাঁর বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ "তারিখে দা'ওয়াত ও আযীমত" এ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর জীবন আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, উপমহাদেশে দ্বীনের যে কোন খেদমত তা যে কোন ক্ষেত্রেই হোক, জিহাদের ক্ষেত্রে, দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে দরস ও তাদরিসের ক্ষেত্রে, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে, রচনা ও লেখার ক্ষেত্রে, মোটকথা, সর্বক্ষেত্রেই দ্বীনের যে কাজ হবে তার একাংশের সাওয়াব খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) পাবেন। সাওয়াবের একাংশ প্রাপ্তির বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইরশাদ হচ্ছে-

www.pathagar.com

من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها .

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে কেউ একটা ভাল কাজের সূচনা করে, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে, মসজিদ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করে তবে فله اجرها তার সাওয়াব সে পাবে! অতঃপর নবীজী বলেন, ঐ মসজিদে যারা নামায পড়ে, ঐ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে যারা লেখাপড়া করে, اجر من عمل যারা এই নেক কাজ করবে, অতপর তাদের পরবর্তীরা পরম্পরায় করতে থাকবে, নেক কাজের সাওয়াবের একটা অংশ ঐ প্রতিষ্ঠাতা বা সূচনাকারী পেতে থাকবেন। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ومن سن سنة سيئة আর যে একটা খারাপ কাজের সূচনা করল, সিনেমা হল খুলল, যাত্রা গান চালু করল, আনন্দ মেলার ব্যবস্থা করল তার ফল সে পাবে, আর যারা ঐ সকল পাপাচারে লিপ্ত হবে, তাদের পাপের একটি অংশও সূচনাকারী পেতে থাকবে।

বর্তমান সরকারের দায়িত্ব ও করণীয়

বর্তমান দেশে ইসলামী মূল্যবোধের সরকার প্রতিষ্ঠিত। তথাপি দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ মেলা হচ্ছে, যাত্রার নামে অশ্লীল নৃত্যের ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি ইতিপূর্বেও বলেছি, আজও বলছি, এগুলো আনন্দ মেলা নয়; বরং এগুলো হচ্ছে সরকার পতনের মেলা। সরকারকে অবশ্যই আনন্দ মেলার পাপাচারসহ সকল অনৈতিক, চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। অপসংস্কৃতি রোধ করতে হবে। ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমরা চারদলীয় জোট করেছি বটে, কিন্তু ঈমান বিক্রি করি নাই। আমরা বিশেষ পরিস্থিতিতে কৌশলগত কারণে জোট গঠন করেছিলাম, কারও ভয়ে নয়। আমরা কারও রক্তচক্ষুকে ভয় করি না। অত্যাচার নির্যাতনকে তোয়াক্কা করি না। আমরা অতীতে যেমন অত্যাচার, নির্যাতন, জুলুম, শোষণ উপেক্ষা করে অগ্রসর হয়েছি, ভবিষ্যতেও হতে থাকব ইনশাআল্লাহ। আমরা এই দেশেরই সন্তান, আমরাই স্বাধীন করেছি এই দেশ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

বৃটিশ বেনিয়ারা ভারতবর্ষ দখল করে দেশবাসীকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। আমরাই তাদের শৃঙ্খল থেকে এই দেশকে মুক্ত করেছি। স্বাধীনতা পুণরায় ছিনিয়ে এনেছি। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখুন। দেখবেন, বৃটিশ বেনিয়ারা যখন ভারতবর্ষ দখল করে নিল। কথা বলার মত কারও সাহস ছিল না। ইংরেজরা দেশ দখল করার পর ঘোষণা করল, সৃষ্টি আল্লাহর, দেশ বাদশাহর, আর নির্দেশ চলবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর। আর ইষ্ট ইন্ডিয়া

www.pathagar.com

কোম্পানী হল বৃটিশ রাণী ভিক্টোরিয়ার। ঠিক সেই মুহূর্তে (১৮০৬ খৃঃ) শাহ্ আব্দুল আযীয (রহ.) ফাতওয়া দিলেন, আজ থেকে ভারত দারুল হারব হয়ে গেছে। দেশ শত্রু কবলিত হয়ে গেছে। এই ভারতকে আযাদ করার জন্য জিহাদ করা ফরয। শাহ্ আব্দুল আযীয (রহ.)-এর ফাতওয়ার উপর ভিত্তি করেই ১৮৩১ সালে বালাকোটে শাহাদাত বরণ করেছেন হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলবী (রহ.) এবং ১৮৫৭তে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীকে (রহ.) আমীরুল মুমিনীন, হযরত কাসিম নানুতুবীকে (রহ.) সেনাপতি এবং হযরত রশিদ আহমদ গাংগুহীকে প্রধান বিচারপতি মনোনীত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে উলামায়ে কেরাম সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হন। সেই যুদ্ধে অসংখ্য আলেম উলামা শাহাদাত বরণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯১৯ সালে শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান (রহ.) রেশমী রুমাল আন্দোলন করেছিলেন। মালটার জেলে তিন বছর পর্যন্ত বিভীষিকাময় কারারুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন। ঢাকা থেকে নিয়ে দিল্লী পর্যন্ত এমন কোন বৃক্ষ ছিল না যে বৃক্ষে কোন না কোন আলেমকে ফাঁসি দেয়া হয় নাই। তাই বলছিলাম, ইতিহাস পড়ুন। বৃটিশকে বিতাড়নের ব্যাপারে আলেম উলামাদের একক অবদান ছিল।

বৃটিশ আইনের পরিবর্তে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে হবে

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বৃটিশ বিতাড়িত হয়েছে। কিন্তু আজও বৃটিশের রেখে যাওয়া আইন বিতাড়িত হয় নাই। তাদের বিচার ব্যবস্থা বিতাড়িত হয় নাই। অথচ আমরা বৃটিশ এবং তাদের আইন বিতাড়িত করার জন্য শাহাদাত বরণ করেছিলাম। অনুরূপভাবে বিগত সরকারের আমলে ফতওয়া সংরক্ষণের জন্য, ফতওয়া বিরোধী হাইকোর্ট প্রদত্ত রায় বাতিলের জন্য বি, বাড়ীয়ায় ছয়জন শাহাদাত বরণ করেছিলেন। কিন্তু অদ্যাবধি ফাতওয়া বিরোধী রায়ও বাতিল হয় নাই। এখন দেশে চারদলীয় জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত। এই সরকারের কাছে আমাদের এক দফা এক দাবী, বৃটিশের তৈরীকৃত আইন, আদালত থেকে বিতাড়িত করতে হবে। সর্বস্তরে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করতে হবে। ইসলামী আইন বাস্তবায়নের- জন্য প্রয়োজনে আমাদেরকে রক্ত দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে আত্মত্যাগের তাওফীক দান করুন।

আল্-কুরআন ত্যাগ করা যাবে না

আমরা ইসলামের কথা বলি, ইসলামী আইনের কথা বলি, অপরাধকে অপরাধ বলি এজন্য আমরা অপরাধী। সর্বক্ষেত্রে আমাদেরকে দোষী সাব্যস্থ করা হয়ে থাকে। পান থেকে চুন খসলেই দোষ আমাদের। আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হোক, তাতে আমরা বিচলিত নই। আমরা আমাদের লক্ষ্যচ্যূত হব না। আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ছাড়তে পারব না। আল-

www.pathagar.com

কুরআন ছাড়তে পারব না। পারব না ইসলামী আইন ও বিধি বিধান ত্যাগ করতে।

বলছিলাম খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর বহুমুখী খেদমতের কারণে আজ আমরা মুসলমান। কেউ আলেম, কেউ পীর, কেউ বা শায়খ। কাজেই আমরাও খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর ভক্ত। একদল লোক আছে, যারা গাঁজায় টান দিয়ে হু হু করে বলতে থাকে আরশ দেখছি। তারা খাজা সাহেবের ভক্ত নয় অনুসারী তো নয়ই; বরং তারা খাজা সাহেবের প্রকাশ্য দুশমন। আমি বরিশালবাসীকে ধন্যবাদন জানাই খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর নামে একটি দ্বীনী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্য খাজা সাহেবের নামে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসার প্রতি আমার স্বভাবজাত দূর্বলতাও রয়েছে। আজ এত ব্যস্ততার মাঝে ছিলাম যে, এখানে আসা আমার জন্য খুব কঠিন ছিল। কিন্তু খাজা সাহেবের প্রতি এবং মাদ্রাসার প্রতি দূর্বলতা আমাকে এখানে টেনে এনেছে।

যুবকদের মাঝে দেখছি ঈমানের দ্যুতি

মুহতারাম হাযিরীন! আমি প্রত্যেক দিন বিভিন্ন সভা সমাবেশ, সেমিনার সিম্পোজিয়ামে অসংখ্য মানুষের সামনে বক্তব্য রাখছি। মানুষের মাঝে বিশেষ করে যুবকদের মাঝে ঈমানের দ্যুতি দেখতে পাচ্ছি। শুধু দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিতরাই নয় বরং সাধারণ মানুষও আজ ইসলাম প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। গতকাল মুন্সিগঞ্জের এক বিশাল জনসমুদ্রে যখন প্রশ্ন করেছি, আল-কুরআনের জন্য আপনারা কে কে রক্ত দিতে প্রস্তুত? তখন দেখেছি উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য আমি আশাবাদী এদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

২১শে ফেব্রুয়ারী

আজ একুশে ফেব্রুয়ারী। এই দিনে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য যারা জীবন দিয়েছে আমরা তাদেরকে শ্রদ্ধা করি। তাদের জন্য দুআ করি। কিন্তু শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য রাষ্ট্রের সর্বস্তরে আজও বাংলা ভাষা চালু করা হয় নাই। কোর্টে চলছে ইংরেজী, সচিবালয়ে ইংরেজী, সংসদেও স্পীকারের অর্ধেক কথা ইংরেজী। অর্থাৎ অফিস আদালতে এখনও ইংরেজীর একচ্ছত্র প্রাধান্য বিরাজমান। আর আমি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছি, আল্লাহ যদি কোন সময় আমাদেরকে ক্ষমতায় আসার তাওফীক দান করেন, তবে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করব, ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

নবীজীর রক্ত আমাদের করণীয়

কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা মুসলমান। আমাদের নবী, সকল নবীর সেরা নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফে রক্ত দিয়েছিলেন। জুলুম অত্যাচার সহ্য করেছিলেন ইসলামের জন্য। সেই নবী যদি রোজ কিয়ামতে প্রশ্ন করেন, আমি দ্বীনের জন্য রক্ত দিয়েছিলাম তোমরা কী দিয়েছ? তখন জবাব দেওয়া যাবে কিনা তা আজ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। এ জন্য আমি যুবকদের উদ্দেশ্যে বলছি, শুধু সমালোচনা না করে, আলেম উলামাদের প্রতি সম্মান রেখে ইসলামের দাবী পূরণে এগিয়ে এসো, তাহলে হয়তো জবাব দেয়ার রাস্তা খুলে যাবে। চিরস্থায়ী জান্নাতের অফুরন্ত নেয়ামতের অংশীদার হতে পারবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক আছে, যাদের কাছে আলেম উলামা ঘৃণার ও বিদ্রূপের পাত্র। আলেম উলামা দেখলে তাদের শরীরে এলার্জি দেখা দেয়। আবার বিপদে পড়লে হুযূর হুযূর করতেও দ্বিধা করে না। আমার বক্তব্য স্পষ্ট। এটা বাংলাদেশ। এখানকার জনগণ সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করে। যে কোন সময় অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। অতএব, সকল ভেদাভেদ ভুলে ইসলামের পথে আসুন। আলোর পথে আসুন।

খাজা সাহেব ও রজব মাস

আজ খাজা সাহেবের মাযারে হাজার রকমের বিদআত হচ্ছে। রজব মাস আসলে আমাদের দেশেও বিদআতের জোয়ার উঠে। মদ গাঁজার আসর বসে। নৃত্যের তালে তালে গান বাজনা শুরু হয়। এই সবকিছুই হয় খাজা সাহেবের নামে। অথচ খাজা সাহেব এই সব অপকর্ম ও পাপাচার বন্ধ করেছিলেন। এহেন অবস্থায়ও আনন্দের কথা হচ্ছে, আমাদের দেশে খাজা সাহেবের নামে একটি বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার কারণে আমরা খাজা সাহেবের সুপারিশ আশা করতে পারি। আমি খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর কথা আলোচনা করছিলাম। তাঁর কোন সংগঠন ছিল না, ক্যাডার ছিল না, ছিল না অর্থনৈতিক ভিত্তি; অথচ তাঁর হাতে ৯৯ লক্ষ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেন এত বিরাট সাফল্য তাঁর। আমাদেরকে সেই বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করতে হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, দ্বীনের খেদমতের জন্য কিছু জিনিষ অত্যন্ত আবশ্যক। আমি সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করব। সেই জিনিষগুলো আমাদের মাঝে থাকলে দ্বীনের খেদমত ফলপ্রসূ হবে।

www.pathagar.com

ইসলাম কী

আমাদেরকে বুঝতে হবে দ্বীন তথা ইসলাম কার বিধান? আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন- ان الدين عند الله الاسلام 'নিশ্চয় আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য, মনোনীত একমাত্র ধর্ম হল ইসলাম। আল্লাহ পাক অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন, ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الأخرة من الخسرين.(سورة ال عمران:٨٥) ইসলাম ছাড়া অন্যকোন দ্বীন যদি কেউ চর্চা করে, গ্রহণ করে, আমার কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধসহ যে কোন ধর্মের অনুসরণ করুক না কেন, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন না। তাদেরকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

একদল লোক আছে, যারা নিজেদেরকে শিক্ষিত ভাবতে ভালবাসে, নিজেদের জ্ঞানী এবং পণ্ডিত মনে করে থাকে, নিজেরাই নিজেদেরকে বুদ্ধিজীবি হিসেবে ঘোষণা দেয়। তারা অহরহ বলতে থাকে, সকল ধর্মের মর্যাদা সমান। আর হুযূররা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। নানাভাবে উলামা মাশায়েখদের বিদ্রুপ করে। আমি তাদেরকে 'শিক্ষিত মুর্খ' হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকি। কেননা, কোন ব্যক্তি যদি সব ধর্মকে সমান মনে করে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, তাহাজ্জুদ পড়ে, হজ্জ করে, যাকাত আদায় করে এবং রোযা রাখে, তবে তার নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত কোনটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট ঘোষণা হল, আল্লাহর কাছে মনোনীত, গ্রহণযোগ্য ধর্ম হল একমাত্র ইসলাম। অতএব, আমদেরকে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। অতঃপর আমাদের ইবাদত গ্রহণযোগ্য হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দ্বীন বুঝার এবং আমল করার তাওফীক দান করুন।

দ্বীন বুঝতে হবে

প্রথম জিনিষ দ্বীনকে বুঝতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের যুগে আমাদের দেশে কিছুলোক আছে, যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও দ্বীন বেশী বুঝার ভান করে। কিন্তু আমি বলি যারা এরূপ ভান করে এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও দ্বীন বেশী বুঝার দাবী করে, তারা দ্বীনের সামান্যটুকুও বুঝে নাই। এমনকি তারা মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি বিষয়টা এজন্য উত্থাপন করলাম যে, দ্বীন অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার একটি জিনিষ। কুরআন, হাদীসে এর বিস্তারিত আলোচনা সুস্পষ্টভাবে করা হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের ভিত্তি এবং এর মৌলিক বিষয়গুলোর আলোচনা করেছেন এই ভাবে, بنى الإسلام على خمس দ্বীনের

মৌল ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি জিনিষের উপর। তথা কালিমা, নমায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত। এর বাইরে কেউ যদি বলে দ্বীনের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর নয়; বরং দ্বীনের ভিত্তি হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার উপর। তাহলে বলতে হবে সে দ্বীন না বুঝে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। এ কথা সত্য যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ফরয। কিন্তু দ্বীনের মৌলিক ভিত্তি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা নয়। আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন, إن مكناهم في الارض আমি যদি কাউকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দেই, তবে তারা اقام الصلوة নামায কায়েম করবে। যাকাত ব্যবস্থা চালু করবে। সৎ কাজের আদেশ করবে। অসৎ কাজে বাধা প্রদান করবে।

নিয়ত দুরস্ত করতে হবে

কুরআনুল কারীমের পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস হচ্ছে, তোমাদের কাজের মূল্যায়ন হবে কর্মফল পাবে নিয়তের উপর ভিত্তি করে। মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলে বা সাহায্য করলে, ইসলামী শিক্ষাদান করলে, পীর হলে, বড় মুহাদ্দিস, বড় ওয়ায়েয বা বক্তা হলে, বড় মুজাহিদ বা বড় সংগঠক হলে এবং ইসলামী চিন্তাবিদ হলেও প্রথমে তার নিয়ত ঠিক করতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজ আমরা এই হাদীস ভুলতে বসেছি। আমরা দম্ভের সাথে বলি, আমি পীর সাহেব, আমি শায়খুল হাদীস, আমি ইসলামী চিন্তাবিদ, আমি সংগঠক, আমার ক্যাডার আছে, আমি মুহূর্তেই সবকিছু করে ফেলব। আমি মুজাহিদ সব তাগুত শেষ করে ফেলব। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের নিয়ত যদি সঠিক না হয় তাহলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তিনি গ্রহণ না করলে সকল শ্রম নিষ্ফল হয়ে যাবে।

একটি হাদীস এবং আমরা

এই মুহূর্তে একটি হাদীস আমার মনে পড়েছে। হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)। তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিন তিনবার জ্ঞান হারিয়েছেন। তারপর বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিতে দ্বীনের তিন ধরনের খাদেম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বীনের এক শ্রেণীর খাদেম হচ্ছে আলেম ক্বারী। কিন্তু হাদীসের বর্ণনা ভঙ্গিতে বুঝা যায় যে, এর দ্বারা শুধু ক্বারীই উদ্দেশ্য নয়; বরং বড় আলেম, পীর, মুফতী, মুহাদ্দিস সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত। কিয়ামতের কঠিন দিবসে আল্লাহপাক এদেরকে ডাকবেন। জিজ্ঞাসা করবেন, আমি তোমাদেরকে ইলম দান করেছিলাম, তোমাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেছিলাম, কুরআন হাদীসের ভাণ্ডার দিয়েছিলাম, এতকিছু দেয়ার পর তোমরা দ্বীনের জন্য কী করেছিলে? উত্তরে তারা বলবে- হে আল্লাহ দ্বীনের জন্য

www.pathagar.com

আমরা তাবলীগ করেছি, দ্বীনের শিক্ষা দিয়েছি, ওয়ায করেছি, মুরিদ বানিয়েছি এবং তাফসীর ইত্যাদি করেছি। আল্লাহ্ বলবেন كذبت মিথ্যা বলেছ। তুমি পীর-মুরিদী করেছ কিন্তু আমার জন্য করনি, মাদ্রাসা আমার জন্য প্রতিষ্ঠা কর নাই, বই আমার জন্য লেখ নাই, সংগঠন আমার জন্য কর নাই, তাফসীর আমার জন্য কর নাই এবং ইসলামী শিক্ষাদান আমার জন্য কর নাই; বরং তা লোক দেখানোর জন্য করেছ। ليقال انك عالم وقد قيل মানুষ যাতে তোমাকে বড় আলেম, বড় পীর, বড় ক্বারী, বড় মুহাদ্দিস, বড় মুফতী, বড় মুবাল্লিগ, বড় ইসলামী চিন্তাবিদ বলে। মানুষ তোমাকে তা বলেছে। তোমার চাহিদা তুমি দুনিয়াতে পেয়েছ। আমার কাছে তোমাদের কোন প্রাপ্য নেই। আল্লাহ ফেরেশতাদের ডেকে বলবেন, হে ফেরেশতা! এই আলেমকে মাথা নিচের দিকে এবং পা উপরের দিকে দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হল, এই ধরনের খেদমত দ্বারা জান্নাতের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। বরং লোক দেখানো খেদমত দ্বারা জান্নামের নিশ্চয়তা বিধান হয়। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন।

দ্বীনের দ্বিতীয় প্রকারের খাদেম হচ্ছে দানবীর। যারা দান করে আত্মতুষ্টিতে ভোগে। মাদ্রাসায় দান, পরে আবার দেখে আমার নামটি কোথায় উঠেছে? দাতার তালিকায় নামটা পিছনে পড়লো কিনা? অহংকার করে বলে আমি মসজিদ করেছি। দান করতে করতে দানবীর হয়েছি। কিয়ামতের দিন এই ধরনের দানবীরদের ডেকে প্রশ্ন করা হবে, আমি তোমাকে ধন দৌলত দিয়েছিলাম। অনেক অর্থ সম্পদের মালিক বানিয়েছিলাম। তুমি আমার দ্বীনের জন্য কী খেদমত করেছিলে? উত্তরে দানবীর বলবে, মাদ্রাসা নির্মাণ করেছি, গরবীকে সাহায্য করেছি, মসজিদ বানিয়েছি এবং আলেম উলামাসহ বিভিন্ন দ্বীনি কাজে সহযোগিতা করেছি। আল্লাহ বলবেন মিথ্যা বলছ। ليقال انك جواد বরং তুমি দান করেছ মানুষ যাতে তোমাকে দানবীর বলে। وقد قيل আর তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে বর্ণিত আলেমের ন্যায় তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপের নির্দেশ দান করবেন। ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করবেন।

অতঃপর তৃতীয় ব্যক্তিকে ডাক দিবেন। যিনি মুজাহিদ হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করেছেন। আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার খবর কি? উত্তরে ঐ ব্যক্তি বলবে, আপনার দ্বীন প্রচার করার জন্য, দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য শহীদ হয়ে আপনার কাছে এসেছি। আল্লাহ্ বলবেন كذبت তুমি মিথ্যা বলছ। ليقال انك شجاع তুমি এই জন্য যুদ্ধ করেছ যে, মানুষ তোমাকে মুজাহিদ বলবে, বিজয়ী বীর এবং সাহসী সৈনিক বলবে। দুনিয়ায় তোমাকে তা বলা হয়েছে। এবার আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের ডেকে

www.pathagar.com

বলবেন, পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের ন্যায় একেও জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। ফেরেশতা আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করবেন।

আমি নিয়তের কথা বলছিলাম। দ্বীনি কাজে এবং দ্বীনের খেদমতে সর্বাগ্রে নিয়ত ঠিক করতে হবে। দ্বীনি কর্মকাণ্ডে আমাদের নিয়ত ঠিক করতে পারলে অনেক মতভেদ এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমরা অন্যের নিয়তের বিষয়ে চিন্তা করি। নিজে কোথায় যাচ্ছি এবং নিজের অবস্থা নিয়ে একবারও ভাবছি না। মনে রাখবেন, আমাদের সকল কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর সাহায্য এবং শক্তি আমাদের সাথে থাকবে। তখন আলেম উলামাদেরকে যারা তিরস্কার এবং বিদ্রূপ করে তাদের মুখ লুকাবার জায়গা থাকবে না। সেই তারাই আলেম উলামাদের কাছে ধর্ণা দিবে। আমাদেরকে বিভিন্নভাবে বিদ্রূপ করা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমাদেরকে যত বিদ্রূপই করা হোক না কেন, আমরা দ্বীনি কর্মকাণ্ড থেকে, আল্লাহর দেয়া বিধান থেকে একচুল পরিমাণও পিছপা হব না। আমরা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেই যাব। তবে কৌশলগত কারণে স্থান কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। যেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুদিন গোপনে ইসলাম প্রচার করেছেন। অতঃপর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করেছেন।

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ

আমি আল্লাহর উপর ভরসা রেখে বলছি, আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আমি এই ব্যাপারে দৃঢ় আশাবাদী। এমন একটা সময় আসছে, যখন ইসলাম ছাড়া অন্যকোন কথা মানুষ শুনবে না। ইসলাম ও ইসলামী আইনের বিরুদ্ধে কথা বলার দুঃসাহস কেউ দেখাতে পারবে না।

নির্বাচন পরবর্তী অবস্থা

আমরা অত্যন্ত পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করে আসছি যে, নির্বাচন আসলে বিভিন্ন দলের নেতা নেত্রীরা ইসলামের পক্ষে কথা বলেন। ইসলামী পোষাক পরিধান করেন। হাতে তাসবীহ নেন। ইনশাআল্লাহ ছাড়া কথা বলেন না। পূর্ণ মুমিনের মত আচরণ করার চেষ্টা করেন এবং আলেম উলামাদের কাছে ধর্ণা দেন। আর নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে সবকিছু ভুলে যান। আমি বলছি এবং স্পষ্টভাবে বলছি, শুধু নির্বাচনের পূর্বে নয় বরং সর্বক্ষেত্রে, সর্বক্ষণ আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের কথা মেনে চলতে হবে। আল্লাহর দেয়া বিধান এই দেশে বাস্তবায়ন করতে হবে। উলামা মাশায়েখের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে দেশ

www.pathagar.com

পরিচালনা করতে হবে। আলেম উলামাদের বাদ দিয়ে আগামীতে কেউ ক্ষমতায় আসতেও পারবে না, থাকতেও পারবে না। আল্লাহর উপর ভরসা করে বলছি, আগামী শতাব্দী হবে ইসলামের, উলামা মাশায়েখদের শতাব্দী।

আল্লাহ-ই সকল শক্তির উৎস

আমরা যখন কথা বলি তখন আল্লাহর শক্তির উপর ভরসা করে কথা বলি। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহই সকল শক্তির উৎস। আল্লাহর শক্তি যাদের সহায়ক হবে তারা কোনদিনই পরাজিত হবে না। আর কাজের সময় নিয়ত যদি ঠিক থাকে তবে আল্লাহর শক্তি তার সঙ্গী হবে। আপনি সংগঠক হোন, বক্তা হোন, আপনার ক্যাডার থাকুক, বাহ্যিক সবকিছুই আপনি অর্জন করুন আপত্তি নেই। কিন্তু নিয়ত বিশুদ্ধ হতে হবে। নিয়ত বিশুদ্ধ না করে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য সংগঠন করে রাসূলের আদর্শের কথা বলে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলে, আর নিজের মধ্যে রাসূলের আদর্শ বাস্তবায়ন না করলে, এর দ্বারা দুনিয়া আখিরাতে কোন সফলতা আসবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের দিনে যখন জিজ্ঞাসা করবেন, এত আন্দোলন করলে, অথচ আমার সাথে তোমার মিল নেই। তোমার মধ্যে আমার নমুনা নেই। তোমার দাবী তুমি আমার কর্মী অথচ তোমার মুখে দাড়ি নেই, মাথায় টুপি নেই, নামায নেই, সুন্নতি পোষাক ইত্যাদি নেই, তাহলে তুমি আমার কর্মী হলে কিভাবে? নবীর কর্মী হতে হলে হুবহু নিজের মধ্যে নবীর নমুনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নবীজী বলেছেন, সকল কাজে আমার অনুসরণ করতে হবে।

নবীজীর ইরশাদ হল- صلوا كما رأيتمونى اصلى 'আমি যেভাবে নামায পড়ছি সেভাবে নামায পড়'। হ্যাঁ মানুষ অনেক ক্ষেত্রে সবকিছু নবীর নমুনা অনুযায়ী করতে পারে না। এই করতে না পারাকে কোন হক্কানী আলেম বৈধতা দিতে পারবে না। তবে এ ক্ষেত্রে নিজেকে গোনাহগার মনে করতে হবে। নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দিবেন। মাহফিলে আগত দাড়িবিহীন লোকদের সম্পর্কে আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) বলতেন, এদেরকে দ্বীনের দিকে আসতে দাও, তাড়িয়ে দিও না। কারণ বাহ্যিকভাবে তাদের দাড়ি না থাকলেও অন্তরে তাদের দাড়ির প্রভাব আছে, সম্মান আছে। ধীরে ধীর বাহিরেও তার দাড়ি রাখার প্রেরণা জাগবে। তখন সে আল্লাহ ভীরু হয়ে যাবে।

মুসলমান খোদায়ী শক্তিতে বলিয়ান

মানুষ যখন আল্লাহর ভয়ে ভীতু হয়ে যাবে তখন আল্লাহর শক্তি ও কুদরত তার জন্য হয়ে যাবে। আর খোদায়ী শক্তি ছাড়া কেউ কোনদিন বিজয় অর্জন করতে পারে নি, কোনদিন পারবেও না। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি,

www.pathagar.com

মুসলমানের হাতে কখনও অধিক, অত্যাধিক অস্ত্র আসবে না। কারণ অস্ত্র কুফরী শক্তির হাতে, তাগুতের হাতে, রাশিয়া, আমেরিকার হাতে। তারাই অস্ত্র তৈরী করে, বিক্রি করে, সরবরাহ করে। তারা আপনার কাছে, মুসলমানের কাছে অধিক শক্তিশালী মারণাস্ত্র বিক্রি করবে না। পারমাণবিক শক্তির অধিকারী অনেক দেশের মধ্যে একটি মাত্র মুসলিম দেশ পারমাণবিক শক্তিধর। তাহলে এত বিশাল বাতিল ও তাগুতের সাথে মুসলমান কিভাবে পেরে উঠবে। মনে রাখতে হবে মুসলমানদের বাহ্যিক শক্তি দেড় হাজার বৎসর পূর্বেও বেশী ছিল না, এখনও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমান বাহ্যিক শক্তি অর্জনের চেষ্টা করবে না।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন واعدوا لهم ماستطعتم من قوة তোমরা সাধ্য মত শক্তি অর্জন কর।' -সূরা আনফাল:৬০ নিজেদের অর্জিত শক্তির সাথে আল্লাহর শক্তির সমন্বয় হলে মুসলমান বিজয়ী হবে। আর আল্লাহর শক্তি তখনই মুসলমানদের জন্য আসবে যখন তাদের নিয়ত বিশুদ্ধ হবে।

একটি হাদীস ঃ সৃষ্টি ও নিয়ত

মিশকাত শরীফে একটি হাদীস আছে- যাতে বলা হয়েছে। আল্লাহ পাক خلق الارض 'যমীন সৃষ্টি করলেন'। দেখা গেল যমীন টলটলায়মান। فخلق الجبال 'অতঃপর আল্লাহ পাক পাহাড় সৃষ্টি করলেন'। দেখা গেল এবার যমীন স্থির হয়ে গেল। فعجبت الملائكة এতে ফেরেশতারা বেশ অবাক হয়ে আল্লাহ তাআলার শাহী দরবারে আরয করল- هل من خلقك شئ اشد من الجبال 'হে আল্লাহ! আপনি কি পাহাড় থেকেও শক্তিশালী কোন জিনিষ সৃষ্টি করেছেন? আল্লাহ তাআলা বলবেন- হ্যাঁ! সৃষ্টি করেছি, আর তা হল- الحديد লোহা! পাহাড় যত শক্তিশালী হোক লোহার মেশিন (বুল্ডোজার) দ্বারা যখন তাকে আঘাত করা হয়, তখন সে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। ফেরেশতারা আবার আরয করলেন- 'লোহা থেকেও কি শক্তিশালী কোন সৃষ্টি আছে?' আল্লাহ বললেন- نعم হ্যাঁ আছে? আর তা হল- النار আগুন। কেননা, লোহা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, আগুনে উত্তপ্ত করলে তা মোমের ন্যায় নরম হয়ে যায়। উৎসুক ফেরেশতারা আরেকটু অগ্রসর হয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন- আগুনের চেয়েও শক্তিশালী কোন সৃষ্টি আছে কি? আল্লাহ বললেন- نعم হ্যাঁ! আর তা হল الماء পানি। কেননা, পানি আগুনকে ক্ষণিকের মাঝেই ঠাণ্ডা করে দিতে সক্ষম। ফেরেশতারা আবারও জিজ্ঞাসা করলেন- পানির চেয়েও শক্তিশালী অন্যকোন সৃষ্টি আছে কি? জবাবে আল্লাহ বললেন- পানির চেয়ে শক্তিশালী সৃষ্টি হল- الريح বাতাস। কেননা, বাতাস পানিকে দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

এ আলোচনায় তো পরিস্কার হয়ে গেল যে, মাটি থেকে পাহাড় শক্তিশালী, পাহাড় থেকে লোহা, লোহা থেকে আগুন, আগুন থেকে পানি আর পানি থেকে বেশী শক্তিশালী বাতাস। কিন্তু এরপর আল্লাহ তাআলা আরও একটি কথা বলেছেন, যা আমাদের যুক্তিতে ধরে না। আর তারই নাম হল ইসলাম। আর এটি হল আল্লাহওয়ালাদের শক্তি। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহ! বাতাসের চেয়ে শক্তিশালী কোন সৃষ্টি আছে? আল্লাহ তাআলা বললেন- نعم হ্যাঁ। ফেরেশতারা বললেন, সেটি আপনার কোন সৃষ্টি? আল্লাহ তাআলা বললেন- ابن ادم إذا تصدق بيمينه يخفى عن شماله 'আদম সন্তান তথা মানুষ যখন তার ডান হাতে দান করে অথচ সে সংবাদ তার বাম হাতও জানে না'। এটা আমাদের যুক্তিতে ধরে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করবে তার শক্তি পাহাড়, লোহা, আগুন থেকে বেশী। পানি থেকেও বেশী। সমস্ত শক্তি থেকে তার শক্তি বেশী। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য দান করল, আল্লাহর শক্তি তার সাথে হয়ে গেল। আর আল্লাহর শক্তি যখন কারো সাথে হয়ে যায়, তখন দুনিয়ার কোন শক্তি তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারে না। বর্তমান সময়ে সারা দুনিয়ায় মুসলমানরা মার খাচ্ছে। এই বিপদ থেকে বাঁচতে মুসলমানদের যেমন দুনিয়ার শক্তি অর্জন করা প্রয়োজন। তার চেয়ে বেশী প্রয়োজন তাদের জন্য খোদায়ী গায়েবী মদদ ও সাহায্য অর্জন করা। আর এজন্য আল্লাহকে ডাকতে হবে অন্তর থেকে। আল্লাহর স্মরণ যতবেশী হবে সাহায্যও তত বেশী আসবে।

আল্লাহর দরবারে দ্বীনি কাজের গ্রহণযোগ্যতার জন্য শর্তাবলী

আল্লাহ তাআলার দরবারে যে কোন দ্বীনি কাজের গ্রহণযোগ্যতার জন্য জরুরী বিষয় হল, নিয়ত দুরস্ত করা। বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসেই এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিয়ত দুরস্ত না হলে সকল কাজই বৃথা। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) দ্বীনের এতবড় খেদমত কিভাবে করলেন? এর কারণ একমাত্র আল্লাহর রেযা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তিনি কাজ করেছিলেন। নিজের কোন স্বার্থে নয়। স্বার্থ ছিল না বলেই তিনি সংগঠন ছাড়া এত বিশাল কাজ আনজাম দিতে পেরেছিলেন। আজ আমাদের ভিতর ইখলাস নেই বলেই হাজারো সংগঠন করে আমরা কোন কাজে সফল হতে পারছি না।

আল্লাহর দরবারে দ্বীনি খেদমত গ্রহণযোগ্যতার দ্বিতীয় শর্ত হল- تحمل مشاق অর্থাৎ যে কোন বিপদ আপদে কঠোর ত্যাগ কুরবানীর জন্য সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। দৃঢ় শপথ নিতে হবে। কোন প্রতিকুল অবস্থাতেই দ্বীন থেকে সামান্য বিচ্যূত হতে পারবে না। দ্বীনের কাজ করতে গেলে বিপদ আসবেই

একথা সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। দ্বীনের কাজে গেলেই ফুলের মালা পাওয়া যাবে, এমন ধারণা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে ফুলের মালা পাননি। পেয়েছেন পাথর। এজন্যই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الامثل فالأمثل 'দ্বীনের কাজের জন্য সবচেয়ে বেশী ত্যাগ স্বীকার করেছেন আম্বিয়ায়ে কিরাম। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্যরা।'

দ্বীনের কাজ করতে গিয়ে কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন না হলে আলাদা কথা। সেটাও আল্লাহ তাআলার রহমত। কিন্তু দ্বীনের কাজে অত্যাচার আসলে, নির্যাতন আসলে তা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ২৩ বৎসরের জীবনাতিহাস এর জ্বলন্ত প্রমাণ। সাহাবায়ে কিরামের জীবনের দিকে তাকালেও এর ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে না। দ্বীনের কাজ যদি ত্যাগ কুরবানী ও অত্যাচার নির্যাতন বরদাশত বিনে করা সম্ভব হত তাহলে তাঁদেরকে এত কঠিন ও অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হত না।

যাঁর জন্য আসমান যমীন সৃষ্টি করা হল, যাঁকে সৃষ্টি করা না হলে কিছুই সৃষ্টি করা হত না, দ্বীনের জন্য কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার করতে না হলে তাঁর গায়ে কোন আচর লাগার কথাও ছিল না। ফুলের মালা নিয়ে তিনি আরাম আয়েশের সাথে জীবন কাটিয়ে যেতেন। কিন্তু এতবড় সম্মানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মক্কার ১৩ বৎসরের জিন্দিগীতে একটি দিনের জন্য তিনি স্বস্তিতে বসবাস করতে পারেন নাই। প্রতিটি দিন তাঁকে জীবনের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কাটাতে হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম এমন কঠিন পরিস্থিতির মাঝে জীবন কাটিয়েছেন যে, সকালে জীবিত থাকলেও বিকালে বেঁচে থাকা যাবে কিনা সে বিষয়ে তাঁরা আশা করতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাতায়াত রাস্তায় কাঁটা পুঁতে রাখা হত। এমনকি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফে সিজদায় যাওয়ার পর কাফেররা তাঁর দেহের উপর উটের নাড়িভূড়ি রেখে দিয়ে তাঁকে হত্যার অপচেষ্টা চালায়। তৎকালীন কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুমকি ধমকির সূরে কথায় কথায় শেষ করে দেয়ার, মেরে ফেলার আল্টিমেটাম পর্যন্ত দিয়েছে।

মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে তায়েফে গমন করলেন। সেখানকার নির্দয় কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত করে ফেলল। আঘাতে আঘাতে তিনি বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.)। বেহুঁশ

www.pathagar.com

হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ার পরও কাফের সর্দারদের লেলিয়ে দেয়া দুষ্ট ছেলেরা পাহাড়ে উঠে একটি বিশাল পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে আসতে থাকল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এটি উপর থেকে নিক্ষেপ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিরদিনের জন্য দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া। গড়াতে গড়াতে ১০/১৫ মন ওজনের পাথরটি রাসূলুল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়ার উপক্রম হল। হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.) বলেন, আমি নিজেও আহত এবং দূর্বল হয়ে পড়েছিলাম। অজ্ঞান পিয়ারা রাসূলের উপর পাথরটি নির্ঘাত নিক্ষিপ্ত হচ্ছে দেখেও আমার কান্না ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। এই তো পাথরটি পিয়ারা নবীর দেহে গড়িয়ে পড়ছে আর পড়ার সাথে সাথে তার দেহ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তাই আজ বুঝি আমার কলিজার মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আর রক্ষা করা গেল না। কাফেররা আর দেরী না করে উপর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পাথরটি ছেড়ে দিল। পাথরটি এবার শূণ্য অতিক্রম করে তীব্র বেগে রাসূলুল্লাহর দিকে ধেয়ে আসছে। না আর কিছু করা গেল না। পাথরটি মাঝামাঝি অবস্থানে আসার পর হঠাৎ একটি গায়েবী আওয়ায শুনতে পেলাম। গায়েবী আওয়াযটি ছিল- يا حجر اسكن 'হে পাথর! থেমে যাও।' এই আওয়াযটি আসার সাথে সাথে পাথরটি শূন্যের মাঝেই স্থীর হয়ে গেল।

ঠিক আজও সারাবিশ্বে মুসলমানদের চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়ার হুমকি ধমকি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু যারা মুসলমানদের চূর্ণবিচূর্ণ করতে চাচ্ছে, ইসলামকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে, তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে। ইসলাম ও মুসলমানদের কোন ক্ষতিই তারা করতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা ধ্বংস করতে চেয়েছিল, তারাই ধ্বংস হয়েছে। তাই যারা দ্বীনের খেদমতের সাথে সম্পৃক্ত, তাদেরকে কষ্ট করার জন্য, ত্যাগ স্বীকারের জন্য, দুশমনদের গালি ও কটু কথা শোনার জন্য, জেল-জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কেউ গালি দিবে না, মন্দ কথা বলবে না, অত্যাচার নির্যাতন করবে না, নির্ঝঞ্ঝাটভাবে দ্বীনের সেবা করা যাবে, এমনটি ভাবা এমন মানসিকতা পোষণ করা বোকামী ছাড়া কিছু নয়।

আলেম-উলামারা যাবে কোন দিকে?

আজ আমরা যারা মাদ্রাসা পরিচালনার মাধ্যমে দ্বীনি দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছি, একদল লোক আমাদেরকে সুনযরে দেখে না। তারা বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে আমাদের বিরুদ্ধে। বলা হয়, মোল্লা মৌলবীরা কোন কাজের নয়। দুনিয়ার কোন খবরই তারা রাখে না। শুধু মসজিদ মাদ্রাসা নিয়েই তারা ব্যস্ত। আবার যদি আমরা মিছিল বের করি, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করি, তাহলে তারা বলে বেড়ায়,

www.pathagar.com

এই দেখ! মোল্লা মৌলবীরাও রাজনীতির ময়দানে নেমে পড়েছে। ঠিক তেমনিভাবে মাদ্রাসার সাহায্যের জন্য গেলে তারা বলবে, মৌলবীরা শুধু ভিক্ষা করতেই জানে। ব্যবসা করতে গেলে তারা মন্তব্য করবে মৌলবীরা দুনিয়ার পিছনে ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছে।

এখন আপনারাই বলুন! শুধু মসজিদ মাদ্রাসা নিয়ে থাকলেও বিপদ, মিছিল মিটিংয়ে গেলেও বিপদ, নির্বাচন করলেও বিপদ, দ্বীনী সাহায্য উঠাতে গেলেও বিপদ, তাহলে আলেমরা যাবে কোথায় আর করবেটাই বা কি?

একটি গল্প

একটি গল্পের কথা মনে পড়ল। এক ব্যক্তি শ্বশুর বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছে। সাথে তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে এবং চাকর। বাহণ হিসেবে একটি গাধাও তাদের সাথে আছে। একটি মাত্র গাধা এতগুলো মানুষ তাতে আরোহণ করে যাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। তাই স্ত্রী, চাকর ও সন্তানরা সকলে মিলে অভিভাবক হিসাবে বাড়ীর কর্তাকে গাধায় উঠার অনুরোধ করে তারা মকলে হেঁটে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। সকলের পীড়াপীড়িতে কর্তা গাধায় আরোহণ করলেন। বাকীরা হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে অগ্রসর হতে থাকল। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর একটি গ্রামে পৌঁছামাত্র ঐ গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি বলা বলি করতে লাগল, লোকটা মানুষ না জানোয়ার! ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে আর স্ত্রী হেঁটে যাচ্ছে। তিনি নবাবের মত গাধায় আরোহণ করে যাচ্ছেন? এ লোকটি বাপ না পাষণ্ড! লোকদের মুখে এহেন মন্তব্য শুনে কর্তা ভাবলেন, কথা তো ঠিকই। তাই তিনি গাধা থেকে নেমে স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদেরকে গাধায় উঠিয়ে নিজে হেঁটে চললেন। পরবর্তী গ্রামে প্রবেশ করার পর কতিপয় লোক মন্তব্য করল, দেখ লোকটা বউয়ের চাকর। বউকে গাধায় উঠিয়ে নিজে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে! একথা শোনার পর লোকটি ভাবল, ঠিকই তো এমনটি করা তো ঠিক নয়। তাই এবার আসবাবপত্রসহ নিজেও গাধায় চড়ে বসল। কিছুদূর যাওয়ার পর আরও কতিপয় লোকের সাথে সাক্ষাৎ। তারা লোকটির উদ্দেশ্যে মন্তব্য করল, মিয়া! গাধাটিকে এমনিভাবে কষ্ট না দিয়ে একে চাকু দিয়ে জবাই করে ফেল। এইভাবে একটি পশুকে কোন মানুষ কষ্ট দিতে পারে? লোকটি ভাবল আসলেই তো এরা ঠিক কথাই বলছে। তাই এবার গাধার পীঠ থেকে নীচে নেমে সকলে হেঁটে হেঁটে সামনে অগ্রসর হতে থাকল। কিছুদূর যাওয়ার পর কতিপয় মানুষ মন্তব্য করে বসল, দেখছ এই লোকটি নির্বোধ নাকি? আল্লাহ তাকে এতবড় একটি নেয়ামত দিয়েছেন। সেটি ব্যবহার না করে সকলকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে! এতে আরোহণ

www.pathagar.com

করে গেলে কি তার কোন অসুবিধা ছিল! এবার লোকটি পরিবারের লোকদের উদ্দেশ্যে বলল- না আর মানুষের কথা শোনা যাবে না। মনে যা ইচ্ছে হবে তাই করতে হবে। আমাদের আলেমগণের অবস্থা এখন এই লোকটির ন্যায়। তারা যা করবে তাতেই সমালোচনা। মানুষের প্রশ্ন থেকে বেঁচে কাজ করা সম্ভব নয়।

কাজ করতে গেলে প্রশ্ন আসবেই

তাই আমাদের মনে রাখতে হবে, কাজ করতে গেলে প্রশ্ন আসবেই। মানুষের প্রশ্নের প্রতি তোয়াক্কা না করে সঠিক কাজটি চালিয়ে যেতে হবে। সঠিক ও ন্যায় কাজে মানুষের সমালোচনায় কোন কিছু যায় আসে না। ইখলাসের সাথে কাজ করলে আল্লাহর দরবারে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

শক্তির বাহাদুরী বেশীদিন টিকে থাকে না। এর গ্লানি মানুষকে একদিন পোহাতেই হয়। আমার পাশের বাড়ির একজন মহিলা এই তো কিছুদিন পূর্বে মারা গেছে। তার দাপটের সামনে কেউ টিকে থাকতে পারত না। এমন কি হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) পর্যন্ত এই মহিলার ভয়ে কথা বলতেন না। কেননা, তিনি জানতেন, এর সাথে কথা বললে মান-সম্মান কিছু থাকবে না। কোন কিছু হতে না হতেই সে ঘর থেকে লাঠি নিয়ে বেরিয়ে আসত। এছাড়া তার কয়েকজন ছেলে সন্তান ছিল। তারাও ছিল মায়ের ন্যায় বেজায় খারাপ। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির পর আর মহিলার সেই শক্তি ছিল না। দূর্বলতা তাকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে, নিজ হাতে খাবার তুলে খাওয়ার মত শক্তিও তার ছিল না। ছেলে-মেয়ে এবং ছেলের বউ মুখে খানা তুলে দিলেই সে খেতে পারত। তাই বলছি, শক্তির বড়াই ভাল না। শক্তির বড়াই খুবই খারাপ।

আসলে আমাদের দেশের মানুষের স্বভাব খারাপ। আল্লাহর নেয়ামত পাওয়ার পর তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এবং শোকরিয়া আদায়ের মানসিকতা তাদের মাঝে নেই। ক্ষমতায় গেলে তারা আল্লাহকে ভুলতে দ্বিধা করে না। আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দুঃসাহস দেখায়। অথচ ক্ষমতায় আসার জন্য আল্লাহ রাসূলের নাম জপতে জপতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। আল্লাহ যখন ক্ষমতা দিলেন তখন তারা মানুষের উপর জুলুম শুরু করে। ইসলাম ও মুসলমানদের উৎখাতের জন্য উঠে পড়ে লেগে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন-

قل اللهم ملك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شئ قدير.

www.pathagar.com

'হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন, রাজত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। তিনি তা যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন, আবার তা যার কাছ থেকে চান ছিনিয়ে নেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানে ভূষিত করেন, আবার তিনিই যাকে ইচ্ছা অসম্মানিত করেন। মঙ্গল কল্যাণের মালিক একমাত্র তিনিই।' -সূরা আল ইমরান:২৬

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হলে আমরা চুপ করে বসে থাকব না

তাই আমাদেরকে স্মরণ রাখতে হবে, রাজত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলাই। মুসলমানদের উপর অত্যাচার করে ক্ষমতায় টিকে থাকা যাবে না। আজ সারাবিশ্বেই মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন হচ্ছে। বাংলাদেশের আবহাওয়াও বেশী ভাল নয়। যে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে তার দোষ আলেম উলামা ও মসজিদ মাদ্রাসার উপর চাঁপানোর ষড়যন্ত্র রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সরকারও অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়ে আমাদের উপর বিগত সরকারের ন্যায় বিমাতাসূলভ আচরণ শুরু করেছে। আমাদের পরিস্কার কথা হল, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হলে আমরা চুপ করে বসে থাকব না। আমরা নিজেদের ঈমান তো আর কারো কাছে বিক্রি করি নাই। আর কোনদিন বিক্রি করবও না ইনশাআল্লাহ।

আজ ইসলামের পক্ষে কথা বললে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে আমাদেরকে বাধা দেয়া হয়। সরকারের মনে রাখা উচিৎ, আমরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম। আমরা কারো সামনে মাথা নত করি নাই, ভবিষ্যতেও করব না, ইনশাআল্লাহ। আমাদের জীবন যেতে পারে, মাল-সম্পদ, ইয্যত-আবরু যেতে পারে, কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, তাঁর দ্বীনের উপর আঘাত আমরা কখনই বরদাশত করব না। মুসলমানদেরকে দুনিয়ার বুকে টিকে থাকতে হলে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এর বিকল্প নেই। ঐক্যবদ্ধ হলেই মুসলমানদের পাশে এমন একটি শক্তি আসবে, যা আমাদের কারও কল্পনাতেই নেই। আর সেই শক্তি হল আল্লাহর শক্তি। আল্লাহর শক্তির সামনে সেদিন ইনশাআল্লাহ সবকিছু তছনছ হয়ে যাবে।

চালাক আর বুদ্ধিমানের পার্থক্য

আজ বিশ্ব মোড়লেরা চালাকি করে মুসলমানদের হেনস্তা করছে। তাদের চালাকি অচিরেই ধরা পড়বে, তখন তারা ইনশাআল্লাহ পালাবারও পথ খুঁজে পাবে না। তবে এজন্য মুসলমানদেরকে তাদের চালাকির মোকাবেলা করতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে।

www.pathagar.com

এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার, চালাক আর বুদ্ধিমান কিন্তু এক জিনিষ নয়। পবিত্র কুরআনে মহিলাদের চালাক বলা হয়েছে। আবার হাদীসে তাদেরকে বলা হয়েছে বুদ্ধিমান। তাই বুঝা গেল চালাক আর বৃদিদ্ধমানের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য একটি ঘটনার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাবে।

এক দুর্বল মানুষ বেশ কায়দা খাঁটিয়ে এক পাহলোয়ানকে নীচে ফেলে দিয়ে তার বুকে চড়ে বসল। পাহলোয়ানের বুকে চড়ে বসে সে কাঁদতে শুরু করল। মানুষ প্রশ্ন করল, আরে ভাই! তুমি এত শক্তিশালী একজন পাহলোয়ানকে কাবু করে তার বুকে বসে রয়েছ। এখনতো তোমার খুশী হওয়ার কথা। তা না করে তুমি তার বুকের উপর বসে কান্নাকাটি করছ কেন? ঐ ব্যক্তি বলল, ভাই একে তো কাবু করেছি চালাকি করে। এখন তার বুক থেকে উঠে গেলেই তো সে আমাকে চির জীবনের জন্য শেষ করে দিবে।

ঠিক একই কথা বলা যায় পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে। এরা চালাকি করে মুসলমানদের নীচে ফেলে দিয়েছে। মুসলমানরা যদি একবার কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারে, তাহলে তাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। তাই তারা এখন কান্নাকাটি শুরু করেছে। যেখানে মুসলমানরা মাথা সোজা করে দাঁড়াতে চাচ্ছে, সেখানেই তারা বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে মুসলমানদের দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এখন তারা খালেছ দ্বীনি শিক্ষার কেন্দ্র মাদ্রাসাগুলোতে অস্ত্র তালাশ করছে। তালিবান তালাশ করছে।

মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধভাবে জেগে উঠলে সকল শক্তি পরাস্ত হবে

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহ তাআলার শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানরা যখন জেগে উঠবে, তখন তাদের মাথা নত হবেই। তালিবান আল কায়েদা বলে, অস্ত্র তালাশ করে কোন লাভ হবে না। মুসলমানদের বড় শক্তি হল- 'আল্লাহ।' 'আল্লাহ' এতবড় শক্তি বুখারী শরীফের একটি হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হয়। সরকারে দু'আলম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাগানে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। তরবারীটা তাঁর মাথার উপর খেজুর গাছের ঢালে ঝুলিয়ে রেখে। ঠিক এই মুহূর্তে চুপিসারে এক কাফের বৃক্ষ থেকে তরবারীটা হাতে তুলে নিয়ে তরবারী উঁচিয়ে উচ্চস্বরে বলে উঠল- ওহে মুহাম্মদ! এবার বল- তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন- 'আল্লাহ।'

www.pathagar.com

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে 'আল্লাহ' শব্দটি শোনার সাথে সাথে তার হৃদকম্পন শুরু হল। সেই সাথে তার হাত কাঁপতে কাঁপতে তরবারীটা মাটিতে পড়ে গেল।

আল্লাহর নামের শক্তি যে কত বেশী মুসলমানরা যদি তা আঁচ করতে পারত, এই শুভ বুদ্ধি যদি তাদের অন্তরে উদিত হত, তাহলে পাশ্চাত্যের চালাকি তার সামনে কোনদিনই টিকে থাকতে পারত না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঠিকভাবে তাঁকে জানার এবং তার দ্বীনের উপর চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

[অনুলিখনঃ মুহাম্মদ দেলাওয়ার হোসাইন]

www.pathagar.com

হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)
ইসলামী আন্দোলনের নবজীবনের রূপকার

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة . صدق الله العظـــيم . و صـــدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

মহান আকাবির ও হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)

আকাবিরগণের জীবনালোচনা আমাদের চলার পথের পাথেয় ও আলোকবর্তিকা। তাঁদের জীবনের পরতে পরতে অজস্র সবক ও শিক্ষা আমাদের জন্য ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁদের জীবনে পূর্ণাঙ্গতা ছিল। সব দিক থেকেই তাঁরা ছিলেন পরিপূর্ণ। তাঁদের জীবনের যে কোন শাখা ও দিক সম্পর্কে পাতা উল্টালে আমরা তাঁদেরকে নমুনা ও আদর্শরূপে দেখতে পাই। একারণেই আকাবিরগণের জীবনালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হচ্ছে, তাঁদের জীবনের একটি দু'টি বিভক্ত অংশকেই আলোচনায় ও চর্চায় সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁদের গোটা জীবনকেই, জীবনের নানা শাখা ও বৈশিষ্ট্যকেই আলোচনায় ও আলোকপাতে নিয়ে আসা। তাঁদের সাধনাদীপ্ত ছাত্রজীবন, তাঁদের পরিশ্রম ও কুরবানীসমৃদ্ধ শিক্ষকতা ও কর্মজীবন এবং তাঁদের নিষ্ঠা ও সাহসিকতাপূর্ণ রাজনৈতিক জিহাদী জীবনকে সমানভাবে উপস্থাপন করে যাওয়াই তাঁদের জীবনালোচনার একটি সফল ও স্বার্থক ধারা। তাঁদের বরকতপূর্ণ জীবনের সঠিক চিত্র ও মেযাজ, সঠিক রূপ ও অবদান এছাড়া যথার্থভাবে ফুটিয়ে তোলা কঠিন।

আমাদের আকাবিরগণের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগের এক বিস্ময়কর সাধক ও সংগ্রামী পুরুষ, যুগশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্ হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) সম্পর্কে এ আলোচনায় কিছু আলোকপাতের ইচ্ছা পোষণ করি। তাঁর জীবনের পুরোটাই ছিল সাধনা, লিল্লাহিয়্যাত ও আল্লাহ্ নির্ভরতার আধার। তাঁর ছাত্র ও শিক্ষকতার জীবন সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি, আলোচনা ও চর্চাও হয়। আজ আমি প্রধানত তাঁর রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে দু-একটি বিষয় আলোকপাত করব।

দ্বীনী তা'লীম

হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) সম্পর্কে আলোচনা শুরু করতে গেলেই আরো একজন সাধক ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ চলে আসে। তিনি হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব হুযূর (রহ.)। এই দুই বুযুর্গের মধ্যে আমরা আকাবিরগণের কামালাতের পূর্ণাঙ্গ উপস্থিতি লক্ষ্য করেছি। তাঁদের জীবনে আমরা সমন্বয়ের মাধুর্য প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের পথ চলার জন্য তাঁদের দু'জনের জীবনাদর্শই যথেষ্ট। তাঁদের জীবনের পৃষ্ঠাগুলো খুলে পথ চলতে থাকলে সহজেই আমরা গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারব। হযরত ছদর সাহেব (রহ.)-এর খেদমত তো বহুমুখী। লিখনীর যে খেদমত তিনি করে গেছেন, বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য তা এক অমূল্য সম্পদ। তার লিখিত ও

www.pathagar.com

অনূদিত প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রয়েছে। 'বেহেশতী যেওর' আজও এদেশের প্রতিটি মুসলমানের ঘরে ঘরে পঠিত হয়। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর প্রজ্ঞা ও এলমের ভাণ্ডারকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় খেদমতটি করেছেন হযরত ছদর সাহেব হুযূর (রহ.)।

উপরোক্ত দু'জনের সঙ্গে আরো এক মহান মনীষীর নাম চলে আসে। তিনি হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্‌হাব সাহেব পীরজী হুযূর (রহ.)। এই তিন মনীষী একই সঙ্গে সাহারানপুর-দেওবন্দে পড়েছেন এবং হাকীমুল উম্মাহ্ হযরত থানবী (রহ.)-এর দরবারে তারবিয়ত হাসিল করেছেন। ফারাগাতের পর তাঁরা তিনজনই দেশে এসে দ্বীনী খেদমতের নিয়ত করলেন এবং এবিষয়ে হযরত হাকীমুল উম্মাহকে অবহিত করলেন। হাকীমুল উম্মাহ্ (রহ.) যখন জিজ্ঞাসা করলেন— [দরসী কিতাবের জ্ঞান সংরক্ষণের উপায় সম্পর্কে তোমরা কী ভেবেছো?] তাঁরা জবাব দিলেন—'যদি কোন তালিবে ইলম পাই, তাহলে পড়াব। আর যদি না পাই, তাহলে আমরা তিনজনই তাকরার করব।' তাঁদের এই অঙ্গীকার ও দৃঢ়তাপূর্ণ উত্তরে হযরত হাকীমুল উম্মাহ (রহ.) মুগ্ধ হলেন এবং বললেন—'বহুত্ হি মুবারক খেয়াল'।

এরপরই এই তিন মনীষী প্রায় একই সঙ্গে দেশে আসলেন। প্রথমে ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার জামিয়া ইউনুসিয়ায়, পরবর্তীতে খুলনার গজালিয়া হয়ে ঢাকায় এলেন। বড় কাটারা মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হলো। লালবাগ জামিয়া কুরআনিয়া প্রতিষ্ঠিত হল। ফরিবাদাবাদ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হল। শেষোক্ত দু'টি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন হযরত ছদর সাহেব হুযূর (রহ.) এবং হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)। হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) জীবনের শেষ বেলায় আরো একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করলেন। সেটি হল কামরাঙ্গীরচর মাদরাসায়ে নূরিয়া, যেমন গোপালগঞ্জের গওহরডাঙ্গায় ছদর সাহেব হুযূর (রহ.) প্রতিষ্ঠা করেছেন খাদেমুল ইসলাম গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসা। হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) জীবনের শেষ বেলায় আরো একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সেটি হচ্ছে, লক্ষীপুরে নিজ গ্রাম লুধুয়ায় ইশাআতুল উলূম মাদ্রাসা। মোটকথা, এই তিন বুযুর্গ, এই 'আকাবিরে সালাসা' দেশে ফিরে এসে, দরসী তালীমের পিছনে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিলেন।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, দ্বীনি তালীম, ছাত্র গড়া তথা দরসিয়াতের খেদমতে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর ভূমিকা ছিল বিশাল ও ব্যাপক। কর্মজীবনের শুরু থেকে একদম ওফাত পর্যন্তই তিনি দরসিয়্যাতের খেদমতে নিযুক্ত ছিলেন। বরং বলা চলে এক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে তিনি অধিক বিভোর ও আত্মনিমগ্ন ছিলেন। পরিস্থিতির অনুকূলতা-প্রতিকূলতার কোন কিছুই তিনি তোয়াক্কা করননি। সব সময় বিরতিহীনভাবে ইলম বিতরণের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। নিয়মিত ছাত্র জীবনের শেষে কামরাঙ্গির চরে আমি তাঁর নিকট একা বুখারী শরীফ আরেকবার পড়েছি—কয়েক পারা। বুখারী শরীফের সেই নুসখাটি ছিল মাওলানা

www.pathagar.com

ইসহাক বর্ধমানী (রহ.)-এর, যা তিনি হযরত হাকীমুল উম্মাহ থানবী (রহ.)-এর নিকট পড়েছেন। তালিবে ইলম সম্পর্কে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর বক্তব্য ছিল—গভীর পানির ভিতরে মাছ যেমন, তালেবে ইলমদের অবস্থাও তেমনি হওয়া উচিত। অর্থাৎ একমাত্র লেখা-পড়া ব্যতীত তারা যেন অন্য কোনদিকে মনোযোগ না দেয়।

রাজনীতিতে তাঁর পদার্পণের সূচনা

আসলে ইল্‌মে দ্বীন বিতরণ ও দরসিয়্যাতের তাহাফ্‌ফুযে তিনি এত গভীরভাবে নিমগ্ন ও নিমজ্জিত ছিলেন যে, রাজনৈতিক জীবন ও ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর ময়দানে অবতরণের ঘটনাটিকে বাহ্যিকভাবে তাঁর স্বভাব ও রুচির স্বাভাবিক কোন পরিণতি হিসাবে চিহ্নিত করার সুযোগ থাকে না। তথাপি এটাই বাস্তব ও এটাই সত্য যে, জীবনের শেষ বেলায় এসে তিনি রাজনীতির ময়দানে প্রত্যক্ষ্যভাবেই অবতরণ করলেন এবং অত্যন্ত অল্প সময়ে চারদিকে আলোড়ন তুললেন। দেশের রাজনৈতিক ধারা ও কর্মকান্ডের ইতিহাসে ভিন্ন ও অনন্য একটি বৈশিষ্ট্য স্থায়ীভাবে এঁকে দিয়ে গেলেন। তাঁর রাজনীতি প্রচলিত ধারার রাজনীতি ছিল না। ইসলামী বিধানকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য এক দরদপূর্ণ আন্দোলনের তিনি সূচনা করেছিলেন।

প্রত্যক্ষভাবে ময়দানে অবতরণের আগে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে তাঁর কোন প্রকার ভূমিকাই ছিল না, এমন নয়। তখনও তাঁর মাঝে ফিকির ও বেচাইনি ছিল। সেটি প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন শাসকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত ও তাদের সতর্কীকরণের ঘটনা থেকে। জেনারেল আইয়ূব খানকে সতর্কীকরণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল। বিশেষত বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর মরহুম জিয়াউর রহমান যখন ক্ষমতায় তখন তাঁকে কয়েকবার তিনি খোলা চিঠি প্রদান করেছিলেন। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ জন শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামসহ জিয়ার সঙ্গে একবার তিনি সাক্ষাত করেন বঙ্গভবনে। সেখানে আমিও ছিলাম। হুযূর জিয়াকে দীর্ঘ প্রায় এক ঘন্টা নসীহত করেন। দরদপূর্ণ সেই নসীহত সমীহ ও মনোযোগের সঙ্গে জিয়া শুনেন। এর মধ্যেই রাষ্ট্রীয় জরুরী কোন কাজে জিয়াউর রহমান উঠে যেতে চাইলে হুজুর তাকে 'বসেন' বলে তার হাত ধরে বসিয়ে দেন। অত্যন্ত আদবের সাথে জিয়াউর রহমান অনুমতি চেয়ে দু'মিনিটের জন্য উঠে যান এবং আবার এসে বসেন। একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ কর্ণধার হওয়ার কারণে কী কী দায়িত্ব তার ওপর বর্তেছে এবং কী কী কাজ তার করা উচিৎ, এ বিষয়ে দিল ভরে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) তাকে নসীহত করেন।

রাজনীতিতে তিনি অবতরণ করলেন ১৯৮১ সনের ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। সেই সময় থেকে নিয়ে তাঁর ওফাত

www.pathagar.com

পর্যন্ত আমি তাঁর পাশেই ছিলাম। সব সময়; সফরে-হযরে ; দেশে-বিদেশে। দেশের ভিতরে প্রায় সবগুলো সফরে আমি তাঁর সাথে সাথে থাকতাম। বিদেশেও, ইরান-ইরাক, সৌদি আরব, লণ্ডন সফরে আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তাঁর গোটা রাজনৈতিক মিশন, আন্দোলন, দরদ ও ব্যস্ততা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমার অনুভূতি হল, এদেশে ইসলামী আন্দোলন তথা রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সোচ্চার আওয়াজ তো অনেক দূরের বিষয়, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কোন দাবী ও ইস্যু নিয়ে কথা বলার বিষয়টাও শংকা ও ঝুঁকিমুক্ত ছিল না। পঁচাত্তরের পর থেকে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটলেও পরিস্থিতির ব্যাপক কোন রদবদল ঘটে নি। একটি নির্জীব অবস্থা, অনিবার্য অবরুদ্ধতা হক্কানী উলামায়ে কিরামের প্রায় সকলকেই ঘিরে রেখেছিল। কিন্তু ১৯৮১ সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) ময়দানে অবতরণের পর থেকেই সেই অবরুদ্ধতার অবসান হতে থাকে এবং অতি দ্রুত সংগ্রাম ও সাধনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়ে যায়। বাংলাদেশের আলেম সমাজের উপর হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর এ এক অপরিশোধ্য ইহ্সান ; বদ্ধ দুয়ার খুলে দিয়ে তিনি তাঁদেরকে সম্মান ও মর্যাদার সাথে দ্বীনী কাজে নিমগ্ন হওয়ার, দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুক্ত থাকার উপায় বের করে দিয়ে গেছেন। তা না হলে আজকের পরিস্থিতি আলেম-উলামার জন্য অনেক বেশী নাজুক হত। তিনি যথার্থই বলেছিলেন—এদেশের আলেম-উলামাগণ যদি না নামেন আমার ভয় হয়, বাংলাদেশটা একদিন সমরকন্দ-বুখারা হয়ে যাবে।' রাজনীতির ময়দানে তাঁর অবতরণের তাৎপর্য তুলে ধরতে গিয়ে সবচেয়ে গভীর ও তাৎপর্যমণ্ডিত যে কয়েকটি কথা তিনি বলেছিলেন, আমি মনে করি তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সে কথা কয়টি সকলেই সামনে রাখবেন। তিনি বলেছিলেন—'আমি নিজের পক্ষ থেকে এই ময়দানে নামি নাই।' ইতিপূর্বে ময়দানে না নেমে তিনি এখন কেন নামলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন—'ক্ষমতা দখল আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য ইসলামী আন্দোলনের পথ সুগম করা।' বলেছিলেন— 'আমার মুরব্বীগণ যখন ময়দানে সক্রিয় ছিলেন তখন আমার এ ময়দানে নামার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন তাঁদের কেউ দুনিয়াতে না থাকায় এবং ময়দানে প্রয়োজন ও শূণ্যতা থাকায় আমাকে প্রত্যক্ষভাবে নামতে হয়েছে।'

ইসলামী শাসন ও আন্দোলনের ধারাবাহিকতা

নবুওয়াতের যুগের পর শাসন ব্যবস্থার আঙ্গিকে মুসলমানদের উপর মৌলিকভাবে তিনটি যুগ অতিবাহিত হয়েছে। প্রথম যুগটি হচ্ছে খেলাফতে

www.pathagar.com

রাশেদার যুগ। সে যুগে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ উপস্থিতি ছিল। এরপরের যুগটি প্রায় এক হাজার বছরের একটি যুগ ও কাল। সেটি হচ্ছে 'সালাতীনে ইসলামের' যুগ। এ যুগটিতেও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের উপস্থিতি ছিল। কুরআন ও হাদীসকে তখনও আইন-কানূনের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করা হত। কিন্তু সব শাসকের ব্যক্তি চরিত্র ও রুচি তখন পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ছিল না। সুলতান ও বাদশাহদের কেউ কেউ ছিলেন নূরুদ্দীন জঙ্গী (রহ.), সালাহুদ্দীন আইয়ূবী (রহ.), আওরঙ্গজেব আলমগীর (রহ.)-এর মত অনেক উঁচু স্তরের বুযুর্গ। আবার কেউ কেউ ফাসেক, ফাজেরও ছিলেন তাদের মধ্যে। তবে বিষয়টি কেবল ব্যক্তি চরিত্রের পর্যায়েই ছিল সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে আইন হিসাবে বরণ ও গ্রহণ করা হত তখনও। এরপর আসে গোলামী ও দাসত্বের যুগ। সুলতান ও বাদশাহদের অযোগ্যতা ও অনৈতিকতার কারণে মুসলমানদের উপর দাসত্বের একটি কষ্ট-যুগের সূচনা হয়। মুসলিম দেশগুলো পরিণত হয় ইউরোপীয় সম্প্রদায়সমূহের একেকটি উপনিবেশে। এই দাসত্ব কোথাও সরাসরি চেপে বসে, কোথাও চেপে বসে মধ্যস্থতার ভিত্তিতে। তখনই প্রথম রাষ্ট্রীয় আইনে ইসলামের অনুপস্থিতি ঘটে মুসলিম দেশগুলিতে। এ অবস্থাটি যে শুধু ভারতবর্ষে ঘটে তা নয়, বরং গোটা মুসলিম বিশ্বকেই এ দুরবস্থা গ্রাস করে নেয়। আমরাও প্রায় দু'শ বছর গোলামীর যুগে বাস করেছি।

এবং এই তৃতীয় যুগে এসেই আমাদের আকাবিরগণ প্রত্যক্ষ ও সর্বাত্মক সংগ্রামের সূচনা করেন। তাত্ত্বিক, আদর্শিক ও সরাসরি জিহাদে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁদের এই জিহাদের মূল লক্ষ্যই ছিল দু'টি। দাসত্ব দূর করে স্বাধীনতা অর্জন করা এবং মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করা। তাদের এই সংগ্রামও এক পর্যায়ে এসে কেবল ভারতবর্ষ কেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ না থেকে গোটা মুসলিম বিশ্বকেই দাসত্বের রাহুমুক্ত করে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার ব্যাপক জিহাদে পরিণত হয়।

অপরদিকে আকাবিরগণের এই সংগ্রামেরও ছিল তিনটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়টি ছিল হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)-এর 'দারুল হরব' এর ফতোয়া প্রদান এবং সে আলোকে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.)-এর অব্যাহত জিহাদী আন্দোলন। আঠার শ' তিন থেকে আঠার শ' একত্রিশ পর্যন্ত। হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (রহ.) গোটা উপমহাদেশের সকল প্রান্ত থেকে সংগৃহীত তাঁর শিষ্য-শাগরিদের জিহাদী কাফেলা নিয়ে জিহাদ করতে করতে আঠার শ' একত্রিশে বর্তমান বেলুচিস্তানের 'বালাকোট' প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করেন।

কিন্তু এই আন্দোলন থেমে যায় নি। মুসলমান আসলেই মরেও মরে না। কী কঠিন পরিস্থিতি, প্রতিকূলতা ও সংকট তখন চারদিকে! এর মধ্যেই জিহাদ চলেছে, সংগ্রাম চলেছে, লড়াই চলেছে। জিহাদ ও সংগ্রামের সেই রক্তঝরা ধৈর্য

www.pathagar.com

সাহসিকতামন্ডিত শতাব্দীকালের ইতিহাস আমাদের নিরাশা ও হতাশা বন্ধ করার এক অব্যর্থ মহৌষধ, সংগ্রামের পথে পথ চলার এক সাহসী, উপযোগী ও অনুপম আদর্শ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রাম ও লড়াইয়ের ঘটনা অবিরত ঘটতেই থাকে। এরই মধ্যে এ জিহাদের দ্বিতীয় ধাপ সূচিত হয় আঠার শ' সাতান্নর শামেলীর যুদ্ধে। 'সিপাহী বিপ্লব'ও ছিল এ সকল সংগ্রামী উলামায়ে কিরামের প্রেরণা ও অংশগ্রহণের ফল। এ সময়েই উত্তর প্রদেশের 'শামেলী' নামক স্থানে বৃটিশ ফৌজের ক্যাম্পে হামলা করে স্বাধীনতা অর্জন করে একটি ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রও সাময়িকভাবে কায়েম করা হয়। এ জিহাদী আন্দোলন ও রাষ্ট্রের আমীরুল মুমিনীন ছিলেন হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রহ.), সিপাহসালার ছিলেন হযরত কাসিম নানুতুবী (রহ.) এবং প্রধান বিচারপতি ছিলেন হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) অল্পকাল পরেই এ আন্দোলন বাহ্যিকভাবে ব্যর্থ হয়। হযরত হাজী সাহেব (রহ.) মক্কা শরীফে হিজরত করেন। হযরত নানুতুবী (রহ.) আত্মগোপন করেন এবং হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) গ্রেফতার হয়ে যান। পরবর্তীতে মুক্তি লাভ করেন। আঠার শ' ছিষট্টিতে তাঁদের হাতেই দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই জিহাদের তৃতীয় ধাপ সূচিত হয় দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান (রহ.)-এর নেতৃত্বে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। ভারতবর্ষ, তুরস্ক, মক্কা-মদীনাসহ গোটা মুসলিম বিশ্বকে উপনিবেশ মুক্ত করে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 'তাহরীকে রেশমী রুমাল' বা 'রেশমী রুমাল আন্দোলন' সংঘটিত হয়। মাল্টার কারাগারে তিনি বন্দি হন। তাঁর সঙ্গে বন্দী হন তাঁর শাগরিদ হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)। এ সংগ্রাম ছিল বৃটিশকে তাড়ানোর সর্বশেষ সংগ্রাম। এ সংগ্রামের অব্যাহত বিকাশ ও ধারাবাহিকতার ফলেই ইংরেজ বেনিয়া শক্তি ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

জিহাদ ও আন্দোলনের এই তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র দেশ এবং সে দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার দাবি জোড়ালোভাবে উচ্চারিত হয়, উচ্চকিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের মূলভিত্তিই হয়ে উঠে—পাকিস্তানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার। কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করার পিছনে হাকীমুল উম্মাহ হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বিশেষ প্রজ্ঞাপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি তাঁর প্রাজ্ঞ শিষ্য ও শাগরিদ হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহ.)-কে কায়েদে আযমের নিকট একাধিকবার পাঠান এবং এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বলা হয়ে থাকে যে, কায়েদে আযমের মাঝে ইসলামের যতটুকু উপস্থিতি ছিল তা হযরত থানবী (রহ.)-এর উসিলাতেই এসেছিল।

www.pathagar.com

এ পর্যায়ে উনিশ শ' সাতচল্লিশে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। ভারতবর্ষের একটি অংশ 'ভারত' নামেই থেকে যায় এবং দু'দিকে ছড়ানো অপর একটি অংশ নিয়ে 'পাকিস্তান' নামে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান-পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে আলেমগণের ভূমিকা ছিল বিশাল ও ব্যাপক। এরই ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) এবং পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহ.)। দু'জনই ছিলেন হযরত হাকীমুল উম্মাহ (রহ.)-এর খাছ শাগরিদ। আর এসবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল একটিই এবং সেটি হচ্ছে নবগঠিত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্ররূপে গঠন করা। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ও উচ্চারিত নীতি-ই তাঁদেরকে এবং তাঁদের সঙ্গের সকল উলামায়ে কিরামকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু দুঃখজনক হল দু'শ বছরের ইংরেজ-দাসত্বের সমাপ্তি ঘটলেও দেশ চলতে থাকে ইংরেজের চালু করা আইনে, ইসলামী আইনে নয়। নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠির পক্ষ থেকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং পাকিস্তানের বিরাট একটি সমৃদ্ধ অংশ—পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জুলুম-অত্যাচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ভেঙ্গে যায় চব্বিশ বছর পর। উনিশ শ' একাত্তরে। মুক্তিযুদ্ধ হয়। বাংলাদেশ গঠিত হয়। নতুন আরেকটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একাত্তরোত্তর পরিবেশে নতুন একটি কথা উচ্চারিত হয়—'দেশ স্বাধীন হয়েছে সেক্যুলারিজমের জন্য, ইসলামের জন্য নয়।'

তাঁর রাজনীতির মূল পটভূমি

হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর রাজনৈতিক আন্দোলনের মূল্যায়ন এখান থেকেই শুরু করা যায়। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনিই প্রথম তাত্ত্বিকভাবে, সচেতনভাবে এই আওয়ায তুলেন যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় যে অঙ্গীকার করা হয়েছিল, সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের দায় ও দায়িত্ব এখনও রয়ে গেছে। ইংরেজ বেনিয়াদের কবল থেকে অব্যাহত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশটাকে মুক্ত করেছেন আমাদের আকাবিরগণ। ইসলামের নামেই এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যই। সুতরাং বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দীর্ঘকাল ধরে আমরা যে ওয়াদা ভঙ্গ করে চলেছি, ওয়াদা ভঙ্গের যে গোনাহ করে চলেছি, সে গোনাহ্ থেকে তওবা করতে হবে। ওয়াদা পূরণ করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালে আওয়ামী লীগের যে ছয় দফা ছিল এবং যেই ছয় দফার ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচিত হয়েছে সেখানে ট্যাক্স, মুদ্রা, আর্মি, পররাষ্ট্রসহ কিছু বিষয়কে ভিন্ন করার দাবি ছিল। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি সেকুলারিজম-ধর্মনিরপেক্ষতার অনুকূলে কোন দফা ও শর্ত ছিল না। তা

www.pathagar.com

থেকে এ সত্যকে স্পষ্ট করে গ্রহণ করা যায় যে, পাকিস্তানের সঙ্গে ইসলামের যে সম্পৃক্ততা, ইসলাম প্রতিষ্ঠার দায়-দায়িত্বগত দাবী যে পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত পাকিস্তানের সেই ম্যাপটিই একাত্তরোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশের সীমানা। পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল لا إله إلا الله محمد رسول الله এই ঘোষণা দিয়ে। সেই পাকিস্তানই ভাগ হয়েছে। দুই ভাইয়ের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ ও সংগ্রামের ফলে সম্পত্তি ভাগ হলে যা হয়, পূর্বের সম্পত্তিই বিভক্ত হয়ে দু'জনের কাছে যায় এবং পূর্বের সম্মত্তির উপর যে দায়-দায়িত্ব থাকে তা পরবর্তীতেও যার যার ভাগে বর্তায়। সে হিসাবেই বাংলাদেশের উপরও পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে অপূরণকৃত দাবি ও অঙ্গীকার ছিল, তা পূরণ করার দায় চলে আসে। একথাটিই সবচেয়ে জোরালো ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)। তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এদেশে সেক্যুলারিজমের দাবিটি সঠিক নয়, সত্য নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না করে ওয়াদাভঙ্গের যে গোনাহ আমরা করে চলেছি তা থেকে মুক্ত হওয়ার পথ হচ্ছে এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা।

হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর পূর্বে, পাকিস্তান আমলে এ অঞ্চলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য যেসকল বরেণ্য মহান ওলামায়ে কেরাম কাজ করেছেন, তাঁদের ভূমিকা বিরাট ও ব্যাপক। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণদায়িত্ব তাঁরা পালন করে গেছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু একাত্তরোত্তর সেক্যুলারিজমের দাবি ও আবহের মধ্যে আকাবিরগণের দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতা, উত্তরাধিকার, অঙ্গীকার ও দাবী পূনঃ উচ্চারণের যে খেদমত তিনি করেছেন, এক কথায় এ অঞ্চলে ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এটি ইসলামী আন্দোলনের নব জীবনের রূপদানের তাৎপর্যময় ঘটনা। ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ও অবদানকে চিহ্নিত করতে হলে এই পটভূমি সামনে রেখেই করতে হবে। মূলত হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) এর ফতোয়া থেকে নিয়ে রেশমী রুমাল আন্দোলন ও উনিশ শ' সাতচল্লিশ সন, বৃটিশ বেনিয়া মক্তির উচ্ছেদ অভিযান থেকে নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলন, আকাবিরে দ্বীনের এই ধারাবাহিক সংগ্রামের নির্যাস ও চেতনা নিয়েই তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। মুসলিম দেশগুলো থেকে পাশ্চাত্যবাদ, ইংরেজতন্ত্র ও পশ্চিমানুগত্য উচ্ছেদ করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের স্বপ্ন ও সংগ্রামই ছিল তাঁর সাধনা। উনিশ শ' একাশি সন থেকে তাঁর ওফাতের পূর্ব মুহূর্ত—উনিশ শ' সাতাশি সনের সাতই মে-র দুপুর—পর্যন্ত তিনি তাঁর এই সাধনায় সর্বাত্মক নিয়োজিত ছিলেন।

হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) বলতেন, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পনী এ দেশ থেকে ইসলাম বিদায় করেছে। এ দেশ থেকে তাই ইংরেজিয়্যাত বিতাড়িত করে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সূচনা করতে হবে। উল্লেখ্য, হযরত মাওলানা

শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) পাকিস্তান আন্দোলন চলাকালে ঢাকার জিঞ্জিরায় বক্তব্য দানকালে বলেছিলেন—বৃটিশ শক্তি নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ক্ষমতাচ্যুত ও হত্যা করে সতের শ' সাতান্ন সনেই এ অঞ্চলকে পরাধীন করেছিল এবং বৃটিশ শাসন কায়েম করেছিল। এ অঞ্চলই ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের আগে বৃটিশের দাসত্বের অধীনে চলে যায়। তাই ভারতবর্ষের অন্য যে কোন অঞ্চলের তুলনায় এ অঞ্চলেই সর্বাগ্রে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা ও হক্ব সবচেয়ে বেশী।

তাঁর আন্দোলনের রূহ

হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর রাজনীতিতে অবতরণের দিন থেকে নিয়ে পরিচালিত তাঁর সকল কর্মকান্ডের প্রাণসত্তা ও স্বরূপ ফুটে উঠেছে কুরআনে কারীমের পাঁচটি আয়াতের মর্ম থেকে। এই পাঁচটি আয়াতের মর্মকে তাঁর রাজনীতির রূহ বা আত্মা বলা যেতে পারে।

তিনি যখন রাজনীতিতে নামেন তখন কেউ তাঁর সাথে থাকতে রাজি ছিল না। আমরাও প্রথম পর্যায়ে বিরোধিতা করেছি। কিন্তু তিনি কারো উপর ভরসা করে এ ময়দানে নামেন নি। ভরসা ছিল কেবল আল্লাহ্ তা'আলার উপর। আগের রাতে প্রায় তিনঘন্টা যুক্তি দিলাম, এই শেষ বয়সে তাঁর রাজনীতিতে নামার বিপক্ষে। তিনি পরের দিন আমাদের নিয়ে চট্টগ্রামে গেলেন এবং বক্তব্যের শুরুতে তিলাওয়াত করলেন—

فقاتل فى سبيل الله لاتكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين.

[আপনি আল্লাহ্‌র রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন। আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কারো যিম্মাদার নন। আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। -সূরা নিসা-৮৪

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা এই কথাটিই বলেছিলেন। হক্বের পথে সঙ্গী না পেলে, একা হলেও চলতে হবে।

বায়তুল মুকাররমের প্রথম নির্বাচনী সভাতে তিনি তিলাওয়াত করলেন—

وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون .

[এবং তোমরা সকলেই আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। -সূরা নূর-৩১]

ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার ওয়াদাভঙ্গের গোনাহ এবং পাশ্চাত্যের রাজনীতি অনুসরণের ভয়াবহ পাপ থেকে তওবার আহ্বান তিনি রেখেছিলেন। পাশ্চাত্যে রাজনীতির মর্ম হচ্ছে তিনটি বিষয়। মিথ্যা এমনভাবে বলতে থাকা যেন তা

www.pathagar.com

সত্যে পরিণত হয়। আপসে ঝগড়া লাগিয়ে রেখে মাতব্বরি করে যাওয়া এবং প্রয়োজন হলে গাধাকে বাপ ডাকা এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে বাপকে গাধা ডাকা। আমার উপলব্ধিতে এটাই হল পাশ্চাত্য-রাজনীতির সারকথা। হুযূর এ থেকেই তওবা করে ইসলামী রাজনীতি গ্রহণ করে নেওয়ার আহ্বান রেখেছিলেন।

উনিশ শ' একাশি সনের নির্বাচনের পর লালবাগ শায়েস্তাখান হলে সারা দেশ থেকে আগত কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করলেন—

إني جاعل في الارض خليفة.

[নিশ্চয়ই আমি দুনিয়াতে প্রতিনিধি পাঠাব। -সূরা বাক্বারা-৩০]

খলীফা থেকে খেলাফত। আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বের কাজ দুনিয়াতে করতে হবে, খেলাফত আন্দোলনের কর্মীদেরকে, সকল মুসলমানকে—এই আহ্বান তিনি সেখানে রেখেছেন।

এরশাদ সরকারের সামরিক শাসনের যুগে সারাদেশের আলেম-উলামাদেরকে কামরাঙ্গীর চরে তিনি ডাকলেন এবং তিলাওয়াত করলেন—

يا ايها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين .

[হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সাদেকীনদের সাথে, নেককারদের সাথে থাক। -সূরা তওবা-১১৯]

আল্লাহ্‌কে ভয় করা এবং সৎলোকের সঙ্গ গ্রহণ ও সৎ লোককে আগে বাড়ানোর কথা এই আয়াতে ধ্বনিত হয়েছে। সরকারের সাথে কিছুদিন যাবৎ থেকে দেখছি, সরকার যে বাজেট দেয় এগুলো যদি সঠিকভাবে এলাকায় যায় তাহলে এতটাই উন্নতি হবে যে, অন্য কোন চেষ্টাই করতে হবে না। পাঁচ কোটি টাকা এলাকায় যেতে যেতে পঞ্চাশ লাখ হয়ে যায়। এজন্যই সৎ লোককে আগে বাড়ানোর বিষয়টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চট্টগ্রামের এক কর্মী সম্মেলনে হুযূর আমাদেরকে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিলাওয়াত করলেন—

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم . فان تنازعتم فى شيئ فردوه إلى الله والرسول أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر .

[হে ঈমানদরগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র অনুসরণ করো এবং রাসূলের অনুসরণ করো এবং তোমাদের মধ্য হতে যারা দায়িত্বশীল তাদের অনুসরণ করো। অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, সেটাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হও। *সূরায়ে নিসা-৫৯*]

www.pathagar.com

আমীরকে মানতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে কোন সমস্যা হলে আল্লাহ্র বিধান ও রাসূল (সা.)-এর কর্মনীতি অনুযায়ী মীমাংসা করতে হবে। আসলেই এমন হলে কোন সমস্যা থাকে না।

এই পাঁচটি আয়াতের মর্মকেই হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর রাজনীতির প্রাণসত্তা হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

রাজনীতিতে তাঁর অবতরণের ফল

উনিশ শ' একাশি সনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি কি বিজয়ী হয়েছেন? বাহ্যিক হিসাবে অবশ্যই না। কিন্তু অন্য বিবেচনায় অবশ্যই তিনি বিজয়ী হয়েছেন। এবং সেই বিজয়টি হল, সারাদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আওয়াযকে বুলন্দ করা এবং আমাদের আকাবিরগণের একটি আন্দোলনের স্থবির হয়ে যাওয়া ধারাকে নব জীবন দান করা। তিনি তা করতে সক্ষম হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে দিয়ে এই মহান কাজটি করিয়েছেন।

তিনি রাজনীতিতে নেমে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও পরিবেশে সেক্যুলারিজমের যে জয়জয়কার চলছিল তার বিরুদ্ধে সফল আওয়ায ও চেতনাগত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। ইংরেজ বিতাড়িত হয়েছে, অতএব কাজ সমাপ্ত হয়েছে—এরকম আয়েশী চিন্তা ও পরিতৃপ্তির সুখ নিদ্রাকে প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করেছেন, ইংরেজিয়্যাত দূর করতে হবে, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ওয়াদাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি শাসকদেরকে, জাতির বিশিষ্ট ও সাধারণ সকল সদস্যকে ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধান কায়েমের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং এ দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েমের পক্ষে ঐতিহাসিক পটভূমি ও প্রাসঙ্গিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়া মসজিদ-মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিকতা, সম্মান ও মর্যাদা, অবস্থান ও প্রভাব তিনি নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উলামায়ে কিরামের অবস্থান ও মর্যাদাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের সাহস, বিচরণ ক্ষেত্র, অধিকার ও দায়িত্ব সম্প্রসারিত করে গেছেন।

তিনি ময়দানে অবতরণের পর উনিশ শ' সাতচল্লিশ পূর্বকাল থেকে আমাদের আকাবিরগণের দুই মহান কীর্তিমান মানুষ হযরত মাদানী (রহ.) এবং হযরত থানবী (রহ.)-এর উত্তরসূরীগণের মাঝে অনাকাঙ্ক্ষিত যে দূরত্ব বিরাজ করে এসেছে, তা অনেকাংশেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মত ও রুচির দ্বন্দ্ব এ দুপক্ষের মাঝে ব্যাপকভাবেই কমে গিয়েছিল। তিনি নিজে ছিলেন হযরত থানবী (রহ.)-এর খলীফা। কিন্তু তাঁর আন্দোলনে প্রায় সকল খোলাফায়ে মাদানী স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরীক হয়েছিলেন। হক্কানী উলামায়ে কিরাম রাজনৈতিক ময়দানে না থাকার কারণে এদেশে মওদূদিয়্যাতের প্রতি আমাদের তরুনদের ঝুঁকে পড়ার

www.pathagar.com

যে ব্যাপক আশংকা সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি সে পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। হক্কানী উলামায়ে কিরামকে ময়দানে এনে ইসলামী রাজনীতির অঙ্গনে একমত পোষণ করে কাজ করার এবং অনুসরণ করার একটি আদর্শ ধারা সৃষ্টি করেন। হিংসা, হানাহানি, কাঁদা ছুড়াছুড়ির প্রচলিত রাজনীতির অনাকাঙ্ক্ষিত ধারার পরিবর্তে কল্যাণকামীতা, সতর্কীকরণ ও তওবার রাজনীতির ধারা চালু করেছেন।

এদেশের রাজনীতি ও ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর অবদান ও ভূমিকা বিশাল ও ব্যাপক। অল্প দু'এক কথায় সে অবদানের যথার্থ প্রতিচ্ছবি উপস্থিত করা আসলেই কঠিন।

ব্যক্তি, চিন্তা, দরদ

রাজনৈতিক অঙ্গনের কথা শুনলে এখনও অনেকে আঁৎকে ওঠেন। কিন্তু এই অঙ্গনে আসার পর হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর অবস্থান ছিল এই যে, সারাদিন সফর, চৌদ্দ-পনেরটা মিটিং শেষে ক্লান্তিতে যখন সবাই শুয়ে পড়েছেন, সেসব মুহূর্তেও কখনো তাঁর তাহাজ্জুদ কাযা হত না। কখনো তাঁর জামাতে তাকবীরে উলা ফওত হত না। শেষ দিকে বার বার প্রশ্রাব হওয়ার ব্যাধি ছিল। বার বার অযূ করতে হতো। তিনি তাই করতেন। অযূ করেই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। এয়ারপোর্টে হাযির হয়েছেন। প্লেন ছাড়তে এক ঘন্টা বাকী। তিনি সেই এক ঘন্টাই নামায পড়েছেন। নামাযের মধ্যে, তিলাওয়াতের মধ্যে কী আশ্চর্য স্বাদ ও মজা যে তিনি পেতেন! হযরত ছদর সাহেব হুযূর (রহ.) বলেছিলেন- হাফেজ্জী হুযুরকে দেখে নামায শিখ।' রাজনীতির ময়দান তাঁকে ব্যতিব্যস্ত ও অন্যমুখী করতে পারে নি। বরং নামায ও তিলাওয়াতের ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা দিয়ে রাজনীতির দূষিত পরিবেশকে তিনি পবিত্র, সুন্দর ও অনন্য করে তুলেছিলেন।

অপরদিকে সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামী শিক্ষা ও চেতনার অভাব এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে অনৈসলামিক কাজ-কর্ম চালু থাকার কারণে কী পরিমাণ বেদনা ও দুঃখবোধ তাঁকে পীড়া দিতে থাকত, জাতির জন্য কী পরিমাণ দরদ তিনি পোষণ করতেন, তাঁর কাছাকাছি যারা না থাকছে তাদের পক্ষে সেটা অনুভব করা সম্ভব নয়। নোয়াখালী সফরের ঘটনা। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কষ্ট ও দুঃখে অযূ করার জন্য বসে অযূ করছেন আর কাঁদছেন। তাঁর সেই কান্না ছিল হৃদয়ের গভীর থেকে নেমে আসা।

আরেকবার দিনাজপুর সফরের ঘটনা। একটি স্কুলে গিয়ে হুযূরের সঙ্গে আমরা উঠেছি। তিনি স্কুলের বেশ কয়েকটি ছেলেকে ডেকে ডেকে নামায পড়তে পারে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করল। কালিমা পড়তে

www.pathagar.com

পারে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। তারা অজ্ঞতা প্রকাশ করল। একটি ছেলেও জবাব দিতে পারল না। এ অবস্থায় হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম, হুযূর ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবং দশ-পনের মিনিট পর্যন্ত কাঁদতেই থাকলেন। সে কান্না ছিল তাঁর বুকভাঙ্গা কান্না, তাঁর হৃদয়ছেড়া কান্না।

আমরা এতই দরদী, বেচাইন ও সাধক মানুষটিকে দেখেছি। তাঁর জিহাদ, কুরবানী, সংগ্রাম ও আপোষহীনতা দেখেছি। আকাবিরে দ্বীনের এক জ্বলন্ত ও চলন্ত এই নমুনার মাঝে আমরা কখনো কোন ভয়, শংকা, বিচ্যুতি ও স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করি নি। তিনি আসলেই তাঁর কাজ করে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর এই মকবূল বান্দাহর মাধ্যমে গোটা জাতির মেযাজ ও কর্মে বড় একটি সংস্কার আঞ্জাম দিয়েছেন।

আমাদের জন্য হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) এখন কেবল একজন ব্যক্তি কিংবা এক ব্যক্তির একটি ইতিহাস মাত্র নন। তিনি এখন, এই অস্থির, দ্বীনবিমুখ রাজনীতির জয় জয়কারের যুগে আমাদের পথ, আমাদের আদর্শ, আমাদের চিন্তা ও সংগ্রামের পাথেয়।

['হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) স্মারকগ্রন্থ'-এর জন্য প্রস্তুতকৃত পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত]

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

(অনুলিখনঃ শরীফ মুহাম্মদ)

www.pathagar.com

মুফতী ফজলুল হক আমিনী
নির্বাচিত নসীহত

الخطبة الافتتاحية

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

www.pathagar.com

মজলিসে আকাবির

দৃঢ় ঈমানের আলামত

আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ.) বলেন, একজন প্রকৃত মুসলমান এবং প্রকৃত আলেমের জন্য শুধু কুরআন-হাদীস ও ফেকাহশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনই যথেষ্ট নয়; বরং আকাবির আসলাফের জিন্দিগী অধ্যয়ন করার পরই এগুলোর বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয়।

আল্লামা মুনাযির আহসান গিলানী (রহ.) হাদীসশাস্ত্রে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দ ভর্তি হওয়ার পর তাঁর জীবনে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন- 'হাদীসের ইখতিলাফাত পড়তে পড়তে হাদীসের উপর আমার আস্থাহারা হওয়ার উপক্রম হল। এমনকি আমার ঈমান অবশিষ্ট আছে কি না, সে বিষয়েও আমার সংশয় সৃষ্টি হল।'

আল্লামা গিলানী (রহ.) বলেন, 'এক পর্যায়ে চরম অস্থিরতায় ছটফট করতে করতে আমার একান্ত উস্তাদ মাওলানা আমীর খান (রহ.)-এর কাছে হাযির হয়ে নিজের অবস্থা বর্ণনা করলাম। তিনি পরামর্শ দিলেন, তোমার এই অবস্থা তুমি শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহ.) কে জানাও।' আল্লামা গিলানী (রহ.) বললেন, 'হযরত! আমি সরাসরি তাঁর কাছে এ বিষয়ে কথা বলতে দ্বিধা করছি। এ বিষয়ে তাঁর সাথে বলতে আমার হিম্মত ও সাহস হচ্ছে না।' উস্তাদ বললেন, 'ঠিক আছে আমি নিজেই তোমাকে শায়খুল হিন্দের কাছে নিয়ে যাব।'

শায়খুল হিন্দের কাছে নিয়ে এই অবস্থা জানানোর পর তিনি আল্লামা গিলানীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'ভাই! এটি তো তোমার দৃঢ় ঈমানের আলামত। এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এ জাতীয় অবস্থায় ঈমান হারা নয়; বরং ঈমানের হেফাযত হয়ে থাকে।'

আল্লামা গিলানী (রহ.) বলেন, 'এরপর থেকে আমার অন্তর থেকে এ জাতীয় সন্দেহ সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়।'

দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার প্রভাব

কুরআন হাদীসের জ্ঞানার্জনের মূল লক্ষ্যই সর্বত্র দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি করা। আকাবির আসলাফ এ উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই দ্বীনি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর তার অবস্থা এবং পরিবেশ কেমন ছিল হাকীমুল উম্মাহ্ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তা এ ভাষায় বর্ণনা করেছেন- 'সে সময় দারুল উলূম দেওবন্দের সকল ছাত্র শিক্ষক থেকে শুরু করে একজন দারোয়ান পর্যন্ত আল্লাহর অলি ছিলেন।'

www.pathagar.com

বর্তমান সময়ে দ্বীনি প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা সে তুলনায় একেবারেই নাজুক। দ্বীনি শিক্ষা অর্জন সত্তেও, দ্বীনি পরিবেশে বসবাস করা সত্তেও আমাদের আমলী জিন্দিগী দুরস্ত হচ্ছে না।

আমার শিক্ষা জীবনের দীর্ঘ আট বৎসর সফরে হযরে মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর সংস্পর্শে অতিবাহিত হয়েছে। তিনি মুসলিম মিল্লাত বিশেষতঃ ছাত্র সমাজকে যে দিক নির্দেশনা ও রাহনুমায়ী করেছেন, তার কোন তুলনাই হয় না। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলতেন, শুধু পাঠ্য পুস্তক পড়ানোর নাম-ই শিক্ষকতা নয়; ছাত্রদের মাঝে স্বেচ্ছায় পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি করে দেয়ার নাম হল শিক্ষকতা।

এই মহান ব্যক্তিত্বের অবস্থা এমন ছিল যে, একেবারে চরম অথর্ব বেকার ব্যক্তিটিও তাঁর সামনে এসে কিছুক্ষণ বসলে মনে করত যে, আমার দ্বারা যে কোন কাজ-ই সম্ভব। এমন কোন কাজ নেই যা আমি করতে পারব না। হিম্মত এবং সাহসে আগত সকলের বুক ভরে যেত।

তাই নিজের অন্তরে উঁচু ধারণা পোষণ করা এবং হিম্মতের সাথে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রত্যেকের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া উচিৎ।

তবে একথা জেনে রাখা উচিৎ, নিজেরা নিজের রাহবার হলে আলেম হওয়া সম্ভব নয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-خير القرون قرني 'আমার যুগটা হল সর্বোত্তম যুগ।' আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বেকার যুগ ছিল شر القرون 'বর্বর যুগ, আইয়্যামে জাহিলিয়্যাত।' কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরশ পেয়ে বর্বরতার অমানিশা কেটে যায় খুব অল্প সময়ের মাঝেই। সর্বত্রই বিরাজ করে শান্তিময় এক সুন্দর পরিবেশ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আসহাবে সুফ্ফার পরিবেশে ছিলেন বলেই তাঁর থেকে ৭/৮ হাযার হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায়। আজ অবস্থা তো এমন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সূত্র উল্লেখ করা ছাড়া হাদীস বর্ণনা করা দুরূহ ব্যাপার। আসহাবে সুফ্ফার পরিবেশে থাকার কারণেই তিনি মর্যাদার এই মহান আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন- 'প্রতিষ্ঠার পর দারুল উলূম দেওবন্দের একটি সুন্দর মনোরম পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। দিনের বেলায় সেখানে ক্বালাল্লাহ এবং ক্বালার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরস হত আর রাতের বেলায় পুরো মাদ্রাসাটি রূপান্তরিত হত একটি খানকাহ হিসাবে।'

www.pathagar.com

হযরত নানুতুবীর সাথে শায়খুল হিন্দের সম্পর্ক

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহ.)-এর একান্ত শাগরিদ ছিলেন শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (রহ.)। হযরত নানুতুবী (রহ.)-এর সাথে শায়খুল হিন্দের সম্পর্ক কত গভীর ছিল, শায়খুল হিন্দ নিজেই একটি উপমা দিয়ে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় কোন ব্যক্তির ছেলের ফাঁসির হুকুম হল। যেদিন ছেলেটির ফাঁসি হওয়ার কথা ছিল, সেদিন সেই ছেলেটি তার বাবা মা'র কাছে এসে বলল, বিচারক আমাকে ক্ষমা করে মুক্ত করে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে তার বাবা মা কী পরিমাণ আনন্দিত ও খুশী হবেন?

ঠিক তদ্রুপ হযরত নানুতুবী (রহ.) দিনে যতবার আমাকে দেখতেন, ততবারই এই পরিমাণ আনন্দিত ও খুশী হতেন।

যোগ্যতাই সফলতার চাবিকাঠি

العلم عز لا ذل فيه ويحصل بذل لا عز فيه

ইলম তথা জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশাল সম্মান ও মর্যাদার জিনিষ। কিন্তু এই জ্ঞানার্জনে লাঞ্ছিত হতে হবে। নিজের মান-সম্মান বিলীন করে দিতে হবে। এ সময় মান মর্যাদার কথা চিন্তা করলে আদৌ জ্ঞানার্জন সম্ভব হবে না। নিজের যাবতীয় আমিত্ব মিটিয়ে দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার রেযা ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হবে।

লালবাগ মাদ্রাসা তথা সমগ্র বাংলাদেশের শীর্ষ আকাবির ছিলেন হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহ.), হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.), হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর (রহ.), মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান (রহ.), হযরত মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ (রহ.) এবং মুফতী আবদুল মুঈয (রহ.) সহ আরও অন্যান্য আকাবির উলামায়ে কিরাম। তাঁরা সকলেই ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম এবং আধ্যাত্মিক রাহবার। তাঁরা ত্যাগ তিতিক্ষার মাধ্যমে নিজের আমিত্ব মিটিয়ে এত উঁচু মাকাকে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাই বর্তমান যুগে আমরাও যারা দ্বীনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছি, তাদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ের মেহনত করতে হবে। চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একাগ্রচিত্তে ইলমেদ্বীন অর্জনে মনোনিবেশ করতে হবে। তাহলেই সফলতা, যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহীহ ইলম ও সমঝ দান করুন।

আল্লামা আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.) বলেন, 'মুসলমানরা অর্থের দিক থেকে অস্বচ্ছল থাকলেও ঈমানের দিক থেকে তারা বেশ বলিয়ান।' তাই

www.pathagar.com

আমাদেরকে নিজের ঈমান শানিত করার জন্য, দৃঢ় ও মজবূত করার জন্য লেখাপড়ায়, জ্ঞানার্জনে মনোযোগী হতে হবে। ইবাদত বন্দিগীতে একাগ্রতা পয়দা করতে হবে। আমরা যদি ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে আমাদের স্ব দায়িত্ব পালনে যত্নবান হতে পারি তবেই দুনিয়া আখিরাতের সফলতা আমাদের হাতে ধরা দিবে ইনশাআল্লাহ। (মজলিসে আকাবির, ২৭ এপ্রিল ০৩ইং, বুধবার)

রমযানের বয়ান-১৪২৪ হিজরী

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি

قال النبي صلي الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'আমলের প্রতিদান নিয়্যতের উপর নির্ভর করে।'

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, রূহানিয়্যাত এবং আধ্যাত্মিকতা অর্জন নিয়্যত দুরস্ত ব্যতিত সম্ভব নয়। মানব জাতির আমলের প্রারম্ভ ও সূচনা হয় নিয়্যতের মাধ্যমে। আর এর প্রকাশের চূড়ান্ত পর্যায় হল ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن يراه فإنك يراك 'এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর, যেন তুমি তাঁকে (আল্লাহকে সরাসরি) প্রত্যক্ষ করছ, যদি তুমি (সরাসরি) আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম না হও, তাহলে এতটুকু বিশ্বাস নিয়ে তুমি ইবাদত করবে, যেন তিনি তোমাকে প্রত্যক্ষ করছেন।'

কোন মানুষের সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সাথে যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, সে সরাসরি আল্লাহকে দেখতে সক্ষম হচ্ছে তাহলে তাসাউফের পরিভাষায় তাকে مشاهده 'মুশাহাদা' বলা হয়। আর যদি মানুষ সরাসরি আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম না হয়; বরং তার ধ্যান যদি এ পর্যায়ের হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে প্রত্যক্ষ করছেন, তাহলে তাসাউফের পরিভাষায় তাকে বলা হয় مراقبة 'মুরাকাবাহ'।

আমাদের আকাবির আসলাফ ইলমে তাসাউফ তথা আধ্যাত্মিকতার যোগ্যতা অর্জনে সার্বক্ষণিক চেষ্টা প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। কেননা, ইবাদতের মগয বা সারকথাই হল, আধ্যাত্মিকতার জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। মুরাকাবাহ এবং মুশাহাদার পর্যায়ে ইবাদত বন্দিগী করতে পারলেই রূহানিয়্যাত পয়দা হয়।

একটি উপমা

হাকীমুল উম্মাহ্ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) ইবাদতে রূহানিয়্যাত থাকা না থাকার বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি

www.pathagar.com

বলেছেন, ধরা যাক দু'টি রেল গাড়ি আছে। একটিতে ইঞ্জিন আছে আরেকটি ইঞ্জিন নেই। যে রেলে ইঞ্জিন আছে সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলতে সক্ষম। আর যে রেল ইঞ্জিন বিহীন তাকে ধাক্কা দিয়ে চালানোও কঠিন।

সুতরাং যার মাঝে রূহানিয়্যাত ও আধ্যাত্মিকতা থাকবে সে হল ইঞ্জিন বিশিষ্ট রেলের ন্যায়।

দ্বীনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হয়

কাফের মুশরিকরা সাহাবায়ে কিরামের উপর অমানুষিক অত্যাচার নির্যাতন করেছে। তাঁদের উপর সীমাহীন অত্যাচার নির্যাতনের পরও তাঁরা এ ব্যাপারে কারও কাছে শেকায়েত অভিযোগ না করে চরম ধৈর্য ধারণ করেছেন। তাই একজন দ্বীনের কর্মীকে সার্বক্ষণিক ত্যাগ কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনকে দৃষ্টান্ত বানিয়ে নিজের জীবন গড়ে তুলতে হবে।

মানুষের উপর যে দুঃখ কষ্ট ও বিপদ আপদ এবং মুসীবত নেমে আসে তা মূলতঃ দুই ধরনের। প্রথমতঃ বিপদাপদের ভয়ভীতি এবং আতংক বিরাজ করতে থাকা। আর দ্বিতীয়তঃ সরাসরি অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করা। ইসলামের সূচনাকাল থেকেই এই উভয় ধরনের বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন ইসলামের ঝান্ডাবাহীরা। যারা দ্বীনি লাইনে ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করে থাকেন, তাঁদের আরাম আয়েশ এবং প্রতিদানের ব্যবস্থা স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই ব্যবস্থা করবেন। এটা বান্দাহর উপর আল্লাহ তাআলার ইহ্‌সান।

শেষ রাতে আল্লাহর ডাক

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব (রহ.) বলতেন- যারা কাঁচা বাজারের ব্যবসা করে তারা তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থে শেষ রাতে জেগে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহদের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন শেষ রাতে ডাকতে-থাকেন ألا مستغفر فأستغفر له 'আছে কি কেউ ক্ষমা প্রার্থী? তবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব!' আল্লাহর এমন মুহব্বতের ডাকের পরও যদি আমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিতে ব্যর্থ হই, শেষ রাতে জেগে তাঁর ইবাদত বন্দিগী না করি তাহলে এর চেয়ে দুর্ভাগ্য এবং এর চেয়ে বদ নসীব আর কি হতে পারে? আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে শেষ রাতে জেগে তাঁর ইবাদত বন্দিগী করার তাওফীক দান করুন।

রমযানে আল্লাহ তাঁর রহমতের খাযানা খুলে দেন

আল্লাহ তাআলা রমযান মাসে তাঁর বান্দাহর জন্য রহমতের খাযানা খুলে দিয়ে থাকেন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ, এই মাসে তাঁর রহ্‌মতের ভাণ্ডার থেকে নিজের জন্য কিছু অর্জন করে নেয়া।

www.pathagar.com

রোযাদারদের মর্তবা সম্পর্কে এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- 'রোযাদারদের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মিশকে আম্বরের চেয়েও পছন্দনীয়।' এই হাদীসের মর্ম হল, রোযাদারের মুখের দ্বারা আল্লাহর দরাবরে যা চাওয়া হবে, তাই পাওয়া যাবে।

রমযানে তিলাওয়াতে কুরআন

আল্লাহর দরবারে চাওয়ার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল, তিলাওয়াতে কুরআন। এই মাসে যতবেশী তিলাওয়াত করা হবে, ততই আল্লাহর প্রিয় হওয়া যাবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) স্বপ্নে একবার আল্লাহ তাআলাকে প্রশ্ন করলেন- হে আল্লাহ! ما أقرب الطرق إليك 'তোমার নিকটবর্তী হওয়ার সহজ পদ্ধতি কি?' জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন- بتلاوة القران 'তিলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হওয়া সহজ।' ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) পুনরায় বললেন- بفهم او بلا فهم 'এই মর্তবা কি অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করলে পাওয়া যাবে, না অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করলেও পাওয়া যাবে?' জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন- بفهم او بلا فهم 'অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করলেও এই মর্তবা পাওয়া যাবে এবং অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করলেও এই একই মর্তবা পাওয়া যাবে।' (৫ রমযান ১৪২৪ হিঃ, লালবাগ মাদ্রাসা দফতর, সকাল ১১টা)

আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের তরীকা

রমযান, রুজু ইলাল্লাহ তথা আল্লাহমুখী হওয়ার মাস। রূহানিয়্যাত ও আধ্যাত্মিকতার মাস। আধ্যাত্মিকতা ছাড়া আল্লাহর প্রকৃত বান্দাহ হওয়া সম্ভব নয়। বাহ্যিক তারাক্কী আর চাকচিক্যের দ্বারা প্রকৃত দ্বীন অর্জন করা যায় না। দ্বীনের খেদমত করারও সৌভাগ্য হয় না। যে কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের মাকবূলিয়্যাত ও গ্রহণযোগ্যতা ছাত্র শিক্ষকদের রূহানিয়্যাত ও আধ্যাত্মিকতার উপর নির্ভর করে। তাই প্রত্যেকের জন্য জরুরী 'ছাহেবে নিসবত' হওয়া। ছাহেবে নিসবতের অর্থ হল- আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া। কেননা, আল্লাহর আদেশ নিষেধ অনুসরণ এবং আল্লাহর সাথে সাধারণ সম্পর্ক স্থাপন তো প্রতিটি মুসলমানেরই রয়েছে। আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের পদ্ধতি হল- (১) اطاعت دائمة 'সর্বান্তকরণে সর্বক্ষণ আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গরূপে আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করা। (২) ذكر دائمة 'শয়নে স্বপনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণে রাখা, আল্লাহর যিকির করা।

www.pathagar.com

বুযুর্গানে দ্বীনের পরিভাষায় এটিকেই বলা হয় 'নিসবত'। কোন বান্দাহর যদি আল্লাহর সাথে নিসবত কায়েম হয় তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাহর প্রতি রেযা এবং কবূলের (অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তার যে কোন আবদার আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য) সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং নৈকট্য অর্জনের জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে রমযান মাসে চারটি আমল জারি রাখতে হবে। (১) ذكر الله সার্বক্ষণিক আল্লাহ তাআলার যিকিরে লিপ্ত থাকা। (২) إستغفار তওবা ইস্তিগফার করা। আল্লাহর কাছে নিজের গোনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। (৩) আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য দুআ প্রার্থনা করা। (৪) জাহান্নামের আগুন এবং আযাব থেকে মুক্তি কামনা করা।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে চূড়ান্ত পর্যায়ের ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। রূহানিয়্যাত এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রথম ও প্রধান শর্ত হল أخلاق رذيلة যাবতীয় খারাপ আচার আচরণ এবং অভ্যাস থেকে বিরত থাকা। সেই সাথে اخلاق حسنة। 'আদর্শ চরিত্র অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।'

উত্তম চরিত্র গঠনে মনের কুপ্রবৃত্তি দূর করতে হবে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানব জাতিকে কুপবৃত্তি থেকে সতর্ক থাকার জন্য হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেছেন-

ألا إن فى الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب .

'সাবধান ! নিশ্চয় দেহের মাঝে একটি গোশত পিন্ড রয়েছে, ঐ গোশত পিন্ডটি দোষমুক্ত হলে পুরো দেহটিই দোষমুক্ত থাকবে। আর ঐ গোশত পিন্ডটি ত্রুটিপূর্ণ হলে পুরো দেহটিই ত্রুটিপূর্ণ হবে। সাবধান ! সেই গোশত পিন্ডটি হল ক্বলব।'

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী ও অপরিহার্য বিষয় হল নিজের ক্বলবের হেফাযত করা। যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি থেকে ক্বলবকে মুক্ত রাখা। তবেই একজন মানুষের জন্য উত্তম মানব এবং আদর্শ মানব হিসাবে গড়ে উঠা সম্ভব হবে।

শাহ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহ.)-এর বিশেষ হালত

শাহ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহ.)-এর বিশেষ হালত সমূহের মাঝে একটি হালত ছিল অভাব। অভাবকে তিনি নিজের জীবনে জন্য আলিঙ্গন করে নিয়েছিলেন। স্ত্রী খানা ব্যবস্থা করার কথা বললে জবাবে তিনি বলতেন- .জান্নাতে রান্না হচ্ছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। তাঁর অন্য একটি হালত ছিল,

www.pathagar.com

আল্লাহর যিকির করার সময় তিনি নাচতে শুরু করে দিতেন। মুরীদ করার সময় তিনি সাধারণ মুরীদদের শরীয়তের মাসায়েল জানার জন্য স্থানীয় উলামায়ে কিরামের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নেয়ার জন্য নির্দেশ দিতেন।

একবার তিনি তাঁর এক মুরীদকে মাওলানা মানসূরুজ্জামান (রহ.)-এর কাছে শরয়ী মাসায়েল জেনে নেয়ার জন্যে পরামর্শ দিলেন। পীর সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক মুরীদ শরয়ী মাসায়েল তাঁর কাছে জানতে চাওয়ায় মাওলানা ঠাট্টাচ্ছলে বললেন- 'নাচনে ওয়ালা পীরের মুরীদ এসে গেছে।' মাওলানার এই উক্তিতে মুরীদ বেশ বিব্রতবোধ করলেন। তবুও যেহেতু পীর সাহেব তাকে তাঁর কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, তাই তিনি মাওলানার কাছে যাতায়াত অব্যাহত রাখেন।

পুনরায় একদিন পীর সাহেব মুরীদকে মাওলানা মানসূরুজ্জামানের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। এবার মুরীদ বিরক্তি প্রকাশ করে বলল- হুযূর ! আপনি তো আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। অথচ তিনি তো আপনার সম্পর্কে কটূক্তি করে থাকেন। বেশ পীড়াপীড়ি করার পর শেষ পর্যন্ত পীর সাহেবকে ঘটনা খুলে বলল।

ঘটনা শোনার পর শাহ আবদুল কুদ্দুস (রহ.) মুরীদের উদ্দেশ্যে বললেন- পরবর্তিতে মাসায়েল জানতে গেলে তিনি আবারও এই মন্তব্য করলে জবাবে তুমি বলবে- 'শুধু তিনি নিজেই নাচেন না; বরং অন্যদেরকেও নাচিয়ে থাকেন।'

এবার মুরীদ মাওলানার কাছে যাওয়ার পর তিনি পূণরোক্তি করলেন- 'নাচনে ওয়ালা পীরের মুরীদ এসে গেছে।' পীর সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক মুরীদ বলল-'তিনি নিজে তো নেচে থাকেন, অন্যদেরও কিন্তু নাচিয়ে থাকেন।'

এ কথা বলার সাথে সাথে মাওলানা মানসূরুজ্জামানও নাচতে শুরু করে দেন এবং নাচতে নাচতে তিনি শাহ আবদুল কুদ্দুস (রহ.)-এর দরবারে এসে তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়ে নেন।

শাহ আবু সাঈদ গাংগুহী (রহ.)-এর ঘটনা

তাসাউফ তথা আধ্যাত্মিকতার জগতে أم الأمراض মারাত্মক ও কঠিন ব্যাধি হল- 'অহংকার।' এই লাইনে যার ভিতর অহংকার আসবে সে বরবাদ হয়ে যাবে। অহংকারকে মাটির সাথে বিলীন করে দিতে সক্ষম না হলে এই লাইনের চূড়ান্ত ধাপ অতিক্রম করা এবং সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করা সম্ভব নয়।

শাহ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহ.)-এর নাতি ছিলেন শাহ আবূ সাঈদ (রহ.)। বাল্যকালে তিনি একেবারেই আওয়ারা কিসিমের ছিলেন। কাপড় চোপড়, পোশাক আশাক সবকিছুই ছিল ফিটফাট। আতর সুগন্ধি ব্যবহার করে

www.pathagar.com

রাস্তায় বের হতেন শাহজাদার বেশে। দাদার ইলম ও মারিফাত তাঁর মাঝে ছিল না বললেই চলে। ছেলের এহেন উদাসীন অবস্থায় তাঁর মা ছিলেন খুবই ব্যথিত বিচলিত। অনেক বুঝানোর পরও তাঁকে লাইনে আনা যাচ্ছিল না। একদিন তাঁর মা খুবই আবেগ ঝরা কণ্ঠে ছেলেকে বুঝালেন, তোমার দাদা ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠ অলি। আর তোমার কিনা এই অবস্থা! মায়ের আকুতিতে এবার ছেলের মনে বেশ ধাক্কা খেল। বললেন, কী করলে আমি আমার দাদার সম্পদ ফিরে পাব? মা বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন- তোমার দাদার এই সম্পদ পেতে হলে তোমাকে সুদূর বলখে যেতে হবে। শুনেছি সেখানে তোমার দাদার একজন শিষ্য (খলীফা) রয়েছেন। তাঁর নাম হল খাজা নিযামুদ্দীন বলখী (রহ.)। তাঁর দরবারে গেলে তুমি তোমার দাদার সম্পদ অর্জন করতে পারবে।

মায়ের কথানুযায়ী তিনি শাহ নিযামুদ্দীন বলখী (রহ.)-এর হাতে বাইআত গ্রহণের উদ্দেশ্যে বলখ রওয়ানা হলেন। খাজা নিযামুদ্দীন বলখী (রহ.) শায়খের নাতি আগমনের সংবাদ শুনে তাঁর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিশাল আয়োজন করলেন। বলখের তৎকালীন বাদশাহ খাজা নিযামুদ্দীনের মুরীদ ছিলেন। খাজা আবূ সাঈদকে শায়খ অভ্যর্থনা জানাতে যাচ্ছেন একথা শুনে বাদশাহ-ও অভ্যর্থনা জানানোর জন্য শায়খের সাথে শরীক হলেন। হাজার হাজার ভক্ত মুরীদানসহ খাজা আবূ সাঈদকে তিন মাইল সামনে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে খানকায় নিয়ে আসলেন। শায়খের নাতি খাজা আবু সাঈদ। তাই তিনি তাঁকে খুব সম্মান করলেন। আদব এহতেরামের সাথে তাঁকে আদর আপ্যায়ন করতে থাকলেন। প্রতিদিন নিত্য নতুন মজাদার খাবার দাবার পরিবেশন করলেন। নিজের আসনে তাঁকে বসিয়ে তিনি নিজে ভক্ত মুরীদান ও খাদেমদের সাথে বসতেন। বেশ কিছুদিন অবস্থান করার পর এবার খাজা আবূ সাঈদ (রহ.) পুনরায় গাংগুহ চলে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করায় খাজা নিযামুদ্দীন বলখী (রহ.) তাঁকে নগদ বেশকিছু আশরাফী হাদিয়া হিসাবে পেশ করলেন।

এ সময় খাজা আবূ সাঈদ (রহ.) আরয করলেন- 'হযরত ! দুনিয়ার এই টাকাকড়ি আমার কোন প্রয়োজন নেই। আর এ জন্য আমি আপনার দরবারে আসিও নাই। আমার তো সেই অমূল্য সম্পদের প্রয়োজন, যা আপনি আমার দাদা থেকে নিয়ে এসেছেন।'

বাস! এতটুকু কথা শোনার সাথে সাথে খাজা নিযামুদ্দীন বলখী (রহ.)-এর চেহারা লাল বিবর্ণ হয়ে যায়। ধমকের সূরে গর্জন করে কঠোর ভাষায় বলেন- 'সেই সম্পদ অর্জন করতে হলে তোমাকে ঐ আস্তাবল খানায় আশ্রয় নিতে হবে। যাও সেখানে গিয়ে অবস্থান কর। আজ থেকে তোমার দায়িত্ব হবে এই খানকার

www.pathagar.com

শিকারী কুকুরগুলোর খাবার দাবার ব্যবস্থা করা। এদের গোসল করানো ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। সেই সাথে খানকায় আগত মেহমানদের জুতা ঠিক এবং তাদের জন্য পানি গরম করে দেয়া।'

শাহ আবূ সাঈদ (রহ.) যেহেতু ইসলাহের উদ্দেশ্যে শায়খের দরবারে হাযির হয়েছেন। তাই তিনি শায়খের নির্দেশ পালনে ব্রতী হলেন। এবার শুরু হল তাঁর কঠোর মুজাহাদার পালা। শায়খ শিকারের উদ্দেশ্যে ঘোড়া নিয়ে কোথাও বের হলে শিকারী কুকুরগুলো জিঞ্জিরের সাথে বেঁধে তিনিও শায়খের অনুসরণ করতেন। মুরীদদের প্রতি নির্দেশ ছিল আস্তাবল খানায় অবস্থানকারী লোকটিকে যেন সকাল বিকাল তাঁর বাড়ী থেকে দু'টি রুটি এনে দেয়া হয়।

শায়খের নির্দেশে শাহ আবূ সাঈদ (রহ.) নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এখন তিনি শায়খের দরবারে হাযির হলে শায়খ তাঁর দিকে চোখ তুলেও তাকান না। নিম্ন শ্রেণীর লোকের সাথে যে আচরণ করা হয়, বর্তমানে শায়খ তাঁর সাথে সেই আচরণই করে যাচ্ছেন। মজলিসে অন্যান্য মুরীদ থেকে দূরে বসার জন্য নির্দেশ দিতেন। তিনি মজলিসে কখন আসলেন কোথায় বসলেন এবং কখন গেলেন সেদিকেও শায়খ ভ্রুক্ষেপ করতেন না। এভাবেই তিন চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেল। একদিন শায়খ খানকার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বে নিয়োজিত মেথরকে ডেকে বললেন- আজ আস্তাবল খানার গোবর-ময়লা টুকরী ভর্তি করে আস্তাবল খানায় অবস্থানরত ঐ লোকটির শরীরঘেসে বের হবে। এরপর সে কি করে তা আমাকে এসে জানাবে।

শায়খের নির্দেশ মোতাবেক মেথর ময়লা ভর্তি টুকরী নিয়ে শাহ আবু সাঈদের শরীর ঘেষে আস্তাবল খানা থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তার চেহারা রক্তিমাভ হয়ে গেল। চেহারা ঘুরিয়ে আক্ষেপের সূরে রুক্ষ ভাষায় বললেন- 'আজ যদি গাংগুহ হত! তাহলে তোমাকে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে ছাড়তাম। ভিন দেশে আছি। আর তুমি শায়খের মেথর। তাই তোমাকে কিছু করা সম্ভব হল না।'

মেথর ঘটনার আগাগোড়া শায়খের সামনে বিবরণ দিলে তিনি মন্তব্য করলেন- 'হ্যা, এখনও শাহানশাহী ভাব শেষ হয় নাই।'

এরপর দুইমাস পর্যন্ত তিনি আর শাহ আবূ সাঈদের কোন খবরই রাখলেন না। পুনরায় আবার মেথরের প্রতি নির্দেশ হল, আজ আবারও তাঁর সাথে পূর্বেকার আচরণ করবে, বরং ইচ্ছাকৃতভাবে বেশ কিছু গোবর ময়লা তাঁর দেহে ফেলে দিবে। এরপর সে কি মন্তব্য করে তা আমাকে জানাবে। মেথর শায়খের নির্দেশ পালন করল। এবার শাহ আবূ সাঈদ মুখ খুলে কিছু বললেন না। তবে খুব দ্রুত আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে নিজের ঘাড় ঝুকালেন।

www.pathagar.com

মেথর শায়খকে জানাল, মিয়া সাহেব আজ তো মুখ খুলে কিছু বলেন নাই। তবে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। শায়খ মন্তব্য করলেন- 'এখনও পুরোপুরি সারে নাই, হালকাভাব এখনও রয়ে গেছে।'

আরও দু'চার মাস পর শায়খ মেথরকে নির্দেশ দিলেন- 'আজ গোবর ময়লার টুকরীটি নিয়ে বের হওয়ার সময় পুরো টুকরীটিই তাঁর দেহের উপর ফেলে দিবে। যেন তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ময়লাযুক্ত হয়ে যায়। শায়খের নির্দেশ মোতাবেক মেথর তাই করল। কিন্তু এখন আর শাহ আবূ সাঈদ (রহ.) সেই আবূ সাঈদ নেই। বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে তাঁর মাঝে। যে উদ্দেশ্যে তিনি এখানে এসেছিলেন, ইতিপূর্বেই তাঁর সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে। মেথর টুকরী নিয়ে পড়ে যাওয়ার সাথে সাথে তিনি একেবারেই ঘাবড়ে গিয়ে ছটফট করতে লাগলেন। কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলতে থাকলেন- 'আহ! আমার সাথে ধাক্কা লেগে এই বেচারা পড়ে গেল! না জানি কত ব্যথাই না পেয়েছে সে। একথা বলছেন আর ঝটপট টুকরী থেকে পড়ে যাওয়া গোবর ময়লাগুলো টুকরীর ভিতর ভরে দিতে থাকলেন। সেই সাথে বললেন- আমার কারণেই বেচারার আজ এই দশা!'

মেথর আজকের পুরো ঘটনাই শায়খের দরবারে পেশ করার পর এবার শায়খ মন্তব্য করলেন- 'বস! উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে।'

সেদিন-ই খাদেমের দ্বারা শায়খ সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন, আজ-ই তিনি শিকারে বের হচ্ছেন। শিকারী কুকুরগুলো ঠিকঠাক করে আমার সাথে বের হতে হবে। নির্দেশ মোতাবেক তিনি কুকুরকে জিঞ্জির দ্বারা বেঁধে তা নিজের হাতে শক্তভাবে ধারণ করে পায়ে হেঁটে চললেন। কুকুর ছিল বেশ বড়সড় শক্তিশালী। ভাল ভাল খাবার খেয়ে যেমন শক্তি অর্জন করেছে তেমনি ছিল পাক্কা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী। আর শাহ আবূ সাঈদ বেচারা সামান্য খাবার খেয়ে একেবারে জীর্ণশীর্ণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

সন্ধ্যাবেলা। শায়খ ঘোড়ায় আরোহণ করে সাথী সঙ্গীদের নিয়ে চলছেন জঙ্গলের দিকে। শাহ আবূ সাঈদ দুর্বলতার কারণে তাগড়া কুকুরটিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। জঙ্গলে পৌঁছার পর কুকুরটি একটি শিকার দেখার সাথে সাথে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। শাহ আবূ সাঈদ কুকুরটি নিয়ন্ত্রণ হারা হয়ে যাওয়ার ভয়ে জটপট জিঞ্জিরটি নিজের কোমরের সাথে কষে বেঁধে ফেললেন। কিন্তু শক্তিশালী কুকুর শিকারের নেশায় বেপরোয়া হয়ে উঠল। কুকুরের পাগলা দৌড়ের কারণে শাহ আবূ সাঈদ মাটিতে ছিটকে পড়লেন। কুকুর তাঁকে নিয়ে এবড়ো থেবড়ো উচুনীচু জায়গা দিয়ে টেনে হেঁচড়ে সামনে

www.pathagar.com

এগিয়ে চলল। ইট পাথরের সাথে আঘাতে তাঁর দেহ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে গেল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি সামান্য উফ্ পর্যন্তও উচ্চারণ করেননি।

অবস্থা ভয়াবহ দেখে অন্যান্য খাদেমরা তাঁকে রক্ষায় এগিয়ে আসলে তারা শাহ আবূ সাঈদকে মুমূর্ষ অবস্থায় পান। রক্তাক্ত অবস্থায় থরথর করে কাঁপছিলেন তিনি। অন্তরে তাঁর ভয় ও ছিল, তাঁর ভুলের কারণে শায়খ আবার অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন কিনা? শায়খ যদি প্রশ্ন করে বসেন- যে দায়িত্ব তোমাকে অর্পণ করেছিলাম, তা পালনে ব্যর্থ হলে কেন? তাহলে নিশ্চয় এর জবাব দেয়া আমার জন্য কঠিন হবে।

শায়খ শাহ আবূ সাঈদের পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন পরিপূর্ণরূপে। এ রাতেই শাহ নিযামুদ্দীন বলখী (রহ.) নিজ শায়খ শাহ আবদুল কুদ্দুস গাংগুহী (রহ.) কে স্বপ্নে দেখেন। তিনি ক্ষোভ ও আক্ষেপের সূরে শাহ নিযামুদ্দীনের উদ্দেশ্যে বললেন- 'আমি তো তোমার দ্বারা এত কঠোর সাধনা ও কষ্ট করাই নাই, যে সাধনা ও কষ্ট তুমি আমার সন্তান দ্বারা করাচ্ছ?'

সকাল হওয়ার সাথে সাথেই শাহ নিযামুদ্দীন বলখী (রহ.) আস্তাবল খানা থেকে শাহ আবূ সাঈদকে নিজের দরবারে ডেকে এনে তাকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন- হিন্দুস্তান থেকে চিশতিয়া তরীকার যে ফয়েয ও বারাকাত আমি নিয়ে এসেছিলাম। আজ তুমি সেই ফয়েয বারাকাত পুনরায় হিন্দুস্তান নিয়ে যাচ্ছ। তোমার মঙ্গল হোক। এবার দেশে যেতে পার। মোটকথা, শাহ আবূ সাঈদ (রহ.) নিজের অহংকার ধূলোয় মিশিয়ে নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন। ত্যাগ ও সাধনার মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলেছেন আদর্শ মানুষ হিসাবে। (৬ রমযান ১৪২৪ হিঃ রোববার)

দ্বীনের সারকথা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

দ্বীন এবং ইসলামের সারকথাই হল تقرب إلى الله 'আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা।' আর আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মোক্ষম সময় হল রহমত ও বরকতের মাস রমযান মাস। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে আমাদের আকাবির আসলাফ অজস্র মেহনত করেছেন। বহু ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছেন। ইতিহাসের পাতা উল্টালে এর ভুরি ভুরি নযির পাওয়া যাবে।

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পন্থা পদ্ধতিও জানা থাকতে হবে। আর এই পন্থা পদ্ধতি জানার মাধ্যম হল দ্বীনি মাদারিস। আজকাল দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোতে যারা ইলমে দ্বীন অর্জন করছে, তাদের ভিতর ইখলাসের বড় অভাব রয়েছে। ইখলাস না থাকার কারণে প্রকৃত ইলম থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। তবে এই অবস্থা যে পূর্বেও ছিল, ইতিহাস পাঠে তা জানা যায়।

www.pathagar.com

ইলমে দ্বীন অর্জনে ইমাম গাযালী (রহ.)-এর খোদামুখিতা

হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মদ তৈয়্যেব সাহেব (রহ.) বর্ণনা করেন- 'আলে সিনজার'-এর একজন মন্ত্রী ছিলেন খুব দ্বীনদার। তাঁর নাম ছিল নিযামুল মুল্ক। ইলম চর্চার জন্য তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করলেন। যেন শিক্ষার আলো সর্বত্র ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাই তিনি ব্যক্তিগত তহবিল থেকে লাখ লাখ টাকা খরচ করে একটি বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করলেন এবং সেই যুগের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ফেকাহবিদ এবং আল্লাহওয়ালা আলেম শায়খ তাকীউদ্দীন ইবনে দাকীক (রহ.)-কে প্রধান শিক্ষক হিসাবে মনোনিত করে দিয়ে তৎকালীন নামকরা সকল বড় বড় খ্যাতনামা আলেমদেরকে তাঁর এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দান করলেন।

বেশ শান শওকতের সাথেই মাদ্রাসা চলতে লাগল। এরই মধ্যে হঠাৎ নিযামুল মুল্কের কানে সংবাদ পৌঁছল যে, 'অধ্যয়নরত অধিকাংশ ছাত্রের দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে নিয়ত বিশুদ্ধ নয়। তারা দুনিয়া হাসিল করার উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলম শিক্ষা করছে। যে সম্পর্কে হাদীস শরীফে এই বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, ঐ ইলম বিপদের কারণ হবে যাকে দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যমে বানানো হয়।'

এই সংবাদ শোনার পর নিযামুল মুল্ক মাদ্রাসা ভেঙ্গে ফেলার মনস্ত করলেন। অবশ্য ইতোমধ্যে তাঁর মনের ভিতর এই ভাবনা উঁকি দিল যে, এই সংবাদ মিথ্যাও তো হতে পারে। তার চেয়ে ভাল আমি নিজেই ব্যাপারটি যাঁচাই করে দেখে নেই।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক একদিন তিনি পোশাক পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষের বেশে মাদ্রাসায় গিয়ে হাযির হলেন এবং মাদ্রাসার বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। অসংখ্য ছাত্র পড়াশোনা এবং তাকরারে ব্যস্ত। তিনি বিভিন্ন ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি কেন ইলম হাসিল করতে এসেছ?' তাদের কেউ উত্তর দিল, 'আমি মন্ত্রীর পুত্র, পড়ালেখা করছি যেন আমিও মন্ত্রী হতে পারি।'

কেউ বলল- 'আমার বংশের লোকজন বিচারক। আমি পড়ালেখা শেষ করে বিচারক হতে চাই।'

আবার কেউ বা বলল- 'আমি লেখাপড়া করছি জগৎ বিখ্যাত আলেম হওয়ার জন্য।'

মোটকথা, অধিকাংশ ছাত্রই যে উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করল, তা ছিল দ্বীন ইল্‌ম শিক্ষার পরিপন্থী। তাদের কথা শুনে নিযামুল মুল্ক সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেললেন যে, এখন আর মাদ্রাসা রাখার কোন প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা নেই। আজই তা আমি ভেঙ্গে ফেলব। লাখ লাখ টাকা খরচ করব আর তারা খারাপ নিয়তে পড়াশোনা করবে তা হতে পারে না? নিয়ত খারাপ থাকলে তো ইলমও ভয়ংকর হয়ে যাবে। সেই ইলমের পরিণতি হবে আরো ভয়ংকর।

www.pathagar.com

এই কথা ভাবতে ভাবতে তার নযর পড়ল বেশ দূরে এক কর্ণারে লেখাপড়ায় লিপ্ত একজন ছাত্রের উপর। তিনি দেখলেন ছাত্রটি টিমটিমে বাতির সামনে বসে খুব একাগ্রচিত্তে ও গভীর মনোযোগ সহকারে কিতাব অধ্যয়ন করছে। নিযামুল মুলক ছাত্রটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- 'তুমি কি উদ্দেশ্যে লেখাপড়া করছ?'

তাঁর কথার উত্তরে ছাত্রটি চোখ তুলে তাকিয়েও দেখল না। তাই বাধ্য হয়েই তিনি বললেন- 'ভাই! একজন মানুষ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তোমাকে কিছু বলতে চায়, অথচ তুমি পড়াশোনায় মগ্ন হয়ে আছ। অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও তো তোমার জিজ্ঞেস করা উচিৎ ছিল 'তুমি কে?'

এবার ছাত্রটি বলল- 'আমি ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছি কিতাব পড়তে। আমার এত সময় কোথায় যে, আপনার সাথে কথা বলব?'

এই কথা শুনে নিযামুল মুলকের মনে ছাত্রটি সম্পর্কে শ্রদ্ধার জন্ম নিল। তিনি প্রভাবিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- 'আমি খুব সংক্ষিপ্ত একটি প্রশ্ন করতে চাই, আমি জানতে চাই তুমি লেখাপড়ার জন্য এত পরিশ্রম করছ কেন?'

জবাবে ছাত্রটি বলল- 'আমি বাপ দাদার কাছে জানতে পেরেছি যে, আমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা, রব আছেন। আর বলা নিষ্প্রয়োজন যে, তারঘর এতবড় কল্যাণকামী আর কেউ হতে পারেন না যিনি কোন বিনিময় ছাড়াই আমাদের জীবন দান করেছেন। যিনি আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আসবাবপত্র দিয়েছেন। প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের উপর তাঁর যে ইহ্সান রয়েছে, তারও কোন সীমা পরিসীমা নেই। তাই তাঁর সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করা আমাদের সকলের কর্তব্য। তাঁর এই ইহ্সানের কথা স্বীকার করা অপরিহার্য। এই স্বীকারেরও কোন পরিসীমা থাকা উচিৎ নয়। কিন্তু আমরা জানিনা যে, তাঁর হক, তাঁর ইহ্সান কিভাবে আদায় করব? তাঁর সাথে সম্পর্ক করার পথ কোন্‌টি? আমি এই উদ্দেশ্যেই পড়ছি যে, আল্লাহ্‌কে কীভাবে জানতে পারব? তাঁর সাথে কিভাবে সম্পর্ক জুড়তে পারব।'

নিযামুল মুল্‌ক ছাত্রটির পিঠ চাপড়ে বললেন- 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এই মাদ্রাসা ভেঙ্গে ফেলব। কারণ অধিকাংশ ছাত্রের উদ্দেশ্যই গলত। একমাত্র তোমার সাথে কথা বলেই মনে হল যে, প্রকৃতপক্ষে তুমি আখিরাতের জন্য পড়ছ, দুনিয়ার জন্য নয়। তাই এখন মাদ্রাসাটি চালু রাখব, লাখ লাখ টাকাও খরচ করব, শুধুমাত্র তোমার জন্য। তুমি যখন পড়াশোনা সমাপ্ত করে চলে যাবে, তখন চিন্তা করে দেখব, মাদ্রাসাটি রেখে দেব না ভেঙ্গে ফেলব? এই সৌভাগ্যবান ছাত্রটিই পরবর্তীতে 'ইমাম গাযালী' রহ. নামে পরিচিতি লাভ করে।

(হাকীমুল ইসলাম আউর উন কে মাজালিসঃ পৃষ্ঠা ৫,৬)

www.pathagar.com

সাধনার বিকল্প নেই

ইখলাস এবং নিষ্ঠার মূর্ত প্রতিক হিসাবে ইমাম গাযালী (রহ.) মাদ্রাসায়ে নিযামিয়ায় লেখাপড়া শেষে তিনি সেই প্রতিষ্ঠানেরই ভাইস চ্যান্সেলরের আসনে সমাসীন হন। কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে তিনি যে ইলমে দ্বীন অর্জন করে ছিলেন, তার জন্য আল্লাহ তাআলাও তাঁকে বিশাল সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী করেছিলেন। মাদ্রাসায়ে নিযামিয়ার দায়িত্ব প্রাপ্তির পর তাঁকে এতো সম্মান দেয়া হত যে, যখনই তিনি মাদ্রাসায় প্রবেশ করতেন, পাঁচশত আলেম সম্বর্ধনা দিয়ে তাঁকে মাদ্রাসায় নিয়ে যেত। এত বিরাট সম্মান এবং বিশাল আয়োজন সত্ত্বেও হঠাৎ করেই ইমাম গাযালী (রহ.) নির্জনে জঙ্গলে চলে যান। নিজের জীবনের আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে তিনি একেবারেই ব্যাকুল বেকারার হয়ে পড়েন।

ইমাম আবু বকর ইবনে জাস্সাস ইবনুল আরাবী (রহ.) বর্ণনা করেন ইমাম গাযালী (রহ.) জঙ্গলে নির্জনবাসে যাওয়ার পর তাঁকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেন- 'এখন যেন আমি সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছি।' এ সময় তাঁর গায়ের জামার মূল্য ছিল মাত্র ১৫ টাকা। অথচ ইতিপূর্বে তিনি যে জামা ব্যবহার করতেন তার মূল্য হত লাখ টাকা।

দুনিয়ার বুকে বহু আলেম বুযুর্গের আগমন ঘটেছে; কিন্তু ইমাম গাযালী (রহ.)-এর ন্যায় বড় মাপের আলেম এবং শ্রেষ্ঠ মাকাম ও মর্যাদাধারী আলেম বুযুর্গ খুবই বিরল। দীর্ঘ ১০ বৎসর নির্জনে মুজাহাদা ও কঠোর সাধনার কারণেই তিনি এত উঁচু স্তরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বিলাসিতাকে সম্পূর্ণ পরিহার করেছিলেন। বিলাসিতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠ। যে কারণে আজ দুনিয়ার মানুষ তাঁর ইলম ও মা'রিফাতের দ্বারা উপকৃত হচ্ছে। আম জনতা থেকে শুরু করে বড় বড় রাজা বাদশারা পর্যন্ত ইমাম গাযালী (রহ.)-এর 'ইহ্ইয়ায়ু উলূমিদ্দীন'-এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

এই আলোচনার দ্বারা এ কথাই পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মুজাহাদা এবং সাধনার মাধ্যমেই মানুষ উৎকর্ষতা অর্জনে সফল হতে পারে। আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সাধনার বিকল্প নেই।

খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর কঠোর সাধনা

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর প্রাথমিক জীবনটা ছিল খুবই কন্টকাকীর্ণ। কষ্ট স্বীকার করতে হয় তাঁকে জীবনের প্রথম ধাপে। আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য তিনি মুরীদ হয়েছিলেন হযরত খাজা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে মুরাদাবাদী (রহ.)-এর কাছে। নিজের পরিশুদ্ধির জন্য সবকিছু উজাড় করে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন শায়খের পদতলে। সাধনা আর মুজাহাদার মাধ্যমে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের চূড়ান্ত শিখরে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রথম জীবনে কষ্ট করলেও শেষ সময়টা তাঁর অতিবাহিত হয়েছে বেশ শাহানা হালতেই। সারা ভারতের মুসলমানরাই তাঁর দরবারের সাথে সম্পর্ক রাখাটাকে সৌভাগ্যের বিষয় হিসাবেই গণ্য করত।

এক হিন্দু সন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা

হযরত খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর জীবদ্দশাতেই এক হিন্দু সন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা দেখে স্থানীয় লোকদের মাঝে বেশ হুলস্থূল কারবার শুরু হয়ে গেল। সন্যাসী তপস্যার মাধ্যমে এমন শক্তি অর্জন করতে সক্ষম হল যে, কোন অসুস্থ রুগীকে তার দৃষ্টির সামনে এনে রাখা হলে রোগীর উপর তার দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেত। সন্যাসীর এই অলৌকিক বল ও ক্ষমতার সংবাদ বাতাসের ন্যায় দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। আর কি সারাদেশের অসংখ্য রোগী তার আস্তানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। একবার খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর ভক্ত মুরীদরা তাঁকে হিন্দু সন্যাসীর কাছে নিয়ে যেতে চাইলে তিনি মুরীদদের শক্তভাবে নিষেধ করে দিলেন। তাঁর কঠোর নিষেধাজ্ঞার কারণে মুরীদরা আর তাঁকে সন্যাসীর কাছে নিয়ে যেতে সাহস পেল না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) খুববেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শায়খের মুমূর্ষ অবস্থা দেখে মুরীদরা একেবারেই ঘাবড়ে গেল। তিনি অজ্ঞান বেহুশ অবস্থা। শেষবারের মত শায়খকে বাঁচানোর আশা নিয়ে মুরীদরা তাঁকে হিন্দু সন্যাসীর সামনে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। আর শায়খ সুস্থ হলে তারা সকলে শায়খের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিবে এমন আরও একটি সিদ্ধান্ত তারা করে রাখল। পরামর্শ অনুযায়ী খাজা নিযামুদ্দীন (রহ.) কে একটি খাটে তুলে হিন্দু সন্যাসীর সামনে এনে রাখা হল। সন্যাসীর দৃষ্টি হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার উপর পড়ার সাথে সাথে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে খাট থেকে উঠে বসলেন। তিনি মুরীদদের কোন কিছু না বলে বেশ কিছুক্ষণ সন্যাসীর চেহারার দিকে তাকিয়ে থেকে তার উদ্দেশ্যে বললেন-

'আচ্ছা ভাই! তুমি এই বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হলে কিভাবে?' জবাবে সন্যাসী বলল- আমার আধ্যাত্মিক গুরু আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন- 'তোমার নফস যা চাইবে, তুমি তার বিরুদ্ধাচরণ করবে।' গুরুর এই নির্দেশ তামীল করেই আজ আমি এই অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনে সক্ষম হয়েছি।

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) বললেন, বেশ তো! আচ্ছা আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করি, 'বলতো দেখি তোমার অন্তর কি মুসলমান হতে চায়?' জবাবে সন্যাসী বলল- 'না আমার অন্তর মুসলমান হতে সায় দেয় না।' হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) এবার হিন্দু সন্যাসীর উদ্দেশ্যে বললেন-

www.pathagar.com

'তাহলে তো তোমার গুরুর নির্দেশ মোতাবেক এখন তোমাকে মুসলমান হতে হয়।' সন্যাসী হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)-এর এই যুক্তি শোনার সাথে সাথে ইসলাম কবূল করে মুসলমান হয়ে গেল।

হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.) আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন বলেই সন্যাসীর কাছে তিনি যাননি। কিন্তু তাঁর অজান্তে যখন তাঁকে সেখানে নিয়েই যাওয়া হল, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বারা সন্যাসীর হিদায়াত-ই নসীব করে দিলেন। আর এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে তাঁর ইখলাসের বদৌলতে। কঠোর মুজাহাদা এবং সাধনার বদৌলতে। তাঁরা যখন মুজাহাদার মাধ্যমে নিজেদেরকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছেন, তখনই তাঁদের সকল কঠিন কাজ সহজে সম্পন্ন হয়েছে। দুনিয়া তাঁদের দু'হাতের মুঠোর ভিতর চলে এসেছে। তাই আজও আমাদেরকে সেই শপথ নিয়ে দ্বীনের কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। *(৮ রমযান ১৪২৪ হিজরী মঙ্গলবার)*

মানুষ হিসাবে সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর বড় ইহসান

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলা মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করে আমাদের উপর বড় ইহসান করেছেন। দয়া করে পশু পাখি বা অন্যকোন জীবজন্তু না বানিয়ে তিনি আমাদেরকে মানুষ হিসাবে মনোনীত করেছেন। আল্লাহর এই ইহসানের, আল্লাহর এই অপার অনুগ্রহের শুকরিয়া কোন কিছুর বিনিময়ে আদায় করা সম্ভব নয়। তবে এর শুকরিয়া শুধু 'আলহামদুলিল্লাহ' বলেই আদায় করা যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া এজন্য আরও করতে হয়, যেহেতু তিনি আমাদেরকে তাঁর একান্ত ফযল ও করমে মুসলমান হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা ছাড়া এর শুকরিয়াও আদায় করা একজন মুসলমানের পক্ষে সম্ভব নয়। মুসলমান হওয়ার পর আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় হল, তিনি আমাদেরকে নামধারী মুসলমান বানান নাই। প্রকৃত মুসলমান বানিয়েছেন। আবার প্রকৃত মুসলমানদের মাঝেও বিভিন্ন ফেরকা রয়েছে, সেইসব ফেরকার মাঝে ভ্রান্ত বিদআতী ফেরকা রয়েছে, আমাদের তাঁর অনুকম্পায় সেইসব ভ্রান্ত ফেরকার অন্তর্ভুক্ত না করে অন্তর্ভুক্ত করেছেন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের অনুসারী হিসাবে। এজন্য আবারও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করতে হয়।

মানুষ আর জীবজন্তুর মাঝে পার্থক্য

মানুষ আর জীবজন্তুর মাঝে পার্থক্যটা কী? নিশ্চয় মানুষ আর জীবজন্তুর মাঝে একটি বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ তাআলা জীবজন্তু সৃষ্টি করার পর যখন সে বড় হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মাঝে তার স্বভাব চরিত্র এবং

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট গুণাবলী চলে আসে। এদেরকে তাদের স্বভাব চরিত্র অর্জনে কোন চেষ্টা প্রচেষ্টাই করতে হয় না। কিন্তু মানুষকে তার স্বভাব চরিত্র, গুণাবলী অর্জন করতে তারবিয়্যাত ও প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এ ছাড়া মানুষ মানুষ হতে পারে না; বরং প্রশিক্ষণ ছাড়া মানুষ পশুতে পরিনত হয়।

জীবজন্তু যে স্বভাব বৈশিষ্ট নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে, তা নিয়েই সে মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু মানুষ যা নিয়ে পয়দা হয়, তার চেয়ে বহু বহু উঁচু মাকাম নিয়ে আবার বহু মানুষ নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর মাকাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করে থাকে।

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব (রহ.) বলতেন- 'হযরত থানবী (রহ.)-এর দরবারে আমার প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অপারেশন হয়েছে। প্রতি অঙ্গের স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ হয়েছে।'

হাকীমুল উম্মাহ্ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন- 'আমি মানুষকে বুযুর্গীর কোন প্রশিক্ষণ দেই নাই; বরং আমি আমার খানকায় মানুষকে মানুষ বানানোর প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি।'

বড়দের সামনে হাত নাড়িয়ে কথা বলা বেআদবী

উস্তাদ, শায়খ বা বড়দের সামনে মুখে কথা বলার সময় হাত নাড়িয়ে চাড়িয়ে কথা বলা মারাত্মক বেআদবী। এর দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে যে, যাঁর সাথে সে কথা বলছে তিনি তার মুখের কথা বুঝতে অক্ষম। তাই হাত নাড়িয়ে চাড়িয়ে তাঁকে কথাটি বুঝানো হচ্ছে।

উস্তাদ দুই প্রকার

আল্লামা ইউসুফ বিননূরী (রহ.) বলতেন- উস্তাদ বা প্রশিক্ষক দুই প্রকার- (১) أستاذ مقوّم বা আক্ষরিক জ্ঞানদান করে যিনি ছাত্রকে যোগ্য করে গড়ে তোলেন। (২) أستاذ مفيد বা আক্ষরিক জ্ঞানার্জন শেষে যিনি ছাত্রকে শুধু দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

আল্লামা বিননূরী (রহ.) বলেন- একযুগ ধরে استاذ مقوم ছাত্রদের পিছনে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেহনত করে গড়ে তোলেন। একযুগ পর যখন একজন ছাত্র পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করে, তখন সেই ছাত্র সামান্য সময় أستاذ مفيد-এর দিক নির্দেশনা নিয়ে থাকে। কিন্তু আজিব ব্যাপার হল, যাঁর কাছে একযুগ লেখাপড়া করে ছাত্রটি যোগ্য হিসাবে গড়ে উঠেছে, তাকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যাঁর অক্লান্ত শ্রম মেধা ব্যয়িত হয়েছে। সেই একযুগের উস্তাদকে ছাত্ররা আদব সম্মান করে না। যে উস্তাদ তাকে সামান্য সময় দিক নির্দেশনা দিয়েছে, কেবলমাত্র তাঁরই আদব ইহতিরাম করা হয়। এটা খুবই দুঃখজনক বিষয়।

www.pathagar.com

'আল্লাহ' বলে ডাক দিয়ে ছিলে তাই ক্ষমা করে দিলাম

কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা এক ব্যক্তিকে ডাক দিয়ে বলবেন- 'তোমার কি কি আমল আছে তা নিয়ে আমার কাছে হাযির হও।' সে বলবে- 'হে আল্লাহ! আমার হিসাব কিতাবের দরকার নেই। বিনা হিসাবেই তুমি আমাকে জাহান্নামে দিয়ে দাও।' আল্লাহ তাআলা তার উদ্দেশ্যে বলবেন- 'না তোমাকে আমি জাহান্নামে দিব না। কেননা, একরাত তুমি অস্থিরতায় বেশ ছটফট করছিলে। তোমার নিদ্রা আসছিল না। সে সময় তুমি আমাকে 'আল্লাহ' বলে ডাক দিয়েছিলে। তোমার সেই ডাকটি আমার কাছে এত প্রিয় ছিল যে, সেই আমলটির বদৌলতে আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।

এর দ্বারা একথাই বুঝা গেল যে, শুধু অধিক আমল আল্লাহর নিকট প্রিয় নয়। আল্লাহ বান্দার অন্তর দেখে থাকেন, অধিক আমল নয়।

পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টিকেই পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে- ليبلوكم أيكم أحسن عملا 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের পরীক্ষা করে দেখেন, তোমাদের মাঝে কার আমল বেশী উত্তম। কুরআনে কারীমে এ ঘোষণা দেয়া হয় নাই اكثر عملا 'তোমাদের মাঝে কার আমল অধিক।'

হক কথার আছর

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) বলেছেন- হক কথা সৎ নিয়তে সঠিক তরীকায় ইখলাসের সাথে বললে শ্রোতার উপর তার আছর ও প্রভাব পড়তেই হবে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

শ্রোতার উপর কারও কথার প্রভাব না পড়লে বুঝতে হবে, নিশ্চয় এতে উল্লিখিত তিন বৈশিষ্ট্যের কোন একটির ঘাটতি রয়েছে।

বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর লাখ দিনারের জামা

বড়পীর গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর ঘটনা। তৎকালে একব্যক্তি একটি কাপড় প্রস্তুত করল। কাপড়টি সে প্রস্তুত করে আকর্ষণীয় কারুকার্য সমেত। এতে সে তার মেধা, শ্রম এবং অর্জিত অর্থ ব্যয় করতে কোন কার্পণ্য করেনি। কাপড় প্রস্তুত শেষে এটি বিক্রয় করার জন্য সে বাদশাহর দরবারে নিয়ে গেল। বাদশাহ কাপড়টির মূল্য জানতে চাইলে লোকটি এর মূল্য বলল, এক লাখ দিনার। মূল্য শুনে তো বাদশাহ একেবারেই হতবাক। বাদশাহ এক লাখ দিনার মূল্যে এই কাপড়টি ক্রয় করার সাহস পেলেন না। তিনি বিক্রেতাকে রাজ দরবার থেকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। ঐ ব্যক্তি নিরাশ হয়ে রাজ দরবার থেকে ফিরে আসল। সে চিন্তা করল আমার জীবনের মেধা,

www.pathagar.com

শ্রম ও অর্থ যে কাপড়টি প্রস্তুতে ব্যয় করেছি, তা মনে হয় বিফলে যাবে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে তার এই কাপড়টি নিয়ে বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)-এর দরবারে হাযির হল। বড়পীর (রহ.) সবকিছু শুনে কাপড়টি এক লাখ দিনারে ক্রয় করে নিলেন।

বাদশাহর কানে এই সংবাদ পৌঁছার পর তিনি বড়পীর (রহ.) সম্পর্কে কটাক্ষমূলক উক্তি করতে থাকলেন। এক মন্ত্রী এসময় বাদশাহর উদ্দেশ্যে বললেন- হুযূর! বুযুর্গদের সম্পর্কে বদ গোমান করা অনুচিৎ। যাঁচাই বাছাই করে তাঁদের সমালোচনা করা উচিৎ। অন্যথায় খোদায়ী গযবে নিপতিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি সরাসরি বিষয়টি পরখ করে আসতে পারি। বাদশাহ মন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, বেশ তাই হোক। উযীর বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানীর (রহ.) দরবারে গিয়ে দেখলেন; তিনি ঐ কাপড়টি কেটে একটি জামা বানিয়েছেন। তবে জামার নিচের দিকটায় চট কেটে একটি জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়েছে।

উযীর হযরত বড়পীর (রহ.)-এর উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন- হযরত! লাখ টাকা দামী কাপড়ের নীচে ছালার চট কেটে তালি লাগিয়েছেন, ব্যাপারটা কি?

হযরত বড়পীর (রহ.) জবাবে বললেন- 'আসলে ব্যাপার হল, এই লোকটি তার সারা জীবনের শ্রম মেধা ও অর্থ ব্যয় করে এই কাপড়টি প্রস্তুত করেছে। অথচ এই কাপড় ক্রয় করার মত অর্থ বাদশাহর হাতেও নেই। যদি সে তার কাপড়টি বিক্রয় না করতে পারত, তাহলে সে এই দুঃখে মারাই যেত। তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যেই আমি এই কাপড়টি কিনে নিয়েছি। এর দ্বারা ঐ বেচারার জীবনটাতো রক্ষা পেল।

অপর দিকে তার কাপড়টি এত বড়ও ছিল না যে, এর দ্বারা আমার পূর্ণ একটি জামা হয়, তাই এর নিচের অংশে ছালার চট কেটে জোড়া লাগিয়ে নিয়েছি। উযীরের মুখে বাদশাহ এই সংবাদ শুনে নিজের সমালোচনা ও কটাক্ষমূলক মন্তব্যের জন্য অনুতপ্ত হন।

রাসূলুল্লাহর মাকাম সর্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ

পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ.) সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- والقيت عليك محبة مني 'আমার (আল্লাহর) পক্ষ থেকে তোমার (মূসার) উপর ভালবাসা ও মুহব্বত বিস্তৃত করে দিয়েছি।' পবিত্র কুরআনের কোথাও হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ জাতীয় ঘোষণা নেই।

আল্লামা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন- এ বিষয়টি নিয়ে আমি গভীর চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করার পরও কোন সমাধানে পৌছতে পারি নাই। তবে আমার কাছে এতটুকু মনে হয়েছে যে, হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু

www.pathagar.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আংশিক কোন বিষয়ে অন্য নবীর ফযীলত বা শ্রেষ্ঠত্ব হলেও হতে পারে।

কিন্তু পবিত্র কুরআনের অন্য একটি আয়াত قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 'তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাইলে, আমার অনুসরণ ও ইত্তিবা কর, তবেই আল্লাহ তাআলা তোমাদের ভালবাসবেন।'

এর উপর গভীর গবেষণা করার পর আমার সমস্যার নিরসন হয়। আমার বুঝে আসে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়ে হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উঁচু মাকাম ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এর সাথে সাথে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, সর্বক্ষেত্রেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাকাম সর্বশ্রেষ্ঠ। *(৯ রমযান বুধবার ১৪২৪ হিজরী)*

মনুষ্যত্ত্বের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

এক বুযুর্গ বলেন- 'হে আল্লাহ! তোমার জন্য আমি উৎসর্গিত। কেননা, তুমি আমার প্রতি সীমাহীন অনুগ্রহ করেছ। মনুষ্যত্ব দান করেছ। তারপর আমাকে মুসলমানিত্ব দান করেছ।'

পৃথিবীর অন্যান্য জীবজন্তু স্বাভাবিক গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়ে মারা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল মানুষ। মানুষ জন্ম গ্রহণের পর তাদের কারও মৃত্যু হয় মানুষ হিসাবে। আবার কারও মৃত্যু অমানুষ পশু হিসাবে। শৃগাল, কুকুর এবং শূকর হিসাবে; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এর চেয়ে আরও করুণ অবস্থায়। মানুষ মানুষ হিসাবে মরতে হলে তাকে কুরআনের ঘোষণা মোতাবেক চারটি গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে। কুরআনের ঘোষণা হল-

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم أيتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم .

'হে আল্লাহ! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন রাসূল প্রেরণ কর। যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দিবেন। এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী হিকমত ওয়ালা।

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে সেই চারটি বৈশিষ্ট্য ও গুণের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন।

www.pathagar.com

বেআদবীর পরিণাম খুবই ভয়াবহ

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- الدين النصيحة দ্বীনের পুরোটাই নসীহত, উপদেশ। ইসলাম-ই একমাত্র ধর্ম, যে ধর্ম মানব জাতিকে সভ্যতা শিখিয়েছে; অন্যকোন ধর্মে সভ্যতার সবক নেই বললেই চলে।

আল্লামা আবদুল্লাহ দরখাস্তী (রহ.) কথায় কথায় বলতেন- الدين كله أدب 'ইসলাম পুরোটাই আদব ও সভ্যতার নাম।'

ইসলামের আদব শিষ্টাচার এবং সভ্যতার বিষয়গুলো হাকীমুল উম্মাহ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) 'আদাবুল মুআশারাত' নামক একটি কিতাবে একত্রিত করে দিয়েছেন। এই কিতাবটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য পাঠ করা এবং সে অনুযায়ী নিজের আমলী জিন্দিগী গঠন করা খুবই জরুরী। এই কিতাবে বর্ণিত তরীকায় নিজের জীবন গড়ে তুললে সহজেই একজন মানুষের কামেল মুসলমান হওয়ার পথ প্রশস্ত হবে।

আদব শব্দের মর্মকথা হল- নিজের কথাবার্তা, চালচলন এবং আচার আচরণের দ্বারা মানুষের যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। আদবের ক্ষেত্রে সামান্য অসতর্কতা জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনতে পারে। অনেক সময় গোনাহর চেয়ে বেআদবীর দ্বারা বেঈমান হওয়ার আশংকা বেশী থাকে। জীবনের যাবতীয় পূণ্যতা, নেককাজ বরবাদ ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মসজিদে মানুষ, নয় মানুষের ছুরতে শূকর কুকুর নামায আদায় করে

মির্যা মাযহারে জানে জানাঁ (রহ.) একজন বড় উঁচু মাপের আল্লাহর অলি ছিলেন। তিনি দিল্লীর জামে মসজিদে নামায আদায়ের জন্য প্রবেশকালে রুমাল দ্বারা চেহারা ডেকে প্রবেশ করতেন। মুরীদরা মসজিদে প্রবেশকালে তাঁর চেহারা ঢাকার হেতু জানতে চাইলে তিনি চুপ থাকতেন। শায়খ চেহারা ঢেকে মসজিদে প্রবেশ করেন মুরীদরা বিষয়টির রহস্য উদঘাটন করতে পারছিল না। একদিন মসজিদে প্রবেশকালে যখন তিনি নিজের চেহারা ঢাকতে যাচ্ছেন এক মুরীদ অভিযোগের সূরে বলল- হযরত! আপনি মসজিদে নামায আদায়ের জন্য আসলেই চেহারা ঢেকে ফেলেন, অথচ আপনার ভক্ত মুরীদরা একবার আপনার চেহারা দর্শনের জন্য বহু দূরদূরান্ত থেকে এসে থাকে! আপনার চেহারাটা খোলা রেখে মসজিদে প্রবেশ করলে ভাল হয় না? এসময় মির্যা মাযহারে জানে জানাঁ (রহ.) নিজের মাথার পাগড়ীটি খুলে মুরীদের মাথার উপর রেখে দিলেন। মুরীদের মাথায় পাগড়ী দেয়ার সাথে সাথে সে বেঁহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর তার হুঁশ ফিরে আসলে জিজ্ঞাসা করা হল, তুমি বেঁহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে কেন? জবাবে সে বলল- শায়খ আমার মাথার উপর

পাগড়ী রাখার পর মসজিদের দিকে আমি তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে মানুষ নেই, শিয়াল, কুকুর, শূকর, বাঘ, ভাল্লুক, বিড়াল, ইদুর ইত্যাদি মসজিদে ছুটাছুটি করছে।

এবার মির্যা মাযহারে জানে জানাঁ (রহ.) বললেন- তুমি জীবনে একবার এগুলো দেখে ঠিক থাকতে পারলে না, তাহলে দিনে পাঁচবার দেখে আমি কি করে ঠিক থাকতে পারি?

এর কারণ কি? এর কারণ হল যদিও আমরা মানুষের ছূরতেই মসজিদে নামায আদায় করে থাকি, কিন্তু যেহেতু আমাদের কারও স্বভাব কুকুরের, কারও স্বভাব শূকরের, আবার কারও কারও স্বভাব বাঘ, ভাল্লুক, বানর, ইদুর ইত্যাদির মত। তাই তিনি মসজিদে নামায আদায়কালে তাদেরকে মানুষ নয় মানুষের ছুরতে কুকুর, শূকর, বাঘ, ভাল্লুক ইত্যাদিকে নামায আদায় করতে দেখতেন বলেই রুমাল দ্বারা নিজ চেহারা ঢেকে মসজিদে প্রবেশ করতেন।

এই ঘটনা থেকে আমাদেরকেও শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ভাবতে হবে আমরা যে নামায আদায় করছি, তা কি মানুষের আকৃতিতে করতে পারছি? আমাদের স্বভাব চরিত্রে সেইসব জীবজন্তুর স্বভাব চরিত্রের অনুপ্রবেশ ঘটছে কিনা? যদি ঘটে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে। এবং মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী অর্জনের জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে।

ছদর সাহেব (রহ.)-এর দৃষ্টিতে তাসাউফের সারকথা

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব (রহ.) বলতেন- তাসাউফের খোলাসা কথা হল চারটি।

১. শরীয়তকে পূর্ণাঙ্গভাবে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা।

২. নিজের ভিতরকার যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি যথা হিংসা বিদ্বেষ, পরনিন্দা ইত্যাদি দূর করা।

৩. শিষ্টাচারী হওয়া এবং

৪. সুন্নতের ইত্তিবার সাথে সাথে সার্বক্ষণিক যিকির এবং আল্লাহ তাআলার সাথে স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা। (১০ রমযান বৃহস্পতিবার ১৪২৪ হিজরী)

প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . 'প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি, যার মুখ এবং হাত (-এর অনিষ্ট) থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।' সকল সভ্যতার মূল হল, এক ব্যক্তির দ্বারা অন্য ব্যক্তির কষ্ট না পাওয়া। খোদার সৃষ্টির প্রতি সদয় হওয়া। এসবের প্রতি ভালবাসা এবং মুহব্বত রাখা। সদাচরণ করা।

www.pathagar.com

মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেছেন- বর্তমান সভ্যতার মূলনীতিই হল অন্যকে কষ্ট দিয়ে নিজের আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করা। আধুনিক যুগের সভ্যতাটা এতটাই নিকৃষ্ট যে, এই সভ্যতা ব্যক্তি নিজেকেও কষ্ট দিয়ে থাকে। যেমন আধুনিক সভ্যতার পোষাকের কথাই দৃষ্টান্ত হিসাবে পেশ করা যেতে পারে। এই পোষাক পরিধান করে ব্যক্তি নিজেই স্বাভাবিকভাবে উঠতে বসতে পারে না। যে কোন মজলিসে যাওয়া সম্ভব হয় না। এমন কি বসে পেশাব করার পর্যন্ত সুযোগ থাকে না। আর অন্যের কষ্টের তো কোন সীমা পরিসীমাই থাকে না। এই সভ্যতা মানুষকে কষ্ট দেয়ার সভ্যতা, হিংসা বিদ্বেষ বাড়ানোর সভ্যতা, অন্যকে ঠকানো এবং নিজে বড় হওয়ার সভ্যতা। নিজের উচ্চাভিলাষ আর অন্যকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সভ্যতা।

তাই এই সভ্যতা পরিত্যাগ করে আমাদেরকে ইসলামের বিনম্রতার সভ্যতা, অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার সভ্যতা, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহারের সভ্যতা এবং কাউকে কষ্ট না দেয়ার সভ্যতা গ্রহণ করতে হবে।

বাহ্যিক আদবও বেআদবীর শামিল

সভ্যতা আর আদব খুবই নাজুক একটি বিষয়। অনেক সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হবে এটি আদবের কাজ। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করলে দেখা যায় এটি একটি বেআদবী। যেমন কোন শায়খ বা উস্তাদ অন্য কেউ তাঁর জুতা বহন করাকে পছন্দ করেন না। এমতাবস্থায় তার জুতা নিয়ে টানাটানি করাটাও বেআদবী। ঠিক তদ্রুপ শায়খ বা উস্তাদ পা থেকে জুতা খোলার পূর্বেই তা নিয়ে টানাটানি শুরু করে দেয়াটাও বেআদবী। (১২ রমযান শনিবার ১৪২৪ হিজরী)

ইলমে দ্বীন ও ইবাদত গ্রহণযোগ্যতার আলামত

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলা মেহনত ছাড়া, তীব্র আগ্রহ ছাড়া কাউকে দ্বীনের সমঝ ও দ্বীনের জ্ঞান দান করেন না। যার মাঝে মেহনত যেমন হবে, আগ্রহ যেমন হবে সে অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা তাকে দ্বীনের সমঝ ও জ্ঞান দান করেন।

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) বলতেন- দ্বীনি ইলম অর্জনের পর দ্বীনের খেদমতের সৌভাগ্য না হলে বুঝতে হবে তার ইলম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। আল্লাহ তার ইলমকে কবূল করেন নাই।

সাইয়্যেদুত্ তায়িফাহ হযরত মাওলানা ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বলতেন- এক ওয়াক্ত নামায আদায় করার পর দ্বিতীয় ওয়াক্ত নামায আদায়ের সুযোগ না হলে বুঝতে হবে আল্লাহর দরবারে এই ব্যক্তির পূর্বের ওয়াক্তের নামায মাকবূল হয় নাই।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ইলমের সাথে সম্পর্কছিন্ন করেন নাই

খেলাফতে আব্বাসিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ইয়াহইয়া ইবনে হোবায়রা (রহ.) দ্বীনি তালিম এবং ইলমে হাদীসের সাথে নিজের সম্পর্কছিন্ন করেন নাই। প্রধানমন্ত্রীত্বের বিশাল দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে তিনি ইলমে হাদীসের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ الإفصاح 'আল ইফসাহ' রচনা করেন।

একবার তিনি হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন। তাঁর দরসে ছাত্র ছিলেন দেশের বড় বড় উলামায়ে কিরাম। এক আলেম ছাত্র দরসে তাঁকে অপ্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন করলে তিনি বেশ চটে যান। স্থির থাকতে না পেরে তিনি البهيمة 'জানোয়ার' আখ্যা দিয়ে সবক বন্ধ করে বের হয়ে আসেন।

দ্বিতীয় দিন সবকে হাযির হয়ে একেবারে বিনীতভাবে ছাত্রদের সামনে বললেন- গতকাল আমার মুখে একটি চরম গর্হিত শব্দ বের হয়ে গেছে। এতবড় একটি অন্যায়ের জন্য আমার কঠোর শাস্তি হওয়া উচিৎ। তাই আমি সকলের সামনে ঘোষণা করছি, যাকে আমি গতকাল البهيمة 'জানোয়ার' বলে গালি দিয়েছি, তিনি তার প্রতিশোধ স্বরূপ আমাকেও البهيمة 'জানোয়ার' না বললে আমি আর সামনে সবক দিব না।

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে হোবায়রা (রহ.)-এর এই অসাধারণ আচরণে সেই আলেমসহ উপস্থিত সকলেই হতভম্ব হয়ে যান। সেই আলেম বিনীতভাবে বললেন- হযরত আপনি কোন অন্যায় করেননি। আর তা যদি অন্যায় হয়েও থাকে আমি তা ক্ষমা করে দিয়েছি। বার বার অনুনয় বিনয়ের সাথে বলার পরও তিনি তাঁর দাবীতে অটল থাকেন। শেষ পর্যন্ত সকলের পীড়াপীড়িতে তিনি ঐ আলেমকে বেশকিছু উপহার উপঢৌকনের বিনিময়ে তার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে ছাত্রদেরকে দরস দেন।

আরেকদিনের ঘটনা। হযরত ইয়াহইয়া ইবনে হোবায়রা (রহ.) ইলমে হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন। দরস চলাকালীন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে মহিলাদের কান্নাকাটির আওয়ায ভেসে আসায় তিনি দরস বন্ধ করে বাড়ীতে যান। কিছুক্ষণ পর পুনরায় তিনি এসে স্বাভাবিকভাবে হাদীসের দরস দেন।

দরস শেষে ছাত্ররা তাঁর কাছে বাড়ীর ভিতর মহিলাদের কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন- এই মাত্র আমার ছেলে মারা গেছে। মহিলাদের কান্নার আওয়ায ভেসে আসায় বাড়ি গিয়ে তাদের কান্না থামিয়ে এসে হাদীসের সবক দিতে বাধ্য হয়েছি।

সফলতা বড় দলে নয় সফলতা রেযায়ে মাওলায় নিহিত

আজকাল অনেকের ধারণা- বড় দল, বড় সংগঠন এবং ক্যাডার ছাড়া কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস। কাজ করার জন্য কোন বড় দল, বড় সংগঠন এবং ক্যাডারের প্রয়োজন নেই; ছোট দল দ্বারা

www.pathagar.com

কিংবা কোন দল ছাড়াও কাজ করা সম্ভব। যখন কাজ রেযায়ে মাওলার উদ্দেশ্যে ইখলাসের সাথে হয়। খোদা সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করলে সেই কাজে সফলতা অনিবার্য। আজকাল বাহ্যিক সফলতাকেই সফলতা মনে করা হয়। অথচ দ্বীনের কাজে বাহ্যিক সফলতা না আসলেও তাতে ব্যর্থতা নেই। দ্বীনের কাজে সফল হলে নূরুন আলা নূর। আর ব্যর্থ হলেও সফল।

দল, সংগঠন ও ক্যাডার ছাড়া হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম এবং আমাদের আকাবির আসলাফ কাজ করে ইসলামকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আমাদের মাঝে ইখলাসের ঘাটতি এবং রেযায়ে মাওলার ফিকির না থাকর কারণেই আমরা আমাদের কাজে সফল হতে পারছি না। কবির ভাষায়- 'তোমার মাঝে খোদা প্রেমের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়া, এটিও কারও করুণার বদৌলতে। এই কদম উঠে না তাকে উঠানো হয়ে থাকে।'

হাকীমুল উম্মাহ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এক আলেমের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন- 'বড় দলের দ্বারাই কি শুধু কাজ হয়? কাজতো ছোট দলের দ্বারাও সম্ভব। যদি কাজ সম্পাদনকারীদের নিয়ত রেযায়ে মাওলা ও খোদা সন্তুষ্টি হয়। আমাদের মাঝে আজ যে জিনিষটির বড় অভাব তা হল, রেযায়ে মাওলা -এর যিকির। মুসলমানদের মাঝে যতদিন এ বিষয়টি ছিল, তারা প্রভাব প্রতাপশালী ছিল। দুনিয়ার উপর তারা বিজয়ী ছিল।

কোন ক্ষমতাবলে মুসলমানরা বিজয়ী হয়

তালীহা ইবনে খোয়াইলিদ (মিথ্যা নবুওয়তের দাবীদার) নিজের উযীরকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাদের নিকট যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র এবং ঢাল তরবারী থাকতেও মুসলমানরা কেন আমাদের উপর বিজয়ী হয়? কোন্ জিনিষটা মুসলমানদের কাছে আছে, যার ক্ষমতা বলে তারা আমাদের উপর প্রভাব খাটায়?

উযীর ছিল বেশ বিচক্ষণ। জবাবে বলল- তাদের আর আমাদের মাঝে পার্থক্য হল মাত্র একটি। আর তা হল, তাদের প্রত্যেকেই নিজের সাথীর পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে। অন্যকে জীবিত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। আমাদের এখানকার লোকগুলো প্রত্যেকেই নিজে জীবিত থাকার জন্য মরিয়া হয়ে থাকে। অন্যকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয়ার ফিকিরে থাকে। মুসলমানদের কাছে মৃত্যু অগ্রাধিকার আর আমাদের লোকদের কাছে জীবন অগ্রাধিকার। এই বিষয়টাই শুধু মুসলমানদের মাঝে তীব্রভাবে বিরাজ করছে। আর আমাদের মাঝে এর তীব্র অভাব রয়েছে। একারণেই কেউ মুসলমানদের উপর বিজয়ী হতে পারে না। মুসলমানদের মাঝে এই বিষয়টি বিরাজ করার একমাত্র কারণ হল, রেযায়ে মাওলা বা খোদার সন্তুষ্টি অর্জন।

www.pathagar.com

এ জাতীয় আরও একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে হযরত থানবী (রহঃ)-এর মালফূযাতে। এক বাদশাহ বেশ কয়েকজন আল্লাহর অলিকে পরনিন্দার অভিযোগে হত্যার নির্দেশ দিলেন। বাদশাহর নির্দেশ মোতাবেক জল্লাদ একজনকে হত্যা করতে গেলে দ্বিতীয় ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললেন- আগে আমাকে হত্যা কর। জল্লাদ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হত্যা করতে গেলে তৃতীয় ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললেন- আগে আমাকে হত্যা কর। এভাবে জল্লাদ চক্কর খেতে লাগল। বাদশাহর কানে এ সংবাদ পৌঁছার পর তিনি অবাক হলেন এবং এই বলে সকলকে মুক্ত করে দিলেন যে, এজাতীয় মানুষ কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন না।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন- সফলতার মূল চাবিকাঠি হল আল্লাহ তাআলার রেযা ও সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হয়ে কার্যক্রম আনজাম দেয়া। আমি একথা জোর দিয়ে বলতে পারি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার সামনে বান্দাহর চেষ্টা প্রচেষ্টার কোন মূল্যই নেই। আর বান্দাহর চেষ্টা প্রচেষ্টার কোন মূল্য যদি থেকেই থাকে তবে তা রেযায়ে মাওলার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। যে চেষ্টা প্রচেষ্টায় রেযায়ে মাওলা অনুপস্থিত তার পিছনে পড়ে জীবন বিসর্জন দেয়া অনর্থক।

আমি তো আল্লাহর শপথ করে বলতে পারি যে, যদি মুসলমানরা আল্লাহ তাআলার রেযা এবং সন্তুষ্টির পিছনে ছুটাছুটি করে, তাহলে সারা দুনিয়া তাদের পিছনে ছুটাছুটি করবে। সর্বত্র তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিজয় প্রতিষ্ঠিত হবে। দুনিয়ার মানুষ তাদেরকে ইয্যত সম্মানের সাথে বরণ করে নিবে। অবশ্য আমি এ কথা বলছি না যে, মুসলমানরা চেষ্টা প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে যাবে। চেষ্টা প্রচেষ্টা তারা অবশ্যই অব্যাহত রাখবে, কিন্তু এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলাকে রাজী খুশী করার চেষ্টা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সামান্য এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ তাআলাকে দৃষ্টি সীমার বাইরে রাখা যাবে না। *(১৫ রমযান মঙ্গলবার ১৪২৪ হিজরী)*

দ্বীনি খেদমত কবূল হওয়ার আলামত

দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত থাকার পরও নিজের ভিতর আধ্যাত্মিকতা এবং রূহানিয়্যাত পয়দা না হলে বুঝতে হবে আল্লাহর দরবারে এই খেদমত মাকবূল হচ্ছে না। দ্বীনের খেদমতের দ্বারা শুধু মাদ্রাসায় পড়ানোই উদ্দেশ্য নয়; বরং এতে দাওয়াত-তাবলীগ, জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ, তালীফ তাসনীফ (লেখা) সহ দ্বীনের অন্যান্য সকল শাখা প্রশাখাই অন্তর্ভুক্ত।

দ্বীনের যাবতীয় কাজকে মাকবূল এবং গ্রহণযোগ্য করতে তাসাউফ তথা আধ্যাত্মিকতার লাইনে উন্নতি করতে হবে। প্রথমে নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে হলে একজন মানুষকে যেসব বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী অর্জন করতে হবে এবং যে সব কাজ বর্জন করতে হবে তা কবি তার কবিতায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন-

www.pathagar.com

خواهی که شوی بمنزل قرب مقیم + نوچیز بنفس خویش فرما تعلیم
صبر وشکر وقناعت وعلم ویقین + تفویض وتوکل ورضا وتسلیم

আদর্শ মানুষের জন্য করণীয় ৯ কাজ

'যদি তুমি মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের প্রত্যাশী হও। নয়টি জিনিষ নিজের প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করে নাও।'

'(১) ধৈর্য (২) শুকর (৩) স্বল্পেতুষ্টি (৪) ইলম এবং (৫) বিশ্বাস (৬) সমর্পণ (৭) তাওয়াক্কুল (৮) রেযা এবং (৯) নির্দ্বিধভাবে মেনে নেয়ার মানসিকতা।

خواهی که شود دل تو چوں آئینه + ده چیز بروں کن از دورن سینه
حرص وامل وغضب و دروغ وغیبت + بخل وحسد وریا وکبر وکینه

আদর্শ মানুষের জন্য বর্জনীয় ১০ কাজ

'তুমি যদি তোমার অন্তরকে রাখতে চাও আরশীতুল্য স্বচ্ছ পরিষ্কার। দশটি বিষয় ঝেড়ে ফেল অন্তর থেকে তোমার। (১) লোভ (২) আকাঙ্খা (৩) রাগ (৪) মিথ্যা (৪) গীবত (৬) কৃপণতা (৭) হাসাদ (৮) রিয়া (৯) অহংকার এবং (১০) হিংসা।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 'আমি উত্তম চরিত্র ও আদর্শের পরিপূরক হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।'

তিন বিষয়ে দুআ

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) ছাত্রদেরকে তিন বিষয়ে দুআ করার জন্য সবসময় উপদেশ দিতেন। সেই তিন বিষয় হল- (১) দুনিয়ার নাফরত (উচ্চাকাংখা পরিহার) (২) দ্বীনের সহীহ সমঝ এবং (৩) আখিরাতের তলব বা প্রত্যাশা।

দুআ মুসলমানদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান। যার চোখে কান্না আছে, যে দুআর মাধ্যমে কাঁদতে শিখেছে, সে কখনও বিফল হবে না। সফলতা তার অনিবার্য। এটি শুধু আখিরাতের জন্যই উপকারী নয়; বরং দুনিয়ার ক্ষেত্রেও এর বিরাট উপকারিতা রয়েছে। হার্টের সমস্যা সমাধানেও এটি একটি বড় চিকিৎসা বলে বড় বড় ডাক্তাররা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

হযরত ছাবেতুল বুনানী (রহ.)-এর দুআ

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন হযরত ছাবেতুল বুনানী (রহ.)। তিনি হযরত আনাছ (রা.) সহ শীর্ষ সাহাবায়ে কিরামেরও ছাত্র ছিলেন। নামাযের প্রতি তাঁর বিরাট আসক্তি ছিল। তিনি সব

www.pathagar.com

সময় এই দুআ করতেন- 'হে আল্লাহ! আমি কবরে গেলে তুমি আমার নামাযের ব্যবস্থা করে দিও।'

আল্লামা মুনাযির আহসান গিলানী (রহ.) লিখেছেন- হযরত ছাবেতুল বুনানী (রহ.) কে দাফন করার পর আধা ঘন্টার মাঝেই ঘটনাচক্রে তাঁর কবরের একটি ইট সরে গিয়ে কবরটি সামান্য ফাঁকা হয়ে যায়। এটি ঠিক করার জন্য যাওয়া হলে দেখা গেল যে, তিনি কবরের ভিতর নামায আদায় করছেন।

হযরত ছাবেতুল বুনানী (রহঃ)-এর উস্তাদ হযরত আ'মাশ (রহ.) একবার তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন- হে ছাবেত! তোমার চোখ দু'টো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের সাদৃশ্য। একথা শোনার পর তিনি ঢুকরে ঢুকরে কান্না শুরু করে দেন। আর এ কান্নাতেই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়। ডাক্তার তাঁকে কান্না বন্ধের নির্দেশ দিলে তিনি বললেন- 'যে চোখ আল্লাহর জন্য কাঁদতে জানে না, সে চোখ রেখে কোন লাভ নেই।'

অতএব, আমাদেরকে আল্লাহর দরবারে রুনাজারি এবং কান্নাকাটির অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আর এই রুনাজারি আর কান্নাকাটির উত্তম সময় হল রমযান মাস। এই রমযান মাসে আল্লাহর দরবারে দুআ ও কান্নাকাটি অব্যাহত রাখা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরী। (১৭ রমযান, বৃহস্পতিবার ১৪২৪ হিজরী)

আকাবির আসলাফের বদৌলতে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন আমাদের জন্য সহজ হয়েছে

আকাবির আসলাফ দ্বীনের বিষয়গুলো আমাদের সামনে এতো স্বচ্ছ এবং পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করে গেছেন। যার ফলে দ্বীনের কোন বিষয়ই আর আমাদের কাছে অবোধগম্য থাকেনি। বিশেষতঃ হাকীমুল উম্মাহ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)-এর অবদান এক্ষেত্রে অনন্য অতুলনীয়। তাঁর বহুমুখী কার্যক্রম উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামকে একেবারেই সহজ করে দিয়েছে।

শুধু পাঠ্যসূচীই যথেষ্ট নয়

দুনিয়ার সব জিনিষের মাঝে সবচেয়ে মূল্যবান জিনিষ হল ইলমে দ্বীন। ইলমে দ্বীন হল আম্বিয়ায়ে কিরামের মিরাছ। এটি হল একটি নূর। যে নূরের আলোতে সারাজাহান হয় উজ্বালা। আর এই ইলম শুধু পাঠ্যসূচীর কিতাবাদির মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। পাঠ্যসূচীর কিতাব শেষ করলেই ছাত্রদের দায়িত্ব চুকে যায় না। এর জন্য কঠোর মেহনত, ত্যাগ ও সাধনার প্রয়োজন রয়েছে।

বর্তমান যুগের ছাত্রদের ধারণা কোনক্রমে পাঠ্যসূচীর কিতাবগুলো শেষ করে নিতে পারলেই ইলমে দ্বীন অর্জিত হয়ে যাবে। এটি কিন্তু একটি ভ্রান্ত ধারণা। ভাসা ভাসা ইলম অর্জন কোন ফায়দা বা উপকারিতা নেই। ইলমে দ্বীন অন্তর

www.pathagar.com

থেকে অর্জন করতে হয়। আমরা কুরআন হাদীসের ইলম অর্জন করছি। অথচ এর দ্বারা আমাদের কোন ইসলাহ বা সংশোধন হচ্ছে না। এর কারণ হল, আমরা কুরআন হাদীসকে ভালো ভাবে হৃদয়াঙ্গম করছি না। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- من لم يتغن بالقران فليس منا 'কুরআনের জ্ঞানার্জিত হওয়ার পর যে ব্যক্তি নিজেকে সম্পদশালী মনে করল না সে আমার (উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়।'

আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) كتاب انزلنا مباركا 'এই কিতাবকে আমি পূণ্যময় কিতাব হিসাবে অবতীর্ণ করেছি' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, تغنى শব্দের অর্থ হল - (১) তিলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে তিলাওয়াতকারী তার আওয়াযকে সুন্দর আকর্ষণীয় করবে। (২) তিলাওয়াতে কুরআন উচ্চস্বরে করবে। (৩) উত্তম পন্থায় সূর লাগিয়ে তিলাওয়াত করবে। (৪) অন্যের মুখাপেক্ষীহীন থাকবে এবং (৫) নিজেকে বড় সম্পদশালী এবং প্রাচূর্যের মালিক মনে করবে।

ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্রসহ দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞানার্জন সত্তেও কুরআনের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থাকলে তা প্রশান্তি দায়ক হবে না। *(১৯ রমযান, শনিবার ১৪২৫ হিজরী)*

উস্তাদের সামনে জানি বলা বেআদবী

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) বলতেন- কোন ঘটনা বর্ণনাকালে উস্তাদ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যদি এই প্রশ্ন করেন যে, 'তোমরা কি এই ঘটনাটি জান?' ছাত্রদের ঘটনা জানা থাকলেও আদবের সাথে বলবে- হুযূর ঘটনাটি আমাদের শোনান। কেননা, উস্তাদের সামনে 'জানি' শব্দ উচ্চারণ করা বেআদবী। আবার জানা থাকলে 'জানি না' বললেও মিথ্যা বলা হবে।

সম্পদ ছায়ার ন্যায়

من يستغن يغنيه الله 'যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদের প্রতি নির্মোহ, আল্লাহ তাআলা তাকে সম্পদশালী করেন।'

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহ.) বলতেন- দুনিয়ার সম্পদ হল ছায়াতুল্য। ছায়াকে ধরতে চাইলে যেমন তাকে ধরা সম্ভব হয় না, আবার ছায়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাইলেও তা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা যায় না। ঠিক তদ্রুপ যারা সম্পদের পিছনে দৌড়ায় সম্পদ তাদেরকে ধরা দেয় না, আর যারা সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চায়, সম্পদ তাদেরকে তাড়িয়ে ফিরে।

মানুষের আকৃতিতে অমানুষ

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.) বলতেন- আমি হযরত থানবী (রহ.)-এর দরবারে না গেলে মানুষই হতে পারতাম না।

www.pathagar.com

এক বুযুর্গ দিনের বেলায় হারিকেন জ্বালিয়ে বের হলেন। মানুষ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল- হযরত! ব্যাপারটা কি? দিনের বেলায় হারিকেন জ্বালিয়ে বের হয়েছেন? জবাবে বুযুর্গ বললেন- হারিকেন জ্বালিয়ে মানুষ তালাশ করছি। বলা হল, এতো মানুষ থাকতে আপনি আবার কোন্ মানুষ তালাশ করছেন? জবাবে তিনি বললেন- এসব মানুষ নয়; বরং মানুষের আকৃতিতে সকলেই অমানুষ।

দুই বিষয়ে পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস

আল্লামা ইউসুফ বিননূরী (রহ.) বলতেন, দুই বিষয়ে আমার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। (১) যাবতীয় মাল সম্পদ ও ধনভান্ডারের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। (২) আমরা দ্বীনের সহীহ্ খেদমতের জিম্মাদার। কেননা, দ্বীনের সহীহ্ খেদমত হলে মালদারদের কাছে আল্লাহর সম্পদের যে ভান্ডার রয়েছে তা সহীহ্ দ্বীনের কাজে ব্যয় করার জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাদের অন্তরে আগ্রহ্ সৃষ্টি করে দেন। *(২০ রমযান, রোববার ১৪২৪ হিজরী)*

উস্তাদ ও শায়খের সাথে সাক্ষাতের আদব

উস্তাদ বা শায়খের সাথে সাক্ষাতের যে সব আদব রয়েছে, তার মাঝে অন্যতম একটি হল- সাক্ষাতের সময় অপরিচিত কাউকে সাথে নিয়ে না যাওয়া। এমনটি করলে উস্তাদ ও শায়খের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, এককভাবে উস্তাদ ও শায়খের কাছে গেলে ছাত্রকে তিনি যে নসীহতটি করতেন অপরিচিত একজন লোককে সাথে নিয়ে গেলে তা করা তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে না।

ইখলাসের হাদিয়া

এক বুযুর্গ ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলার বড় মকবূল বান্দাহ ছিলেন তিনি। হাজারো ভক্ত মুরীদান ছিল তাঁর। সবসময় হাদিয়া তোহফা নিয়ে ভীড় জমাতো তার দরবারে ভক্ত মুরীদান।

এক মুখলিস আলেম একদিন সেই বুযুর্গের দরবারে যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু টাকাকড়ি না থাকায় বুযুর্গের জন্য হাদিয়া তোহফা নেয়ার কোন ব্যবস্থাই করতে পারলেন না তিনি। শেষমেষ পীর সাহেবের দরবারে আসার পূর্বে জঙ্গল থেকে বেশকিছু লাকড়ি কুড়িয়ে তা মাথায় করে বুযুর্গের দরবারে এসে হাযির হলেন।

পীর সাহেবের দরবারে হাদিয়া তোহফা নিয়ে হাজারো মানুষের লাইন ছিল। সকলের হাদিয়া গুদামজাত করার নির্দেশ দিচ্ছিলেন পীর সাহেব। কিন্তু যখন ঐ আলেম তার লাকড়িগুলো নিয়ে পীর সাহেবের সামনে হাযির হলেন। তিনি এগুলো দেখে খাদেমকে নির্দেশ দিলেন, এগুলোকে সংরক্ষণ করে স্বতন্ত্রভাবে

www.pathagar.com

রেখে দাও। আমি মারা গেল এই লাকড়ি দ্বারা পানি গরম করে আমাকে গোসল দিবে। কেননা, এগুলো বড় ইখলাসের হাদিয়া। *(২১ রমযান, সোমবার ১৪২৪ হিজরী)*

রমযানে ইবাদত বন্দিগী ও দুআ

রমযান রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও মুক্তির মাস। এ মাসে একজন বান্দাহ আল্লাহর কতটুকু নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হল, তার একটি পর্যালোচনা করা দরকার। বিশেষতঃ রমযানের শেষ পর্যায়ে এ পর্যালোচনা এ জন্য জরুরী যেন ভবিষ্যতে আরও ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনের পথ প্রশস্ত হয়। কেননা, রমযান মাসের সামান্য ইবাদত বন্দিগী অন্যান্য মাসের তুলনায় প্রতিদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও বিশাল, যা কল্পনা করা খুবই কঠিন।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমযান মাসে ইবাদত বন্দেগী খুববেশী করতেন। বিশেষতঃ রমযানের শেষ দশদিন ইবাদত বন্দেগীর মাত্রা তিনি খুববেশী বাড়িয়ে দিতেন। আর এ সময়কার বেজোড় রাতগুলোতে সর্বোপরি ২৭ রমযান রাতে ইবাদত বন্দিগী এতো অধিক করতেন যার কোন তুলনাই হয় না। এ কারণেই সারাবিশ্বে ২৭ রমযানের রাতটিতে অধিক ইবাদত বন্দেগীর প্রচলন দেখা যায়। এ রাতেই মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ মসজিদে তারাবীহ নামাযে কুরআন খতম করা হয়। কেননা, হাদীসের বর্ণনা মতে এ রাতেই শবে কদরের সম্ভাবনা বেশী। শবে কদরের রাতে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ সুপ্রশস্ত হয়। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সহজ তরীকা হল আল্লাহর দরবারে খালেস দিলে দুআ করা, কান্নাকাটি ও রুনাজারি করা।

দুআ সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.)-এর বিশেষ দিক নির্দেশনা

দুআ সম্পর্কে হাকীমুল উম্মাহ্ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর একটি মালফূযে বলা হয়েছে- দ্বীন দুনিয়ার যে কোন বিষয় চেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হতে পারে, আবার সম্ভব নাও হতে পারে। তাই যে কোন জিনিষ পাওয়ার জন্য সহজ উপায় হল, চেষ্টা প্রচেষ্টার সাথে সাথে দুআ অব্যাহত রাখা। অবশ্য দুআর সময় এতটুকু খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রার্থিত বিষয়টি যেন কোন গোনাহের বিষয় না হয়। দুআ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না; বরং যে বস্তু যেভাবে অর্জন সম্ভব, সেই জিনিষ অর্জনের জন্য সেইভাবে চেষ্টা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। যেমন- রুগীর সুস্থতার জন্য দুআ অবশ্যই চালু রাখতে হবে। সেই সাথে দাওয়ার (চিকিৎসার) ব্যবস্থাও করতে হবে।

www.pathagar.com

অবশ্য যে সব বিষয়ে চেষ্টা প্রচেষ্টার কোন সুযোগ নেই যেমন বৃষ্টি হওয়ার জন্য, শয়তান থেকে বেঁচে থাকার জন্য, ইত্যকার বিষয়গুলোতে শুধু দুআর মাধ্যমে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন- ادعوني استجب لكم 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব।'

আল্লাহ তাআলার এই সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্তেও যে বান্দাহ গাড়ীর জন্য, বাড়ীর জন্য, ধন-সম্পদের জন্য দুআ করছে, কই তার দুআ তো কবূল হচ্ছে না? হাকীমুল উম্মাহ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, এই আয়াতে استجب لكم-এর অর্থ হল, যে বান্দাহ আল্লাহর দরবারে দুআ করবে, সেই বান্দাহ আল্লাহ তাআলার তাওয়াজ্জুহ লাভ করবে।

আল্লামা রুমী (রহ.) বলেন- আল্লাহর দরবারে বার বার হাত উঠানোর সুযোগ পাওয়ার দ্বারাই বুঝা গেল যে, আল্লাহর দরবারে তার পূর্বের দুআ গৃহীত হয়েছে।

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের শুকরিয়া হল দুআ

আল্লাহ তাআলা মহান মহিয়ান, তিনি সবকিছু থেকে বড়, শ্রেষ্ঠ। তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের শোকর আদায় করা প্রতিটি মানুষের জন্য জরুরী। তাঁর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের শুকরিয়া আদায়ের তরীকা হল, তাঁর দরবারে কান্নাকাটি করা। আর তার কারণ হল, কাকুতি মিনতির সাথে আল্লাহর দরবারে দুআ করা আল্লাহর খুবই পছন্দনীয়। কেননা, আল্লাহর দরবারে কোন কিছুর অভাব নেই, কমতি নেই। আল্লাহর দরবারে যে জিনিষটি নেই, সেটি হল কান্নাকাটি। তাই আমাদের সকলের জন্য জরুরী ও অপরিহার্য বিষয় হল, আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি জারি রাখা, দুআ অব্যাহত রাখা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বেশী বেশী দুআ করার তাওফীক দান করুন। *(২২ রমযান, মঙ্গলবার ১৪২৪ হিজরী)*

তরবিয়্যত ছাড়া প্রকৃত মানুষ হওয়া অসম্ভব

বিনা তরবিয়্যতে এবং প্রশিক্ষণ ছাড়া মানুষ মানুষ হতে পারে না। মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে হলে প্রশিক্ষণ তাকে নিতেই হবে। আকাবিরদের পরিভাষায় একেই বলা হয় 'তাসাউফ'।

হযরত ছদর সাহেব (রহ.) তাসাউফের সারকথা বলেছেন- ১. শরীয়তের উপর আমল করা, ২. গোপন ব্যাধির চিকিৎসা করা, ৩. ইত্তিবায়ে সুন্নতের সাথে সাথে সার্বক্ষণিক যিকির এবং আনুগত্য করা, ৪. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

হযরত থানবী (রহ.) বাতেনী রোগের চিকিৎসায় ব্যর্থ হলে মানুষের ঈমানহারা হওয়ার আশংকা ব্যক্ত করে বলেছেন- 'যেমনিভাবে নামায, রোযা,

www.pathagar.com

হজ্জ্ব, যাকাত একজন মুসলমানের উপর ফরয, বাতেনী রোগের চিকিৎসা করাও তার জন্য ফরয।

তাসাউফের পরিভাষায় বাতেনী রোগকে أخلاق رذائل বা 'মন্দ খাছলত ও অভ্যাস' হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে। ইতিপূর্বেও এ জাতীয় ক্রিয়াকর্ম ১০ প্রকার উল্লেখ করা হয়েছে- সেই দশ প্রকার কুঅভ্যাস হল-

حرص . امل . غضب . دروغ . غيبت . بخل. حسد . رياء . كبر و كينه.

১. লোভ-লালসা, ২. উচ্চাকাংখা, ৩. রাগ, ৪. মিথ্যা, ৫. পরনিন্দা (গীবত), ৬. কৃপণতা, ৭. অনিষ্ট কামনা, ৮. লৌকিকতা, ৯. অহংকার এবং ১০. হিংসা বিদ্বেষ।

লোভঃ এক বুযুর্গ বলেন- লোভ-ই হল সকল পাপের মূল উৎস। মানুষ পূর্ণতা অর্জন করলে তার মাঝে ২টি বিষয়ে তীব্রভাবে লোভ জেঁকে বসে- ১. الحرص على المال 'সম্পদের লোভ।' ২. الحرص على الحياة 'বয়সের জন্য লোভ।' মানুষের মাঝে এই প্রবাদ বাক্যটি বেশ প্রসিদ্ধ الحرص أم الأمراض 'সবচেয়ে বড় রোগ হল লোভ।' আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই রোগ থেকে হেফাযত করুন।

মানব জাতির জন্য লোভ ক্যান্সার সমতুল্য। কেননা, এটি এমন এক দুরারোগ্য যা জন্মগত ভাবেই মানুষের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এর ইসলাহ এবং সংশোধন খুবই জরুরী একটি বিষয়। কিভাবে এর ইসলাহ হবে, এর সংশোধন পদ্ধতিটাই বা কি? যেহেতু এটি মানুষের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। তাই এটির চিকিৎসাও বেশ কঠিন এবং দীর্ঘ মেয়াদী সময়ের ব্যাপার।

এক বুযুর্গ বলেন- তুমি যদি শোন যে, পাহাড় তার স্থানচ্যুত হয়ে গেছে, তবে তা বিশ্বাস করবে। কিন্তু তুমি যদি শোন কারও লোভ নির্মূল হয়ে গেছে, তবে তুমি তা বিশ্বাস করবে না। কেননা, এটি সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য। আর সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য হওয়ার কারণেই একে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব নয়। তবে লোভটাকে খারাপ পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে নেকীর পথে ধাবিত করে দেয়া সম্ভব। যেমন ইলমে দ্বীন তলবে লোভ, আল্লাহর রাহে দান খয়রাতের লোভ, বেশী বেশী ইবাদত করার লোভ, পরোপকার করার লোভ, অধিকহারে যিকির আযকার করার লোভ ইত্যাদি।

উচ্চাকাংখাঃ উচ্চাকাংখার বিষয়টিও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যমান। মানুষকে আল্লাহ তাআলা যতই ধন-সম্পদ, মান-সম্মানের আসনে আসীন করুন না কেন, তাতে তার তুষ্টি নেই। কিভাবে অন্যকে টপকে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা যাবে, সে চিন্তাতেই আজকের সমাজ বিভোর। নিজের উচ্চাকাংখা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেশ সমাজ দ্বীন ধর্ম- রসাতলে গেলেও তাতে কিছু যায় আসে না। নিজের স্বার্থ সিদ্ধি হলেই সবকিছু ঠিকঠাক, অন্যথায় সারা দুনিয়া-ই গড়বড়।

www.pathagar.com

রাগঃ রাগের বিষয়টিও সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। চরম ধৈর্যের সাথে সবকিছু সামাল দিতে ব্যর্থ হলে এর জন্য কোন কোন সময় পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রকেও চরম খেসারত দিতে হয়। রাগ সংবরণ করতে ব্যর্থ হলে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়। রাগের কারণে মানুষ অনেক সময় বেঈমান পর্যন্ত হয়ে যায়। তাই এ বিষয়টির প্রতি প্রতিটি মুসলমানের সতর্কতার সাথে অগ্রসর হওয়া উচিৎ।

মিথ্যাঃ 'মিথ্যা বলা মহাপাপ'। এই প্রবাদ বাক্য কার অজানা আছে। কিন্তু আজকের সমাজের চিত্রটার প্রতি নযর বুলালে দেখা যায় শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ছোট, বড়, নেতাকর্মী সকল স্তরের মানুষ-ই মিথ্যার সয়লাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। মিথ্যা একটি সমাজ, একটি রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। অথচ আজকাল মিথ্যাকেই নিজেদের মুক্তির মাধ্যম মনে করা হচ্ছে। মিথ্যার অবসান না হলে দেশ সমাজে কোন কালেই শান্তি আসবে না।

গীবতঃ পরনিন্দা তথা গীবত আমাদের সমাজে কোন্ পর্যায়ে রয়েছে এ সম্পর্কে এক বুযুর্গ মন্তব্য করে বলেন- গীবত এখন আর গীবত নাই, এটি এখন 'ঘি-ভাত'-এ পরিণত হয়েছে।

কৃপণতাঃ কৃপণতার ব্যাধিও আজ সমাজে চরমভাবে বিরাজ করছে। কিছু মানুষ শুধু সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে। এতে তারা তুষ্ট নয়, তাদের আকাংখা পুরো দুনিয়াটাই গ্রাস করে নেয়ার। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে নেয়ামত দিয়েছেন তার শুকরিয়া আদায় তো দূরের কথা, কারুনের ন্যায় দর্প এবং অহংকারে দুনিয়া মাত করে দেয়ার অবস্থা বিরাজ করছে তাদের মাঝে। গরীবদেরকে কিছু দেয়া তো পরের কথা, যারা তার অধীনে কঠোর শ্রম দিয়ে কাজ করছে, সেই শ্রমিকের শ্রমের মূল্য দেয়ার গরযবোধও তারা করছে না। এরা শুধু সমাজকে শোষণ করে নিজে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতেই জানে। সমাজের প্রতি এদের কি দায়িত্ব সে কথা বেমালুম ভুলে যায়।

অহংকার, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা ইত্যাদি

কিবির كبر বা অহংকারকে أم الأمراض 'সকল রোগের উৎসমূল' আখ্যা দেয়া হয়েছে। অন্যের তুলনায় নিজেকে বড় মনে করাকেই অহংকার বলা হয়। অহংকারের আরেকটি স্তরকে عجب বা স্বার্থপরতা বলা হয়। কারও প্রতি রাগ হওয়ার পর অর্ন্তজ্বালা শুরু হলে একে كينه বা ঈর্ষা বলা হয়। আর حسد হল অন্যের অনিষ্ট কামনা করা।

উল্লেখিত সব কয়টি ব্যাধি-ই মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। মনুষ্যত্ব নিঃশেষ হয়ে মানুষের মাঝে পশুত্বের স্বভাব সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের এসব মহামারি থেকে রক্ষা করুন।

www.pathagar.com

তাসাউফের দুই স্তর

শায়খুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া (রহ.)-এর বর্ণনুযায়ী তাসাউফের স্তর দুইটি। প্রথম স্তরটি হল হাদীসের ভাষায় فإن لم تراه فإنك يراك ইবাদত এমনভাবে করতে যে, হবে যদি আল্লাহকে দেখা সম্ভব না হয় তবে এমনটি মনে তরদে হবে যে, যেন আল্লাহ তাআলা তোমাকে দেখছেন। আর দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত স্তর হল হাদীসের ভাষায় ان تعبد الله كانك تراه এমন ভাবে ইবাদত করতে হবে, যেন ইবাদতকারী সরাসরি আল্লাহ তাআলাকে প্রত্যক্ষ করছে।

দিল্লীর সম্রাট শাহজাহান এসেছেন

হযরত খাজা সলিম চিশতী (রহ.)-এর খাদেম একদিন খাজা সাহেবের কম্বল থেকে উঁকুন পরিষ্কার করছিল। হঠাৎ খাদেম চিৎকার করে বলে উঠল 'হুযূর!' খাজা সাহেব বললেন- ব্যাপার কি? কম্বলে বড় কোন উঁকুন পেয়েছ নাকি? খাদেম বলল - না হুযূর! তা নয়। খাজা সাহেব বললেন- তবে কি? খাদেম বলল- হুযূর! দিল্লীর সম্রাট বাদশাহ শাহজাহান এসেছেন। খাজা সাহেব বললেন- আরে এজন্যই কি তোমার এত জোরে ডাক! শাহজাহান এসেছেন তো কি হয়েছে? চুপ করে বসে থাক। এরপর খাজা সাহেব নিজের পা সামনের দিকে ছড়িয়া বসে গেলেন। বাদশাহ শাহজাহান এসে তাঁকে এই অবস্থায় বসে থাকতে দেখে বললেন, এভাবে আসন গ্রহণের পদ্ধতি কবে থেকে শিখেছেন? জবাবে খাজা সাহেব বললেন- যেদিন থেকে সৃষ্টির উপর নির্ভরতা পরিহার করেছি। এর অর্থ হল, যেদিন থেকে সম্পদশালীদের কাছে হাত না পাতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং সৃষ্টির মুখাপেক্ষী না হয়ে একমাত্র আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয়েছি, সেদিন থেকেই পা লম্বা করে রাখতে শিখেছি।

খাজা সলিম চিশতী (রহ.) কোন লেখা পড়া জানতেন না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে তার মায়ের গর্ভ থেকেই অলি হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন। যে কারণে তিনি সম্রাট শাহজাহানের ন্যায় একজন বড় প্রভাব ও প্রতাপশালী বাদশাহরও কোন তোয়াক্কা করেন নাই। *(২৩ রমযান, বুধবার ১৪২৪ হিজরী)*

আমরা ইবাদতের ইয়ারকন্ডিশন ছাড়লেও গোনাহর জানালা বন্ধ করি নাই

হাকীমুল উম্মাহ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) মুসলমানদের সামাজিক চাল চলন, আচার আচরণ এবং আদব ও শিষ্টাচার সংক্রান্ত একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'আদাবুল মুআশারাত' নামক এ গ্রন্থে এতদ্‌সংক্রান্ত ১২০টি আদব তিনি উল্লেখ করেছেন। মূলতঃ তাঁর এই কিতাবটি হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মূল্যাবান হাদীসের সারমর্ম ও নির্যাস। যাতে তিনি ইরশাদ করেছেন- المسلم من

www.pathagar.com

سلم المسلمون من لسانه ويده 'প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার হাত এবং মুখ (-এর অনিষ্ট) থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে'।

শুধু আক্ষরিক আলেম হওয়াই যথেষ্ট নয়। নিজের আমল দুরস্ত করতে হবে। বুযুর্গানে দ্বীন এ বিষয়টির উপর বেশী জোর দিয়েছেন। তাসাউফের সারকথাও এটিই।

এক বুযুর্গ বলেন- আমরা ইবাদতের ইয়ারকন্ডিশন ছেড়েছি ঠিকই, কিন্তু গোনাহর জানালা বন্ধ করি নাই। যে কারণে আমাদের অন্তর ঠান্ডা হচ্ছে না। কেননা, কোন ব্যক্তি নিজের ঘর বা গাড়ীতে এয়ারকন্ডিশন ফিট করে যদি তার জানালা খুলে রাখে তাহলে তার ঘর, গাড়ী ঠান্ডা হবে না। *(২৪ রমযান বৃহস্পতিবার ১৪২৪ হিজরী)*

আপনার একটি পয়সারও আমার প্রয়োজন নেই

দ্বীনের রূহ্ বা আত্মা হল ইখলাস। ইখলাসের দ্বারা কাজের মাঝে রূহানিয়্যাত আসে। ইখলাস ছাড়া দ্বীনের কাজ মূল্যহীন। আমাদের আকাবির আসলাফ ইখলাসের উপর ভিত্তি করেই বিশাল বিশাল কাজ আনজাম দিয়েছেন।

হযরত আল্লামা ইউসুফ বিননূরী (রহ.) একবার বিননূরী টাউন মাদ্রাসায় আফ্রিকার এক দানবীর ধন্যাঢ্য ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ দিয়ে নিয়ে আসেন। কোটি কোটি টাকার মালিক এই ব্যক্তিকে ছাত্রদের সামনে বক্তব্য রাখতে দেয়ার পর তিনি নিজের বিশাল সম্পদের ফিরিস্তি তুলে ধরে বক্তব্যের এক পর্যায়ে হযরত বিননূরী (রহ.)- এর উদ্দেশ্যে বলেন, 'হযরত! মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য কারও কাছ থেকে আপনার এক পয়সাও নেয়ার প্রয়োজন নেই। এই মাদ্রাসা পরিচালনায় যত টাকার প্রয়োজন, আমি একাই তার ব্যবস্থা করব।' তার বক্তব্যে সম্পদের হালকা গর্ব ছিল।

হযরত বিন্নূরী (রহ.) তার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন- আপনার একটি পয়সারও আমার প্রয়োজন নেই এবং এরপর তিনি ঐ ব্যক্তির হাজারো পীড়াপীড়ির পরও তার কাছ থেকে আর একটি পয়সাও মাদ্রাসার জন্য গ্রহণ করেন নাই। কবি বলেন, 'যা কিছু হয়েছে, তোমার-ই অনুগ্রহ অনুকম্পায় হয়েছে এবং যা হবে তা তোমার-ই অনুগ্রহে হবে'।

সামান্য অহংকার জীবনের যাবতীয় আমল বরবাদ করে দেয়

শায়খ আবূ আবদুল্লাহ উন্দুলুসীর ঘটনা

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকের ঘটনা। নবুওয়তের সূর্য অস্তমিত হয়েছে এই তো মাত্র কিছুদিন হল। মানুষের মাঝে দ্বীনদারী, আমানতদারী, তাকওয়া পরহেযগারীর প্রভাব তখনও খুববেশী। দ্বীনের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম খুব দাপটের সাথেই নিজেদের গড়ে তোলার ময়দানে কর্ম তৎপর রয়েছে। ইসলামের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবর্গ তখনও সবকিছু নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে অকুতভয়ে দ্বীনের

www.pathagar.com

কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছিলেন। সব কয়টি শহরেই উলামায়ে কিরাম এবং দ্বীনদার তবকার লোকদের আধিপত্য বিস্তার ছিল। বিশেষতঃ ইসলামের ঝাণ্ডাবাহী হিসাবে মুসলিম স্থাপত্যের নগরী বাগদাদ ছিল মুসলমানদের রাজধানী। এই নগরীটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে যেমন আকর্ষণীয় ছিল তেমনি এর ভিতরগত দিকগুলো ছিল শান্তিময় এক নিরাপদ পরিবেশ। সবকিছু মিলিয়ে বাগদাদ ছিল একটি পুষ্পোদ্যানের ন্যায় নিষ্কলুষ নগরী। আকর্ষণীয় অট্টালিকা, দৃষ্টি নন্দন নদ-নদী। ফোয়ারা তো ছিল-ই, সেই সাথে ছিল পীর দরবেশ, উলামায়ে কিরাম এবং পুণ্যবান লোকদের হালকা, দ্বীনি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, যিকির তিলাওয়াতের মনোমুগ্ধকর সূর লহরী আর আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের এক মহা সম্মিলন। ফুকাহায়ে কিরাম, আবেদ, যাহেদদের তীর্থ ভূমিতে পরিণত হয়েছিল তৎকালীন বাগদাদ শহর।

বাগদাদের তৎকালীন পূণ্যবান ব্যক্তিদের মাঝে শীর্ষ স্থানে অবস্থান করছিলেন শায়খ আবূ আবদুল্লাহ উন্দুলুসী (রহ.)। ইরাকের অধিকাংশ মানুষের পথ নির্দেশক, পীর ও মুর্শিদের আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি। বহু আলেমের উস্তাদ এবং মুহাদ্দিস হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অল্প সময়ের মাঝে তাঁর মুরীদের সংখ্যা বার হাজারে পৌঁছে গিয়েছিল।

এই প্রসিদ্ধ আলেম মুহাদ্দিসের একটি ঘটনা যা মুসলমানদের জন্য একটি চিরশিক্ষণীয় ঘটনা হিসাবে বিরাজ করতে থাকবে।

শায়খ আবূ আবদুল্লাহ উন্দুলুসী (রহ.) বড় আবেদ, যাহেদ, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হওয়ার সাথে সাথে তিনি একজন বড় মুফাসসিরও ছিলেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি ত্রিশ হাজার হাদীসের হাফেয ছিলেন। কিরাআতে সাবআ তথা সাত রেওয়ায়তে-ই তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন।

একবার তিনি সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন। ছাত্র মুরীদদের অনেকেই তাঁর সাথে সফরে বের হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তাঁর সফর সঙ্গীদের মাঝে হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) এবং হযরত শিবলী (রহ.)-এর মত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন।

হযরত শিবলী (রহ.) বর্ণনা করেন- আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এবং মেহেরবানীতে আমাদের কাফেলা নিরাপদভাবে এবং খুবই সুশৃংখল সুন্দরভাবে নিশ্চিন্তে সামনে অগ্রসর হতে থাকল। এক মনযিল দুই মনযিল করে ক্রমে ক্রমেই আমাদের কাফেলা এগিয়ে চলছে। চলতে চলতে আমাদের কাফেলা এক খৃষ্টান পল্লীর ভিতর প্রবেশ করল। নামাযের সময় ঘনিয়ে এসেছিল। কিন্তু পানির অভাবে নামায আদায় করা সম্ভব হচ্ছিল না। খৃষ্টান পল্লীতে প্রবেশ করার পর পানির অনুসন্ধান চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর বেশ কয়েকটা মন্দির এবং গীর্যা দৃষ্টিগোচর হল। এসব মন্দির গীর্যায় খৃষ্টান পাদ্রী এবং ইহুদী ধর্মযাজকদের

সমাবেশ চলছিল। এদের কেউ ছিল সূর্য-পূজারী, কেউ বা অগ্নিপূজারী এবং কেউবা ক্রোশকে নিজেদের মুক্তির মূলমন্ত্র বানিয়ে নিয়েছিল।

এদের অদ্ভুত কর্মকান্ড দেখে আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। আমরা এদের নির্বোধতা এবং ভ্রষ্টতায় হতবাক হয়েই সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে আমরা খৃষ্টান পল্লীর শেষ মাথায় এসে পৌছার পর একটি কূপ দেখতে পাই। নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে অযূ করার জন্য কূপের পাশে পৌছার পর দেখা গেল সেখানে বেশ কয়েকজন ষোড়শী যুবতী মহিলা পানি পান করাচ্ছে।

ঘটনাচক্রে শায়খ আবূ আব্দুল্লাহ উন্দুলুসী (রহ.)-এর দৃষ্টি উপস্থিত মেয়েদের একজনের প্রতি নিবদ্ধ হল। খোদা প্রদত্ত সৌন্দর্যের এক মূর্ত প্রতিক ছিল এই যুবতী মেয়েটি। সেই সাথে অলংকারের সাজসজ্জায় তাকে করে তুলেছিল আরও মোহনীয়, কামনীয়, আকর্ষণীয় ও দৃষ্টি নন্দন। শায়খ আর ঐ যুবতী রমনীর চর্তুঃনয়ন একত্রিত হওয়ার সাথে সাথেই শায়খের অবস্থা নাজুক ও গড়বড় হতে থাকে। মুহূর্তের মাঝেই চেহারার মাঝে বিরাট বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শায়খ ঐ রমণীর সখীদের উদ্দেশ্যে উৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

এই ষোড়শী রমণী কার সন্তান? সখীদের পক্ষ থেকে জানানো হল- এ হল এই বস্তির সর্দারের মেয়ে। শায়খ বেশ অবাক হয়েই বললেন- সর্দারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার পিতা তাকে এত কষ্টের মাঝে রেখেছে কি কারণে? সর্দারের কি ক্ষমতা নেই তার সুন্দরী মেয়ের পরিবর্তে কোন চাকর-বাকর রেখে পানি উঠানোর ব্যবস্থা করার?

উপস্থিত মেয়েরা বলল- তা থাকবে না কেন? কিন্তু তার পিতা খুবই বুদ্ধিমান ও চালাক মানুষ। তিনি চান ধন সম্পদ এবং মান সম্মানের অহংকার যেন নিজের মেয়ের ঘাড়ে জেঁকে না বসে। এমনটি হলে তার স্বভাব চরিত্র বিনষ্ট হয়ে যাবে। বিবাহের পর স্বামীর সেবাযত্নে অনিচ্ছুক হবে। তাই তিনি নিজের মেয়ের দ্বারা কাজ নিয়ে তাকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলছেন।

হযরত শিবলী (রহ.) বর্ণনা করেন- এরপর শায়খ মাথা নীচু করে মাটিতে বসে পড়লেন। এক বসাতেই এভাবেই পুরো তিনদিন অতিবাহিত করে দিলেন। খানাপিনা ছেড়ে দিলেন। কারও সাথে একটি কথাও বললেন না। অবশ্য শুধু নামাযের সময় হলে নামায আদায় করে নিতেন। অসংখ্য মুরীদ ও ছাত্র তাঁর সাথে ছিল, কিন্তু কেউ তাঁর সাথে কথা বলার সাহস পেল না।

হযরত শিবলী (রহ.) বলেন, শায়খের এই অবস্থা দেখে হিম্মত করে আমি তাঁর কাছে আরয করলাম- হে আমাদের মুর্শিদ! আপনার ভক্ত মুরীদ ছাত্র সকলে আপনার ধারাবাহিক নিরবতায় হতবাক। তারা সকলেই পেরেশান, কিংকর্তব্য বিমূঢ়। দয়া করে কিছু বলুন, কেন আপনার এই অবস্থা?

www.pathagar.com

সফর সঙ্গীদের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবার শায়খ বললেন- আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ও ভক্তবৃন্দ! আমি নিজের অবস্থা আর কতক্ষণ তোমাদের কাছে গোপন রাখব? গত পরশু যে মেয়েটিকে আমি দেখেছি, তার ইশক ও ভালবাসা আমার অন্তরে এতো তীব্রভাবে বিস্তার করেছে যে, আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোতেও তা প্রবেশ করেছে। এখন আর এই স্থান ত্যাগ করে চলে যাওয়া আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এসময় হযরত শিবলী (রহ.) বললেন- হে আমাদের পথ প্রদর্শক! আপনি ইরাক বাসীর পীর, তাদের রাহবার ছিলেন। আপনার ইলম, আপনার তাকওয়া, পরহেযগারী এবং আপনার ইবাদত বন্দিগী খ্যাতির চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আপনার ভক্ত মুরীদের সংখ্যা বার হাজার অতিক্রম করেছে। কুরআনের দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি আমাদেরকে অপমাণিত ও কলংকিত করবেন না।

এ কথার প্রেক্ষিতে শায়খ বললেন- আমার প্রাণপ্রিয় ভক্তগণ! আমার এবং তোমাদের ভাগ্যের ফায়সালা এবং তাকদীরের লিখন আল্লাহ্ তাআলা চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। আমার 'বেলায়েত' (খোদা প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদা) ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। হেদায়েতের সকল চিহ্ন তুলে নেয়া হয়েছে। এতটুকু বলে শায়খ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

এরপর চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন- 'হে আমার সাথীগণ! তাকদীরের চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে গেছে। এখন আর আমার নিয়ন্ত্রণে কিছু নেই।'

হযরত শিবলী (রহ.) বর্ণনা করেন- আকস্মিক এমন একটি হতবিহ্বল ঘটনায় আমাদের ভিতর চরম হতাশা নেমে আসল। আফসোস আর আক্ষেপে আমরা সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম। আমাদের সাথে সাথে শায়খও ঢুকরে ঢুকরে কাঁদতে থাকলেন। সকলের কান্নাকাটির রোল আর অশ্রু ঝরে সেখানকার মাটি সিক্ত হয়ে যাওয়ার দশা হল। শেষ পর্যন্ত আমরা শায়খকে সেখানে রেখে বাগদাদে চলে আসতে বাধ্য হলাম।

আমাদের আগমন সংবাদ শুনে শায়খের ভক্ত মুরীদরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ভীড় জমাল। আমাদের সাথে শায়খকে দেখতে না পেয়ে তারা শায়খ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমরা তাদের সামনে পুরো ঘটনা খুলে বললাম। এমন একটি দুঃসংবাদ শোনার সাথে সাথে তাদের মাথায় যেন আসমান ভেঙ্গে পড়ল। সর্বত্র কান্নার রোল এবং পুরো বাগদাদে মাতম শুরু হয়ে গেল। অনেক মুরীদ আক্ষেপ, আফসোস করতে করতে বুক ফাটা কান্নায় মৃত্যুকোলে ঢলে পড়ল। যারা জীবিত ছিল তারা আল্লাহর দরবারে এই বলে আহাজারি কান্নাকাটি অব্যাহত রাখল- 'হে আল্লাহ! তুমি মানুষের অন্তর ক্ষণিকের মাঝে পরিবর্তন করতে পার। তুমি আমাদের শায়খের হেদায়াতের পথ সুপ্রশস্ত কর। তুমি তাঁর পূর্বেকার মর্তবা ও অবস্থান ফিরিয়ে দাও।

www.pathagar.com

এই অবস্থায় বাগদাদের ৩০টি খানকাহ্ অন্ধকার পুরীতে রূপান্তরিত হল। সবকয়টি খানকাহ্ বন্ধ করে দেয়া হল। এভাবে একটি বৎসর পার হয়ে গেল।

হযরত শিবলী (রহ.) বলেন- এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমাদের ইচ্ছা হল, শায়খ কোন অবস্থায় কোথায় আছেন তা দেখে আসার। এরপর একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আমরা সফরে বের হয়ে পড়লাম। যেখানে শায়খকে রেখে এসেছিলাম সেই পল্লীতে পৌছার পর আমরা গ্রামবাসীর কাছে শায়খের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম। গ্রামের লোকজন জানাল- তিনি জঙ্গলে শূকর চড়াতে গিয়েছেন। আমরা এই সংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহ্ পাঠ করে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে বললাম- হে আল্লাহ! একি অবস্থা হল? তারা আরো জানাল, তিনি সর্দারের সেই মেয়েটিকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সর্দার দুইটি শর্তের বিনিময়ে তাঁর কাছে নিজ কন্যা বিবাহ দিতে সম্মত হন। প্রথম শর্ত হল তাঁকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত হল এক বৎসর সর্দারের শূকর চড়াতে হবে।

এ কথা শোনার পর বেশ কিছুক্ষণ আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। মনে হল আমাদের কলিজা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আমাদের চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা গড়িয়ে পড়ল। শোকে দুঃখে মনে হল, এই দুনিয়ায় থেকে আর লাভ কী? ধীর পায়ে আমরা জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেলাম যেখানে শায়খ শূকর চড়াচ্ছিলেন।

জঙ্গলে পৌছে আমরা দেখতে পেলাম শায়খের মাথায় খৃষ্টানদের টুপি, কোমরে খৃষ্টানদের ক্রুশ, আর তিনি সেই লাঠিতে ভর দিয়ে শূকর পাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, যে লাঠিতে ভর দিয়ে ইতিপূর্বে তিনি আমাদের নসীহত করতেন এবং মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। শায়খের এই অবস্থা দেখে আমাদের কাটা গায়ে লবণ ছিটানোর দশা হল।

আমাদেরকে আসতে দেখে শায়খ মাথা নীচু করে নিলেন। তাঁর নিকটে পৌছে শায়খের উদ্দেশ্যে আমরা বললাম- আচ্ছালামু আলাইকুম।

শায়খ খুব নিম্নস্বরে জবাবে বললেন- ওয়াআলাইকুমুস সালাম।

হযরত শিবলী (রহ.) বললেন- হে আমাদের শায়খ! ইলমে হাদীস এবং কুরআনের এই বিশাল জ্ঞান ভাণ্ডার থাকার পরও আজ আপনার অবস্থা কি?

শায়খ বললেন- হে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ! আমার নিয়ন্ত্রণ আমার হাতে নেই। আমার মাওলা যেমনটি ইচ্ছা করেছেন, তেমনটিই করেছেন। আমাকে তাঁর এত নিকটে নেয়ার পরও তিনি যখন দূরে সরিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন তখন আর কার সাধ্য আছে যে, তাঁর এই ফায়সালা রদ করতে পারে?

হে আমার প্রাণাধিক বন্ধু সকল! সর্বময় ক্ষমতাশীল আল্লাহ তাআলার গযব এবং তাঁর কহরকে ভয় কর। নিজের জ্ঞান গড়িমার উপর কখনই অহংকার কর না।

www.pathagar.com

এরপর শায়খ আকাশের দিকে চোখ উঠিয়ে বললেন- 'হে আল্লাহ! তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা তো এমনটি ছিল না। তুমি আমাকে তোমার দ্বার থেকে বিমুখ করবে এমন কল্পনা তো কখনও করি নাই।'

একথা বলে তিনি আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকলেন আর অঝোরে কাঁদতে থাকলেন। শায়খের সাথে সাথে হযরত শিবলী (রহ.) সহ অন্যান্যরাও কান্নার মাতম শুরু করলেন। কান্না বিজড়িত খুবই দরদভরা কণ্ঠে হযরত শিবলী বললেন- হে পরওয়ারদিগার! আমরা তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তোমারই আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাবতীয় কাজকর্মে আমরা তোমারই উপর নির্ভর করি। আমাদের থেকে তুমি এই বিপদ সরিয়ে নাও। তোমাকে ছাড়া এই মহাবিপদ অপসারনের ক্ষমতা কারও নেই।

শায়খ এবং তাঁর সাথী সঙ্গীদের এহেন কান্নার রোল শুনে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জঙ্গলের শূকরগুলো পর্যন্ত একত্রিত হয়ে তাঁদের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে চাওয়া চাওয়ি করতে থাকল। এক পর্যায়ে অবুঝ এই প্রাণীদেরও চোখ গড়িয়ে পানি ঝরতে থাকল। শায়খ এবং তাঁর সঙ্গীদের অন্তর ফাটা কান্না সেই সাথে বনের পশুদের ছটফটানীর আওয়ায ক্রমেই বেড়ে চলল। এই কান্নার আওয়ায জঙ্গলের গাছপালার সাথে গুঞ্জরিত হয়ে এমন এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হল, যা কেবল হাশরের ময়দানেরই তুল্য।

কান্নার হেঁচকির ফাঁকে ফাঁকে হযরত শিবলী (রহ.) শায়খের উদ্দেশ্যে বললেন- শায়খ আপনি তো পুরো কুরআনের হাফেয ছিলেন। সাত কিরআতে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন। এখনও কি আপনার কোন আয়াত স্মরণ আছে?

জবাবে শায়খও কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন- বন্ধু সকল! কুরআনের দু'টো আয়াত ছাড়া আজ আমার আর কিছুই স্মরণ নেই। সেই দুই আয়াতের একটি হল- ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء 'আল্লাহ তাআলা যাকে লাঞ্ছিত অপমাণিত করেন, তাকে কেউ সম্মানের আসনে সমাসীন করতে পারে না। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা যা চান, তা করেন।'

দ্বিতীয় আয়াতটি হল- ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 'যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করল, সে সঠিক পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেল।'

হযরত শিবলী (রহ.) পুনরায় বললেন- সনদসহ ত্রিশ হাজার হাদীস আপনার মুখস্ত ছিল। এখন কি আপনার কোন হাদীস স্মরণ আছে?

জবাবে শায়খ বললেন- মাত্র একটি হাদীস আমার স্মরণ আছে। আর সেই হাদীসটি হল- من بدل دينه فاقتلوه 'যে ব্যক্তি নিজের ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে ফেল।'

www.pathagar.com

হযরত শিবলী (রহ.) বর্ণনা করেন- এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করার পর আমরা হাজারো আফসোস করে নিরাশ হয়ে শায়খকে সেখানে রেখেই ফিরে আসি। বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে আমরা সবেমাত্র তিন মনযিল অতিক্রম করেছি। হঠাৎ করেই আমাদের সামনে শায়খকে দেখা গেল। তিনি একটি খালে গোসল সেরে উঠে আসছেন। সেই সাথে তিনি উচ্চস্বরে পড়ছেন-

أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।'

হযরত শিবলী (রহ.) বলেন- এসময় আমাদের আনন্দ খুশীর অবস্থা তারাই বুঝতে পারবে, যারা ইতিপূর্বে আমাদের দুঃখ কষ্ট, আক্ষেপ অনুতাপ আর নৈরাশ্যের অবস্থা অনুধাবন করতে পেরেছে।

শায়খ আমাদের কাছে এসে সর্বপ্রথম বললেন- আমাকে একটি পাক পবিত্র কাপড় দাও। কাপড় দেয়ার পর তিনি তা পরিধান করে নামাযের নিয়ত বাধলেন। আমরা অপেক্ষায় ছিলাম শায়খ কখন নামায শেষ করে তার অবস্থা পরিবর্তনের কথা জানাবেন। অল্পক্ষণের মাঝে তিনি নামায শেষ করে আমাদের দিকে ঘুরে বসলেন।

এবার আমরা শায়খের উদ্দেশ্যে আরয করলাম, মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলার হাজারো শুকরিয়া যিনি আপনাকে আমাদের সাথে আমাদের ভিতরকার দ্বীনি মুহব্বত ও ভালবাসার জাল ছিন্ন করার পর পুনরায় তা স্থাপিত করে দিয়েছেন। কিন্তু কষ্ট করে কি বলবেন, সেই পথ থেকে ফিরে না আসার কঠোর ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত থেকে কিভাবে আপনার প্রত্যাবর্তন সম্ভব হল?

শায়খ বললেন, আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধুগণ! তিনদিন পূর্বে তোমরা যখন আমাকে জঙ্গলে রেখে চলে আসলে, এরপর আমি আল্লাহর দরবারে খুব কান্নাকাটি করে অনুনয় বিনয় করে দুআ করেছি। আহাজারি করেছি। বিনীতভাবে আল্লাহকে বলেছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার এক গোনাহগার বান্দাহ। আমাকে এই মহাবিপদ থেকে মুক্তি দাও। উদ্ধার কর। তুমি ক্ষমা না করলে, কে আমাকে ক্ষমা করবে প্রভু হে! আল্লাহ তাআলা আমার এই আহাজারি কবূল করলেন। আমার জীবনের যাবতীয় গোনাহ মাফ করে পুনরায় তাঁরই আশ্রয়ে তুলে নিলেন।

পুনরায় আমরা আরয করলাম, হযরত! এই কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার বাহ্যিক কোন কারণ কি ছিল?

জবাবে শায়খ বললেন, হ্যাঁ! সফরে আমরা যখন খৃষ্টান পল্লীতে ঢুকে গীর্যা এবং মূর্তি পূঁজকদের উপাসনালয় অতিক্রম করছিলাম, তখন আমরা খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারীদের গায়রুল্লাহর উপাসনারত পেলাম। এ সময় আমার অন্তরে

www.pathagar.com

অহংকার এবং গর্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। মনে মনে আমার একথা উদয় হয়, আমরা মুসলমান, একত্ববাদে বিশ্বাসী, আর এই কমবখ্‌ত হতভাগারা কত বড় আহমক, নির্বোধ! এরা বোধহীন, শক্তিহীন অক্ষম জিনিষের উপাসনা করছে?

ঠিক এসময়ই আমি একটি গায়েবী আওয়ায শুনতে পেলাম, তোমার ঈমান এবং একত্ববাদে বিশ্বাসে তোমার কোন কৃতিত্ব নেই। আমি তোমাকে এসবের সুযোগ করে দিয়েছি বলেই তোমার এই সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। তুমি কি তোমার ঈমানকে তোমার নিয়ন্ত্রণাধীন ভেবে এদেরকে নিকৃষ্ট সাব্যস্ত করছ? তাহলে দেখ! এক্ষুণি আমি বিষয়টি খোলাসা করে দেই!

আর এসময়ই আমার মনে হল যেন আমার ক্বলব, আমার অন্তর থেকে একটি প্রাণী বেরিয়ে গেল। মূলতঃ এটিই ছিল আমার ঈমান।

শায়খের কাছে ঘটনার বৃত্তান্ত শোনার পর আমাদের কাফেলা খুবই খুশী এবং আনন্দের সাথে বাগদাদে গিয়ে পৌঁছল। শায়খের প্রত্যাবর্তনে পুরা বাগদাদে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। তাঁর ভক্ত মুরীদান দলে দলে তাঁর দরবারে ছুটে আসল। পুনরায় বন্ধ খানকাহগুলো খুলে দেয়া হল। তৎকালীন বাদশাহও শায়খের দরবার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসে উপহার উপঢৌকন পেশ করলেন। বাগদাদের অন্ধকার কেটে গিয়ে এবার পূর্বের ন্যায় সর্বত্র সজীবতা ফিরে আসল। পূর্বের তুলনায় শায়খ এখন আরও ব্যাপক আকারে তালীম তারবিয়্যতের কাজে নিজেকে জড়িয়ে নিলেন। দরসে হাদীস, দরসে তাফসীর, ওয়ায নসীহত সবকিছুই স্বাভাবিক ভাবে চালু হল। আল্লাহ তাআলা শায়খকে তাঁর হারানো ইলম ফিরিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয় পূর্বের তুলনায় এখন আল্লাহ তাআলা শায়খকে সর্ববিষয়ে আরও বেশী যোগ্যতা এবং বেশী কামালাত প্রদান করলেন। ছাত্রদের সংখ্যা এখন চল্লিশ হাজার অতিক্রম করেছে। এভাবে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল।

ফজরের নামায শেষে একদিন আমরা শায়খের দরবারে বসে তার নসীহত শ্রবণ করছিলাম। হঠাৎ খানকাহর দরজার কড়া নাড়া পড়ল। হযরত শিবলী (রহ.) বলেন, শব্দ শুনে আগ বাড়িয়ে আমি দরজার কাছে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর এক বোরকা পরিহিতা মহিলাকে দেখা গেল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে, কোথা থেকে এবং কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন?

মহিলা বললেন, তোমার শায়খকে বল- খৃষ্টান পল্লীর যে মেয়েকে তিনি রেখে চলে এসেছেন, সে আপনার খেদমতে হাযির হয়েছে।

একথা চির সত্য, যখন কেউ আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, সারা দুনিয়া তখন তার জন্য হয়ে যায়। আর যে আল্লাহ বিমুখ হয়ে যায়, সবকিছুই তখন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আমি শায়খের কাছে গিয়ে ঘটনা বলার সাথে সাথে তিনি থরথরিয়ে কেঁপে উঠলেন। তাঁর চেহারা ক্ষণিকের মাঝেই হলদে হয়ে গেল। ভয়ে তিনি

www.pathagar.com

প্রকম্পমান হয়ে গেলেন। এরপর তিনি মহিলাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন।

শায়খকে দেখেই মহিলা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কান্নার তীব্রতায় তার মুখ থেকে কোন কথা বের হচ্ছিল না।

এবার শায়খ মহিলার উদ্দেশ্যে বললেন- তুমি এখানে কিভাবে আসলে? কে তোমাকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে আসল?

শায়খের প্রশ্নে মহিলা তার কান্না থামিয়ে আস্তে আস্তে বলল- হে আমার সর্দার! আপনি আমাদের পল্লী থেকে বিদায় নিয়ে আসার পর যখন আমি এ সংবাদ জানতে পারি। তখন থেকেই আমার অন্তরে চরম অস্থিরতা এবং বেচাইনী তাড়া করে ফিরতে থাকে। সেই অস্থিরতা যে কোন্ পর্যায়ের ছিল তা একমাত্র আমাকে ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না। আমার না ছিল কোন ক্ষুধার জ্বালা, না ছিল কোন পিপাসা। সারারাত শুয়ে থেকেও মুহূর্তের জন্য আমার দু'চোখের পলক লাগাতে পারতাম না। একদিন সারারাত শুয়ে থাকার পর কোনক্রমেই দু'চোখের পাতা লাগাতে পারছিলাম না। শেষরাতে হঠাৎ আমার তন্দ্রাভাব আসতেই স্বপ্নে এক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি আমার উদ্দেশ্যে বলছেন- যদি ঈমানদার মহিলাদের মাঝে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাও, তাহলে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ কর এবং শায়খের অনুসরণ কর। স্বীয় দ্বীন থেকে তওবা করে জলদি শায়খের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

স্বপ্নে আমি ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন রাখলাম, শায়খের ধর্ম কোন্‌টি? জবাবে তিনি বললেন- ইসলাম। প্রশ্ন বাড়িয়ে আমি বললাম, ইসলাম কি জিনিষ। জবাবে তিনি বললেন- মুখ এবং অন্তরে একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার সত্য রাসূল এবং পয়গাম্বর।

এরপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি কিভাবে শায়খের কাছে পৌছতে পারব? তিনি আমাকে বললেন, ক্ষণিকের জন্য তোমার দু'চোখ বন্ধ কর। আর তুমি আমার হাত ধর।

আমি বললাম- খুব ভাল কথা। এই বলে উঠে দাঁড়িয়ে আমি তাঁর হাত ধরলাম। তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে কিছুক্ষণ চলার পর বললেন- ঠিক আছে চোখ খোল।

তার কথা অনুযায়ী চোখ খুলে আমি নিজেকে বাগদাদের দজলা নদীর তীরে দেখতে পাই। ঘটনার প্রেক্ষিতে আমি বেশ অবাক হয়ে যাই। চোখ বড় বড় করে আমি ঐ ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে থাকি। এবং মনে মনে চিন্তা করতে থাকি কোথায় ছিলাম আর মুহূর্তের মাঝে কোথায় চলে আসলাম।

ঐ ব্যক্তি আপনার কক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন, ঐ যে দেখা যাচ্ছে এটিই হল শায়খের হুজরা। তুমি সেখানে চলে যাও। আর তোমার শায়খকে

www.pathagar.com

বলবে, আপনার ভাই খিযির (আ.) আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করেছেন। ঐ ব্যক্তির কথা অনুযায়ী আমি এখানে এসে পৌঁছেছি। এখন আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত, আপনি আমাকে মুসলমান করে নিন।

শায়খ মেয়েটিকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে পার্শ্বের নির্জন কামরাতে তার থাকার ব্যবস্থা করে নির্দেশ দিলেন আজ থেকে এই নির্জন কক্ষেই তুমি ইবাদত বন্দিগী করে সময় কাটাবে।

মেয়েটি শায়খের নির্দেশ মোতাবেক ইবাদত বন্দিগীতে লিপ্ত হয়ে গেল। এমন কি অল্প দিনের ইবাদত বন্দিগীতে সে সমকালীন বহু বুযুর্গ থেকে নিজের স্তর বহু উর্ধ্বে নিয়ে যেতে সক্ষম হল। সারাদিন সে রোযা রেখে কাটাত। আর সারারাত হাত বেঁধে আল্লাহ তাআলার দরবারে ইবাদত বন্দিগী করে কাটিয়ে দিত।

অধিক ইবাদত বন্দিগী এবং কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার ফলে তার শরীর একেবারে দূর্বল জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেল। অবস্থা এক পর্যায়ে এমন হল যে, তার শরীরে চামড়া হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এ অবস্থাতেই সে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ল। অসুস্থতা ক্রমে ক্রমে এত বৃদ্ধি পেল যে, মৃত্যুর নকশা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

মৃত্যুর পথের পথিক এই মেয়েটি। তাতে তার কোন আক্ষেপ নেই। নেই কোন অনুতাপ। কিন্তু তার আক্ষেপ আর আফসোস একটিই, যাঁর উছিলায় আজ সে সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে কি একটি বারের জন্য সে তাঁর সেই শায়খকে দেখে যেতে পারবে না? শায়খকে একটি বারের জন্য দেখতে না পেলে সে যে মরেও শান্তি পাবে না। কতদিন হল সে শায়খের দরবারে এসেছে, এর মাঝে একটি বারের জন্যও শায়খের সাথে তার সাক্ষাৎ নেই। নির্জন একটি কক্ষে ইবাদত বন্দিগী করতে করতেই মালাকুল মউত হাযির হওয়ার সময় হয়ে গেছে।

পরিশেষে তার মনের এই তীব্র আকাঙ্খার কথা জানিয়ে শায়খের কাছে সংবাদ প্রেরণ করল। মেয়েটির অবস্থা জানতে পেরে শায়খ তৎক্ষণাৎ তার কাছে উপস্থিত হলেন। মৃত্যুর কোলে দাঁড়িয়ে আক্ষেপের দৃষ্টিতে শায়খের দিকে চোখ তুলে দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু ছলছলিয়ে বেরিয়ে আসা চোখের অশ্রু তার দৃষ্টি শক্তিকে পরাজিত করছিল। ঝরঝরিয়ে তার দু'চোখ দিয়ে শুধু পানি গড়িয়ে পড়ছিল। দুর্বলতার কারণে মুখ ফুটে কোন কথাও বলতে পারছিল না সে। কিন্তু মনে হচ্ছিল তার অন্তরাত্মা নীরবে বলে যাচ্ছে- 'শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় খুবই ঘনিয়ে এসেছে, এবার ভালভাবে দেখে নেয়ার একটু সুযোগ করে দাও। অশ্রু সজল নয়নে এরপর এই দর্শনকে চির অম্লান ও অনন্ত করে দাও।'

দীর্ঘ সময় দৃষ্টির লুকোচুরি খেলার পর মেয়েটি ভাঙ্গা ক্ষীণ সূরে শায়খের উদ্দেশে শুধু এতটুকু বলল- 'আস্‌সালামু আলাইকুম।'

www.pathagar.com

শায়খ তার সালামের জবাব দিয়ে দরদমাখা কণ্ঠে বললেন- ঘাবড়িও না, অনতিবিলম্বে জান্নাতে আমাদের সাক্ষাৎ হবে। মেয়েটি শায়খের নসীহত সুলভ কথায় আবেগাপ্লুত হয়ে নীরব হয়ে গেল। কিন্তু তার এই নীরবতা আর ভাঙ্গল না। কিয়ামতের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত তার এই নীরবতা ভঙ্গ হওয়ার মতও নয়। আল্লাহ তাআলা চিরদিনের জন্য তাকে এ দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিলেন।

মেয়েটির মৃত্যুতে শায়খের দু'চোখ দিয়ে ছলছলিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। এরপর আর শায়খও এ দুনিয়ায় বেশীদিন জীবিত ছিলেন না।

হযরত শিবলী (রহ.) বর্ণনা করেন, অল্প কয়দিন পরই শায়খ এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চিরস্থায়ী জগতের পথে পাড়ি জমান। শায়খের মৃত্যুর কিছুদিন পর আমি স্বপ্নে দেখি যে, তিনি জান্নাতের সুদৃশ্যময় এক বাগানে অবস্থান করছেন। সত্তরজন হুর-এর বিবাহ হয় শায়খের সাথে। এই সত্তর জনের মাঝে সর্বপ্রথম যার সাথে বিবাহ হয় সে ছিল ঐ মেয়েটি। এখন তারা জান্নাতের চিরস্থায়ী শান্তি এবং নেয়ামত নিয়ে পরম তৃপ্তির জীবন যাপন করছেন।

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

উপরোক্ত ঘটনা মুসলমানদের জন্য এ শিক্ষার বার্তা নিয়ে আসে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর কৃপা ও অনুগ্রহে আমাদেরকে তাঁর সঠিক দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। এতে আমাদের কোন কৃতিত্ব নেই। আল্লাহর ইহসান অনুগ্রহ আছে বলেই আজ আমরা সঠিক পথে আসতে সক্ষম হয়েছি। তিনি যেন আমাদেরকে অহংকারের পথে ধাবিত না করেন। সে দুআই সর্বক্ষণ চালু রাখতে হবে। অন্যথায় ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন। *(২৬ রমযান, শনিবার ১৪২৪ হিজরী)*

মজলিসে আকাবির

ইলমে দ্বীন অর্জনের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও শর্ত শরায়েত

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- إنما العلم بالتعلم 'ইলমে দ্বীন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে অর্জন সম্ভব'। তালীম তরবিয়্যত ছাড়া মানুষ প্রকৃত ইলম অর্জন করতে পারে না। আর তালীমের অর্থ শুধু এতটুকুর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় যে, একজন উস্তাদ ধরে তার কাছ থেকে কিছু আক্ষরিক জ্ঞান অর্জন করে নেয়া; বরং আক্ষরিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি আকাবির আসলাফের সামগ্রিক জীবন প্রত্যেকের সামনে থাকা জরুরী। কেননা, দ্বীনের এমন কোন কাজ নেই, এমন কোন বিষয় নেই, যার বাস্তব প্রয়োগ তাঁরা ঘটিয়ে যান নাই। তাঁদের জীবনের বাস্তবতা আমাদের সামনে থাকলে আমাদের

www.pathagar.com

জন্য দ্বীনের প্রকৃত অবস্থার উপর আমল করা সহজ হয়ে যাবে। হাকীমুল উম্মাহ্ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর মাওয়ায়েয এবং মালফূযাত ইলমের ভাণ্ডার, মারিফাতে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক ছাত্র-উস্তাদ এবং প্রত্যেক আলেমের জন্য এগুলো নিয়মিত অধ্যয়ন করা জরুরী। এগুলো অধ্যয়ন করলে গোমরাহী এবং ভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে থাকা এবং প্রকৃত ইলমের সন্ধান পাওয়া যাবে।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব (রহ.) আমাদেরকে এসব পড়ার জন্য সবসময় খুব উৎসাহ দিতেন। হযরত ছদর সাহেব (রহ.) আমাকে হযরত থানবী (রহ.)-এর বেশ কয়েক খণ্ড মাওয়ায়েয ও মালফূযাত পড়িয়েছেন। তাঁর উৎসাহের ফলে তখন থেকেই এগুলো পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছে। আলহামদুলিল্লাহ! এখনও সেই অভ্যাস চালু আছে। হাজারো ব্যস্ততা সত্তেও এমন দিন যায় না, যেদিন আমি মাওয়ায়েয মালফূযাত পাঠ করি না।

প্রকৃত সত্য হল, অধ্যয়নের অভ্যাস গড়ে না উঠলে, বেশী বেশী কিতাব পড়ার আদত গড়ে না উঠলে, অর্জিত ইলমও থাকে না। ইলম অর্জনের বহু বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও শর্ত শরায়েত রয়েছে। ইলমের স্বাদ আস্বাদন করতে হলে একজন ছাত্রকে এসব গুণাবলী অর্জন করতে হবে। শর্ত শরায়েত মেনে চলতে হবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইলম অর্জনের শর্তাবলী উল্লেখ করেছেন ছয়টি। তিনি একটি কবিতায় সেই শর্তগুলো একত্রিত করেছেন-

يا أخى لن تنال العلم إلابستة + سأنبئك بتفصيلها عن بيان

حرص وذكاء واجتهاد و بلغة + وصحبة أستاذ و طول زمان

'হে বন্ধু! ছয়টি বৈশিষ্ট্য ছাড়া ইলমকে তোমার নাগালে আনতে পারবে না। এর বিস্তারিত বিবরণ আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি।

(১) লোভ (২) মেধা ও স্মরণশক্তি (৩) চেষ্টা প্রচেষ্টা (৪) পাণ্ডিত্য (৫) উস্তাদের সান্নিধ্য এবং (৬) দীর্ঘ সময় ইলম অর্জনে মনোনিবেশ।

এক. حرص লোভ

কুরআন হাদীসের অসংখ্য স্থানে বিভিন্ন উপমা ও যুক্তির মাধ্যমে লোভের কুফল বর্ণনা করা হয়েছে। লোভ পরিহার করার জন্য, এই ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বার বার মুসলমানদের তাগীদ দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার জন্য, ধন সম্পদের জন্য, মান সম্মান ইত্যাদি অর্জনের জন্য লোভ পোষণ করা হারাম ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিন্তু লোভ পোষণের একটি ভাল দিকও রয়েছে। কিছুকিছু বিষয় রয়েছে যেগুলোতে লোভ পোষণ করা দোষণীয় নয়। বরং এসব ক্ষেত্রে লোভ পোষণ করা মুসলমানদের জন্য জরুরী এবং সাওয়াবের কাজ। ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য

www.pathagar.com

লোভ করা তারই মাঝে একটি। ইলমে দ্বীন অর্জনে লোভ করা প্রশংসনীয়। দুনিয়াকে ভালবাসা এবং মানুষের সাথে অসৎ সম্পর্ক গড়ে তোলা দোষণীয় কাজ বটে; কিন্তু আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সাথে যদি ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা হয় তাহলে এটি হবে প্রশংসনীয় ও সাওয়াবের কাজ।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর শাগরিদদের নসীহত করে বলেছেন- تفقهوا في دين الله ودعوا الناس حتى يحتاج الناس اليكم . 'তোমরা দ্বীনের সমঝ এবং পরিপক্কতা অর্জনে এমনভাবে জড়িয়ে পড়, যেন সারা দুনিয়ার মানুষ তোমাদের মুখাপেক্ষী হয়ে যায়। আর তোমাদের উদ্দেশ্যে কে কি বলল, সে দিকে তোমরা মোটেও ভ্রূক্ষেপ করবে না।'

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর নসীহতের মাধ্যমে ছাত্রদের ইলমের লোভ এবং আগ্রহ জাগরিত করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন।

ছাত্রদের অধ্যয়নকালে টাকার লোভ, মর্যাদার লোভ পরিহার করতে হবে। বুযুর্গদের একটি প্রবাদ আছে, যাতে বলা হয়েছে- العلم عز لا ذل فيه ويحصل بذل لا عز فيه 'ইলমে দ্বীন এতে শুধু ইয্যত আর সম্মানই রয়েছে। কিন্তু এই ইলম অর্জন করতে চরম জিল্লতের সম্মুখীন হতে হয়। কষ্ট ত্যাগ ছাড়া ইলমে দ্বীন অর্জিত হয় না। অর্জন করা সম্ভব নয়। যদি কষ্ট ত্যাগের বিনিময়ে একবার প্রকৃত ইলম অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে টাকার অভাব পড়বে না, মর্যাদারও ঘাটতি পড়বে না। এগুলো এমনিতেই পদ চুম্বণ করতে থাকবে।'

দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসিম নানুতুবী (রহ.)-এর কাছে একবার এক বড়লোক এসে সালাম দিল। হযরত নানুতুবী (রহ.) তার সালাম না শোনার ভান ধরে অন্যদিকে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। ঐ ব্যক্তি ঘুরে হযরতের চেহারার সামনে গিয়ে আবারও সালাম দেয়ার পর তিনি একই কায়দায় চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে তিনবার করার পর সালামের জবাব দিয়ে হযরত নানুতুবী (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, কি মতলবে এসেছেন জলদি বলে ফেলেন। লোকটি বিনীতভাবে বলল, হযরত কিছু টাকা নিয়ে এসেছিলাম আপনাকে হাদিয়া দেয়ার জন্য। হযরত নানুতুবী (রহ.) বললেন- আমার কোন টাকার প্রয়োজন নেই। অতএব, আপনি যেতে পারেন। কিন্তু লোকটি একেবারেই নাছোড় বান্দা। সে খুব পীড়াপীড়ি করতে থাকায় হযরত নানুতুবী (রহ.) তাকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করে দিলেন। নিরুপায় হয়ে বেচারা বের হয়ে গেলেও টাকাগুলো হযরত নানুতুবী (রহ.)-এর জুতায় ঢুকিয়ে এই ধারণায় রেখে চলে গেল যে, জুতা পরিধানের সময় নিশ্চয় এগুলো তিনি পেয়ে যাবেন। হযরত নানুতুবী (রহ.) বের হওয়ার সময় জুতা পায়ে লাগাতে গিয়ে জুতার ভিতর টাকাগুলো পেয়ে বললেন- এতোদিন শুনেছি টাকা মানুষের পায়ের নীচে আসে। আজ প্রকৃত পক্ষেই সেই কথা বাস্তবে পরিণত হল।

www.pathagar.com

লোভ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় হলেও এর দোষণীয় দিকগুলো চরম ক্ষতিকর। হাকীমুল উম্মাহ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেছেন- পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও মানুষের মাঝে লোভ পরিলক্ষিত হয়। পোষাক পরিচ্ছদের বিষয়ে হযরত থানবী (রহ.) বলেন- মানুষের লেবাস মূলতঃ চার ধরনের হয়ে থাকে। (১) প্রয়োজনীয় লেবাস। যা ছাড়া মানুষের সমাজে চলাই মুশকিল। (২) আরামের লেবাস। যেগুলো পরিধান করে স্বাচ্ছন্দ্যতা বোধ করা যায়। (৩) আয়েশী লেবাস, অর্থাৎ দর্শণীয় লেবাস। এই তিন ধরনের লেবাস পরিধান করা জায়েয আছে। চতুর্থ প্রকারের পোষাক হল- নুমায়েশী লেবাস। আর এই চতুর্থ প্রকারের লেবাসের আবার তিনটি স্তর রয়েছে। সেই স্তর তিনটি হল- (১) প্রভাবশালী ও সম্মানী লোকদের সম্মানার্থে ভাল লেবাস পরিধান করা। (২) নিম্নমানের লেবাস পরিধান করে সমাজের সামনে গেলে তারা নিকৃষ্ট ভাববে, সে ক্ষেত্রে ভাল পোষাক পরিধান করা। উল্লেখিত দুই প্রকারের পোষাক পরিধান করাও জায়েয। আর তৃতীয় প্রকারের পোষাক হল একমাত্র লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নিজের অহংকার গর্ব প্রকাশের জন্য ভাল পোষাক পরিধান করা। এজাতীয় পোষাক পরা হারাম। শরীয়তে এর কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

তাই ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে পূর্ণ ইখলাস থাকতে হবে। ইখলাস না থাকলেও নিজের ভিতর ইখলাসের ভাব প্রকাশ করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইখলাসের ঘাটতি থাকলেও প্রচেষ্টা থাকলে পরবর্তীতে ইনশাআল্লাহ ইখলাস এসে যাবে। হাদীসের মাঝেও এসেছে, তোমরা দুআর মাঝে আল্লাহর দরবারে আহাজারি করবে, কান্নাকাটি করবে। যদি কান্না না আসে তাহলে কান্নার আকৃতি ধারণ করবে। এক বুযুর্গ বলেন- تعلمنا العلم للدنيا + فأبى العلم إلا أن يكون لله 'দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে আমরা ইলম অর্জন করেছিলাম। কিন্তু সেই ইলম-ই আমাদেরকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছে।'

লোভ মানুষকে শুধু কুপ্রবৃত্তির দিকে নিয়ে যায়। আর এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজেকে এসব ধ্বংসযজ্ঞ অপকর্মের লোভ থেকে বিরত রাখতে কঠোর সাধনা করতে হবে। *(মজলিসে আকাবিরঃ ২৬ জিলহজ্জ ১৪২৪ হিজরী)*

কাজের জন্য নমুনা বা দৃষ্টান্ত থাকলে সে কাজ সহজে সম্পাদন করা যায়

নমুনা বা দৃষ্টান্ত ছাড়া কোন কাজ সম্পাদন করা খুবই কঠিন ও জটিল বিষয়। নমুনা বা দৃষ্টান্ত থাকলে যে কোন কাজ সহজেই আনজাম দেয়া যায়। শুধু আক্ষরিক জ্ঞানার্জন করে, শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আমল করা যায় না। বরং এভাবে কাজ করলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

হযরত থানবী (রহ.) একটি উপমা দিয়ে বিষয়টি খোলাসা করেছেন।

www.pathagar.com

এক মহিলা তার ছেলেকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য গ্রামের মক্তবে ভর্তি করালেন। ঘটনাচক্রে মক্তবের শিক্ষক ছিলেন একজন অন্ধ হাফেযে কুরআন। অন্ধ হওয়ায় মহিলা তার প্রতি বেশ সহানুভূতিশীল ছিলেন। বাড়ীর যে কোন অনুষ্ঠান আয়োজন হলেই মহিলা হাফেয সাহেবকে বাড়ীতে বেশ আদর আপ্যায়ন করতেন। একদিন মহিলা বাড়ীতে খির (পায়েস জাতীয় খাদ্য) রান্না করলেন। সকালে ছেলে মক্তবে যাওয়ার সময় তাকে বলে দিলেন, পড়াশেষে ছুটি হলে হাফেয সাহেবকে বাড়ীতে নিয়ে আসবে। তাকে আজ খির আপ্যায়ন করব। মায়ের নির্দেশ মোতাবেক মক্তব ছুটি হলে ছেলে উস্তাদকে বলল, আম্মা আপনার জন্য খির রান্না করেছেন। আপনাকে আমাদের বাড়ী গিয়ে তা খেয়ে আসতে হবে। হাফেয সাহেব যেহেতু অন্ধ ছিলেন, তাই খির কি জিনিষ তা তার জানা ছিল না। একারণে তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন- খির কি জিনিষ বাবা! ছেলেটি যেহেতু বয়সে একবারেই ছোট অবুঝ ছিল, তাই সে উস্তাদের এই প্রশ্নের জবাব কিভাবে দিবে এবং কিভাবে বুঝাবে, সে তার কোন কুল কিনারা করে উঠতে পারছিল না। অবশেষে সে তাড়াহুড়া করে বলল, হুযুর! খির হল সাদা ধবধবা। হাফেয সাহেব অন্ধ হওয়ায় সাদা ধবধবা কি জিনিষ, তাও তার জানা ছিল না। তাই তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, সাদা ধবধবা কি জিনিষ রে? ছেলে এবার আরও থতমত খেয়ে চট করে বলে ফেলল, হুযূর সাদা ধবধবা হল বকের মত। এবার হাফেয সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, বক কি জিনিষ রে? অবুঝ ছেলে অন্ধ উস্তাদকে বক কিভাবে বুঝাবে সে তা ঠাওর করে উঠতে পারছিল না। চিন্তা করে কোন কিছু না পেয়ে সে তার হাত উপরের দিকে তুলে তা বকের মাথার মত বাঁকিয়ে ধরে রেখে বলল- হুযূর! বক হল এমন। এবার উস্তাদ তার হাত ছাত্রের হাতের উপর বুলিয়ে বললেন- বাপরে বাপ! নারে আমি এই খির খাব না।

উস্তাদের সামনে নমুনা না থাকার ফলে খির আজ তার কাছে যেমন কঠিন এবং জটিল বিষয় মনে হয়েছে, ঠিক আমলের ক্ষেত্রে সামনে নমুনা না থাকলে সেই আমল তেমনি কঠিন এবং জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

আক্ষরিক জ্ঞানের দ্বারা যদি সঠিক আমল করা যেত তাহলে প্রচলিত পদ্ধতির নামায আদায় করার কোন অর্থ-ই হয় না। কেননা, আরবী 'সালাত' শব্দের অর্থ হল- নিতম্ব ঝোলানো বা নাঁচা। অথচ শরীয়তের পরিভাষায় নিতম্ব ঝুলানোকে কখনই সালাত হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না। আবার কুরআনের কোথাও সালাত আদায়ের প্রচলিত নিয়ম খুঁজে পাওয়া যাবে না। নামায সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ শধু এতটুকুই পাওয়া যায় : اقيموا الصلوة তোমরা সালাত কায়েম কর। সুতরাং বুঝা গেল, শুধু আক্ষরিক জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। বরং এর জন্য নমুনা ও দৃষ্টান্ত জরুরী।

www.pathagar.com

একারণেই আমাদেরকে দৃষ্টান্ত তালাশ করতে হবে। দেখতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায আদায় করেছেন। শরীয়ত সালাতের দ্বারা প্রচলিত নামাযকেই মুসলমানদের জন্য ফরয করেছে। হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এই পদ্ধতিতে নামায আদায় করে নির্দেশ দিয়েছেন- صلوا كما رائتمونى اصلى 'আমাকে যেভাবে তোমরা নামায আদায় করতে দেখছ, ঠিক সেভাবেই তোমরা নামায আদায় করবে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুসলিম উম্মাহর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম নমুনা। ২৩ বৎসরের দীর্ঘ জিন্দিগীতে উম্মতের জন্য প্রতিটি বিষয়ে তিনি নমুনা রেখে গেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন- لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة তোমাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন উত্তম নমুনা।

দুপুরের খাবারের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামান্য সময় কায়লুলা (বিশ্রাম) করেছেন। এই কায়লুলার দ্বারা সাওয়াব পাওয়া যায়। অথচ এখানে সাওয়াব প্রাপ্তির বিষয়টি আমাদের কারও যুক্তিতেই ধরে না। এজন্য হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বলেন- নিজের বুদ্ধি খাঁটিয়ে হাজারও নফল ইবাদত করলে তাতে সাওয়াব পাওয়া যাবে না। রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক দুপুরে ৫ মিনিট কায়লুলা করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে।

হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আমাদের প্রথম ও শ্রেষ্ঠতম নমুনা। তারপর আমাদের জন্য নমুনা হলেন সাহাবায়ে কিরাম। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন- أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 'আমার সাহাবাগণ তারকাতুল্য। তোমরা তাদের যে কারও অনুসরণ করবে, সঠিক পথ পাবে।'

সাহাবায়ে কিরামের পর মুসলমানদের জন্য নমুনা হলেন, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহায়ে কিরাম, মুহাদ্দিসীন এবং পর্যায়ক্রমে আমাদের সকল আকাবির আসলাফ।

আল্লামা ইবনে জাওযী (রহ.) বলেন- আকাবির আসলাফের জীবনী আলোচনা ও অধ্যয়ন না করলে অন্তরে নম্রতা ও রিক্কত পয়দা হয় না। ক্রমেই অন্তর কঠোর হয়ে নেক কাজের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়।

দুই. ذكاء মেধা ও স্মরণ শক্তি

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য যে ছয়টি বৈশিষ্ট্য ও শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন, তার দ্বিতীয়টি হল- ذكاء অর্থাৎ মেধা ও স্মরণ শক্তি।

www.pathagar.com

মেধা আর স্মরণশক্তি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যাতে মানুষের কোন হস্তক্ষেপের অধিকার বা ক্ষমতা নেই। মেধা এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা বান্দাহর প্রতি আল্লাহর দান। এতে বান্দাহর কোন করণীয় নেই।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা বান্দাহকে যে মেধা ও স্মরণ শক্তি দিয়েছেন, সেই মেধাকে ধরে রাখা বান্দাহর দায়িত্ব। মেধাকে শানিত করা, একে যথাযথ স্থানে প্রয়োগ করা বান্দাহর ইচ্ছাধীন। ইচ্ছাকৃতভাবে বান্দাহ যদি তার মেধা ও স্মরণশক্তিকে কাজে না লাগায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর এই নেয়ামতকে ছিনিয়ে নেন। তাই প্রতিটি মানুষের অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজ মেধাকে শানিত করা। স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। মেধা বৃদ্ধি এবং স্মরণশক্তি শানিত করার তরীকা হল তিনটি।

(১) মেধা ও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও শানিত করার প্রথম তরীকা হল, নিজের মেহনত ও চেষ্টা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। এব্যাপারে সামান্যতম অবহেলা করা যাবে না।

(২) মেহনত ও চেষ্টা প্রচেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার দরবারে মেধা ও স্মরণশক্তির জন্য দুআ করা, কান্নাকাটি, আহাজারি অব্যাহত রাখা। নিজের স্মরণ শক্তির উপর অহংকার ও ফখর না করা।

হাকীমুল উম্মাহ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, মেহনতের পর নিয়মিত দুআ চালু রাখলে ধীশক্তি প্রখর হবে। মেধা ও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

(৩) নিজে দুআ করার সাথে সাথে বুযুর্গানে দ্বীন, আকাবির, উস্তাদ ও শায়খ থেকে দুআ নেয়া।

এই তিন কাজ অব্যাহত রাখলে স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আর স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হলেই ইলম অর্জনের পথ সুপ্রশস্ত হবে। আর প্রকৃত ইলম অর্জিত হলেই আমল করা সহজ হবে। এ জন্য ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারী শরীফে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন-

باب العلم قبل القول و العمل 'উপদেশ প্রদান এবং আমলের পূর্বে ইলম অর্জন অধ্যায়।' ইমাম বুখারী (রহ.)-এর এই অধ্যায় রচনার দ্বারা একথার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাউকে উপদেশ প্রদান এবং আমল করার পূর্বে ইলম অর্জন করতে হবে।

আর এই ইলম অর্জন করতে হলে উস্তাদের খেদমত করতে হবে। উস্তাদের দুআ নিতে হবে। উস্তাদের দুআ থাকলে ছাত্রের জন্য ইলম অর্জনের পথ সুগম হয়ে যায়। আকাবির এবং আসলাফের জীবনী অনুসন্ধান করলে এর বহু নযির খুঁজে পাওয়া যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ পেয়েছিলেন বলেই এতবড় মাকাম ও মর্যাদার অধিকারী হতে

www.pathagar.com

পেরেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দুআ। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইস্তিঞ্জা করতে গেলেন। কিন্তু এসময় তিনি সাথে করে পানি নিতে পারলেন না। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বিষয়টি লক্ষ্য করে এক বদনা পানি নিয়ে এমন স্থানে রেখে দিলেন, যাতে পর্দার কোন ব্যাঘাত ঘটল না, আবার অনায়াসেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জরুরত পূরণ করতে পারলেন। তখন তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জন্য এই বলে দুআ করলেন اللهم فقهه في الدين وعلمه بالكتاب 'হে আল্লাহ তাকে দ্বীনের সঠিক সমঝ দান কর এবং কুরআনের জ্ঞান দান কর।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দুআর বরকতেই পরবর্তীকালে তিনি ترجمان القران 'কুরআনের মুখপাত্র' حبر الأمة 'উম্মতের মহাজ্ঞানী'-এর ন্যায় বড় বড় উপাধি লাভ করেছিলেন। বড় বড় সাহাবাদের উর্ধ্বে তাঁর মর্তবা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।'

শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান (রহ.) নিজ উস্তাদ হযরত কাসিম নানুতুবী (রহ.)-এর এতো অধিক খেদমত করেছেন যে, এ খেদমতের বদৌলতেই পরবর্তীকালে তিনি শায়খুল হিন্দ হতে পেরেছিলেন। তাঁর হাতে গড়ে উঠেছিলেন হাকীমুল উম্মাহ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ), শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা কিফায়াতুল্লাহ (রহ.)-এর ন্যায় জগৎ বিখ্যাত উলামায়ে কিরাম।

শায়খুল হিন্দ (রহ.) নিজেই বর্ণনা করেন- আমার উস্তাদের সাথে আমার এতো গভীর সম্পর্ক ছিল যে, কোন ব্যক্তির একমাত্র ছেলের ফাঁসির অর্ডার হওয়ার পর সে মুক্ত হয়ে তার মা বাবার কাছে চলে আসলে সেই মুহূর্তে তার মা বাবার খুশী ও আনন্দ যে পরিমাণ হতে পারে আমার উস্তাদ আমাকে দিনে ৪০ বার দেখলে প্রতিবারই তিনি এমন-ই খুশী হয়ে থাকতেন।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা একথাই বুঝা গেল যে, মেধা ও স্মরণ শক্তি স্থায়ী করার জন্য এবং তা বৃদ্ধি ও শানিত করার জন্য নিজে দুআ করতে হবে, উস্তাদ, শায়খের দুআ নিতে হবে। সেই সাথে কঠোর ত্যাগ সাধনা এবং চেষ্টা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এভাবে গড়ে উঠার তাওফীক দান করুন। *(৪ মুহররম ১৪২৪ হিজরী, বুধবার মজলিসে আকাবির)*

তিন. اجتهاد চেষ্টা প্রচেষ্টা

ইলমে দ্বীন অর্জনে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বর্ণিত তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বা শর্ত হল- اجتهاد বা চেষ্টা প্রচেষ্টা। অর্থাৎ ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা

www.pathagar.com

প্রচেষ্টা এবং কঠোর ত্যাগ ও সাধনা করতে হবে। আমাদের আকাবির আসলাফের জীবনী ঘাটলে তাঁদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে হাজারো ত্যাগ সাধনার নযির খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁরা চেষ্টা প্রচেষ্টার বদৌলতেই মহামনিষীর আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছেন। ইতিহাসের পাতায় তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানীর এসব ঘটনাবলী স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

শীর্ষ সাহাবায়ে কিরামের তালিকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) অন্যতম। এই মহান ব্যক্তিত্ব ইলমে হাদীস অর্জনে সে কঠোর সাধনা ও চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছেন তা তুলনাহীন। কোন সাহাবীর কাছে নতুন একটি হাদীস আছে, এমন সংবাদটি জানা মাত্রই তিনি সেই হাদীসটি সংগ্রহ করার জন্য তাঁর বাড়ীতে ছুটে যেতেন। সেখানে পৌছার পর যদি সেই সাহাবীকে তিনি বিশ্রামে পেতেন, তাহলে তিনি তার বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তার বাড়ীর গেটের সামনে বসে যেতেন। ঝড় তুফান, বৃষ্টি বাদলের মাঝেও তিনি হাদীসটি সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করতেন। অনেক সময় তীব্র বাতাসের কারণে ধূলাবালু তাঁর পুরা দেহকে ময়লাযুক্ত করে ফেলত। তবু তিনি ঐ ব্যক্তির অপেক্ষায় বসে থাকতেন। বিশ্রাম শেষে ঐ সাহাবী গেটের সামনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে অপেক্ষা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করতেন- 'হযরত এই সময়ে এখানে আপনার আগমন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তখন বলতেন- শুনেছি, আপনার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস সংরক্ষিত আছে। সেটি জানার জন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। এ সময় সাহাবী বলতেন- হযরত! কষ্ট করে আপনি এখানে না এসে আমাকে সংবাদ দিলেই তো আমি আপনার দরবারে হাযির হয়ে যেতাম। সাহাবীর একথার প্রেক্ষিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলতেন- না তা হতে পারে না। আমি তো ছাত্র, আমি তো শিখব, তাই ইলম অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকেই আসতে হবে। সুবহানাল্লাহ! কত বড় ত্যাগ, কত বড় কুরবানীর কথা। তিনি ইলম অর্জনের জন্য নিজের আত্ম মর্যাদা এবং বংশ মর্যাদার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ-ই করেন নাই। যদি তিনি সেদিকটির প্রতি নযর দিতেন তাহলে হয়ত তাঁর মাকাম মর্যাদা এতদূর পৌছত না।

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর শিক্ষা জীবনের সূচনা ছিল ইংরেজী লাইনে। তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন আধুনিক শিক্ষার ডিগ্রী অর্জনের জন্য। এটা অবশ্য তাঁর ইচ্ছায় নয়, তাঁর পিতার ইচ্ছায়। কেননা, তাঁর পিতা চেয়েছিলেন ছেলে ইংরেজী শিক্ষার ডিগ্রী অর্জন করুক। ছেলেকে আরবী লাইনে পড়াতে তিনি রাজি ছিলেন না।

কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে একবার হযরত থানবী (রহ.) সেখানে তাশরীফ নিয়ে আসেন। হযরত ছদর সাহেব (রহ.) এই সুযোগে হযরত থানবী (রহ.)-এর সাথে তাঁর দুআ নেয়ার জন্য সাক্ষাৎ করেন। হযরত থানবী

www.pathagar.com

(রহ.) এ সময় জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি কি করছ? জবাবে বললেন- কলেজে পড়ছি। এবার হযরত থানবী (রহ.) তাঁর উদ্দেশ্যে বললেন- তুমি মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছ না কেন? জবাবে বললেন- আমার পিতা মাদ্রাসায় পড়াতে রাজি নয়, তাই। হযরত থানবী (রহ.) বললেন- আহ্! কি যামানা এসেছে! ছেলে তো মাদ্রাসায় পড়তে চায়; কিন্তু পিতা রাজি নয়।

বলা হয় এরপর থেকেই হযরত ছদর সাহেব (রহ.)-এর অন্তরে দ্বীনি ইলম অর্জনের আগ্রহ আরও তীব্র হয়। আর এর কিছুদিনের মাঝেই তিনি ইংরেজী পড়া ছেড়ে দিয়ে দারুল উলূম দেওবন্দ চলে যান।

হযরত মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহ.) দীর্ঘ রাত পর্যন্ত জেগে জেগে কিতাব অধ্যয়ন করতেন। অনেক সময় তার পিতা জিজ্ঞাসা করতেন, বাবা আবদুল হক! এখনও জেগে জেগে কি করছ? এ সময় তিনি তাড়াহুড়া করে বিছানায় শুয়ে গিয়ে বলতেন- 'নিদ্রায় যাচ্ছি আব্বাজান।' বলা হয় কুপি বাতি জ্বালিয়ে গভীর ধ্যানে কিতাব অধ্যয়ন করার সময় মাঝে মধ্যেই তাঁর পাগড়িতে আগুন লেগে যেত। অথচ তিনি তা টেরই পেতেন না।

হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তৈয়্যেব সাহেব (রহ.) বলেন- 'হযরত মাওলানা মামলূক আলী (রহ.) একরাতে দোকানের চৌকিতে বসে কিতাব মোতালাআয় মশগুল ছিলেন। ঘটনাক্রমে ঐ পথ দিয়ে সদলবলে শাহজাদার সাওয়ারী আসছিল। শাহজাদা হাতির উপর এবং তার পাইক-পেয়াদা ঘোড়ার উপর আরোহী ছিল। চৌকিদার হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার! বলে সতর্ক সংকেত দিয়ে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু মাওলানা 'কাফিয়া'র মুতালাআয় এতো নিমগ্ন ছিলেন যে, হৈ-চৈ পূর্ণ ও স্বশব্দ শাহী যাত্রার উপস্থিতি টেরই পেলেন না। শাহী যাত্রা একেবারে নিকটে এসে গেলে চৌকিদার মাওলানাকে উদ্দেশ্য করে প্রাথমিক আওয়ায দিল। কিন্তু মাওলানার কানে কিছুই প্রবেশ করল না। তিনি কিতাবের মাঝেই ডুবে রইলেন। এতে শাহজাদা ক্রুদ্ধ হয়ে চৌকিদারকে নির্দেশ দিল, ধাক্কা দাও। সাথে সাথে হুকুম তামীল হল। এতোক্ষণে মাওলানার হুঁশ হল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, শাহজাদার সাওয়ারী যাচ্ছে। কিন্তু এতে তিনি বিন্দুমাত্র গরযবোধ না করে করুণাচ্ছলে বললেন- 'বেচারা শাহ্জাদা! দেমাগ নিয়ে চলে, অথচ কাফিয়ার একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে উত্তরই দিতে পারবে না!' কাফিয়ার উপর অগাধ বিশ্বাস ও পাণ্ডিত্যের কারণেই মাওলানার এই 'ফখর' ছিল। 'আরবী ব্যাকরণের জন্য কাফিয়াই যথেষ্ট বাকি সব মাথা ব্যাথা'। এটা মাওলানারই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি মুতালাআ পড়াশোনায় এতো গভীরে ডুবে থাকতেন যে, কি বাদশাহ, কি শাহজাদা করো আগমনেই তাঁর কোন খবর হত না।

হযরত গাংগুহী (রহ.)-এর হাতে গড়া এবং তাঁর একান্তছাত্র ছিলেন আল্লামা ইয়াহ্ইয়া (রহঃ)। তাঁর শিক্ষানুরাগ এবং শিক্ষা জীবনের অবস্থা বর্ণনা করতে

www.pathagar.com

গিয়ে তাঁরই সন্তান শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) লিখেন- 'শিক্ষা জীবনে আমার পিতার চোখে মারাত্মক অসুখ দেখা দেয়। চোখ দিয়ে সবসময় পানি গড়িয়ে পড়ত। ডাক্তারকে দেখানো হলে ডাক্তার কিতাব দেখতে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করে দিলেন। ডাক্তারের একথা শুনে তিনি এতবেশী কিতাব দেখতে শুরু করে দিলেন, যা ইতিপূর্বেও তিনি করেননি। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন- আমার চোখ তো নষ্ট হয়েই যাবে, সুতরাং যা করার তা এখনই করে নিতে হবে।'

আমি আমার 'দরসুল বুখারী লিসালাফিনাল আকাবির' গ্রন্থে তাঁর শিক্ষা জীবনের একটি ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। সংক্ষেপে সেই ঘটনাটি এখানেও তুলে ধরছি-

'তৎকালে দিল্লীর মাদ্রাসা হোসাইন বখস্ শিক্ষা-দীক্ষা, তারবিয়াত-তাযকিয়াহ্ এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি সেই মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতেন। কিন্তু তিনি হাদীসের কিতাব যামানার কুতুব হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.)-এর নিকট গাংগুহে গিয়ে পড়বেন, এ সিদ্ধান্ত পূর্ব থেকেই চূড়ান্তভাবে নিয়ে রেখে ছিলেন। এদিকে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এখানে থেকেই তাঁকে দাওরায়ে হাদীস পড়ার জন্য বেশ পীড়াপীড়ি করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বরাবরই তিনি তা অস্বীকার করে যেতে থাকলেন। পরিশেষে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের পীড়াপীড়ি এবং তাঁর পিতা মাওলানা ইসমাঈল (রহ.)-এর নির্দেশে এই মাদ্রাসায় শুধুমাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সম্মত হলেন। এ সময় তিনি নিযামুদ্দীনের একটি ছোট নির্জন-নীরব কামরায় দিবানিশি কিতাব অধ্যয়নে লিপ্ত হয়ে গেলেন। পাঁচ ছয় মাসের মাঝেই তিনি বুখারী শরীফ, সীরাতে ইবনে হিশাম, তাহাবী শরীফ, হিদায়া, ফাতহুল কাদীর-এর ন্যায় বিশাল বিশাল গ্রন্থাদি অধ্যয়ন পরিসমাপ্তি করেন। এই ছয় মাসের দীর্ঘ সময়ে নিযামুদ্দীনের অধিবাসীরা একথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে, তিনি সেখানে অবস্থান করছেন; বরং এ সময় 'কাউনালা' থেকে তাঁর কাছে বিবাহ্ সংক্রান্ত একটি তারবার্তা আসে, যাতে তাঁকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তখন নিযামুদ্দীনের স্থানীয় বাসিন্দারা এই বলে তারবার্তা ফেরৎ পাঠিয়ে দেন যে, কয়েক মাস যাবৎ তিনি এখানে নেই। এরপর তিনি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁর পরীক্ষক ছিলেন আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.)। আল্লামা সাহারানপুরী (রহ.) তাঁর পরীক্ষার খাতা দেখে এতো আনন্দিত ও খুশী হন যে, তিনি তাঁর মন্তব্যে উল্লেখ করেন-

وان كثيرا من علماء الزمان والمدرسين لا يقدرون على ان يكتبوا مثل هذه الاجوبة .

'বর্তমান যুগের অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম এবং মুদাররিসীনও এজাতীয় উত্তর লিখতে সক্ষম হবেন না।'

www.pathagar.com

আল্লামা সাহারানপুরী (রহ.) এমন একজন উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়ী ছাত্রের ভবিষ্যতের কথা লক্ষ্য করে হযরত গাংগুহী (রহ.) কে শেষবারের মত দাওরায়ে হাদীসে দরস দেয়ার জন্য জোরদার সুপারিশ করেন। হযরত গাংগুহী (রহ.)-ও তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে আরও একবার হাদীসের দরস দিতে সম্মত হন। তাঁর এই দরসের যে বিশাল ও বিরাট ফলাফল বয়ে এনেছিল তার উজ্জ্বল প্রমাণ হল- 'লামিউদ্-দারারী' এবং 'আল-কাউকাবুদ্দুররী'-এর ন্যায় মহামূল্যবান গ্রন্থ।

আমার জীবনেও এজাতীয় চেষ্টা প্রচেষ্টার বেশকিছু ঘটনার কথা স্মরণ পড়ে। নাহবেমীর যে বৎসর লেখাপড়া করেছি তখনকার কথা। আমার মনে আছে যে, ঐ বৎসর পুরোটাই আমি নিদ্রাবিহীন রজনী কাটিয়েছি। সারারাত লেখাপড়া করেই কাটিয়েছি। দিনের বেলায় ১০টা বা ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়েছি মাত্র।

এক বুযুর্গ বলেন- আমাদের শেষ দেখে আমল করতে গেলে মানুষ গোমরাহ হয়ে যাবে। আমল করার জন্য আমাদের জীবনের শুরুটা দেখতে হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম মাদ্রাসার ছাত্র। এই মাদ্রাসার ছাত্ররা সীমাহীন ত্যাগ তিতিক্ষা, কঠোর সাধনার মাধ্যমে ইলম অর্জনে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছেন বলেই আজ ইসলামের আলো আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ভুখানাঙ্গা থেকে ইলমে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেছেন বলেই আজ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ছাড়া ইলমে হাদীস অর্জন করা সম্ভব নয়।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) যে সুফ্ফার মাদ্রাসায় শিক্ষা নিয়েছেন, সেখানে ছাত্রদের খাবারের ব্যবস্থা ছিল তিন পদ্ধতিতে।

এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে সব হাদিয়া তোহফা আসত, দান খয়রাত, সদকা যাকাতের যে অর্থ জমা হত, তার দ্বারা আসহাবে সুফ্ফার ছাত্রদের আপ্যায়ন করা হত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, অনেক সময় ক্ষুধার জ্বালায় আমাদের পেটে পাথর বেধে রাখতে হত। কোন কোন সময় ক্ষুধা আর দূর্বলতার কারণে মানুষ আমাকে দেখে পাগল ভাবত।

একদিনকার ঘটনা। ক্ষুধার জ্বালায় আমার পেট চিনচিন করছে। কিন্তু বিষয়টি কারও কাছে প্রকাশ করলাম না। হঠাৎ হযরত আবূ বকর (রা.) এ পথে আসায় আমি তাঁর কাছে ধর্মীয় একটি বিষয় জানতে চাইলাম। উদ্দেশ্য ছিল হযরত আবূ বকর (রা.) আমার অবস্থা বুঝে আমার জন্য খাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু না, হযরত আবূ বকর (রা.) ধর্মীয় বিষয়টির সমাধান বাতলে চলে গেলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর ঘরেও কোন খাবার নেই। হযরত আবূ বকর (রা.) চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর

www.pathagar.com

হযরত ওমর (রা.) আসলেন। তাঁর কাছেও ধর্মীয় বিষয়ে প্রশ্ন করার পর তিনিও সমাধান বাতলে চলে গেলেন। এতে বুঝা গেল, তাঁর ঘরেও খাবারের কোন কিছু নেই। সবশেষে আসলেন হযরত রাসূলে কারীম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আসার পর তাঁর কাছে কোন বিষয়ে জানতে চাইলে দয়ার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উদ্দেশ্যে বললেন- আবূ হুরায়রা (রা.)! মনে হয় তোমার বেশ ক্ষুধা লেগেছে? চল তো দেখি তোমার খাবারের জন্য কোন কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা?

এই বলে দয়ার নবী মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নিয়ে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর ঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- হে আয়েশা! ঘরে কি খাবারের মত কিছু আছে? জবাবে হযরত আয়েশা বললেন- হে আল্লাহর নবী! খাওয়ার মত ঘরে তো কোন কিছু নেই। তবে সদকার সামান্য দুধ আছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ঠিক আছে তাই নিয়ে আস।

হাদীসের এই বর্ণনা থেকেই প্রতিয়মান হয় যে, ইসলামের সর্বপ্রথম মাদ্রাসার ছাত্রদের খাবারের ব্যবস্থা সদকা যাকাতের অর্থ থেকে ব্যবস্থা করা হত।

আর সেই সুন্নতের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান যুগের উপমহাদেশের মাদ্রাসাগুলো পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং বুঝা গেল, মাদ্রাসা পরিচালনার বর্তমান প্রচলিত পদ্ধতি দ্বীনের মাঝে নতুন কিছু আবিস্কার করা হয় নাই।

দুই. আসহাবে সুফ্ফার মাদ্রাসার ছাত্রদের খাবারের দ্বিতীয় যে ব্যবস্থাটি ছিল, তা হল সারাদিন দ্বীনি তালীম তরবিয়্যত শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর তালিমী মজলিসে উপস্থিত সাহাবায়ে কিরামকে বিকাল বেলায় ২/৩ জন করে স্থানীয় সাহাবীদের মাঝে তাদের খাবার ব্যবস্থা করার জন্য বন্টন করে দিতেন। অবশিষ্ট যারা থাকত তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এতদসংক্রান্ত এক সাহাবীর ঘটনা বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি রাতের বেলায় রাসূলুল্লাহর মেহমানকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার পর যেহেতু ঘরে খাবার পরিমাণে কম ছিল, তাই স্বামী স্ত্রী মিলে যুক্তি করে নিলেন, খাবার হাযির করার পর কোন অজুহাতে বাতি নিভিয়ে দিয়ে আল্লাহর রাসূলের মেহমানকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াতে হবে। অন্যথায় আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল আমাদের প্রতি নারাজ হবেন। পরামর্শ মোতাবেক সেভাবেই বাতি নিভিয়ে নিজেরা না খেয়ে মেহমানকে খাওয়ানো হল। সুফ্ফার ছাত্রদের খাবার দাবারের এ দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকেই বলা যেতে পারে, বর্তমানে আমাদের সমাজে জায়গীর বা লজিংয়ে থেকে লেখাপড়া করার প্রচলিত পদ্ধতি। এর দ্বারা একথাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে জায়গীর সিস্টেমে যেসব মাদ্রাসা পরিচালিত হচ্ছে, তা

www.pathagar.com

নতুন কোন পদ্ধতি নয়; বরং এটিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সুন্নত।

তিন. সুফ্ফা মাদ্রাসার ছাত্রদের খাবার ব্যবস্থার তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিল, সেখানকার ছাত্ররা লেখাপড়ার ফাঁকে সুযোগ ও সময় বুঝে জঙ্গলে চলে যেতেন। সেখান থেকে তাঁরা লাকড়ি কেটে এবং লাকড়ি কুড়িয়ে নিয়ে এসে তা বাজারে বিক্রয় করে নিজেদের খাবার-দাবার ব্যবস্থা করে নিতেন।

এ পদ্ধতিতেও বর্তমানে অনেক ছাত্র লেখা পড়া করছে। আমাদের আকাবির আসলাফের মাঝে এ জাতীয় বহু নযির রয়েছে। মোটকথা, ইলমে দ্বীন অর্জন করতে হলে আমাদেরকে চূড়ান্ত পর্যায়ের মেহনত করতে হবে। চেষ্টা প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এছাড়া প্রকৃত ইলমের মজা পাওয়া যাবে না এবং আদর্শ মানুষ হিসাবেও গড়ে উঠা আমাদের জন্য সম্ভব হবে না।

কেননা, দ্বীন পুরোটাই আদবের নাম الدين كله ادب বেআদব কখনই ইলমে দ্বীন অর্জন করতে সক্ষম হয় না। আর হলেও সে ইলম তার কোন উপকারেই আসবে না। ভ্রষ্ট হবে দ্বীন থেকে। মওদুদী এবং তার জামায়াত এজন্যেই ভ্রষ্টচারে লিপ্ত। মওদুদী নিজের আক্ষরিক জ্ঞান ও যোগ্যতার দ্বারা ইলমে দ্বীন যাঁচাই করেছে। একারণেই সে দ্বীনের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনে সামর্থ হয় নাই। বর্তমান জামায়াতও যদি মওদুদীর মতবাদ আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, তবে তারাও ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রকৃত দ্বীনের সমঝ দান করুন এবং দ্বীনের পুরোপুরি আদব বজায় রাখার তাওফীক দান করুন। (১৯ মুহররম-বুধবার ১৪২৫ হিজরী, মজলিসে আকাবির)

চার. بلغة পাণ্ডিত্য

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বর্ণিত চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ও শর্ত হল- بلغة অর্থাৎ পাণ্ডিত্য অর্জন করা। পাণ্ডিত্য অর্জন করার অর্থ হল, কমপক্ষে এতটুকু ইলম অর্জন করা, যা অর্জিত হলে অন্যের দ্বারস্ত হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ইলম অর্জনে ছাত্র যদি এতটুকু যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়, তাহলে তার ইলম মূল্যহীন। আমাদের আকাবির আসলাফ তাই নিজেদেরকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য জীবন বাজী রেখে চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছেন। নিম্নের কয়েকটি ঘটনার দ্বারাই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মীর সাইয়্যেদ শরীফের শিক্ষা জীবন সম্পর্কে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। আর তাঁর এই ঘটনার দ্বারা তৎকালে ছাত্রদের ইলম অর্জনে কঠোর ত্যাগ সাধনা এবং চেষ্টা প্রচেষ্টার চিত্র ফুটে উঠে।

ছাত্রাবস্থায় তিনি 'মীর যাহিদ' গ্রন্থটি 'কুতবী'-এর লেখক আল্লামা কুতুবুদ্দীন রাযী (রহ.)-এর নিকট এমন এক সময়ে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে যান, যখন তিনি একেবারে বয়োবৃদ্ধ। তিনি নিজের বয়সের কথা উল্লেখ করে অপারগতা প্রকাশ

www.pathagar.com

করে বলেন- 'আমার একজন যোগ্য ছাত্র মিসরে অবস্থান করে। 'মুবারক শাহ' তার নাম। তুমি বরং তার কাছে চলে যাও।'

انه كان له عبد رباه من صغره علمه حتى كان مدرسا وفاضلا فى كل العلوم وكان يدعى بمبارك شاه المنطقى .

'তাঁর একজন ছাত্র ছিল যাকে তিনি বাল্যকাল থেকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে লালন পালন করেছিলেন। সে একজন সুযোগ্য উস্তাদ এবং যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিল। আর তাকে সকলেই 'মুবারক শাহ্ মানতিকী' হিসাবে চিনত।'

কিন্তু খোদারই কি মর্জি কেন যেন মুবারক শাহ মীর সাহেবকে শুধু ক্লাশে বসার এবং শোনার অনুমতি প্রদান করলেন। কোন প্রশ্ন করা বা পাঠ করার অনুমতি দিলেন না।

একরাতে মুবারক শাহ ছাত্রদের লেখাপড়ার অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য ছাত্রাবাস পরিদর্শনে বের হন। একেবারে চুপিসারে তিনি একাকী ছাত্রদের রুমের সামনে হেঁটে চললেন। মীর সাহেব যে রুমে থাকতেন, সেই রুমের সামনে গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তিনি রুমের ভিতর থেকে পাঠ্য সবক তাকরার বা পুনরালোচনা করেছিলেন। বর্ণনা করা হয় এসময় মীর সাহেব অন্যান্য ছাত্রদের সামনে সবক পুনরালোচনায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করছিলেন- 'কিতাবের লেখক তো এই বিষয়টির বর্ণনা করেছেন এভাবে। আর উস্তাদ ক্লাশে বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। আর এ বিষয়ে আমার অভিমত হচ্ছে এই।' ছাত্রের এই অনন্য তাকরার পদ্ধতি শুনে মোবারক শাহ বেশ কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং গভীর মনোযোগ ও আগ্রহ সহকারে তার তাকরার শুনতে থাকলেন। মীর সাহেবের বর্ণনার ভঙ্গি এতই আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ছিল যে-

لحقه البهجة والسرور بحيث رقص فى فناء المدرسة .

(মীর সাহেবের এই অভিনব তাকরার পদ্ধতি দেখে) 'তিনি এতো অধিক এবং এতো বেশী আনন্দিত ও খুশী হলেন যে, তিনি মাদ্রাসা চত্বরে খুশীতে নাচতে শুরু করে দিলেন।'

এই ঘটনায় তিনি মীর সাহেবের প্রতি এতোবেশী সহানুভূতিশীল হয়ে পড়লেন যে, পরদিন সকাল থেকেই তার ক্লাশের জন্য স্বতন্ত্র সময় নির্ধারণ করে দিলেন।

আল্লামা সাআদুদ্দীন তাফ্তাযানী (রহ.) ঐ সকল সৌভাগ্যবান লেখকদের একজন, যাঁদের লেখা ও তাসনীফ দ্বারা সেই যুগ থেকে বর্তমান যুগের উলামায়ে কিরাম, বিশ্লেষক ও তাত্ত্বিকগণ উপকৃত হয়ে আসছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল- মুখ্তাসারুল মাআনী, মুতাউয়াল, শরহুল আকাঈদ, তাল্বীহ ইত্যাদি। এগুলো বর্তমানেও মাদ্রাসা সমূহের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

'আহ্ওয়ালুল মুসান্নিফীন' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে- 'আল্লামা তাফ্তাযানী (রহ.) শুরুতে একেবারেই মেধাহীন ও মোটাবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। এমনকি আল্লামা ইয্দুদ্দীন (রহ.)-এর সবকে তাঁর চেয়ে বেশী মেধাহীন আর কোন ছাত্র ছিল না। কিন্তু চেষ্টা, সাধনা, পরিশ্রম এবং অধ্যাবসায়ে তিনি সহপাঠিদেরকে ছাড়িয়ে গিয়ে ছিলেন।

একবার তিনি স্বপ্নে দেখলেন। অপরিচিত এক লোক এসে তাঁকে বলছে- 'সাআদুদ্দীন চল! আনন্দ-বিনোদন করে আসি।' তিনি বলেন, আমি বললাম- 'আমাকে তো আনন্দ ফূর্তি করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। চূড়ান্ত পর্যায়ের পরিশ্রম ও গভীর অধ্যাবসায় সত্ত্বেও আমি কিতাব বুঝি না। আমি যদি ঘূরাফেরা ও আনন্দ ফুর্তিতে মজে যাই তাহলে আমার গতি হবে কি?

লোকটি আমার কথা শুনে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে আবার এসে একই আবদার করল। এমনিভাবে তিনবার লোকটি আসা যাওয়া করল। তৃতীয়বার লোকটি এসে বলল- 'তোমাকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্মরণ করেছেন। চল!' তার কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। সাথে সাথে খালি পায়েই দৌড়াতে লাগলাম। শহরের বাহিরে একটি জায়গায় বেশ গাছ-গাছালী ছিল। সেখানে গিয়ে দেখলাম, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের একটি জামাআতসহ তাশরীফ এনেছেন। আমাকে দেখে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিয়ে বললেন- 'আমি তোমাকে বার বার ডাকছি আর তুমি আসছ না, ব্যাপার কি?'

আমি বললাম- 'হুযূর! আমার জানা ছিল না, আপনি আমাকে ডেকেছেন।' তারপর আমি আমার মেধাহীনতার বিষয়টি উত্থাপন করলাম।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- 'তোমার মুখ খোল।'

আমি মুখ খোলার পর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুখ থেকে সামান্য লালা আমার মুখে ঢেলে দিয়ে আমার জন্য দুআ করলেন। অতঃপর বললেন- 'যাও'।

জাগ্রত হওয়ার পর আল্লামা ইয্দুদ্দীন (রহ.)-এর মজলিসে হাযির হলাম। সবক শুরু হল। সবকের মাঝে আমি উস্তাদকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করলাম। সাথীরা প্রতিদিনের মত মনে করল, অর্থহীন কিছু প্রশ্ন। কিন্তু উস্তাদ বুঝে ফেললেন। তিনি বললেন-يا سعد انك اليوم غير فيما مضى 'হে সাআদ! আজকের তুমি তো পূর্বেকার তুমি নও।'

হযরত আল্লামা শায়খুল ইসলাম মাওলানা যফর আহমদ উসমানী (রহ.) লিখেছেন- 'তাইসীরুল মুবতাদী'-এর লেখক হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ গাঙ্গুহী

www.pathagar.com

(রহ.)-এর নাহু, সরফ, আদব ইত্যাদির প্রাথমিক তালীমের ব্যাপারে পরিপূর্ণ দক্ষতা ছিল। আমি 'মীযান মুনশাইব' ও 'পাঞ্জেগাঞ্জ'-এর সাথে সাথে তাঁর নিকট 'তাইসীরুল মুবতাদী'-ও পড়েছিলাম। সরফের অংশ সমাপ্ত হওয়ার পর নাহ্বেমীর-এর সাথে তাঁর কাছে তাইসীরের নাহুর অংশও পড়েছি। তিনি তখন আমাদের দ্বারা উর্দূ থেকে আরবী এবং আরবী থেকে উর্দূ বাক্য তৈরী করাতেন। প্রতিদিন আসরের নামাযের পর তিনি আমাদের নিয়ে ভ্রমণে বের হতেন এবং নিজে কুরআন শরীফ পড়তে থাকতেন আর আমাদেরকে বিভিন্ন ছীগা জিজ্ঞেস করতেন। এমনি করে নাহ্বেমীর পড়ার সময়ই আরবী লেখা এবং আরবীতে কথা বলা শিখে ফেললাম। সেই সময়ই আমি এক সাথীর কাছে চিঠি লিখেছিলাম। চিঠিতে আরবী কবিতার কয়েকটি লাইন লিখেছিলাম। তার মধ্য থেকে একটি লাইন এখনো স্মরণ হয়। তা হল -

أنا ما رأيتك من زمن + فازداد في قلبي الشجن .

'দীর্ঘদিন যাবৎ তোমার সাথে দেখা নেই। অতএব, আমার হৃদয়ে ব্যাকুলতা বেড়ে গেছে।'

হাকীমুল উম্মাহ্ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) এই কবিতা দেখে আমাকে খুব ধমকিয়ে বললেন- 'এখনই কবিতা চর্চা শুরু করে দিয়েছ? এখনতো তোমার পরিশ্রম করার এবং পড়াশোনা করার সময়।'

কিন্তু পরে তিনি হযরত আবদুল্লাহ গাঙ্গুহী (রহ.)কে বলেছিলেন- 'কবিতা চর্চার কারণে যদিও আমি যফরকে ধমক দিয়েছি; কিন্তু আপনার তালীমের উন্নত পদ্ধতিতে আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়েছি যে, নাহবেমীর পড়ে এমন একজন ছাত্র আরবীতে কবিতা লেখার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে।

উল্লেখিত ঘটনাবলীর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের আকাবির আসলাফ স্বয়ং পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জনে সদা তৎপর ছিলেন। অতএব, আমাদেরকেও তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে গড়ে উঠতে হবে।

পাঁচ. صحبة أستاذ উস্তাদের সান্নিধ্য অর্জন

ইমাম শায়েফী (রহ.) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে ছয়টি বৈশিষ্ট্য অর্জনের শর্তারোপ করেছেন তার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল, صحبة أستاذ অর্থাৎ উস্তাদের সান্নিধ্য লাভ করা। ছয়টি বৈশিষ্ট্যের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এটি। শুধু অধ্যয়ন করে নিজের চেষ্টা প্রচেষ্টায় আলেম হওয়া যায় না।

এক বুযুর্গ কত সুন্দরই না বলেছেন-

www.pathagar.com

ومن اخذ العلم بغير شيخ : يضل عن الصراط يقينا 'উস্তাদ ছাড়া যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করেছে, নিশ্চিতভাবে সে সঠিক পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। এজন্যই তো হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- انما العلم بالتعلم 'ইলম প্রশিক্ষণের দ্বারাই অর্জিত হয়।' দেড় হাজার বৎসর যাবৎ ইলম এভাবেই এসেছে। অধিক অধ্যয়নে যোগ্যতা অর্জিত হতে পারে, তবে এর দ্বারা গোমরাহ হওয়ার আশংকা থাকে। কোন কোন সময় তো এজাতীয় লোকদের কট্টর নাস্তিক মুরতাদ হয়ে যেতেও দেখা যায়।

তাবলীগ জামাআতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াছ (রহ.) বলেন, প্রত্যেক ছাত্রকে উস্তাদের তাযীম করা জরুরী। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কে একজন ছাত্র যে পর্যায়ে তাযীম করে, শ্রদ্ধা করে ঠিক সেইভাবেই নিজ উস্তাদের তাযীম করতে হবে। শুধু পাঠ্য ক্লাশের উস্তাদই নয়, যার কাছে কোন পাঠ্য কিতাব নেই কিংবা যে উস্তাদ নীচের ছাত্রদের পড়ান, তাঁরও সম্মান তাযীম করতে হবে।

আমাদের আকাবির আসলাফ, দারুল উলূম দেওবন্দের কৃতি সন্তানেরা উস্তাদের আদব সম্মান করেই, তাঁদের সেবাযত্ন করেই যুগের শীর্ষ আলেম হতে পেরেছিলেন।

মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ছদর সাহেব (রহ.) বলেন, দারুল উলূম দেওবন্দে আমার এক উস্তাদ ছিলেন। তিনি খুবই কড়া মেযাজের ছিলেন। কথায় কথায় ছাত্রদের শাসন করতেন। কিন্তু তাঁর পাঠদান পদ্ধতি ছিল খুবই আকর্ষণীয়। যে কারণে তাঁর কঠোরতা ও শাসন সত্তেও আমরা তাঁর খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম। 'বাঙ্গালী' বলে আমাদের তিনি বার বার খুটা দিতেন। কিন্তু বুযুর্গদের এই বাণী- العلم عز لا ذل فيه ويحصل بذل لا عز فيه 'ইলম খুবই সম্মানী জিনিষ, অসম্মানের লেশমাত্র তাতে নেই; কিন্তু তা অর্জন করতে হয় চরম জিল্লতের সাথে, এতে সম্মানের লেশমাত্র নেই।'-এর কথা চিন্তা করেই তাঁর প্রতি কখনই সম্মানের ঘাটতি দেখাই নাই।

আমার বাল্যকাল তথা শিক্ষা জীবনের প্রথম দিকের উস্তাদ ছিলেন হযরত মাওলানা হাফেয উবায়দুর রহমান (রহ.)। তিনি ছাত্রদের কড়া শাসন করতেন। ভর্তি করার সময়ই ছাত্রদের অভিভাবকের অনুমতি এই বলে নিয়ে নিতেন যে, প্রয়োজনে আমি তার গলায় জুতার মালা পরাব। যারা তাঁর এই শর্ত মেনে নিত

www.pathagar.com

তিনি কেবলমাত্র তাদেরকেই ভর্তি করাতেন। তাঁর শর্ত মেনে যে ছাত্র লেখাপড়া করেছে পরবর্তীতে তারা বড় বড় আলেম হতে পেরেছে।

দারুল উলূম দেওবন্দের কৃতি সন্তান আকাবিররা এতো যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন যে, তাঁরা ছিলেন ইমাম গাযালী, রাযী এবং আরাস্তু'র সমপর্যায়ের। কোন কোন ক্ষেত্রে তো তাঁরা তাঁদের স্তরকেও অতিক্রম করে গেছেন। এঁদের মাঝে অন্যতম হলেন শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.), হাকীমুল উম্মাহ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.), শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.), আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.), মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.), মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) প্রমূখ আকাবির ও আসলাফ।

বিনয় ও নম্রতার মূর্ত প্রতিক ছিলেন শায়খুলহিন্দ (রহ.)

খাজা মুঈনুদ্দীন আজমিরী (রহ.) একবার শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে দেওবন্দ আসেন। শায়খুল হিন্দ এসময় বাসায় ছিলেন। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) তাঁর বাড়ীতে গিয়ে গেঞ্জী পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে তার কাছে জানতে চাইলেন, হযরত শায়খুল হিন্দ কোথায়? জবাবে তিনি বললেন- ভাই আপনি এতদূর থেকে এসেছেন। একটু বিশ্রাম করুন। এই বলে তিনি চট জলদি খাজা সাহেবকে এক গ্লাস শরবৎ পান করালেন। এরপর তিনি খাজা সাহেবকে বিছানায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। খাজা সাহেব বিশ্রামে গেলে তিনি অল্পক্ষণের মাঝে তাঁর জন্য খাবার হাযির করলেন। এবার খাজা মুঈনুদ্দীন আজমিরী (রহ.) একটু রাগতঃস্বরেই বললেন- আরে ভাই! আপনি আমার বেশ দেরী করে ফেললেন। আমি তো শায়খুল হিন্দের সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। সাক্ষাতের ব্যবস্থা না করে আপনি আদর আপ্যায়ন করে আমার সময় নষ্ট করছেন কেন? এবার শায়খুল হিন্দ খুব নম্র স্বরে বললেন- ভাই! আপনি যে নামের লোককে তালাশ করছেন, এ নামে তো কোন ব্যক্তি এখানে থাকে না। তবে মাহমূদ হাসান যাকে বলে সে আমিই।

নিজেকে বিলীন করার এর চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে?

শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর নিয়মিত একটি অভ্যাস ছিল, রমযান মাসে তিনরাতে নফল নামাযে তিনি পুরো কুরআন শরীফ খতম করতেন। একবার রমযান মাসে তিনি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিন্তু নফল নামাযে তিনদিনে খতমে কুরআনের অভ্যাস তিনি যথারীতি চালু রাখলেন। তাঁর বেশ কয়েকজন

www.pathagar.com

ভক্ত ইমামতির জন্য নির্ধারিত হাফেয সাহেবকে বলল, আজ তুমি অসুস্থতার বাহানা ধরে নামায সংক্ষেপ করে নিবে। এতে করে হযরত একটু বিশ্রাম নিতে পারবেন। হাফেয সাহেব পরামর্শ মোতাবেক নামায সংক্ষেপ করে বিশ্রামে চলে গেল। কিন্তু শায়খুল হিন্দ একাই নফল নামাযে রয়ে গেলেন। নামায শেষে শেষরাতে শায়খুল হিন্দ অসুস্থ হাফেযের পা দাবাতে থাকেন। হাফেয প্রথমে বেশ প্রশান্তি অনুভব করতে থাকে। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল, এখানে তো আর কারও আসার কথা নয়। ভালভাবে লক্ষ্য করার পর সে দেখতে পেল স্বয়ং শায়খুল হিন্দ তার পা দাবাচ্ছেন। সে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে শায়খুল হিন্দের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। কিন্তু শায়খুল হিন্দ বললেন, আরে ভাই! এতে অসুবিধার কি? তুমি অসুস্থ তাই একটু পা দাবিয়ে দিচ্ছি। বিনয় ও নম্রতার কি দৃষ্টান্তই না স্থাপন করে গেছেন আমাদের আকাবির আসলাফগণ।

ইলমে দ্বীন অর্জন করতে উস্তাদের সান্নিধ্য অপরিহার্য বিষয়। এছাড়া ইলম অর্জন সম্ভব নয়। 'একথা মনে না করা যে, এগুলো কোন কিচ্ছা কাহিনী। এ তো ইলম ও আমলের এক বিশাল ভাণ্ডার।'

উস্তাদের সান্নিধ্য লাভের সাথে সাথে তাঁর খেদমত করাও ইলম অর্জনের একটি অন্যতম শর্ত। আমাদের আসলাফগণ উস্তাদের খেদমতের ক্ষেত্রে কখনই কার্পণ্য করেন নাই। এ সম্পর্কে বিবরণ দিতে গেলে একটি বিশাল গ্রন্থ হয়ে যাবে। তাঁরা তো শুধু উস্তাদের খেদমতই করেন নাই; বরং তৎকালীন দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতীয়ে আযম মহল্লার বিধবা মহিলাদের নিয়মিত বাজার পর্যন্ত করে দিতেন।

ছয়. وطول زمان দীর্ঘ সময় ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করা

আজকাল শর্ট কোর্সের মাধ্যমে ইলম অর্জনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটি رفع العلم ইলম ধ্বংস হওয়ার আলামত।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) স্বীয় উস্তাদ হযরত হাম্মাদ (রহ.)-এর কাছে দীর্ঘ ২০ বৎসর কাটিয়েছেন। লেখাপড়া শেষ করার পরও তিনি ৮ বৎসর পর্যন্ত উস্তাদের সান্নিধ্যে ছিলেন।

শুধু শিক্ষা জীবনেই ছাত্রের জন্য উস্তাদের সান্নিধ্য এবং কিতাবের সাথে সম্পর্ক যথেষ্ট নয়। শিক্ষা জীবন শেষে যেখানেই থাকবে উস্তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে। সেই সাথে কিতাবের সাথে সম্পর্ক রাখবে।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) কে মৃত্যুর দুইদিন পূর্বে হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) গভীর মনোনিবেশের সাথে কিতাব

www.pathagar.com

অধ্যয়নরত পেলেন। এ সময় তিনি বললেন- এই অবস্থাতেও কি আপনার কিতাব অধ্যয়ন অবশিষ্ট রয়ে গেছে? আপনি মারাত্মক অসুস্থ। এ অবস্থায় কিতাব অধ্যয়ন বন্ধ রাখলে ভাল হয় না? জবাবে আল্লামা কাশ্মীরি (রহ.) বলেন 'ভাই এটিও একটি রোগ।' (২৬ মুহররম বুধবার, ১৪২৫ হিজরী, মজলিসে আকাবির)

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

[অনুলিখনঃ মুহাম্মদ তৈয়্যেব]

www.pathagar.com

কুরআনী খেদমত
ও একটি নীরব আন্দোলন

الخطبة الافتتاحية

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا

مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيْبَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সাক্ষাৎকারভিত্তিক একটি রচনা

অনুবাদ : মাওলানা আবদুল হাই
মুহাদ্দিস, জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

১৯৭০ সনের পুরাতন একটি উর্দূ মাসিক পত্রিকা 'সাইয়ারা ডাইজেষ্ট কুরআন সংখ্যা' উলটপালট করে দেখছিলাম। হঠাৎ করে একটি শিরোনামের উপর আমার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। শিরোনামটি ছিল 'কুরআনী খেদমতের একটি নীরব আন্দোলন'। আগ্রহ ভরে অধ্যয়ন করতে লাগলাম। কিছু পড়েই বুঝতে পারলাম এটি একটি সাক্ষাৎকার। যে সাক্ষাৎকারটি জনাব হাফেয নযর আহমদ সাহেব তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের এক মহান ব্যক্তি শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ শেঠী সাহেব থেকে গ্রহণ করেছেন। পূর্ণ সাক্ষাৎকারটি শেষ পর্যন্ত পড়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম যে, একটি পরিবারের একক প্রচেষ্টায় তালীমুল কুরআনের এতবড় আন্দোলন কিভাবে সম্ভব হল? যা পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে।

আমি আরো বিস্মিত হলাম একথা জেনে যে, আল্লাহ পাক যেই পরিবারের দ্বারা কুরআন শিক্ষার এতবড় মহান খেদমত নিয়েছেন, সেই পরিবারটি ইসলাম ধর্মে নবাগত। আর যখন আমি জানতে পারলাম যে, মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের কুরআনী তালীম কিভাবে মন্দিরের পৌরহিতবাদের মূলে কুঠারাঘাত করল? আর এই মহান পরিবারটির ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আগমনের কারণ হল। তখন আমার বিস্ময়ের আর সীমা থাকল না। তখনই আমি বাংলা ভাষা ভাষী মুসলমান ভাইদের জন্য এর অনুবাদ করার সঙ্কল্প করলাম। হতে পারে এই প্রাণবন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারটি কোন সামর্থ্যবান চিন্তাশীল দ্বীন দরদী মুসলমানের অন্তরকে নাড়া দিতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহ পাক শায়খ ইউসুফ শেঠীর মহান ব্যক্তিত্বের অনুকরণে বাংলাদেশেও কোন ব্যথিত অন্তর মুসলমানকে অনুরূপ মক্তব ভিত্তিক কুরআনী শিক্ষার এই মহতি খেদমতের তৌফিক দান করতে পারেন।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে মসজিদ ভিত্তিক কুরআনী তালীমের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে যখন ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর চির শত্রুরা এদেশের সাধারন মুসলমান এবং আমাদের মা-বোন ও ভাবী সন্তানদেরকে বে-দ্বীন ও বদ দ্বীন বানানোর জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তখন তাদের মোকাবেলায় মুসলমানদের দ্বীন এবং ঈমান ও আকীদা রক্ষার জন্য মক্তব ভিত্তিক কুরআন শিক্ষার এই মৌলিক এবং বুনিয়াদী খেদমত নিঃসন্দেহে এক বিরাট জিহাদ। কেননা, অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেছে যে, যদি কোন মুসলমানের সন্তান শৈশবকালে কুরআনে পাক শুধু শাব্দিক বিশুদ্ধতার সাথেও পড়ে থাকে তবে বড় হওয়ার পর তার আমল যতই খারাপ হোক না কেন? অন্তরে কখনও কুফর, শিরক এবং কোন মিথ্যা ধর্মের অনুপ্রবেশ সহজ ব্যাপার নয়। আল্লাহ পাক সকল মুসলমানকে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন। এবং

www.pathagar.com

সকল স্তরের মুসলমানকে নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী কুরআনে পাক তথা আল্লাহর দ্বীনের খেদমতের জন্য কবূল করুন! আমীন।

কুরআনী খেদমত ও একটি নীরব আন্দোলন তথা কুরআন শিক্ষার

খুব কম লোকেরই জানা আছে যে, তালীমে কুরআন তথা কুরআন শিক্ষার একটি আন্দোলন বিগত চল্লিশ বছর ধরে চালু রয়েছে। এই আন্দোলনে বিগত তের বছরে চব্বিশ লক্ষ টাকার বিরাট অংশ ব্যয় হয়েছে। এই আন্দোলন পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে সৌদী আরব পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, কালামুল্লাহ'র শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার সৌভাগ্য একজন পাকিস্তানী অর্জন করেছেন। উল্লেখযোগ্য যে, এই আন্দোলনের অধিনে পশ্চিম পাকিস্তানে ৭১৩৬৮ (একাত্তর হাজার তিনশত আটষট্টি) জন এবং সৌদী আরবে ৬৩৫০ (ছয় হাজার তিনশত পঞ্চাশ) জন ছাত্র-ছাত্রী শাব্দিক বিশুদ্ধতার সাথে কালামুল্লাহ মুখস্ত এবং নাযেরা পড়েছে। এই বিরাট কিন্তু নীরব আন্দোলন সম্পর্কে সাধারন জনগণ বেশীকিছু জানে না। কেননা, আমাদের পাকিস্তানী প্রেসে (সংবাদ মিডিয়াতে) এযাবত এই সম্পর্কে একটি লাইনও লেখা হয়নি। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে, আমাদের এখানে শুধু ফাইল সর্বস্ব আন্দোলন ও কাল্পনিক পরিকল্পনা সমূহের উপর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কালো হতে থাকে, তখন এই নীরব আন্দোলনের নীরবতাকে ছিন্ন না করাই উত্তম পন্থা বলে মনে হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই আন্দোলনের বাণীর (প্রতিষ্ঠাতার) স্বভাবও কিছুটা এমনই যে, গণ প্রচারকে তিনি অপছন্দ করেন। কিন্তু 'সাইয়ারা ডাইজেষ্ট' কুরআন সংখ্যা উপলক্ষে ইচ্ছা হল এই কুরআনী খেদমতের কিছুটা পরিচিতির প্রয়োজন রয়েছে যাতে আল্লাহর অন্যান্য বান্দাহদেরও এই দৃষ্টান্তের আলোকে কোন নেক কাজ সমাপন করার তাওফীক হয়ে যায়। এবং এই উদ্দেশ্যে আন্দোলনের বাণীকে কিছুটা কষ্ট দেয়ার গোস্তাখী করতে হয়েছে।

তালীমুল কুরআন আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হলেন, আলহাজ্ব শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ শেঠী সাহেব। দীর্ঘ দেহী, সুঠাম শরীর, সামঞ্জস্যপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, হাস্যোজ্জল চেহারা, আকর্ষণীয় আকৃতি, দাড়ি বিশিষ্ট নূরানী মুখমণ্ডল, যার মধ্যে না আছে বাহ্যিক দ্বীনদারীর কোন আলামত, আর না অধিনায়কত্ব এবং ঐশ্বর্যশালী হওয়ার কোন লেশ। শীত গ্রীস্মের পোষাক হল, সাদা কামিজ, সাদা শেলওয়ার, শেরওয়ানী, মাথায় জিন্নাহ ক্যাপ, পায়ে ফিতাবিহীন জুতা, হাতে কাগজ এবং ফাইল ভর্তি চামড়ার ব্রীফকেস। যখন নিজ কার (গাড়ী) থেকে খালি হাতে নামেন তখন তাঁর প্রতি কোন বড় আলেমে দ্বীনের ধারণা হয়। যখন হাতে ব্রীফকেস নিয়ে চলেন তখন একজন দর্শক অনুমান করতে পারে না

www.pathagar.com

যে, তাঁর সামনে কোন কোম্পানীর উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কোন প্রতিনিধি রয়েছে না গাম্ভীর্য ও শালীনতার ছবি। মোটকথা, তাঁর দীর্ঘ শরীর এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব একজন অপরিচিতকে নিজের প্রতি নিশ্চয় আকৃষ্ট করে তোলে।

শেঠী সাহেব থেকে সাক্ষাতকার গ্রহণের ঘটনা যদিও সংক্ষিপ্ত কিন্তু চিত্তাকর্ষক এবং অন্ততঃ আমার জন্য বেশ শিক্ষামূলক। এক সন্ধ্যায় ভাই নঈম সিদ্দিকীর সাথে কুরআন সংখ্যার তৃতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। কথায় কথায় কুরআন মজীদ সম্পর্কে একাধিক খেদমত এবং আন্দোলনের কথা আলোচনায় আসল। আমি তালীমুল কুরআনের এই বিরাট আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মাওলানা বলতে লাগলেন, যদি তার পরিচিতি এবং শেঠী সাহেবের সাক্ষাৎকার হয়ে যায় তবে এটি একটি উত্তম খেদমত হবে। অতীত সম্পর্কের কারণে আমি বললাম, 'ধরে নিন এই কাজটি হয়ে গিয়েছে। দুই এক দিনের মধ্যে সাক্ষাৎকার নিয়ে নিব।' তিন চারদিন পর শেঠী সাহেবের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করলে প্রথমে তিনি টালার চেষ্টা করলেন এবং বড় বিনয় ভরে বলতে লাগলেন, পরিচিতি দ্বারা কি ফায়দা হবে? যখন কিছু কাজ হবে তখন সবাই দেখে নিবে। শুধু প্রচারের দ্বারা কি লাভ? আমার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি নিজ দৃষ্টিভঙ্গির উপর অটল রইলেন। অবশেষে আমি পরিষ্কার ভাষায় আরয করলাম, সাক্ষাৎকার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য শুধু প্রচার নয়; বরং সত্যকে পৌঁছানো এবং আন্দোলনের পরিচিতি মাত্র। আপনি সারাদেশে তালীমুল কুরআনের জাল বিস্তার করতে চান। কয়েক বছরের একটানা প্রচেষ্টা এবং লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার পর পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৯৮ টি মক্তব এবং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। এত বিরাট কাজের জন্য আপনার বংশ টাকা ব্যয় করছে। এই সাক্ষাৎকার দ্বারা আপনার ডাক কমপক্ষে এক লক্ষ লোক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। হতে পারে সাইয়ারা ডাইজেষ্ট কুরআন সংখ্যা (তৃতীয় খণ্ড) অন্যকোন বিত্তশালী মুসলমানের দরদী অন্তরকে নাড়া দিতে সক্ষম হবে।

এতক্ষণে শেঠী সাহেব কিছুটা প্রস্তুত বলে মনে হল। আমি কোন বিরতি বা চিন্তার জন্য সুযোগ না দিয়ে আমার প্রশ্নপত্রটি তাঁর সামনে রেখে দিলাম এবং আলোচনার সূত্রপাত করলাম। আমার এই সাক্ষৎকার দুই বৈঠকে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথমবার আমি প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয়াদি এবং পরিসংখ্যানের তথ্য কিছু শেঠী সাহেবের মুখে আর কিছু ফাইলপত্র ঘেটে জমা করেছি। অতঃপর দ্বিতীয়বার আমি এবং মাওলানা নঈম সিদ্দিকী সাহেব তিন সাড়ে তিন ঘন্টার আন্তরিক ও জ্ঞান সমৃদ্ধ আলোচনার দ্বারা সাক্ষাৎকারটি পূর্ণ করেছি। আসুন, এখন আপনারাও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন।

www.pathagar.com

সংকলকঃ শেঠী সাহেব! আপনি নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন।

শেঠী সাহেবঃ আমার নাম মুহাম্মদ ইউসুফ। শেঠী আমাদের বংশ যা এখন নামের অংশে পরিণত হয়েছে। শায়খ আমাদেরকে এই জন্য বলা হয়, যেহেতু আমরা নও মুসলিম এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মধ্যে নবাগত। রাহওয়ালী (গুজরানওয়ালা) আমাদের আবাস ভূমি।

সংকলকঃ বললেন কি? আপনি এবং আপনার বংশ নও মুসলিম কিভাবে?

শেঠী সাহেবঃ হাফেয সাহেব! আমি রূপক ভাষায় কথা বলছি না। বাস্তবিকই আমরা নও মুসলিম। আমার দাদা গুজরানওয়ালা জিলার তেরেগড়ী মৌজার একজন হিন্দু মহাজন ছিলেন। সুদের কারবার করতেন। আমার পিতার অল্প বয়সেই দাদা মারা যান। বিধবা দাদী প্রিয় সন্তানকে গ্রামের মসজিদে মৌলবী সাহেবের নিকট উর্দূ ফারসী শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

সংকলকঃ একজন হিন্দু মহাজনের বিধবা পত্নী নিজ সন্তানকে মসজিদে কিভাবে পাঠালেন?

শেঠী সাহেবঃ আপনি আমার চেয়ে ভাল জানেন যে, ৬০/৭০ বছর পূর্ব পর্যন্ত আমাদের মসজিদ সমূহ মক্তব মাদ্রাসার মর্যাদায় ছিল। এবং হিন্দু মুসলিম সবাই এখানে শিক্ষা অর্জনের জন্য আসত। আগের যামানায় সাধারণ তালীম মসজিদ সমূহের মধ্যেই হত। তার দ্বারা সরকারী চাকুরী পাওয়া যেত। সে যামানায় শিক্ষিতের হার শতকরা ৫০ জন ছিল। অথচ বর্তমানে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষার সিষ্টেম মিটে যাবার পর অশিক্ষিতের হার শতকরা ৮৫ জন হয়ে গিয়েছে। এবং শিক্ষিতের হার শুধু শতকরা ১৫ জন রয়ে গিয়েছে।

সংকলকঃ ঠিকই বলেছেন আপনি, হ্যাঁ আপনার পিতার কাহিনী বলতে থাকুন।

শেঠী সাহেবঃ আব্বাজান এখনো গুলিস্তা, বোস্তা শেষ করেননি। ইতিমধ্যে আমার দাদী অনুভব করতে লাগলেন যে, তার সন্তানের চিন্তা ধারায় এক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আদেশ করলেন, আগামীতে মসজিদে যাওয়া বন্ধ। মন্দিরে গিয়ে পূজা পাঠে মনোনিবেশ কর। যাই হোক মন্দিরে তো তিনি চলে গেলেন কিন্তু প্রথম দিনই ঠাকুর মহাশয়ের সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। পাঠের সময় তো ঠাকুর তাকে চুপ করিয়ে দিল কিন্তু নির্জনে ডেকে তাকে অবাধে প্রশ্ন করার অনুমতি দিয়ে দিল। আব্বাজান বলতেন, কিছুদিনের মধ্যেই পণ্ডিতজী তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ল।

সংকলকঃ শেঠী সাহেব! কথায় বাধা দেওয়াতে ক্ষমা করবেন। আপনি কি বলতে পারেন, মন্দিরের একজন পুরোহিত এক নব শিক্ষিত যুবক দ্বারা কিরূপে প্রভাবিত হয়ে গেল? যে স্বয়ং নিজে এখনও মুসলমান হয়নি। এবং সাথে সাথে

www.pathagar.com

আমি মনে মনে চিন্তা করছিলাম যে, আল্লাহর কুদরত দেখ! কালকের নওমুসলিম আজ কয়েক শতাব্দীর খানদানী মুসলমানদেরকে কালামুল্লাহ'র সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে।

শেঠী সাহেবঃ আপনার প্রশ্ন অতি ঠিক বিষয়ে হয়েছে। এই যে উভয়ের মধ্যে বিতর্কের সূচনা পুনরুত্থান এবং হিসাব নিকাশের মাসআলার দ্বারা হয়েছে এবং তার জন্য ইমাম গাযযালীর কিমিয়ায়ে সায়াদাতের উর্দূ অনুবাদ সিদ্ধান্ত সূচক প্রমাণিত হয়েছে। উভয় মিলে কুরআন মজীদের অধ্যয়ন উর্দূ অনুবাদের সাহায্যে আরম্ভ করেছে। এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে। পণ্ডিতজী মৌলবী শায়খ আব্দুল হক নাম ধারণ করলেন আর আব্বাজী লালা জোয়ান্দামল থেকে শায়খ আব্দুর রহীম হয়ে গেলেন। তার দ্বারা হিন্দু সমাজে হৈ চৈ পড়ে গেল। কঠিন প্রতিক্রিয়া হল, নিপীড়ন করা হল, ঘর থেকে বহিস্কার করা হল, মোকাদ্দমায় ফাঁসানো হল। না জানি আরো কত কি করা হয়েছে।

সংকলকঃ শায়খ সাহেব যদি কিছু মনে না করেন তবে জানতে ইচ্ছা হয় যে, আপনার নওমুসলিম পিতা কিভাবে নতুন জীবনের সূচনা করেছেন। হতে পারে তাঁর জীবন আমাদের পাঠকদের জন্য দিশারীর কাজ দিবে।

শেঠী সাহেবঃ তার বর্ণনা দিতে কোন লৌকিকতার প্রয়োজন নেই। স্বয়ং আমি এবং আমার ভাইগণ আব্বাজান থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আমাদের ভাইদেরকে আল্লাহ পাক অনেক কিছু দান করেছেন। এসব কিছু তাঁরই সুশিক্ষা এবং দুআর সদকা। কোন নামায কাযা করার তো প্রশ্নই উঠে না, আমার স্মরণ হয় না আব্বাজান কোন নামায জামআত ছাড়া পড়েছেন কিনা!

মোকাদ্দমার পরিণতিতে আব্বাজান আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা পেয়েছেন। তা তিনি চামড়ার কাজে বিনিয়োগ করেছেন। কিন্তু সব কিভাবে যেন নিঃশেষ হয়ে গেল। এই ঘটনার দ্বারা ওয়ালেদ সাহেবের একীন হয়ে গেল যে, সুদের সংমিশ্রিত টাকার মধ্যে বরকত হয় না। সুতরাং তিনি লাহোরে এসে একটি চামড়ার ফার্মে মাসিক ৮ টাকা বেতনে চাকুরী নিলেন। অতঃপর উক্ত ফার্মেরই অংশীদার হয়ে গেলেন।

হাফেয সাহেব! আপনার নোট করার মত একটি বিশেষ কথা এই যে, আব্বাজান প্রথমবার যা কিছু সামান্য মুনাফা পেয়েছেন, তা দ্বারা তিনি লাহোরে একটি ছোট মসজিদে মক্তবের সূচনা করে দিলেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই কাজ বেড়েই চলেছে। তিনি সদা সর্বদা বলতেন, মসজিদের কুরআন দ্বারা

www.pathagar.com

মন্দিরে গুরুর উপর আঘাত পড়ে। তার আকীদা ও বিশ্বাস ছিল যে, মসজিদ ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র। ইসলামের পুনরুত্থান এবং দ্বীনের সমুন্নতি এই কেন্দ্রের শক্তি বৃদ্ধি এবং তালীমুল কুরআন ব্যতিত সম্ভব নয়।

সংকলকঃ বেআদবী ক্ষমা করবেন। আপনি কি আপনার সম্মানিতা মাতা এবং নানী বাড়ী সম্পর্কেও কিছু বলতে পছন্দ করবেন?

শেঠী সাহেবঃ কেন নয়, একে সূবর্ণ সুযোগই বলা যেতে পারে যে, আমার নানা এবং নানীও নওমুসলিম ছিলেন। নানা গুজরাট শহরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই কালিমায়ে তাইয়েবার অযিফা পড়তেন। বলা হয় যে, তিনি অতি নেককার লোক ছিলেন। তাঁর প্রভাব আমার আম্মাজানের উপরও সুস্পষ্ট ছিল।

সংকলকঃ শুকরিয়া শেঠী সাহেব। এখন নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন!

শেঠী সাহেবঃ আমার জীবনের আছে কি। ১৯০৫ সনে জন্মগ্রহণ করেছি। সামান্য শিক্ষা লাভ করেছি। যখন কিছু বুঝ হয়েছে তখন ওয়ালেদ সাহেবের সাথে কারবারে যোগ দিয়েছি। যখন ২৭ বছর বয়স হয়েছে, ওয়ালেদ সাহেব নিজের সাথে তালীমুল কুরআনের কাজে নিয়োজিত করেছেন। আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে ১৯৩২ সালে প্রথমবার তিনি আমার হাতে কুরআন মজীদ শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করিয়েছিলেন। তার চার বছর পর যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায় তখন আমি কারবারের মধ্যে মনোনিবেশ করি এবং সাথে সাথে তালীমুল কুরআনের কাজও অব্যাহত রাখি। (শেঠী সাহেব কথার ধারা অব্যাহত রেখে বললেন) আমি ১৯৬১ সনের জুন মাসে কারবার থেকে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেনিয়েছি। এখন আমার ভাই এবং ছেলেরা কারবার সামলিয়ে নিচ্ছে। আর আমি একাগ্রচিত্তে তালীমুল কুরআনের জন্য নিজেকে ওয়াকফ করে দিয়েছি।

সংকলকঃ শায়খ সাহেব, আপনি ৩৮ বছর যাবত তালীমুল কুরআনকে একটি আন্দোলন হিসাবে ধারণ করে আছেন। এই দীর্ঘ সময়ে আপনি যে সব ধাপ অতিক্রম করেছেন, সে সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করুন।

শেঠী সাহেবঃ অতীতের ঘটনাবলী চিত্তাকর্ষকও হয়ে থাকে এবং শিক্ষামূলকও। কিন্তু কর্মবীরদের জন্য বর্তমানের উপর দৃষ্টি রাখা জরুরী বরং বর্তমানের চেয়ে অধিক ভবিষ্যতের চিন্তা করা উচিৎ। তার অর্থ এই নয় যে, আমি আপনার প্রশ্ন পাশ কাটিয়ে যেতে চাচ্ছি। পশ্চিম পাকিস্তানে বর্তমানে ৪০২টি মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বাস করুন এক একটি মক্তবের জন্য কত না যত্ন করতে হয়েছে। প্রায় একশত হাই স্কুলে আমরা ক্বারী নিযুক্ত করেছি। কিন্তু

www.pathagar.com

এই কাজটি অনেক ধৈর্য পরীক্ষার ঘাট অতিক্রম করেছে। এখন কোন্ বিষয়ের আলোচনা করব।

সংকলকঃ বেশ তবে তালীমুল কুরআন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেই কিছু বলুন।

শেঠী সাহেবঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কাজ অনেক বেড়ে গিয়েছে। আল্লাহ পাক যখন আমাদের কারবারেও বরকত ঢেলে দিলেন তখন আমরা ১৯৪৯ সনে এই উদ্দেশ্যে 'মুহাম্মদ ইউসুফ ও মুহাম্মদ সাঈদ শেঠী ট্রাষ্ট' প্রতিষ্ঠা করলাম। অতঃপর ব্যক্তিগত নামও বাদ দিয়ে দিলাম এবং 'তালীমুল কুরআন ট্রাষ্ট' রাহওয়ালী (গুজরানাওয়ালা) এই নামে পুঁজি স্থানান্তরিত করে দিলাম।

সংকলকঃ তালীমুল কুরআনের আয়ের উৎস কি?

শেঠী সাহেবঃ আমি এখনই ইঙ্গিত করেছি যে, একমাত্র শেঠী পরিবারের দানের দ্বারাই ট্রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা বাইরের কোন চাঁদা বা দান গ্রহণ করি নাই। আমাদের পরিবার নিজ আয়ের খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) এই ট্রাষ্টে প্রদান করে থাকে। যা বাৎসরিক পাঁচ হতে আট লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সংকলকঃ এই টাকা কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় হয়।

শেঠী সাহেবঃ পরিস্কার কথা, 'তালীমুল কুরআন ট্রাষ্ট'-এর নামে কালামুল্লাহ শিক্ষাদান এবং প্রচার ও প্রসার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সুচনা থেকেই এই মহান উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একটি সাধারণ আন্দোলন হিসাবে আমরা করাচিতে কুরআন মজীদ শিক্ষাদানের সূচনা করি এবং এই এক শহরে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় দেড়শত মক্তব কায়েম হয়েছে। প্রায় চার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। কিন্তু মক্তব সমূহের ব্যবস্থাপনা খুব বেশি দিন টিকে থাকেনি।

সংকলকঃ শেখ সাহেব এর কারণ কি? অথচ টাকা প্রচুর ছিল, মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এবং ছাত্রও ভর্তি হয়েছিল?

শেঠী সাহেবঃ টাকা নিশ্চয় বড় বস্তু কিন্তু প্রকৃত প্রয়োজন হল কাজে নিষ্ঠাবান এবং সত্যবাদী লোকের। করাচির পূর্বের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, লাহোর অথবা গুজরানাওয়ালা বসে এক দুই ব্যক্তির কাজ করা অসম্ভব। সব জায়গায় সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা স্থানীয় লোকের দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু তা তখনই, যখন তাদের টাকাও এই কাজে ব্যয় হবে। চাই তার পরিমাণ যতই কম হোক না কেন। সুতরাং আমরা আমাদের কর্ম পদ্ধতির পরিবর্তন করলাম এবং তাতে আলহামদুলিল্লাহ সফলকাম হয়েছি।

সংকলকঃ অনুগ্রহ করে নতুন কর্ম পদ্ধতির উপর কিছু আলোকপাত করুন, হতে পারে সাইয়ারা ডাইজেষ্টের পাঠকগণও এর দ্বারা উপকৃত হবেন।

www.pathagar.com

শেঠী সাহেবঃ দল মত নির্বিশেষে আমাদের এই দাওয়াত ও আন্দোলন সবার জন্য এবং সর্বস্তরের মুসলমানদের সহযোগিতার জন্য আমরা প্রস্তুত। মহল্লার লোকগণ মহল্লার মসজিদকে কেন্দ্র করে একজন সনদপ্রাপ্ত কারী সাহেবকে নিযুক্ত করবেন। মহল্লার ছেলে পেলে স্কুলে যাওয়ার পূর্বে অথবা স্কুল থেকে ফিরে এসে আছর এবং মাগরিবের মধ্যে তাঁর নিকট নাযেরা, হেফয পড়বে। মসজিদের ইমাম সাহেব কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে কুরআন মজিদের অনুবাদ পড়িয়ে দিবেন এবং যে কোন নামাযের পর রিয়াযুস সালেহীন হতে প্রিয় নবীজীর কিছু মূল্যবান বাণী হাদীস শুনিয়ে দিবেন। এই কাজের জন্য যা কিছু খরচ আসে তার এক তৃতীয়াংশ আমরা সাহায্য হিসাবে পেশ করে থাকি।

সংকলকঃ শেঠী সাহেব একটি মক্তবের মোট খরচ কত?

শেঠী সাহেবঃ একজন পার্টটাইম কারী সাহেবের মাসিক বেতন ৯০ টাকা। ঐ মসজিদের ইমাম সাহেবের অতিরিক্ত মাসিক ভাতা ৩০ টাকা, মক্তবের ছাত্রদের মাসিক বৃত্তি ও পুরস্কার ৩০ টাকা। এই হিসাবে মাসিক ১৫০ টাকা এবং বাৎসরিক দেড় হাজার টাকা প্রতিটি মক্তবে খরচ হয়ে থাকে, যার এক তৃতীয়াংশ তালীমুল কুরআন ট্রাষ্ট্র দিয়ে থাকে।

সংকলকঃ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত মক্তব সমূহের ব্যবস্থাপনার রূপরেখা কি হয়?

শেঠী সাহেবঃ আমাদের স্বীকৃত কর্ম পদ্ধতি হল এই যে, মহল্লার মুসলমানগণ নিজেদের মধ্য হতে চারজন স্বচ্ছল, দরদী, বিবেকবান এবং নির্ভরযোগ্য বক্তির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করবে, তারা আবার নিজেদের মধ্য হতে একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করে নিবে। এবং পূর্ণ বৎসরের খরচের জন্য এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ, ৬০০ টাকা জমা করে নিবে। প্রতিজন থেকে কমপক্ষে ৫০ পয়সা এবং সর্বাধিক পাঁচ টাকা চাঁদা উসূল করবে। যাতে অধিক সংখ্যক লোকের সহযোগিতা অর্জিত হয়। যিনি চাঁদা দিবেন তিনি নিজ সন্তানদেরকেও মসজিদে পাঠাবেন। মহল্লার উপ-কমিটি ব্যতিত শহরের পৌরসভা ভিত্তিক একটি কমিটি বানানো হয়। যারা মহল্লা ভিত্তিক কমিটির দেখাশুনা করে থাকে এবং প্রতিমাসে ছাত্রদের পরীক্ষা নেয় এবং বৃত্তি বিতরণ করে থাকে। পৌরসভা ভিত্তিক কমিটি প্রত্যেক মহল্লার খরচের এক তৃতীয়াংশ নিজ ব্যবস্থাপনায় যোগান দিয়ে থাকে। আমার নিকট এই কর্ম পদ্ধতি সাহাবায়ে কিরামগণের আদর্শের অনুরূপ বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

সংকলকঃ অতি চমৎকার! এ সকল কর্মকাণ্ডে 'তালীমুল কুরআন ট্রাষ্ট' কত খানি অধিকার প্রয়োগ করে থাকে?

শেঠী সাহেবঃ আমরা (স্থানীয়) কোন বিষয়ে দখল (হস্তক্ষেপ) করি না। কারীদের নিয়োগ, বরখাস্ত, পদোন্নতি, অবনতি পৌর কমিটির বিবেচনা অনুযায়ী হয়ে থাকে। আমরা এক তৃতীয়াংশ আর্থিক সাহায্য যোগান দিয়ে থাকি। বৎসরে কমপক্ষে একবার পরিদর্শন এবং পরামর্শের জন্য উপস্থিত হয়ে থাকি।

সংকলকঃ ধন্যবাদ, বলুন তো দেখি! বর্তমানে এই পরিকল্পনার অধীনে কোথায় কোথায় মক্তব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে?

শেঠী সাহেবঃ হাফেয সাহেব! আপনার রুচি সম্পর্কে আমিও কিছু জ্ঞাত আছি। আপনি পরিসংখ্যান ব্যতিত কথা বলেন না। এখন তো মক্তব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন। অতঃপর শিক্ষক এবং ছাত্র সংখ্যা সম্পর্কেও প্রশ্ন করবেন, নিন। একথা বলে শেঠী সাহেব ফুলস্কেপ সাইজের এক কপি পরিসংখ্যান পেশ করে দিলেন। পাঠকগণও তা এক নযর দেখে নিন।

তালীমুল কুরআনের মক্তব, শিক্ষক ও ছাত্র সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তান

ক্রমকি	জিলা	মক্তব	কারী	হেফয	নাযেরা	মোট সংখ্যা
১.	পেশওয়ার	১৩	১৮	১৮৮	৭৯৯	৯৮৭
২.	রাওয়ালপিন্ডি	১৯	৩৭	১৭০	১৭১০	১৮৮৮০
৩.	সোয়াত	৩	৬	৪৭	১৩৩	১৮০
৪.	ডশয়ালকোট	২০	৩১	২৩৪	২৭১১	২৭৪৫
৫.	শায়খপুর	৫	৭	৭০	৩৮৯	৪৫৯
৬.	করাচি	১৮	৩১	২৪৮	১৬৪০	১৮৮৮
৭.	কোয়েটা	২৯	৪৯	২৫০	১৪০০	১৬৫০
৮.	কেম্বলপুর	৭	১১	৮২	৩৯৩	৪৭৫
৯.	গুজরানাওয়ালা	৬৭	১১৯	৭৬১	৯২৮৮	১০১৪৯
১০.	গুজরাট	১৫	১৭	৯৮	৮১৩	৯১১
১১.	গিলগিট	৫	৭	৬৮	২৮৩	৩৫১
১২.	লাহোর	৩	৩৪	১৪৮	৭৫১৫	৭৬৯৩
১৩.	মরদান	১৩	১৭	২৫৭	৫৩৯	৭৯৬
১৪.	মুজাফফরবাদ (আজাদ	৪৯	৭৮	৬২৭	২৬৪৭	৩৩৭৪

www.pathagar.com

	কাশ্মীর)					
১৫.	হাজরা	১২৫	২২৯	১৬৬০	৬৭৩০	৮৩৭০
১৬.	ডববিধ	৯	১০	৭০	২৯৮	৩৬৮
সর্বমোট		**৪০২**	**৭৭২**	**৪৯৭৮**	**৬৬৩৮৯**	**৭১৩৬৮**

উক্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানে তালীমুল কুরআন ট্রাষ্ট্রের আর্থিক সহযোগিতায় ৪০২টি মক্তব কায়েম রয়েছে। যার মধ্যে ৭৭২ জন কারী শিক্ষাদানে রত আছেন। ৪৯৭৮ জন ছাত্র কুরআন পাক হেফয করছে। ৭১৩৬৮ জন ছাত্র তাজবীদ ও কিরাতের সঠিক নিয়ম অনুযায়ী শাব্দিক বিশুদ্ধতার সাথে কালামুল্লাহ্ নাযেরা পড়ছে।

সংকলকঃ শেখ সাহেব এই তথ্যবহুল পরিসংখ্যানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। অনুগ্রহ করে একটি পেশাগত প্রশ্নেরও অনুমতি দিন। শিক্ষকতা একটি বিদ্যা, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষক হতে পারে না। মসজিদ এবং মক্তবের কারী ও হাফেযগণও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত নন, এ সম্পর্কে আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতা কি?

শেঠী সাহেবঃ মাশাআল্লাহ দেশে হাফেয, কারীর সংখ্যা কম নয়, কিন্তু আপনার কথা সত্য যে, প্রত্যেক কারী একজন সফলকাম যোগ্য মুআল্লিম ও উস্তাদ হয় না। এই বাস্তবতা অনুধাবন করে তালীমুল কুরআন ট্রাষ্ট্র হাজারা জিলার এক স্বাস্থ্যকর সবুজ শ্যামল স্থান 'মানসাহরাতে' কারীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে। 'মা'হাদুল কুরআন' তথা কুরআন সংস্থা নামে এই প্রতিষ্ঠান ১৯৬২ সাল থেকে কর্মরত রয়েছে। এখানে কমপক্ষে মডেল পাশ ছাত্রদেরকে ভর্তি করা হয়। তাদেরকে তিন বছরে যোগ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারী রূপে গড়া হয়।

সংকলকঃ শেঠী সাহেব! আপনি আলোচনার প্রারম্ভে স্কুল সমূহের মধ্যেও কারীদের নিযুক্তির কথা আরম্ভ করেছিলেন তা মাঝ পথেই রয়ে গেল কেন?

শেঠী সাহেবঃ জী হ্যাঁ! আপনি কথা থেকে কথা বের করেন। আর আমি আলোচনার এক ধারায় প্রবাহিত হয়ে পড়ি। প্রথমে আমরা ১৯৩২ সনে এশিয়ার বৃহৎ 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম' (কমিটি) লাহোরকে প্রস্তাব করেছিলাম যে, তারা যদি নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ছাত্রদের জন্য নাযেরা কুরআন পড়াকে বাধ্যতামূলক করে দেন,তবে আমরা হাফেয এবং কারীদের সমুদয় ব্যয় বহনের জন্য প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঐ সময়ে বিভিন্ন কারণে কথা আর অগ্রসর হয় নাই। ১৯৪৭ মনে পুনরায় আমরা আমাদের প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি করি।আলহামদুলিল্লাহ

www.pathagar.com

এবার আঞ্জুমান তা গ্রহণ করে নিয়েছে। অতএব,বর্তমানে 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম' লাহোরের সকল স্কুলে ৪৭০০ ছাত্র এই পরিকল্পনার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।

সংকলকঃ আঞ্জুমানের স্কুল ব্যতিত অন্যান্য স্কুলসমূহের কিছু বিবরণ জানা গেলে বড় উপকার হবে।

শেঠী সাহেবঃ হাফেয সাহেব! এ বিষয়টি আমরা দীর্ঘদিন যাবত প্রকটভাবে অনুভব করছিলাম। কারণ, পাঠ্যসূচিতে তো কালামুল্লাহ্ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কিন্তু স্কুলসমূহে এটি শিক্ষাদানের কোন সুব্যবস্থা নেই। ক্ষমতাসীনদের বার বার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু কার্যত কোনই ফলই হচ্ছিল না। আপনার জানা আছে যে, গত বছর ১৯৬৭ সনে স্বয়ং আপনার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা আমাদের চল্লিশ বছরের স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করতে শুরু করেছে।

সংকলকঃ কাজের স্বীকৃতি দানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি তো শুধু একজন সহযোগী খাদেম মাত্র। আপনি সাইয়ারা ডাইজেষ্টের পাঠকদের জন্য এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করুন।

শেঠী সাহেবঃ সাক্ষাৎকারের কাজটিও বড় আজব! এই কাজ তো আপনার দ্বারা হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু আপনি আমার মুখে শুনতে চান। তবে শুনুন বলছি। ১৯৬৮ সনে আমরা তালীমাতে পাকিস্তান লাহোর কমিটিকে প্রস্তাব করেছিলাম যে, তারা যে সব হাই স্কুলে কারীদের নিয়োগ করাতে পারেন, ট্রাষ্ট সে সবের ব্যয়ের দুই তৃতীয়াংশ প্রদান করবে। দুই শতাংশ কমিটি বহন করবে, বাকী সংশ্লিষ্ট স্কুল নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিবে। অতএব, বর্তমানে বিভিন্ন স্কুলে এই ভিত্তিতে কারীগণ কাজ করে যাচ্ছেন।

সংকলকঃ এসব ব্যতিত যদি অন্যান্য স্কুলেও কাজ হয়ে থাকে তবে তার আলোচনাও হয়ে যাক।

শেঠী সাহেবঃ হয়ত আপনার স্মরণ থাকবে, গত বছর আমি আপনার সাথে পেশাওয়ার এজুকেশন ডাইরেক্টরের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি পূর্ণ অনুগ্রহের সঙ্গে আমাদের আবেদনের প্রতি সাড়া দিয়ে বলেছেন যে, তিনি নিজ রিজনের সকল হাই স্কুলের এবং সাধারণ (ট্রেনিং) স্কুল সমূহের মধ্যে কারীদের নিয়োগকে মনজুর করে নিবেন। তবে শর্ত হল এই যে, 'তালীমুল কুরআন ট্রাষ্ট্র' তাদের পূর্ণ বেতন নিজে পরিশোধ করবে। আমরা তৎক্ষনাৎ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে নিলাম। সুতরাং এখন পর্যন্ত আমরা পেশাওয়ার রিজনের ৬৯টি সাধারণ ট্রেনিং এবং হাই স্কুলের মধ্যে কারী নিয়োগের সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

সংকলকঃ এটা তো পেশাওয়ারের আনন্দদায়ক অবস্থা। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থা কেমন?

www.pathagar.com

শেঠী সাহেবঃ বাস্তব হল এই যে, এ বছরটি আমাদের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের বছর। বহু বছরের আকাঙ্খা এই বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী জনাব জেড্, এ হাশেমী সাহেবের সমীপে এই আবেদন নিয়েই উপস্থিত হয়েছি। তিনি অতি অনুগ্রহ করে আমাদের লাহোর ট্রেনিং সেন্টার পরিদর্শনের জন্য আগমন করলেন। (অর্থাৎ ইসলামিয়া হাই স্কুল ভাটিদরজা) তিনি আমাদের কালামুল্লাহ শরীফের শিক্ষা পদ্ধতি দেখে এতখানি অভিভূত হলেন যে, সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানের সকল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কারী নিয়োগের মঞ্জুরী দিয়ে দিলেন। প্রত্যেক রিজনের শিক্ষা ডাইরেক্টরের প্রতি নির্দেশ জারী করে দিলেন যে, প্রত্যেক ক্লাসের মধ্যে মুসলমান ছাত্রদের কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য একটি প্রিয়ড নির্ধারণ করে দেয়া হোক।

সংকলকঃ এই সার্কুলারের অর্থ এই হল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সকল স্কুলে কারী নিয়োগ কার্যকর হবে এবং প্রত্যেক মুসলমান ছাত্র শাব্দিক বিশুদ্ধতার সাথে কুরআন মজীদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে পারবে।

শেঠী সাহেবঃ জী হ্যাঁ! এর সম্ভাবনা তো সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু আমরা আমাদের দূর্বলতাও দেখতে পাচ্ছি। পরিতাপের বিষয় আমাদের বর্তমান উপায় উপকরণ এর জন্য যথেষ্ট নয়। আমাদের পরিবার নিজ সামর্থ অনুযায়ী প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা প্রতি বছর 'তালীমুল কুরআন ট্রাষ্ট্র' কে দান স্বরূপ দিয়ে থাকে। এ অর্থ দ্বারা বড়জোর তিনশত স্কুলের মধ্যে কারী নিয়োগ সম্ভব হতে পারে। যদি এজুকেশন সেক্রেটারী আমাদের দুই তৃতীয়াংশের হিসাব অনুসারে মূল পরিকল্পনা গ্রহণ করে নিতেন এবং সে মতে এক তৃতীয়াংশ শিক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা স্কুলের কোন ফান্ড থেকে দেয়া হত তবে কারী নিয়োগ আরো অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেত।

সংকলকঃ আপনার দৃষ্টিতে এ সমস্যার সমাধান কি? এখন যে কোন অবস্থায় এ মুবারক উদ্যোগ কার্যকরী হওয়া উচিৎ।

শেঠী সাহেবঃ আমরা আমাদের বর্তমান সামর্থ অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, প্রথম ধাপে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সকল ট্রেনিং কলেজ এবং সাধারণ স্কুল সমূহের মধ্যে কারী পাঠাব। যাতে ভবিষ্যতের সকল শিক্ষকবৃন্দ কালামুল্লাহ পড়া এবং পড়াবার যোগ্য হয়ে যায়। এরপর আমদানী অনুযায়ী দুইশত স্কুলে কারী নিয়োগ করব। যদি কেন্দ্রীয় সরকার তালীমুল কুরআনের দেয়া আমাদের সমুদয় দানকে টেক্সমুক্ত রাখেন তবে আমরা আরো অধিক পরিমাণ টাকা ট্রাষ্টকে দিতে পারব। আর যদি দেশের অন্যান্য বিত্তবান কারবারী প্রতিষ্ঠান এই নেক কাজের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়ে যান, তবে কাজ খুব একটা কঠিন নয়। বাৎসরিক ১৫/২০ লক্ষ টাকার দ্বারা সরকারী পর্যায়ও এ কাজ হতে পারে।

www.pathagar.com

সংকলকঃ স্কুল সমূহের জন্য এমন সব যোগ্য কারী কি সহজেই পাওয়া যায়, যারা অন্যান্য শিক্ষকদের সম পর্যায় শিক্ষকতার দায়িত্ব পালনে সক্ষম।

শেঠী সাহেবঃ নিশ্চয়, আমরা শুধু নির্ভরযোগ্য এক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারীগণকেই নিয়োগ দিয়ে থাকি। যারা নিয়োগের পূর্বে আমাদের ইসলামিয়া হাইস্কুল ভাটিদরজা লাহোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১০ থেকে ১৪ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করে থাকে। অতঃপর প্রশিক্ষণের নিয়ম নীতি অনুযায়ী তারা ক্লাসের মধ্যে দাড়িয়ে নিয়মিত ব্ল্যাক বোর্ডের সাহায্যে ছেলেদেরকে কালামুল্লাহ পড়ান।

সংকলকঃ ক্ষমা করবেন, কুরআন শরীফ মুখস্ত ও নাযেরা পড়া ও পড়ানোর উপকারিতা অনস্বীকার্য। কিন্তু অনুবাদ ও অর্থ শিক্ষাদানের দ্বারা যে উপকার ও ফলাফল অর্জিত হতে পারে, তা অন্যকোন উপায়ে সম্ভব নয়। আপনি কি এদিকে কোন লক্ষ্য দেন নাই?

শেঠী সাহেবঃ জী, হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত আমাদের পূর্ণ দৃষ্টি হেফয ও নাযেরার উপরই নিবন্ধ ছিল। কিন্তু সৌদী আরবে কাজের দ্বারা অনুবাদের গুরুত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। তাই বর্তমানে আমরা মসজিদ ভিত্তিক মক্তব এবং স্কুল সমূহের মধ্যেও অনুবাদ পড়ানোর আন্দোলন শুরু করেছি। শুধু এক গুজরাটেই সাতশত ছাত্র-ছাত্রী কালামে পাকের অনুবাদ পড়ছে। এই উদ্দেশ্যে আমরা 'রাহনোমায়ে তরজমা'র প্রথম পারার দশ হাজার কপি ছাপিয়ে প্রকাশ করেছি, যা প্রত্যেক কেন্দ্রে বিনামূল্যে পাঠানো হচ্ছে।

সংকলকঃ শেখ সাহেব! এ প্রসঙ্গে আমার শেষ প্রশ্ন হল স্কুল সমূহের পরিসংখ্যান সম্পর্কে, আমার উদ্দেশ্য হয়তো আপনি বুঝে ফেলেছেন।

শেঠী সাহেবঃ ১৯৭০ এর জানুয়ারীর রিপোর্ট অনুযায়ী স্কুল সমূহে কারীদের নিয়োগের কাজের বেশ অগ্রগতি হয়েছে। (সেঠী সাহেবের প্রদত্ত জ্ঞাতব্য নিম্নে নকশা আকারে বর্ণিত হল)

জিলা	স্কুলের সংখ্যা	জিলা	স্কুলের সংখ্যা
আজাদ কাশ্মীর	৬	ডেরা ইসমাইল খান	৮
বননূর	৫	শিয়াল কোট	২
পেশাওয়ার	৮	কোহাট	২
গুজরানওয়ালা	১০	লায়েলপুর	২
লাহোর	১৫	মরদার	৯
হাজারা	৩৩		

সর্বমোট ১০০ শত

সুতরাং গত মাস পর্যন্ত একশত স্কুলে কারী নিয়োগ করা হয়েছে। এবং উক্ত স্কুল সমূহে ১২৩ জন কারী সাহেবান শিক্ষাদানে রত আছেন। মসজিদ সমূহের মক্তব এবং স্কুল সমূহের কারীদের মোট সংখ্যা ৭৭২ জন।

www.pathagar.com

সংকলকঃ শেঠী সাহেব! পাকিস্তান 'তালীমুল কুরআন' ট্রাস্ট্রের খেদমত সম্পর্কে আমি নিজেও জ্ঞাত ছিলাম। এখন সৌদি আরবের কাজের কিছুটা সংক্ষিপ্ত চিত্র পেশ করুন।

শেঠী সাহেবঃ আমরা সৌদি আরবে 'তালীমুল কুরআনের' ১৩০টি কেন্দ্র স্থাপন করেছি। যেখানে ১৯১ জন কারী শিক্ষাদানে রত আছেন এবং ৬৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী কালামুল্লাহ'র শিক্ষা গ্রহণ করছে। পাকিস্তানের বিপরীত সৌদি ছেলে মেয়েদের মধ্যে এক সুস্পষ্ট এবং মনোজ্ঞ পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে, যা জনসাধারণ এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরাও অনুভব করছেন।

সংকলকঃ আপনি পুনরায় বলবেন যে, আমি কথা থেকে কথা বের করি, কিন্তু আলোচ্য বিষয় হতে সরে এই প্রশ্ন আমি নিশ্চয় করব যে, কালামুল্লাহ পড়ার কারণে সৌদি ছেলে মেয়েদের মধ্যে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে এবং তা আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে কেন সৃষ্টি হয় না?

শেঠী সাহেবঃ আপনি সানন্দে প্রশ্ন করুন। প্রকৃত কথা হল, তাদের মাতৃভাষা আরবী। তারা যা কিছু পড়ে তা বুঝে। সত্যি বিশ্বাস করুন, তিলাওয়াতের সময় তাদের শব্দ তরঙ্গের উত্থান-পতন এবং মুখমণ্ডলের অবস্থা দেখার মত। অনেক সময় মনে হয় যেন তারা কুরআনের মধ্যে হারিয়ে গেছে। আজ তাদের আকৃতি, লেবাস-পোষাক, চাল-চলন, আখলাক-চরিত্র আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তাদের অধিকাংশ মাতা, পিতা যারা তাদের বেয়াড়াপনায় অতিষ্ট ছিল এখন বড় গৌরবের সাথে বলে يسمعون অর্থাৎ তারা অনুগত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে আমাদের সন্তানেরা তাজবীদ এবং কিরাতের নীতি নিয়ম অনুসারে কুরআন খুব সুন্দর পড়ে, কিন্তু কিছুই বুঝে না। একারণেই আমরা আমাদের পাকিস্তানের মক্তব, মাদ্রাসা সমূহে কুরআনে কারীমের অনুবাদের আন্দোলন আরম্ভ করেছি। আল্লাহ পাক এ কাজে ইখলাস ও সফলতা দান করুন।

নঈম সিদ্দীকী সাহেবঃ আমার ধারণা কুরআন বুঝার সাথে সাথে সৌদী ছেলে মেয়েদের পরিবর্তনের মধ্যে সেখানকার পরিবেশের প্রভাবও হয়তো থাকবে।

শেঠী সাহেবঃ আপনার ধারণা ঠিক। পর্দার বিধান, কিতাব ও সুন্নতের প্রয়োগ এবং অন্যান্য অনুশাসন ও চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়ে থাকে। যেমন 'জমিয়তে তাহফীযুল কুরআনুল কারীমে'র ১৩৮৮ হিজরীর জারিকৃত ৪৫৩ নং সার্কুলারের প্রতি লক্ষ্য করুন, যার মধ্যে যে সব ছাত্রী বাসে যাওয়া আসা করে, তাদেরকে 'সাইয়েদাত' অর্থাৎ জনাবা শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাদেরকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে যে, 'রাস্তায় তারা ড্রাইভারের সাথে কোন কথা বলবে না, রওয়ানা হওয়ার সময় নিজ ঘরের গেইট থেকে এদিক সেদিক দাড়াবে না। ফেরার পথে নির্দিষ্ট স্থানের আগে বা পরে অবতরণ করবে না, সর্বাবস্থায়

www.pathagar.com

নিজ অভিভাবকদের নির্দেশ মেনে চলবে। সার্কুলারকে দুআর সাথে শেষ করা হয়েছে।

নঈম সিদ্দীকী সাহেবঃ বাস্তবিকই এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার দ্বারা বড় ধরনের পরিবর্তন আসে। আচ্ছা বিস্তারিত ব্যাখ্যার পূর্বে একথা বলুন যে, সৌদি আরবে তালীমুল কুরআনের খেদমতের ধারণা আপনার অন্তরে কিভাবে সৃষ্টি হল?

শেঠী সাহেবঃ ১৩৯২ হিজরী (১৯৬৩ইং)-এর ঘটনা। করাচির একটি দ্বীনি মাদ্রাসায় মক্কা শরীফের দুই শিশুকে আমি কুরআন শরীফ হেফয করতে দেখেছি। তখন আমার বড় আশ্চর্য হল যে, এরা যে মাটিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেখান থেকে এখানে কেন আসল? আমি ওমরার ইহরাম বাঁধলাম দাহরান পৌঁছেই ছেলেদের পিতার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। অন্যান্য লোকদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করলাম। তখন এই বিস্ময়কর অবস্থা জানতে পারলাম যে, সেখানে হাফেযের সংখ্যা খুবই বিরল এবং কালামুল্লাহ'র জন্য কোন সরকারী বা বেসরকারী ব্যবস্থা নাই। ঐ সময় সৌদি সংবাদপত্র গুলোতে বড়ই মর্মান্তিক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সংকলকঃ সেটা কি?

শেঠী সাহেবঃ সে আলোচনা বাদ দিন। আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে সে অবস্থা এখন বদলে গেছে। সুতরাং সে আলোচনায় আর লাভ কি? আল্লাহ কারও মন্দ চর্চাকে পছন্দ করেন না। কুরআন মজীদ শুধু মাযলুমকে এই নিষেধাজ্ঞা হতে অব্যাহতি দান করেছে।

সংকলকঃ এই সময়োচিত সতর্কিকরণের জন্য ধন্যবাদ। আহা যদি আমরা, আমাদের বক্তাগণ এবং আমাদের সংবাদপত্রগুলো কুরআনের এই বিধানকে নিজেদের চারিত্রিক নীতি হিসাবে গ্রহণ করে নিত! শেঠী সাহেব! তারপর কি হল?

শেঠী সাহেবঃ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ অব্যাহত রাখলাম। একরাতে সৌদি আরবের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য ব্যবসায়ী স্থানীয় কারী সাহেবান সবাই এক খাওয়ার মজলিসে উপস্থিত হলেন। সৌভাগ্যক্রমে পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ কারী হাসান সাহেব হজ্জে এসেছিলেন। তাঁর তিলাওয়াতের মাধ্যমে মজলিসের সূচনা হল। সুবহানাল্লাহ! এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হল। স্থানীয় কারীগণ অবাক হয়ে গেলেন। অতঃপর মূল বিষয়ের উপর আলোচনা আরম্ভ হল।

সংকলকঃ সে বিষয়টি কি ছিল যার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে এবং কি আলোচনা হয়েছে?

শেঠী সাহেবঃ পাকিস্তানী কারীগণকে মক্কা মুকাররমায় পাঠাবার প্রস্তাব দেওয়ার পরিবর্তে উপস্থিত স্থানীয় সুধীমণ্ডলীর যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ রেখে এবং বড় হিকমত (কৌশল)-এর মাধ্যমে পাকিস্তানের 'তালীমুল

www.pathagar.com

কুরআনে'র পরিচিতি তুলে ধরলাম। তাঁদের নিকট অনুরোধ করলাম যে, আপনারা আমাদের জন্য দু'জন কারী পাঠান। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ আমার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বাহ্যিক লৌকিকতা দূর হয়ে গেল এবং সেই মজলিসেই সিদ্ধান্ত হল যে, পাকিস্তানের পদ্ধতিতে মক্কা শরীফে 'জমিয়তে তাহফীযুল কুরআন আল-করীম' নামে একটি সংস্থার মাধ্যমে কাজ আরম্ভ করে দেয়া হোক।

সংকলকঃ অতি উত্তম, এর কার্যকরী ব্যবস্থা কি স্থির হয়েছে?

শেঠী সাহেবঃ আমি প্রয়োজন অনুসারে পাকিস্তান হতে কারী এবং ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ পাঠাবার প্রস্তাব করলাম। আমাদের সরকার এই উদ্দেশ্যে ৬০,০০০/- টাকার বাৎসরিক বৈদেশিক মুদ্রার মঞ্জুরী প্রদান করেছে। যা অতীত থেকে গত বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

নঈম সিদ্দীকী সাহেবঃ তার পর কি বৈদেশিক মুদ্রা বন্ধ হয়ে গেছে?

শেঠী সাহেবঃ এমনই কিছু মনে হয়। ওয়াকফ ষ্টেটের সাবেক 'স্বনামধন্য' প্রধান এই মহতি কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। এক বছর গত হল, কিন্তু ফাইলপত্র এখনও লালফিতার চক্কর হতে বের হতে পারেনি। অথচ সৌদি আরবে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত নিজ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে এতখানি পর্যন্ত লিখেছেন যে, 'তালীমুল কুরআন ট্রাষ্ট্রে'র এই আন্দোলন এবং কয়েক হাজার বৈদেশিক মুদ্রা এখানে এমন কাজ করেছে, যা আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও করতে পারতাম না।

সংকলকঃ সৌদি আরবে এ কাজের জন্য আপনাকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নাই তো?

শেঠী সাহেবঃ অসুবিধা কোন্ কাজেই বা হয় না। প্রথম প্রথম এ কাজটি তাদের বোধগম্য ছিল না। আপনি এটাকে রসিকতাই মনে করুন, কুরআন হেফযের আন্দোলনের প্রথম দিনেই এক ভদ্র লোক অতি শালিনতার সাথে বললেন- এই কাজতো ঔষধ ব্যতিত সম্ভব নয়। আপনি কি যেসব ছেলেরা হেফয পড়বে তাদের জন্য পাকিস্তান হতে স্মরণ শক্তির ট্যাবলেটও এনেছেন? এ কাজের জন্য একবার আমরা এমন এক সফরেরও সম্মুখীন হয়েছি যে, কয়েক সপ্তাহের পান করার পানি এবং খাবারের জন্য খেজুর সাথে রাখতে হয়েছে।

নঈম সিদ্দীকী সাহেবঃ আর্থিক অসুবিধার কারণে কোন পর্যায়ে কাজ বন্ধ হয়ে যায় নাই তো?

শেঠী সাহেবঃ না কখনও না। আরব ধনীগণ বড়ই দানশীল। আল্লাহ পাক তাদেরকে দৌলতও দান করেছেন এবং খরচ করার মত অন্তরও দিয়েছেন। একাধিক ধনী ব্যক্তি বিগত কয়েক বছর ধরে নিয়মিত প্রতি মাসে তিন হাজার রিয়াল করে দিচ্ছেন। গত দুই বছর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও গ্রান্ট দিচ্ছে।

www.pathagar.com

আমাদের বাৎসরিক ৬০,০০০/- টাকা তো আটার মধ্যে নমক সমতুল্য ছিল। এর অনুমান এভাবে করুন যে, বর্তমানে সৌদী আরবে মাসিক খরচের পরিমাণ হল ৩৮,২৩০ রিয়াল অর্থাৎ বাৎসরিক ৪,৫৮,৫৪০ রিয়াল।

নঈম সিদ্দীকী সাহেবঃ সৌদি ব্যবসায়ীদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিত্ব আছেন কি যিনি আপনাকে বিশেষভাবে প্রভাবন্বিত করেছেন?

শেঠী সাহেবঃ দুই একজনের ব্যাপার হলে তো বলা যায়, তারা তো সবাই নেক দিল লোক, সুহৃদ। পবিত্র ভূমির অধিবাসী হেরেমাইন শরীফাইনের নির্মাণের ঠিকাদার 'মুহাম্মদ বিন লাদুন'। মক্কার অতিবড় ধনী এবং ব্যস্ততম লোকদের মধ্যে একজন ছিলেন। আমি পাঁচ মিনিট সময় চেয়েছি। আপনি আশ্চর্য হবেন, তিনি আমার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা শুনলেন। যখন কথা শেষ হল তিনি রিসিভার উঠালেন এবং স্বীয় ম্যানেজারকে ফোনে বললেন- 'শায়খ মুহাম্মদ ইউসুফ শেঠী' যা বলেন শোন, যা চায় দিয়ে দাও। আমি প্রতিমাসে তিন হাজার রিয়াল চাইলাম এবং তা মঞ্জুর হয়ে গেল। তিনি তাঁর এই টাকা আজীবন দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। পরে এই টাকার পরিমাণ প্রতি মাসে পাঁচ হাজার রিয়াল হয়েছে। তার মৃত্যুর পর তাঁর কৃতি সন্তান এই ধারাকে অনুরূপ অব্যাহত রেখেছেন।

নঈম সিদ্দীকী সাহেবঃ গত হেজাযের সফরে জনৈক ব্যক্তি মোটরগাড়ী ক্রয়ের এক অদ্ভূত ঘটনা আমাকে শুনিয়েছিল যে, এক ব্যক্তি কোন একস্থানে গাড়ী ক্রয়ের জন্য পৌঁছল। ডিলার তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি উদ্দেশ্যে গাড়ী কিনতে চান। যখন সে দ্বীনি উদ্দেশ্য জানতে পারল তখন উক্ত ব্যবসায়ীর মধ্যে সহযোগিতা ও একাত্মতার প্রেরণা জেগে উঠল। এই ঘটনা আপনার সাথেই ঘটে নাই তো?

শেঠী সাহেবঃ জী হ্যাঁ! এই ঘটনা আমার সাথেই ঘটেছিল। সৌদি আরবে যেহেতু তালীমুল কুরআনের কাজ দূরদূরান্ত অঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছে। এই কারণে প্রত্যেক অঞ্চলের দায়িত্বশীলগণ নিজ নিজ এলাকার জন্য গাড়ী ক্রয় করে নিয়েছেন। মক্কা, মদীনা এবং বুরায়দার কর্তৃপক্ষগণ গাড়ী ক্রয় করেছেন। কিন্তু প্রত্যেক গাড়ী ডিলার থেকে এক তৃতীয়াংশ মূল্য দান হিসাবে কম করে যা প্রত্যেক ডিলার সন্তুষ্টচিত্তে ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা রিয়াদ অঞ্চলের 'মুহাম্মদ আস-সাদি আল-আযীয জামআ এন্ড ব্রাদার্স'-এর দোকানে গেলাম এবং তাদেরকে বললাম, একটি গাড়ীর প্রয়োজন যা আপনাদের সন্তানদেরকে পড়াবার জন্য আপনাদের উলামাগণকে দিতে হবে। এর মধ্যে আপনি এক তৃতীয়াংশ দিন এবং আমরা দুই তৃতীয়াংশ মূল্য দিব। এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি বললেন, কিছু মূল্য নিতেও আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে, গাড়ী কবূল করুন! আল্লাহ্ বরকত দিবেন।

www.pathagar.com

সংকলকঃ এই মহান এবং বিশাল কাজ পরিচালনায় আপনি নিজে কতখানি অংশ নিয়ে থাকেন, যদি আমাদের মত আরাম প্রিয়দের দিক নির্দেশনার জন্য বলে দেন তবে অনুগ্রহ হবে।

শেঠী সাহেবঃ আমাকে এসব বন্ধুরা মক্কা শরীফের কেন্দ্রীয় জমিয়তের ছদর (প্রধান) বানিয়েছেন। আমি বছরের অধিকাংশ সময় পবিত্র ভূমিতে কাটাই এবং প্রায় অধিকাংশ সময় সফরে থাকি। যতখানি পর্যবেক্ষণের সম্পর্ক রয়েছে এ ব্যাপারে প্রত্যেক অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ নিজেদের কাজ নিজেরাই করেন। জমিয়তের দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হলেন আমাদের পাকিস্তানী ডাক্তার জনাব গোলাম মোস্তফা সাহেব। যিনি নিজের পেশাগত ব্যস্ততা এবং সুবিস্তৃত কারবার ছেড়ে দিবা-রাত্রি এই মহান কাজে লেগে থাকেন। তাঁকে আল্লাহ পাক উত্তম বদলা দান করুন। কালামুল্লাহ'র খেদমত এবং পাকিস্তানের সুনামের মধ্যে তাঁর বড় অবদান রয়েছে।

সংকলকঃ পাকিস্তনের ন্যায় সৌদি ছেলে মেয়েদেরকেও কি পুরস্কার দেওয়া হয়?

শেঠী সাহেবঃ নিশ্চয় তাদের পুরস্কারাদিও তাদের মান মর্যাদা অনুযায়ী রাখা হয়েছে। সাধারণভাবে ১০ পারা হেফয করলে ৫শত রিয়াল, ২০ পারা হেফয করলে ১০০০ রিয়াল এবং পূর্ণ কুরআন মজীদ হেফয করলে ১৫০০ রিয়াল পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয়। এ বছর স্বয়ং মক্কার গভর্ণর আমীর মশআল বিন আবদুল আযীয ১৩৮৯ (হিজরী) ২৭ই রমযানুল মুবারকের রাত্রিতে বায়তুল্লাহ'র মধ্যে এক বিরাট জনসমাবেশে ৬৩,৫০০ রিয়াল ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করেন। (এই কথা বলে শেঠী সাহেব মক্কা শরীফের প্রসিদ্ধ দৈনিক 'আন-নদওয়া' আমাদের সম্মুখে রেখে দিলেন।)

সংকলকঃ শেঠী সাহেব! আপনি এখনই বলেছেন যে, কয়েক বছর আগেও সৌদি আরবে হাফেয দূর্লভ ছিল, এখন এত অধিক সংখ্যক হাফেয কোথেকে আসল?

শেঠী সাহেবঃ প্রথম দিকে পাকিস্তান থেকে কারী গিয়েছে। তারা এখনও কারীদের প্রশিক্ষণের খেদমত অতি সফলতার সাথে আনজাম দিচ্ছেন। সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনুগ্রহ পূর্বক কারী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্লাসের জন্য মক্কা শরীফে বায়তুল্লাহ'র সন্নিকটে 'দারে আরক্বাম' ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করেছেন। এটি ঐ পবিত্র স্থান যেখানে ইসলামের প্রারম্ভে সাহাবায়ে কিরাম (কুরআন ও দ্বীনি মাসায়েল শেখার জন্য) সমবেত হতেন। এবং এই ঘরই কুরআনের প্রথম মাদ্রাসা ছিল। এ স্থানেই হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সংকলকঃ আর একটি কথা বলুন! সৌদি আরবে সাধারণত কেমন পরিবারের সন্তানেরা মসজিদের মক্তবে কুরআন পড়তে আসে?

www.pathagar.com

শেঠী সাহেবঃ নিজ পারিপার্শ্বিকতার উপর কিয়াস করবেন না। সেখানে সর্বস্তরের স্কুল গামী ছাত্র ও ছাত্রীরা আছর থেকে ইশা পর্যন্ত এবং স্কুলে যাবার পূর্বে ফজরের সাথে সাথে মসজিদে আসে এবং জামাআতের সাথে নামায আদায় করে। এ বছর শুধু মক্কা শহরের স্কুল সমূহের ১০৪ জন ছাত্র বিভিন্ন মসজিদে তারাবীর নামাযে কুরআন শরীফ শুনিয়েছেন। অন্যান্য শহরের অবস্থা আপনি নিজেই অনুমান করে নিন। এ ব্যাপারে সৌদী 'হজ্ব ও আওক্বাফ মন্ত্রণালয়' রীতিমত মসজিদের ইমামদের নিকট একটি সার্কুলার জারি করেছে।

সংকলকঃ শায়খ সাহেব! এ বিষয়ে ও আমার প্রশ্ন পরিসংখ্যান সম্পর্কে।

শেঠী সাহেব ঃ নিন, দেখুন, পরিসংখ্যান আপনার সামনে রইল।

পরিসংখ্যানের নকল নিম্নরূপ

জিলা	মাদ্রাসার সংখ্যা	কারীর সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
মক্কা শরীফ	৩৫	৫০	১৪৫১
মদীনা শরীফ	৭	১০	২০০
তায়েফ	৫	৫	১৬৩
জিদ্দা	৮	৮	১৩৩
বুরাইদা	৭	৮	৩৬০
বেসা	১	২	৪৮
হায়েল	৬	৬	১৭২
ডরয়াদ	২৪	৩০	১৪০০
দাম্মাম	১	৬	২০০
আলহাসা	৪	৪	১৬০
নাওয়াহে রিয়াদ	১৩	২০	৭৮০
ছাত্রী পরিসংখ্যান			
মক্কা শরীফ	১০	৩১	৯২০
মদীনা শরীফ	৩	৮	২৪৩
তায়েফ	১	৩	৬০
সর্বমোট সংখ্যা	**১৩০টি মাদ্রাসা**	**১৯১ কারী**	**৬৩৫০ জন ছাত্র ও ছাত্রী**

শুধুমাত্র মক্কা শরীফেই ৩০টি কেন্দ্র রয়েছে, এর মাঝে ৬টি বায়তুল্লাহ'য়। এই শহরে এ বছর ২৩জন ছাত্র কুরআন শরীফ পূর্ণ হেফয করেছে। বাইরে মূসলধারে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছিল। আলাপের মগ্নতায় না বৃষ্টির শব্দ ছিল আর না সময়

www.pathagar.com

অতিবাহিত হওয়ার অনুভূতি।এমন সময় হঠাৎ ঘড়ির প্রতি দৃষ্টি পড়ল যখন মাগরিবের সময় হয়ে গিয়েছিল। ঘটনাক্রমে বিদ্যুৎও চলে গেল। আলোচনার প্রসংগ এখানে রেখেই আমরা আল্লাহর দরবারে সিজদায়রত হয়ে গেলাম। নামাযের পর এক নতুন বিষয় শুরু হয়ে গেল।

নঈম সিদ্দীকী সাহেবঃ শেঠী সাহেব! আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু এখনও দুই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাকী রয়ে গেল। যেমন, আপনি আপনার এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশে কেন পৌছান নাই?

শেঠী সাহেব ঃ আপনি ভাল কথা স্মরণ করিয়েছেন। ১৯৬৪-৬৫ সনে মক্কা শরীফ হতে আমাদের আন্দোলন সুদান পৌছল। খুব শীঘ্রই মক্তব খুলে গেল। যার মধ্যে কালামুল্লাহ'র শিক্ষার সাথে সাথে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন পেশাও শিক্ষা দেয়া হত। পাকিস্তান হতে আমরা খুরতুমের নিকটবর্তী টেকনিক্যাল স্কুলের জন্য কারী আবদুল কবীর সাহেবকে পাঠিয়ে দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! ২৪ জন ক্বারী হাফেয হয়েছে। কিন্তু মন্দ হোক নব্য রাজনৈতিক বিপ্লবের। যে বিপ্লবের পর সুদানে সমস্ত মক্তব বন্ধ হয়ে গেল।

নঈম সিদ্দীকী সাহেবঃ অপ্রাসংগিক কথা ক্ষমা করুন, এরপরও আমাদের দেশে কিছুলোক সোস্যালিজম সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করে বলেন যে, এর সাথে সাথে ধর্মও চলতে পারে।

শেঠী সাহেব ঃ তালীমুল কুরআনের আন্দোলন সিরিয়ায় পৌছল। অতি উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজের সূচনা হল। প্রায় ৭০টি কুরআনী মক্তব কায়েম হল। কিন্তু বা'ছ পার্টির নেতৃত্বে নতুন বিপ্লব আসায় সমস্ত পর্ব পরিবর্তন হয়ে গেল। দামেস্ক এবং হল্‌ব-এর কাজীদ্বয় যাঁরা তালীমুল কুরআনের দায়িত্বশীল ছিলেন, তাদেরকে অপসারণ করা হল। আমি আমার অংশের টাকা ব্যাংক ড্রাফ্‌টের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম। তিন বৎসর পর উক্ত টাকা ড্রাফ্‌টের মাধ্যমে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হল। আমাদের জানা মতে বর্তমানে একজন নক্‌শবন্দী বুযুর্গ শেখ আবদুল করীম রেফায়ী দামেস্কে কালামুল্লাহ'র খেদমত আনজাম দিচ্ছেন।

সংকলকঃ এটাও সৌভাগ্যের কথা। জানি না আমাদের চক্ষু কবে খুলবে।

শেঠী সাহেবঃ কুয়েতে হাফেয এবং ক্বারীর বড়ই প্রয়োজন এবং চাহিদাও রয়েছে। সেখানে বিত্তবান ব্যক্তিদেরও অভাব নেই। আমাদের উদ্যোগে কুয়েতের আবদুল্লাহ আলী ট্রাষ্ট এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ অল্পদিনের মাঝেই পূর্ণ বৎসরের প্রস্তাবিত খরচ সংগ্রহ করে নিয়েছেন। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা সংকট এবং বিভিন্ন দেশের জন্য ক্বারীদের অভাবের কারণে কাজের সূচনা করা সম্ভব হয়নি। এ কথা বলে শেঠী সাহেব কুয়েতের ওয়াক্‌ফ ষ্টেটের সার্কুলার দেখালেন। যা

www.pathagar.com

দ্বারা কুয়েতের মসজিদ সমূহে ফোরকানিয়া মাদ্রাসা খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সংকলক ঃ এ কথা শুনে বড় দুঃখ হল যে, বিদেশে চাহিদা রয়েছে, অর্থ মজুদ আছে, পাকিস্তানে ক্বারীর অভাবও নাই অথচ তারপরও আমরা কিছু করছি না বা করতে পারছি না।

শেঠী সাহেব ঃ নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিৎ। কে জানে আল্লাহ্ পাক কারো অন্তরে কথা ঢেলেও দিতে পারেন। দুই বছর পূর্বের কথা। আলজাযায়েরের (আলজেরিয়া) এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি হজ্জের জন্য এসেছিলেন। আমরা তালীমুল কুরআনের পরিকল্পনা তার সামনে রাখলাম, তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বলতে লাগলেন- আমি স্বপ্নে তাই দেখেছিলাম। অবিকল এ নিয়মেই আমরা নিজ দেশে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি।

সংকলক ঃ শেঠী সাহেব! কথা প্রসংগে আপনি বার বার সৌদী আরবের সফরের কথা উল্লেখ করেছেন, আপনি তো একাধিকবার হজ্জ্ব করে থাকবেন?

শেঠী সাহেব ঃ হাফেয সাহেব! এটা একমাত্র আল্লাহ পাকের তাওফীক। আল হামদুলিল্লাহ! এ যাবত ১৪ বার হজ্জ্ব করেছি এবং শুধু দুই বার ওমরা করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

(আছরের সময় এই মজলিস আরম্ভ হয়েছিল, এখন ইশার সময় হতে চলেছে। অনিচ্ছা সত্যেও এই প্রাণবন্ত এবং মননশীল আলোচনা শেষ করতে হল।)

সমাপ্ত

www.pathagar.com

বাণী

হাদীস বিভাগের আসাতিযায়ে কেরাম

জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকা

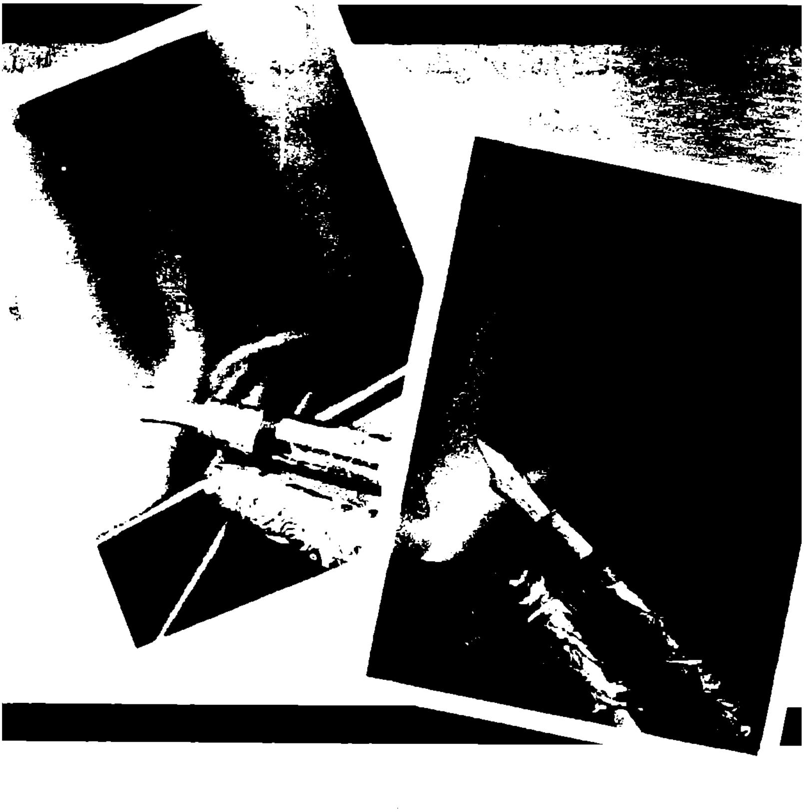

www.pathagar.com

حضرت مولانا عبد الرب صاحب (مدینہ حضور)

محدث جامعہ قرآنیہ عربیہ لال باغ ڈھاکہ

باسمہ تعالے

ام الأمراض (تکبر)

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد! فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يحب المتكبرين

میرے عزیزو! اسوقت تکبر کی متعلق کچھ بیان کرنیکا میرا ارادہ ہے ان شاء اللہ کیونکہ یہ مرض بہت سخت ہے، یہ تم جانتے ہو کہ جسطرح جسمانی امراض اور بیماریاں ہوتے ہیں اسی طرح روحانی امراض اور بیماریاں بھی ہوتے ہیں اور جسطرح مرض جسمانی کا علاج کرنا ضروری ہے اسی طرح مرض روحانی کا علاج کرنا بھی ضروری ہے، جسمانی بیماری کا علاج نہ کرنے سے جسمانی صحت خراب ہو جاتی ہے اور دن بدن جسم کمزور ولاغر ہو جاتا ہے رفتہ رفتہ مرض ایسا سخت ہو جاتا ہے۔ پھر علاج و معالجہ کے قابو سے نکلجاتا ہے آخر جان ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے بلکہ جان بھی، ہلاک ہو جاتی ہے اسی طرح روحانی مرض کا علاج نہ کرنے سے اور تساہل و سستی برتنے سے قلب کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے اور عمل میں ذوق و شوق کم ہونے لگتا ہے حتی کہ قلب کی استعداد گھٹ گھٹ کر قلب بے استعداد ہو جاتا ہے پھر اس قلب کو قلب قاسی کہتیے ہیں خدا کی پناہ۔

رہی یہ بات کہ جسمانی مرض سے روحانی مرض اشد اور سخت ہے، اسلئے کہ جسمانی مرض سے زیادہ سے زیادہ جان فوت ہو جاتی ہے مگر روحانی مرض سے ایمان سلب ہونیکا اندیشہ اور خطرۂ عظیم ہے اور ظاہر ہے کہ ایمان کا نقصان سے ہزار درجہ اشد ہے بلکہ ایمان کے نقصان کے مقابلہ جسمانی نقصان کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور نہ کوئی نسبت ہو سکتی ہے

www.pathagar.com

اخلاق سیئہ اور امراض باطنہ بہت سے ہیں مگر اکثر مشائخ نے دس میں محصور کر دیا ہے جیسا کہ اس شعر میں دسوں قسم مذکور ہیں۔ (شعر)

حرص وامل وغضب ودروغ وغیبت : بخل وحسد وریاء وکبر وکینہ

پھر دسوں کا خلاصہ تکبر کو بتایا، اگر یہ دور ہو جائے تو، باقی خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم اور حدیث شریف میں کثرت سے اسکی ممانعت اور مذمت آئی ہیں اور وعیدیں وارد ہوئے ہیں چنانچہ باری تعالے کا ارشاد ہے۔ ان الله لایحب المتکبرین. تحقیق اپنی بڑائی کرنے والوں کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

ساصرف عن أیاتی الذین یستکبرون فی الارض بغیر الحق

ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ رکھونگا جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا انکو کوئی حق حاصل نہیں۔

کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھنا حق اسکا ہے جو واقع اور نفس الامر میں بڑا ہو اور یہ ایک خدا کی ذات ہی سے ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا- ولا تمش فی الارض مرحا ان الله لا یحب کل مختال فخور- اور زمین میں مت چل اترتا بے شک اللہ تعالی پسند نہیں کرتا اترنے والا اور بڑائیوں کرنے والا کو۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قال رسول الله وسلم لا یدخل الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من کبر- نہیں داخل ہو سکیگا جنت میں وہ شخص جسکے قلب میں ذرہ برابر کبر ہو۔

دوسری حدیث میں فرمایا قال الله تعالی الکبریاء ردائی والعظمة ازاری اللہ تعالی فرماتے ہے بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازرار ہے جو اِن میں سے کوئی چیز بھی مجھ سے لینے کی کوشش کریگا میں اسے جہنم میں داخل کرونگا یعنی کبریائی اور عظمت خاص باری تعالی کی صفت ہے اگر کوئی اپنے آپکو بڑا سمجھے اور عظمت والا سمجھے تو گو، یا وہ اس صفت میں شریک ہوگا اور باری تعالے کیساتھ ساجھی ہونیکا دعوی کریگا لاحول ولا قوة الا باللہ۔

www.pathagar.com

ایک روایت میں آیا- لایدخل الجنة احد من کان فی قلبه مثقال حبة خردل من کبر- کوئی ایسا شخص جنت میں نہ جاسکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر تکبر ہو۔ حضرت عمرؓ سے مروی ہے قال فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من تواضع لله فهو فی نفسه صغیر وفی اعین الناس عظیم ومن تکبر وضعه الله فهوفی اعین الناس صغیر وفی نفسه کبیر حتی لهو اهون علیهم من کلب وخنزیر- بندہ جب تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسکا مرتبہ بلند فرمادیتے ہیں بس وہ اپنے دل میں چھوٹا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے اور جو شخص تکبر کرے تو اللہ تعالی اسکو گرادیتے ہیں پھر وہ اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کے نزدیک چھوٹا اور ذلیل ہو. تا ہے حتی کہ لوگوں کی نگاہ میں کتے اور سور سے بھی ز. یادہ ذلیل ہو جا. تا ہے۔ کبر کی مذمت میں ہمارے اکابرین سے حضرت مولانا اسعد اللہ قدس اللہ سرہ جب کسی کے اندر تکبر کے اثار دیکھتے تھے فرماتے کہ تیرا دماغ میں کیڑا ہے یعنی کبر کو دماغ کے کیڑے سے تعبیر فرماتے مطلب یہ ہے کہ جسطرح دماغ میں کیڑا پڑ جانے سے سارے بدن بیکار اور تباہ ہو جاتا ہے اسی طرح تکبر سے سارے اعمال بیکار و تباہ ہو جاتا ہے۔

بقیة السلف شیخ الحد. یث حضرت مولا. نا زکر. یا رحمة اللہ علیہ اپنی کتاب شریعت وطریقت میں تکبر کو ام الامراض سے تعبیر فرمایا کہ یہ یعنی تکبر سارے معاصی میں صرف میری نگاہ میں نہیں بلکہ قرآن وحد. یث کے ارشادات میں سخت ترین مرض ہے اور طریقت میں تو بہت ہی مہلک ہے۔

شریعت اور تصوف. نامی کتاب میں حضرت مولا. نا مسیح اللہ خان ح بلال آ. بادیؒ نے فرمایا۔ اللہ تعالے اپنی پناہ میں رکھے یہ بہت بڑا مرض ہے اور تمام امراض کی جڑ ہے تکبر ہی سی کفر پیدا ہو. تا ہے, تکبر ہی سے شیطان گمراہ ہوا۔ حضرت شیخ سعدیؒ نے فرمایا۔

تکبر بود عادت جاہلاں　　تکبر نیائید ز صاحب دلاں

www.pathagar.com

یعنی تکبر کر، ناجاہل لوگوں کی عادت ہے اہل اللہ سے تکبر نہیں آ، تا ہے یعنی یہ حضرات تکبر سے پرہیز کرتے ہیں۔

تکبر عزازل راخوار کرد　　　بزندان لعنت گرفتار کرد

ابلیس کو تکبر ہی نے ذلیل خوار کیا اور لعنت کے قید خانہ میں گرفتار کیا یعنی لعنت اس پر پڑگئی اور ملعون ہوا۔ حضرت شیخ عطارؒ فرماتے ہیں:

گفت شیطان من زآدم بہترم　　　تاقیامت گشت ملعون لاجرم

در، بارہ خداوندی میں ابلیس نے بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اسی کبر کیوجہ سے، ناچار قیامت تک ملعون ہوا۔

رانده شد ابلیس از مستکبری　　　گشت مقبل آدم از مستغفری

تکبر کرنے سے ابلیس مردود ہوگیا اور استغفار یعنی معافی مانگنے سے آدم علیہ السلام خوش نصیب ہوا۔

شد عزیز آدم چوں استغفار کرد　　　خوار شد شیطان چوں استکبار کرد

آدم علیہ السلام جب استغفار کیا باعزت ہوگیا اور ابلیس جب غرور اور تکبر کیا تو ذلیل اور خوار ہوا۔

الحمد للہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے اور اکابر کے اقوال سے، بلاشک وشبہ یہ، بات ثابت ہوگئی کہ تکبر نہایت بدتر مرض ہے اور شرعا حرام اور معصیت ہے۔

عزیزو! کبر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپکو صفات کمال میں دوسرے سے بڑھ کر سمجھنا بس تکبر کا حاصل یہ ہے کہ کسی کمال دینی یا دنیوی میں اپنے آپکو دوسری سے اسطرح افضل سمجھنا کہ اپنے مقابلے میں دوسرے کو حقیر سمجھے۔ تو یہاں تکبر کے دو جز ہوئی ایک اپنے کو افضل اور بہتر سمجھنا دوسرا دوسرے کو حقیر سمجھنا بس جب یہ دونوں جز پایا جاوے تب تکبر ہوگا۔ دیکھو جو شخص اپنے آپکو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے اسکا نفس پھول جاتا ہے پھر اسکا اثار ظاہر ہونے لگتے ہیں مثلا دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھتا ہے یا اگر کوئی سلام کرنے میں پیش

www.pathagar.com

قدمی نہ کرے تو اس پر غصہ ہو، تا ہے کوئی اگر تعظیم نہ کرے تو، ناراض ہو، تا ہے کوئی اگر نصیحت کرے تو ناک بھوں چڑھاتا ہے حق بات معلوم ہونیکے بعد بھی اسکو نہیں مانتا ہے اور عوام الناس کو ایسی نظر سے دیکھتا ہے جسطرح گدھوں کو دیکھتے ہیں لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

کبر کا علاج: آیات مذکورہ اور احادیث مذکورہ میں سوچو جن میں کبر کی مذمت اور وعیدیں آئی ہیں اور اکابر کے اقوال تکبر کی مذمت میں مذکور ہوئے ہیں ان میں سوچو اور، باری تعالے کی عظمت کا دھیان کرو۔

حضرت مولانا مسیح اللہؒ خان نے یہ علاج بتایا کہ باری تعالے کی عظمت کو یاد کرے تاکہ اپنے کمالات ہیچ نظر آوے اور جس شخص سے اپنے کو بہتر سمجھتا ہے اسکے ساتھ تواضع اور تعظیم سے پیش آوے تاکہ تواضع کا عادی ہو جاوے اور میرے خیال میں یہ بھی کرے کہ اولا اسکو سلام کرے جس سے اپنے کو بہتر سمجھتا ہے۔

ایک علاج یہ بھی ہے کہ یہ سوچو کہ ہماری حقیقت اور اصلیت کیا ہے؟ اگر ہے تو ابتداء نجس اور ناپاک منی کا ایک قطرہ ہے اور انتہاء مردار کیڑے مکروں کی غذا، اب رہی متوسط حالت جس کا، نام زندگی ہے اور حیات دنیا ہے اسکی حالت یہ ہے کہ نجاست کا ڈھیر پیٹ میں بھرا ہوا ہے پھر دیکھو حیات دنیا میں کتنی محتاج ہوتا ہے بھوک پیاس کا محتاج جدا ہے کوئی لحظہ موت سے امن نہیں جانے کس وقت بیمار ہو جائے اور کس وقت روح پرواز ہو جائے پھر انجام کار موت کا شکار، اسکے بعد تنگ و تاریک گھاٹیوں کا سامنا ہونا ہے حساب کتاب حشر نشر آنے ہیں۔

اے عزیزو! ان مذکورہ علاجوں کو عمل میں لاؤ، انشاء اللہ تکبر دل سے دور ہو جاوے اور تواضع میسر ہو جاوے بس اب دعا کرو کہ باری تعالے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے آمین۔

وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد والہ وصحبہ اجمعین

عبدالرب

یکے از خادم جامعہ قرآنیہ عربیہ

www.pathagar.com

حضرت مولانا مجیب الرحمٰن صاحبؒ

محدث جامعہ قرآنیہ عربیہ لال باغ ڈھاکہ

بسم الله الحمد لله والصلوة على رسول الله محمد واله واصحابه اجمعين

اما بعد!

یہ بات سنکر کہ جامعہ قرآنیہ عربیہ کے پرنسپل وشیخ الحدیث مفتی فضل الحق امینی ایم پی صاحب کے مختلف مجالس کے مواعظ حسنہ کو عوام وخواص کے افادہ واستفادہ کے پیش نظر امسال جامعہ سے فارغ التحصیل طلبہ ایک جگہ فراہم کرکے شائع کرینکا اہتمام وانتظام کئے ہیں دل میں بڑی مسرت ہوئی.

خداوند انہوں کے اس نیک اقدام کو قبول فرماکر حسن وخوبی کیساتھ اسکو تکمیل کی توفیق عنایت فرما. نیز آباء واجداد وخویش واقارب کی نجات ورفع درجات کا ذریعہ و وسیلہ اسکو بنا آمین یارب العلمین۔

اخیر میں دعاہے کہ

در ہمہ حرکات وہم افعالھا: گیر محکم سنت خیر الوری.

جس گھڑی نکلے بدن سے ہمارے جان: کلمہ توحید ہو ورد زبان

فقط والسلام

مجیب الرحمٰن

یکے از خدام طلبۂ جامعہ

یکم شعبان ۱۴۲۵ھ

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা আবদুল হাই সাহেব

মুহাদ্দিস জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা।

نحمده ونصلى على رسوله الكريم .

হিজরী ১৪২৪-২৫ সনের জামেয়ার বিদায়ী সন্তান ও রসূলে পাক সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিশরা! জামেয়াতে তোমরা তোমাদের জীবনের এক বিরাট অমূল্য অংশ অতিবাহিত করার পর আজ কর্ম জীবনে পদার্পণ করতে যাচ্ছ। এ মুহূর্তে স্বাভাবিকভাবে একটা প্রশ্ন হয় যে, এই সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবনে তোমরা জামেয়া থেকে কি অর্জন করলে এবং আমরা জামেয়ার উস্তাদবৃন্দ তোমাদেরকে কি দিলাম। আর তোমরা কি নিয়ে কর্ম জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছ? এই প্রশ্নের উত্তরে কেউ যদি মনে করে যে, তোমরা দক্ষ প্রকৌশলী, বিজ্ঞ ডাক্তার অথবা প্রচলিত ঝানু রাজনীতিবিদ বা বড় মাপের অর্থনীতিবিদ হিসাবে কর্ম জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছ তবে এটা বাস্তব বিরোধী হওয়ার সাথে সাথে আগত দিনগুলোতে তোমাদের জন্য চরম হতাশা ও অন্ধকার জীবন অপেক্ষা করছে। কেননা, আমরা তোমাদেরকে এভাবে গড়ে তুলি নাই। আর এভাবে গড়ে তোলা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না, জামেয়াও একথার দাবী করেছে না।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আমাদের পার্থিব জীবনে উপরোক্ত সর্বপেশার ও সর্ব শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন রয়েছে এবং সে মতে সমাজে সর্বস্তরের পেশাজীবী তৈরীও হচ্ছে; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক তৈরী হচ্ছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য হল, আমাদের ঈমানী ও ইসলামী জীবনে এমন কিছু দক্ষ, বিজ্ঞ ও ত্যাগী কর্মপুরুষ তৈরী করা, যারা আমাদের ঈমানী ও ইসলামী সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে মুসলিম উম্মতের দ্বীন ও ঈমানের হেফাযত করবে। এবং তাদের মধ্যে এমন সব ইলমী ও ঈমানী গুণাবলী থাকবে যা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

عن ابراهيم بن عبد الرحمن العذرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين . (رواه البيهقى فى كتاب المدخل)

'রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর এই ইলমের আমানতকে আগত প্রত্যেক পরবর্তী বংশধরদের মধ্য হতে এমন সব আদেল তথা ন্যায় পরায়ণ সত্যবাদী, মুত্তাকী, নির্ভরযোগ্য এবং সর্বপ্রকার আকীদা আমলের বিদআত হতে মুক্ত ব্যক্তিরা গ্রহণ করবে, যারা সীমা লজ্ঘনকারীদের তাহরীফ তথা কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকে দূরীভূত করবে। এবং সকল বাতিল পন্থিদের মিথ্যারোপ থেকে এ উভয়কে পাক

www.pathagar.com

রাখবে, রক্ষা করবে এবং জাহেল ও অজ্ঞদের অপব্যাখ্যা, বিরূপ ব্যাখ্যা ও মিথ্যা ব্যাখ্যা হতে কুরআন ও সুন্নাহকে মুক্ত করবে।'

উক্ত হাদীসের সারমর্ম এই যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক পরবর্তী লোকদের মধ্যে এমন সব নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী, মুত্তাকী ও যোগ্য আলেমে দ্বীন সৃষ্টির সুসংবাদ দান করেছেন। যারা সকল বাতিল পথ ও মতের অনুসারীদের সর্বপ্রকার অনুপ্রবেশ এবং অপব্যাখ্যা হতে কুরআন ও সুন্নাহর সহীহ তালীম ও আহকামকে রক্ষা করে মুসলিম উম্মাহর দ্বীন ও ঈমানের হেফাযত করতে থাকবে।

হে জামেয়ার সন্তানেরা! হে রাসূলের ওয়ারিশরা! রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ফরমান অনুযায়ী উপরোল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত গুণাবলী সম্পন্ন দ্বীনী ও ঈমানী সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী এবং নির্ভিক, নির্লোভ ও মুখলেস আলেমে দ্বীন, নায়েবে রাসূল হিসাবে তোমাদেরকে গড়ে তোলার জন্য আমরা আমাদের যোগ্যতা ও সামর্থানুযায়ী আমাদের সকল মেহনত, প্রচেষ্টা তোমাদের উপর ব্যয় করেছি। এখন আমরা আমাদের প্রচেষ্টায় কতখানি সফলকাম আর তোমরাই বা এ উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু কৃতকার্য তা তোমাদের ভবিষ্যত কর্মজীবন প্রমাণ করবে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে, তোমাদেরকে এবং উম্মতে মুসলিমাকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম রাখুন। এবং দুনিয়া ও আখিরাতে হকপন্থি ও হকের অনুসারীদের দলভুক্ত করে রাখুন।

কিন্তু ফিৎনায় পূর্ণ এ যামানায় এবং বাতিল মত ও পথের ছড়াছড়ির এ যুগে হক পন্থি কারা? তাদেরকে চিনা এবং তাদের সন্ধান পাওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। তবে একজন সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তির জন্য এ কাজ খুবই সহজ। কেননা, আল্লাহ পাক তাঁর কালামে পাকে এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাদীসে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় হক পন্থিদের পরিচয় ও আলামতসমূহ বর্ণনা করেছেন। যার দ্বারা তাদেরকে চিনা যায় এবং তাদের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীম এবং হাদীসে রাসূল থেকে নমুনা স্বরূপ কিছু উদ্বৃতি পেশ করে আমার কথা শেষ করছি।

للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا و ينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون . والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة . ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون . والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤف رحيم . (سوره حشر)

উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহের পূর্ণ তাফসীর এবং তদ্‌সম্পর্কিত বিস্তারিত আহকাম বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়; বরং আয়াত ত্রয়ের ব্যাখ্যা তাফসীরে

২৬-

www.pathagar.com

মা'আরিফুল কুরআনে যা কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে তার সার সংক্ষেপ বর্ণনা করাই এ মূহুর্তে আমার উদ্দেশ্য।

আয়াতগুলোর প্রথম অংশে অর্থাৎ ৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক প্রথমে মুহাজিরদের ফযিলত ও মর্যাদা অতঃপর ৯ নং আয়াতে মদীনার আনসারদের ফযিলত ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। তারপর ১০ নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বাকী অবশিষ্ট উম্মতের মাঝে যারা হকপন্থি এবং সত্যের অনুসারী হবে তাদের কয়েকটি আলামত ও পরিচয় এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'আর যারা তাদের (অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারদের) পরবর্তীতে (দুনিয়াতে) আগমন করেছে (বা কিয়ামতের আগ পর্যন্ত যারা আগমন করবে) তারা আল্লাহ্ পাকের নিকট এভাবে দুআ প্রার্থনা করেঃ হে আমাদের রব, প্রভু! আমাদের ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের সে সকল ভাইদেরকেও ক্ষমা করে দাও যারা আমাদের পূর্বে ঈমানের মাঝে দাখিল হয়েছে। (ঈমান গ্রহণ করেছে) অর্থাৎ, যারা ঈমানের ময়দানে আমাদের অগ্রগামী এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন প্রকার হিংসা বিদ্বেষ রেখ না। হে প্রভূ নিশ্চয় তুমি অতিশয় দয়ালু মেহেরবান।

কোন ব্যক্তি বা দলের হক পন্থি হওয়ার আলামত ও পরিচয়

এখানে কয়েকটি কথা বুঝা গেল যে, প্রথমতঃ মুহাজির এবং আনসারদের পরে যাদের আগমনের কথা বলা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানই তাদের অন্তর্ভূক্ত। দ্বিতীয়তঃ এ কথা বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কিরামের পর কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমান ব্যক্তি বা দলের হক পন্থি হওয়ার আলামত এবং পরিচয় হল অন্তরে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি অকৃত্রিম মুহব্বত, আয়মত এবং আস্থা পোষণ করা। কেননা, উপরোক্ত আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মদীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। (১) মুহাজির (২) আনসার, (৩) বাকী কিয়ামত পর্যন্ত আগত উম্মত।

প্রথমে মুহাজির এবং আনসারদের বিশেষ বিশেষ গুণাবলি বর্ণনা করার পর বাকী উম্মতের মাঝে যারা হক পন্থি হবে তাদের কয়েকটি আলামত ও পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে।

১ম আলামতঃ সাহাবায়ে কিরাম ঈমানের ময়দানে সকল উম্মতের মাঝে অগ্রগামী এবং সাহাবায়ে কিরাম বাকী উম্মতের নিকট ঈমান পৌঁছার একমাত্র মাধ্যম। এ সব কথার উপলব্দি অন্তরে থাকা।

২য় আলামতঃ সাহাবায়ে কিরামের জন্য দু'আয়ে মাগফিরাত করা।

৩য় আলামতঃ এভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ করা- হে আমাদের রব, হে আমাদের প্রভূ! আমাদের অন্তরে যেন কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ না থাকে।

এর দ্বারা বুঝা গেল, সাহাবায়ে কিরামের পরে যত মুসলমান রয়েছে তাদের ঈমান ও ইসলাম কবূল হওয়ার জন্য এবং তাদের নাজাত প্রাপ্তির জন্য শর্ত হল

www.pathagar.com

নিজ অন্তরে সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মুহব্বত, আযমত ও আস্থা পোষণ করা। যার মাঝে এসব শর্ত পাওয়া যাবে না, সে মুসলমান হওয়ার যোগ্য নয়।

এ কারণেই হযরত মুসআব ইবনে সা'দ (রা.) বলেনঃ উম্মতের সকল মুসলমান তিন স্তরে বিভক্ত। দুই স্তরের মুসলমান তো অতিবাহিত হয়েছেন। অর্থাৎ মুহাজির এবং আনসার, এখন শুধু এক স্তরের মুসলমান অবশিষ্ট রয়েছে। আর তারা হচ্ছে যারা সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মুহব্বত পোষণ করে, তাঁদের আযমত ও মর্যাদাকে চিনে, তাঁদের প্রতি আস্থা রাখে। এখন যদি তোমরা উম্মতের মধ্যে কোন স্থান লাভ করতে চাও তবে তৃতীয় দলের মধ্যে দাখিল হয়ে যাও।

হযরত ওসমান গণি (রা.)-এর শাহাদত বরণের পর জনৈক ব্যক্তি হযরত হুসাইন (রা.) এর নিকট (অভিযোগের সূরে) হযরত ওসমান গণি (রা.)-এর শানে প্রশ্ন করল, উত্তরে হযরত হুসাইন (রা.) উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কি মুহাজিরিনদের দলভুক্ত? সে উত্তরে না বলল। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তবে কি তুমি আনসারদের দলভুক্ত? সে এবারও না বলে উত্তর দিল। তখন হযরত হুসাইন (রা.) ইরশাদ করলেন- এখন শুধু এই আয়াতই والذين جاؤا من بعدهم রয়ে গেল। (যার মধ্যে তৃতীয় স্তরের মুসলমানদের পরিচয় ও আলামত বর্ণনা করা হয়েছে) তুমি যদি হযরত ওসমান গণি (রা.)-এর শানে সন্দেহ, সংশয় সৃষ্টি করতে চাও তবে সর্বশেষ মুসলমানদের এই তৃতীয় স্তর হতেও খারিজ হয়ে যাবে। ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন- সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মহব্বত-ভালবাসা আমাদের উপর ওয়াজিব উক্ত আয়াত এর দলিল ও প্রমাণ।

হযরত ইমাম মালিক (রহ.) বলেন- যে ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলে অথবা তাঁর সম্পর্কে কু-ধারনা, কু-আকীদা পোষণ করে মুসলমানদের গণীমতের মালের মাঝে তার কোন অংশ নাই। অতঃপর তিনি দলিল হিসাবে এই আয়াতকে পেশ করেছেন। আর যেহেতু গণীমতের মালের মধ্যে সকল মুসলমানের অংশ রয়েছে। সুতরাং গণীমতের মালের মধ্যে যে ব্যক্তির অংশ রইল না, তার ঈমান এবং ইসলামই সন্দেহযুক্ত হয়ে গেল।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- আল্লাহ পাক সকল মুসলমানকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবাদের জন্য মাগফিরাত কামনা এবং দু'আ করার জন্য আদেশ করেছেন। অথচ আল্লাহ পাকের জানা ছিল যে, সাহাবাদের পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহের ফিৎনা সৃষ্টি হবে- এই কারণে সাহাবায়ে কিরামদের পরস্পর মতবিরোধের কারণে তাঁদের কারো প্রতি কু-ধারনা পোষণ করা জায়েয নাই।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন- আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি যে, এই উম্মত ততদিন পর্যন্ত ধ্বংস হবে

www.pathagar.com

না, যতদিন পর্যন্ত তাদের পরবর্তী লোকেরা পূর্ববর্তীদের প্রতি লা'নত এবং ভৎর্সনা না করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন- যখন তোমরা দেখবে যে, কোন ব্যক্তি কোন সাহাবীকে মন্দ বলছে তবে তোমরা তাকে বল যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক মন্দ তার উপর খোদার লা'নত। আর একথা সুস্পষ্ট যে, সাহাবাগণ তো অধিক মন্দ হতেই পারে না; বরং গাল মন্দকারী ব্যক্তিই অধিক মন্দ হবে। সারকথা এই যে, সাহাবাগণের কাউকে মন্দ বলা লা'নত ও অভিশাপের কারণ।

উপরোক্ত তাফসীরে কুরতবীর সকল রেওয়ায়াত তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন থেকে উদ্বৃত করা হয়েছে।

উপরোল্লিখিত আয়াত ও রেওয়ায়াতের ন্যায় কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে ইমাম আযম ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ইসলামের সর্ব প্রধান ও সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য আকীদার কিতাব 'ফিকহে আকবর' গ্রন্থে সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে ইসলামের আকীদা লিপিবদ্ধ করেছেন- حبهم ايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان 'সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মুহব্বত, ভালবাসা এবং আস্থাই ঈমান ও ইখলাস। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও দুশমনি পোষণ করা কুফরী, মুনাফিকীর কাজ এবং খোদাদ্রোহিতার কাজ।'

পরিস্কার হয়ে গেল যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী সাহাবায়ে কিরামের প্রতি অকৃত্রিম মুহব্বত, ভালবাসা এবং তাঁদের প্রতি আস্থা স্থাপন করা উম্মতে মুসলিমার কোন ব্যক্তি বা দলের হকপন্থি হওয়ার আলামত এবং পরিচয়।

সুতরাং হে জামেয়ার বিদায়ী সন্তানেরা! যদি তোমরা পার্থিব জীবনে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়েম থাকতে চাও এবং আখিরাতের নাজাত ও মুক্তি চাও, তবে আজীবন এমন সব ব্যক্তি বা দলের সাথে নিজেকে যুক্ত করে রাখ, যে ব্যক্তি বা দলের মাঝে হকপন্থি হওয়ার উপরোল্লিখিত পরিচয় ও আলামতগুলো পাওয়া যায়। এবং যে ব্যক্তি বা দল এই পরিচয় ও আলামতসমূহ হতে বঞ্চিত তাদের থেকে নিজেকে সতর্কতার সাথে এমনভাবে দূরে রাখবে যেরূপ জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির দংশন থেকে মানুষ নিজেকে দূরে রাখে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে, তোমাদেরকে এবং গোটা উম্মতে মুসলিমাকে সকল বাতিল মত ও পথ থেকে হেফাযতে রাখুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন!

www.pathagar.com

زاد الرحلة

مولانا حبيب الرحمن

استاذ الحديث بالجامعة القرانية العربية لالباغ داكا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده, أما بعد : فمن المعلوم أن افضل العلوم وأعلاها علم القرأن والحديث وخير الناس من تعلم القرأن وعلمه, واننا قد رأينا طلاب هذا العلم عامة وطلبة التكميل خاصة يشتاقون الى تحصيله ويحتاجون الى وسائله فيستعيرون الكتب من المعاهد الدينية ويستفيدون منها طول السنة ثم يردونها الى المكتبة ويرجعون الى أوطانهم بغير كتب علمية حتى اذا مضى عليهم سنون بعد مزايلة المركز العلمى وتطاول زمان الفراق من المنبع النبوى (صلى الله عليه وسلم) ينسون ماقد علموا من القران والحديث ويشتغلون فى أمور الدنيا الا من رابطوا لخدمة الدين الحنيف من العلماء الربانيين جزى الله عنا علماء هذه الامة المرحومة.

فرأيت ان اهدى اليكم- يا حماة الدين وهداة الامة حصيلة حياتكم العلمية من الايات القرانية والاحاديث النبوية (صلى الله عليه وسلم) والنصائح القيمة لسلفنا- بانتخابها وضبطها لعل الله تعالى ينفعكم بها واسئله عزوجل ان يتقبله عملا صالحا ويرزقنى واياكم الاخلاص فى الدين. فها أنا الان اشرع وبحسن توفيقه أقول وهو الموفق لكل خير قال الله تعالى فى القران المجيد والفرقان الحميد فى-

باب التقوى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم .

يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جنهم وردا . (المريم : ٨٥-٨٦)

ان اكرمكم عند الله اتقيكم . (الحجرات : ١٣)

يأيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون . (ال عمران : ١٠٢)

يأيها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون . (الحشر : ١٨)

ومن يتق الله يجعل له مخرجا . (الطلاق : ٣)

www.pathagar.com

واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا . (البقرة : ٤٨)

واعلموا ان الله مع المتقين . (التوبة : ٣٦)

واتقوا الله لعلكم تفلحون . (ال عمران : ٢٠٠)

ولباس التقوى ذالك خير . (الاعراف : ٢٦)

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون . (الحشر : ٩)

فلا تخشوا الناس واخشونى . (المائدة : ٤٤)

اياى فارهبون . (البقرة : ٤٠)

ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله . (الحديد : ١٦)

اتقوا النار التى اعدت للكافرين . (ال عمران : ١٣١)

وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا . (ال عمران : ١٢٠)

فاتقوا الله لعلكم تشكرون . (ال عمران : ١٢٣)

ياأيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شئ عظيم . (الحج : ٦)

واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه . (البقرة : ٢٢٣)

الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله . (الزمر : ٢٣)

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين . (ال عمران : ١٣٨)

ماورد فى حقيقة الدنيا

قال الله تعالى :

ما عندكم ينفد وما عند الله باق . (النحل : ٩٦)

وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور . (ال عمران : ١٨٥)

وما هذه الحيوة الدنيا الا لهو ولعب . (العنكبوت : ٦٤)

أرضيتم بالحيوة الدنيا من الاخرة فما متاع الحيوة الدنيا فى الاخرة الا قليل . (التوبة : ٣٨)

لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مايهم جهنم . (ال عمران : ١٩٦)

انما هذه الحيوة الدنيا متاع وان الاخرة هى دار القرار . (المؤمن : ٣٩)

ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الاخرة من خلاق . (البقرة : ١٠٢)

www.pathagar.com

فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون . (الاعراف : ٢٥)

ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن أيتنا غفلـــون . اولئك مأوهم النار بما كانوا يكسبون . (يونس : ٧)

وقال عليه السلام :

كن فى الدنيا كانك غريب او عابر سبيل . (رواه البخارى)

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . (رواه البخارى ومسلم)

ماورد فى العبادة

قال تعالى : ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون . (الذريت : ٥٧)

يا ايها الناس اعبدوا ربكم . (البقرة : ٢١)

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين . (الحجر : ٩٩)

أفحسبتم انما خلقنكم عبثا . (المؤمنون : ١١٥)

فأما من طغى واثر الحيوة الدنيا فان الجحيم هى المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هى المأوى . (النزعت : ٢٧-٤١)

وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون. قالوا سلما والـــذين يبيتون لربهم سجدا وقيما . (الفرقان : ٦٣-٦٤)

تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا . (السجدة : ١٦)

الا بذكر الله تطمئن القلوب . (الرعد : ٢٨)

أيات منثورة

قال تعالى :

كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم اليه ترجعون . (البقرة : ٢٨)

اوفوا بعهدى اوف بعهدكم . (البقرة : ٤٠)

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون . واستعينوا بالصـــبر والصلوة . (البقرة : ٤٤-٤٥)

www.pathagar.com

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنـــون . (البقرة : ١١٦)

اين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا ان الله على كل شئ قدير . (البقرة : ١٤٨)

فاذكرونى اذكركم واشكروا لى ولا تكفرون . (البقرة : ١٥٢)

ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين . (البقرة : ١٥٥)

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانـــتم لا تعلمون . (البقرة : ٢١٦)

ياايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة . (البقرة : ٢٠٨)

والله يرزق من يشاء بغير حساب . (البقرة : ٢١٢)

ألا ان نصر الله قريب . (البقرة : ٢١٤)

حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وقوموا لله قانتين . (البقرة : ٢٣٨)

ياايها الذين أمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شـــفاعة . (البقرة : ٢٥٤)

قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غنى حليم . يا أيها الـــذين امنـــوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والاذى . (البقرة : ٢٦٣-٢٦٤)

ياأيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه . (البقرة : ٢٨٢)

لا تقنطوا من رحمة الله . (الزمر : ٥٣)

ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا . (النحل : ٩٥)

لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم . (الانفال : ٢٨)

ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا . (بنى اسرائيل : ٢٩)

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل . (البقرة : ١٨٨)

لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم . (الحديد : ٢٣)

واتوا اليتمى أموالهم . (النساء : ٢)

www.pathagar.com

احاديث عديدة

عن عمرو بن العاص رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (بلغوا عنى ولو اية .) رواه البخارى رحمه الله

عن ابى هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى‌الله عليه وسلم (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة) رواه مسلم

عن معاوية رضى الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين) ثبت فى‌الصحيحين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . (الدعاء مخ العبادة)

وفى ختام كلماتى البسيطة دعائى الى الله تبارك وتعالى لجميع خريجى الجامعة فى هذا العـــام خصوصا ولسائر المتخرجين فى الجامعة عموما . أن يتقبلهم لخدمة الدين وعلومه وصلى الله تعالى وسلم على نبيه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه دائما ابدا .

وكتبه

حبيب الرحمن

الجامعة القرانية العربية

لالباغ داكا

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা আবদুর রহীম সাহেব

মুহাদ্দিস জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা

বিসমিহী তাআলা

নাহ্‌মাদুহূ ওয়ানুছাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম

আম্মাবাদ!

স্নেহাস্পদ ছাত্রবৃন্দ! দীর্ঘ প্রায় একযুগ ধরে শত প্রতিকূলতা আর বাধা বিপত্তির তুফান মোকাবেলা করতঃ ইলমে নববী অর্জনে লিপ্ত থেকে আজ তোমরা ফারেগ হতে যাচ্ছ। এর জন্য আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া। আল্লাহ পাক তোমাদের প্রতি কল্যাণের ইরাদা করেছেন তাই ইলমে দ্বীনের সাথে এ দীর্ঘ সম্পৃক্তা তোমাদের নসীব হয়েছে। আমরাও আল্লাহর দরবারে তোমাদের কল্যাণের আশা করি। কেননা তিনি আমাদেরকে তালিবে ইলমদের পিছনে মেহনত করার তাওফীক দিয়েছেন। এ তাওফীক আমাদের আজীবন বজায় থাকুক সে জন্য তোমরা সর্বদা দুআ করবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকলকেই ইলমে দ্বীনে খিদমতের জন্য কবূল করুন সে দুআ আমরা করি।

অবশেষে বিদায় বেলা কিয়ামত অবধি মানব দানবের মুআল্লিম হযরত রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর একান্ত শাগরিদ হযরত আবূ যর (রা.)কে লক্ষ্য করে কৃত অসিয়্যাতসমূহ তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। আশা করি তোমরা সেগুলোকে নিজ জীবনের পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, (হে আবু যর!) 'আমি তোমাকে তাক্‌ওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি; কেননা, তাক্‌ওয়া তোমাদের সকল কাজে সেরা সৌন্দর্য। তুমি নিয়মিত কুরআনে পাক তিলাওয়াত করবে ও আল্লাহ তাআলার যিকরে মগ্ন থাকবে। কেননা, তাতে উর্ধ্বাকাশে তোমাদের আলোচনা হবে আর ভূ-পৃষ্ঠো তোমার জন্য নূর হবে। অধিক সময় চুপ থাকবে; কেননা, তাতে শয়তান বিতাড়িত হবে এবং তা তোমার দ্বীনের কাজে সহায়ক হবে। বেশী হাসি তামাশা থেকে বিরত থাকবে। কেননা, অধিক হাসলে অন্তর মরে যায় ও চেহারার জ্যোতি নষ্ট হয়। সর্বদা হক কথা বলবে, যদিও তা (অনেকের জন্য) তিক্ত হয়। আল্লাহর বিধান পালনে কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনাকে ভয় করবে না। আর নিজ সম্পর্কে সচেতনতা যেন তোমাকে অন্যের দোষ খোঁজা থেকে বিরত রাখে।' (বায়হাকী শুআবুল ঈমান, সূত্রঃ মিশকাত শরীফঃ ২খণ্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা)

সর্বশেষে তোমাদের ও আমাদের ইহ ও পারলৌকিক জীবনের সার্বিক কামিয়াবীর জন্য দুআ করে আমার কথা শেষ করছি। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন!

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ সাহেব

মুহাদ্দিস জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ, ঢাকা

দাওরায়ে হাদীস পাশ ব্যক্তিকে সাধারণভাবে মানুষ আলেম বলে। কিন্তু প্রকতপক্ষে আলেম কে এবং কি কি গুণ থাকলে আলেম হবে? আল্লাহ্ পাক তা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেছেন ঃ. انما يخشى الله من عباده العلماء অর্থাৎ, খোদাভীতি আলেমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। উক্ত আয়াতে উলামা বলে এমন লোক বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তু সামগ্রী, তার পরিবর্তন পরিবর্ধন ও আল্লাহর দয়া করুণা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে। কেবল আরবী ভাষা, ব্যকারণ, অলংকারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কুরআনের পরিভাষায় আলেম বলা হয় না। যে পর্যন্ত সে আল্লাহর মারিফাত উত্তমরূপে অর্জন না করে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, সে ব্যক্তিই আলেম, যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করেন। আল্লাহ্ যা পছন্দ করে, তা কামনা করে এবং আল্লাহ্ যা অপছন্দ করেন সে তাকে ঘৃণা করে।

সারকথা, যার মধ্যে যে পরিমাণ খোদাভীতি হবে, সে সেই পরিমাণ আলেম হবে। হযরত আহমদ ইবনে সালেত মিসরী (রহ.) বলেন, অধিক রেওয়ায়েত ও অধিক জ্ঞানের দ্বারা খোদাভীতির পরিচয় পাওয়া যায় না; বরং কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ দ্বারা খোদাভীতির পরিচয় পাওয়া যায়। শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (রহ.) বলেন, উল্লেখিত আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে খোদাভীতি নেই সে আলেম নয়।

www.pathagar.com

হযরত মাওলানা রফিকুল ইসলাম সাহেব দা.বা.

باسمه تعالى

আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে দীর্ঘ এক যুগ অক্লান্ত সাধনার পর আলেমে দ্বীন হিসাবে জাতির সম্মুখে তোমাদের উপস্থিতি বাস্তবেই আনন্দের বিষয়। বস্তুত: আল্লাহ তাআলা যাদেরকে আলেমে দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন তাদের সঙ্গে অন্যদের তুলনাই চলে না। কারুনের শান-শাওকত দেখে দুনিয়ার লোকেরা যখন বলেছিল হায়! আমাদেরও যদি এমন হতো, নিশ্চয় কারুন বড় ভাগ্যবান। তখন ইলমে দ্বীন প্রাপ্ত লোকেরা বলেছিল ধিক! তোমাদের প্রতি, ঈমানদার ও সৎলোকদের জন্য তো আল্লাহর দেয়া সাওয়াবই উৎকৃষ্ট। ধৈর্যশীল লোক ব্যতিত কেউ এ দৌলত অর্জন করতে পারে না।

অপর দিকে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন "কোনো নিয়ামত প্রাপ্তির পর কৃতজ্ঞ হলে তা আরো বাড়িয়ে দিবেন। আর অকৃতজ্ঞ হলে রয়েছে কঠিন শাস্তি। -সূরায়ে ইব্রাহীম, আয়াত:০৭

মোটকথা, ইলমে দ্বীনের এই নিয়ামত প্রাপ্তির কারণে এক দিকে যেমন খোদার দরবারে কৃতজ্ঞ হতে হবে, অন্যদিকে দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে থেকে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে। আর কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য্যশীলতা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

خصلتان من كفتا فيه كتبه شاكرا وصابرا. الحديث

অর্থ: দুটি গুণ যার মধ্যে থাকবে আল্লাহ তাআলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্য্যশীল গণ্য করবেন। আর যার মধ্যে এই দুটি গুণ থাকবে না তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্য্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত করবেন না। দ্বীনের ব্যাপারে যে নিজের চেয়ে অগ্রসরকে দেখে ও তার অনুকরণ করে এবং দুনিয়ার বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্ন ব্যক্তিকে দেখে ও নিজের প্রতি আল্লাহর অধিক অনুগ্রহ স্বরণ করে তার শুকরিয়া আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তাকে কৃতজ্ঞ, ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত করবেন। পক্ষান্তরে যে দ্বীনের ক্ষেত্রে নিজের তুলনায় নিম্নতরকে দেখে এবং দুনিয়ার ব্যাপারে উচ্চবিত্তকে দেখে অত:পর যে প্রাচুর্য হতে সে বঞ্চিত হয়েছে তার উপর আক্ষেপ করতে থাকে, আল্লাহ তাআলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল হওয়ার তাওফীক দান করবেন না। -তিরমিযি শরীফ

মূলত জাগতিক বিষয়ে অল্পে তুষ্টির জন্য ও দ্বীনের বিষয়ে অধিক আগ্রহী হওয়ার জন্য এই হাদীসে এমন অব্যর্থ চিকিৎসা বলে দেওয়া হয়েছে যার কোনো বিকল্প নেই। আর এ ছাড়া এ জগতে শান্তি পাওয়ার অন্য কোনো উপায়ও নেই। ভবিষ্যতে চলার পথে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এ বাণীকে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করবে বলে আমি আশা রাখি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এ হাদীসের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

www.pathagar.com

মাদরাসা পরিচিতি

জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া

লালবাগ ঢাকা

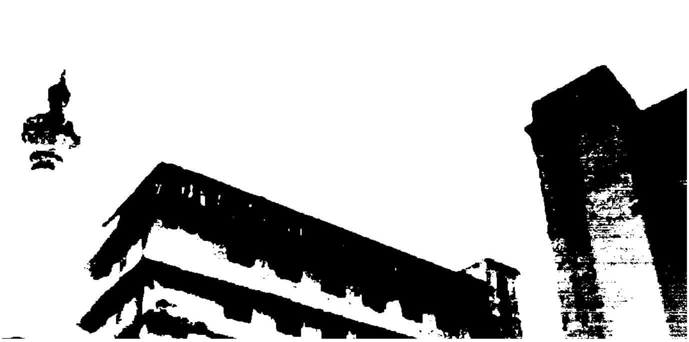

www.pathagar.com

লালবাগ জামেয়া (আরবী বিশ্ববিদ্যালয়) : পরিচিতি

দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর পরই উপমহাদেশে অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জ্ঞানান্বেষীদেরকে তখনও দেওবন্দ, সাহারানপুর, লাক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে ছুটে যেতে হত। দেশ ভাগের পর তাও অসম্ভব হয় উঠল। সময়ের এই অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু কিছু মাদ্রাসা গড়ে উঠলেও ব্যাপক চাহিদা পূরণে রাজধানীতে একটি বহুমুখী আদর্শ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করছিল।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর সুযোগ্য ভাগ্নে ও খলীফা, ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রহ. তখন ঢাকায়। স্থানীয় কিছু উলামায়ে কিরাম তাঁর কাছে এ জাতীয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বললে তিনি অত্যন্ত খুশী প্রকাশ করেন এবং তাঁর নিজের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

এ দিকে আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর রহ. তখন লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম ও খতীব। এই মসজিদকে কেন্দ্র করে তিনি কিছু ছাত্র নিয়ে হেফজ বিভাগ পরিচালনা করে আসছিলেন পূর্ব থেকেই। তিনি পবিত্র রামযান মাসে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করে এখানে এই ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেই পরিকল্পনা মুতাবেক হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ., হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মদ খান রহ., আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর রহ. হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান বেখুদ রহ. ও এলাকার মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এবং কাফেলা প্রধান হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রহ.-এর বিশেষ দুআ ও তাওয়াজ্জুহ নিয়ে লালবাগ শাহী মসজিদকে কেন্দ্র করে বিশ্ব বিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দের আদর্শ ও শিক্ষা কারিকোলাম অনুসারে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুতাবেক ১৩৭০ হিজরী সনের শাওয়াল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় ঐতিহ্যবাহী খালেছ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া' (আরবী বিশ্ববিদ্যালয়) লালবাগ, ঢাকা।

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, রহ.-এর লাগানো, সাজানো অপূর্ব সুন্দর, ফুলেল ও সুশোভিত বাগান, যেটি শত্রুশক্তির নানামুখি আঘাত, আক্রমনে আক্রান্ত হয়ে বিবর্ণ হচ্ছিলো, তখন দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করেন আমাদের পূর্বসূরী আকাবির ও আসলাফ। সেই সলফ ও আকাবির যে প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, উজ্জীবিত হয়ে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একই প্রেরণাকে পুজি করে জামেয়ার প্রতিষ্ঠাতাগণ লালবাগ জামেয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

আজ সেই ঐতিহ্যবাহী জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া (আরবী বিশ্ববিদ্যালয়) লালবাগ, ঢাকা, বাংলাদেশে দ্বীনি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং বাস্তব আমলের এক সুবিশাল, বিখ্যাত, পবিত্র, খালিস দ্বীনি বিদ্যাপীঠ। ইলমে ওহীর এই সেই মূল কেন্দ্র (আরবী বিশ্ববিদ্যালয়) যে কেন্দ্র থেকে দ্বীনের পতাকাবাহী হাজার হাজার আলেম, অসংখ্য মুহাদ্দিস, মুফাসসির, মুফতী, ফিকাহবিদ, আরবী সাহিত্যিক, আধ্যাত্মিক নেতা, আল্লাহ ভীরু এবং ইসলামের প্রচার প্রসারকারী (মুবাল্লিগ)-এর দল তৈরী করে প্রতিটি মুহূর্তে ইসলামের সংরক্ষণ ও প্রচারে অনন্য, অসাধারণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এই বিদ্যাপীঠ আজ দেশ, বিদেশে আল্লাহতে বিশ্বাসী মানুষদের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিয়েছে। ইলম ও আমলের, জ্ঞান ও হিকমতের এই পবিত্র কেন্দ্র আজ পার্থিব জগতে এক আলোকিত সুউচ্চ মিনার। জামেয়া লালবাগ থেকে ইলমে ওহীর অন্বেষণ ইলমের গভীরতা অর্জন, সুন্নাতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব অনুসরণ ও বাস্তবায়ন, আল্লাহ ভীরুতা, পার্থিব জগতের প্রতি নির্লোভ ও নির্লিপ্ততার যে আলোক ঝলমল রশ্মির বিচ্ছুরণ ঘটলো তা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো। সেই জামেয়া লালবাগ-এর পুণ্যময় ও পবিত্র কার্যক্রমে সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীনদের অপরূপ চরিত্র মাধুরী, অনন্য সাধারণ আদর্শ পুন:জীবিত ও নতুন আঙ্গিকে জাগরূক ও স্বরণীয়, বরণীয় হচ্ছে এবং জামেয়ার শিক্ষা, প্রশিক্ষণে, দ্বীনের দাওয়াত ও তাবলীগের জগতে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। যার আলো আজ পৃথিবীর দেশে দেশে, বিভিন্ন প্রান্তে, দিক দিগন্তে, আলো ছড়াচ্ছে, والحمد لله على ذالك

লালবাগ জামেয়ার ব্যতিক্রমী শিক্ষা সূচনা

হিজরী ১৩৭০ সালের শাওয়াল মাস। সমগ্র বাংলাদেশ বিশেষত: রাজধানী ঢাকার জন্য এক ঐতিহাসিক মুবারক সাল ও মাস। কারণ, শাওয়াল মাসেরই কোন এক পবিত্র দিনে বিশ্ববিখ্যাত 'দ্বিতীয় দেওবন্দ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া' লালবাগের শিক্ষাক্রম সূচনা করা হয়। মোগল সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যের প্রাচীর ঘেরা, নৈস্বর্গিক পরিবেশ সমৃদ্ধ, ঈশাখাঁর ঐতিহাসিক নিদর্শন লালবাগ কিল্লা ঘেষে আজ যে সুবিশাল মসজিদটি গড়ে উঠেছে, এই শাহী মসজিদেই সে

সময়কার এক শুভক্ষণে 'ক্বালাল্লাহ ও ক্বালার রাসূল -এর (কুরআন ও হাদীসের) দরস শুভ উদ্বোধন করা হয়।

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে প্রথম শ্রেণী থেকে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু লালবাগ জামেয়ার শিক্ষার সূচনাটাই ছিল এক ব্যতিক্রমী। সূচনা পর্বটা এখানে স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করেই করা হয়েছিল। মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ স্তর তথা দাওরায়ে হাদীসের সবকের মাধ্যমে এর শুভযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এখানে সকল ক্লাশ ও বিভাগে ছাত্র ভর্তি করে এই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হয়।

লালবাগ জামেয়ার (আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, লালবাগ) বাহ্যিক সূচনা যদিও ছিল একেবারেই মামূলী। কিন্তু প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিল এ এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এর উদ্যোক্তারা যে এক সুদূর প্রসারী চিন্তা-চেতনা এবং মহা-পরিকল্পনা সামনে রেখেই এগুচ্ছিলেন পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটির দেশজোড়া মাকবূলিয়্যাত, বিশ্বময় প্রসিদ্ধি, গ্রহণযোগ্যতা ও সফলতা এই সত্যকেই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছে।

সূচনাতেই অলৌকিক খোদায়ী মদদ

একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করেই লালবাগ জামেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। বাহ্যিক কোনো আয়োজনই ছিল না এর উদ্যোক্তাদের হাতে। ছাত্রদের পড়ানোর জন্য ছিল না কোনো উপযুক্ত স্থান। মসজিদের বারান্দাই ছিল ক্লাশ করার জন্য একমাত্র স্থান। স্থানের অভাবে ছাত্র-শিক্ষকদের ঠাসাঠাসি করে একই সঙ্গে বসবাস করতে হত সে সময়। রাতের বেলায় নিদ্রার তো তেমন কোনো সুযোগই ছিল না। শোয়ার জন্য সামান্য স্থান পাওয়া ছাত্রদের জন্য ছিল পরম পাওয়া। এস্তেঞ্জার জন্য মাদ্রাসার পৃথক কোনো টয়লেটের ব্যবস্থা ছিল না। মসজিদের দু'একটি টয়লেটের সামনে ছাত্র-শিক্ষকদের দীর্ঘ লাইন পড়ে যেত। বুড়িগঙ্গার পানি ছাড়া গোসলের বিকল্প কোন ব্যবস্থা ছিল না। এত অভাব ও সীমাহীন অসুবিধা সত্ত্বেও এখানকার ছাত্রদের মাঝে দ্বীনি শিক্ষার প্রতি ছিল এক অভাবনীয় আকর্ষণ ও কল্পনাতীত আগ্রহ। ক্বালাল্লাহ ও ক্বালার রাসূল তাদের অন্তরে এনে দিত এক পরম নৈস্বর্গিক প্রশান্তি। দুনিয়ার মোহ, ভোগ-বিলাস এসব কিছুই তাদের স্পর্শ করতে পারতনা। উস্তাদদের মায়া-মমতা ও দ্বীনি তালীম-তরবিয়্যত ছাত্রদের মাতা-পিতার স্নেহ ভালবাসার অভাব ভুলিয়ে দিত। যে কারণে খুব অল্প সময়ের মাঝেই লালবাগের প্রতি শিক্ষানুরাগীদের দৃষ্টি

www.pathagar.com

নিপতিত হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছুটে আসতে থাকে ইলম পিপাসু অসংখ্য ছাত্র। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে লালবাগ জামেয়ার সুনাম ও সুখ্যাতি। সূচনাতেই নাযিল হয় প্রতিষ্ঠানটির উপর অলৌকিক খোদায়ী মদদ। স্বল্প সময়ের মাধ্যে লালবাগ জামেয়া অনবদ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

এখানে উল্লেখ্য, হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রহ. ঢাকায় অবস্থানকালে একবার স্বপ্নে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লালবাগ জামেয়ার হাউজে অযূ করতে দেখেন। এটা নি:সন্দেহে লালবাগ জামেয়ার মাকবূলিয়্যাতের বড় প্রমাণ।

যুগে যুগে সারাবিশ্বে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এ পরিবর্তনের ঢেউ। কিন্তু লালবাগ জামেয়া কোনোকালেই কিঞ্চিত বিচ্যুত হয়নি তার মৌলিক আদর্শ ও উদ্দেশ্য থেকে। অর্ধ শতাব্দীর বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে লালবাগ জামেয়া তার গৌরবোজ্জল অতীত নিয়ে আজও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। বহু ঝড়-ঝাপটাই এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে, অনেক স্রোতের তরঙ্গমালা তাতে আঘাত হেনেছে। কিন্তু লালবাগ জামেয়া তার নীতিতে অটল, অবিচল। উপরন্তু যুগের পরিবর্তনকে তার নিজস্ব নীতিতে রূপান্তরিত করার জন্য সদা-সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে। শত বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করে তার এই প্রচেষ্টা ছিল নিতান্তই ইসলামের স্বার্থে। তাই আজ বাংলাদেশের মুসলমানরা দীর্ঘ সময় গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যতটুকু ধর্মপরায়ণ, আল্লাহভীরু, তা সচরাচর অন্য কোনো মুসলিম দেশের নাগরিকদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না।

১১ দফা মৌলিক আদর্শ

এক. সর্বক্ষেত্রে সালফে সালেহীন তথা আমাদের অনুকরণীয় পূর্ব পুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষা নীতির পূর্ণ অনুসরণের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের সেবায় তাঁদের অনুসৃত পদ্ধতির পূর্ণ অনুকরণ ও বাস্তবায়ন করা।

দুই. মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে সুসম্পর্কের আত্মবন্ধন সুদৃঢ় ও সম্প্রসারিত করা। ইসলাম বিরোধী অমুসলিম গোষ্ঠীর বিষাক্ত আক্রমণ থেকে সাধারণ মুসলমানের ঈমান আক্বীদা সুরক্ষা করা। মুসলিম হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষকে তার সুমহান দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। সেই সঙ্গে তাদের চিন্তা-চেতনা ও আত্মবিশ্বাসে এই ধারণা বদ্ধমূল করা যে, দান-অনুদান বা সাহায্য হিসাবে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত্ব অর্থ কারো ব্যক্তিগত বা

www.pathagar.com

ছাত্রদের উপর বদান্যতার জন্য নয়; বরং এটি হল একজন মুসলমান হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহের অংশবিশেষ মাত্র। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামান্য সহায়তা ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও তাহযীব-তমুদ্দনের ভীত মজবুত ও সুদৃঢ় করা তার অপরিহার্য কর্তব্য।

তিন. আধুনিক সভ্যতার নামে পাশ্চাত্যের ইসলাম বিরোধী যে সব সংস্কৃতি আমাদের দেশে আমদানী হয়েছে বা হচ্ছে, তার ভয়াল ও বিষাক্ত থাবার মরণছোবল থেকে মুসলিম জনসাধারণকে সচেতন, সতর্ক ও হুঁশিয়ার করে দেয়া। যেন মুসলিম জনসাধারণ ইসলামের বিরুদ্ধে এই সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশী অপশক্তির হীন ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

চার. আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যুব সমাজের মন-মগজকে পাশ্চত্য শিক্ষার কু-প্রভাব থেকে মুক্ত করে তাদের মাঝে আত্ম-মর্যাদাবোধ ও দেশ প্রেমের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালান।

পাঁচ. হানাফী মাযহাবের সম্পূর্ণ অনুসরণ করে কুরআন-হাদীস দ্বারা স্বীকৃত অন্যসব মাযহাবের প্রতি সুধারণা পোষণ করা। সত্যের উপর সু-প্রতিষ্ঠিত সকল মাযহাবকেই সঠিক মনে করা এবং তার প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করা। কুরআন-হাদীস অনুসরণের নামে ভ্রষ্ট ব্যক্তিপূঁজা এবং ইসলামকে হাসি-তামাশায় রূপান্তরকারীদের ষড়যন্ত্র থেকে জাতিকে সতর্ক করা।

ছয়. দ্বীনী ইলমের হাকীকত, তাসাউওফ তথা আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন এবং তায্কিয়ায়ে নফসের (নফসের পরিশুদ্ধি) মাধ্যমে শরীয়তে ইসলামের চূড়ান্ত এবং অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছা। সেই সঙ্গে ইলমে মারেফাতের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

সাত. বিদ্আত ও কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ বিরত থেকে ইখলাছ ও নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামী শরীয়তকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবে রূপায়ন করা।

আট. মুসলিম রাষ্ট্র বা সরকারের আনুগত্য ও পূর্ণ সমর্থন করা এবং এর বিরুদ্ধাচরণকে সম্পূর্ণ বেআইনী ও অবৈধ মনে করা। যদি রাষ্ট্রের কর্ণধাররা অজ্ঞতাবশত: ইসলাম বা শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপে বাধ্য করার অপচেষ্টা চালায়, তবে তার প্রতিরোধে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

নয়. আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বিশেষত: বিজ্ঞানের সকল প্রযুক্তিকে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক ও উপকারী মনে করা। বিজ্ঞানের আধুনিক প্রযুক্তিকে ইসলাম ও দ্বীনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মনে না করা। ঠিক এমনিভাবে প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে তাসাউওফ তথা আধ্যাত্মিকতার পরিপন্থী মনে না করা। আধুনিক শিক্ষা বা

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের প্রযুক্তির নামে ইসলাম বিবর্জিত ভোগ-বিলাস, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা উলঙ্গপনা এবং খোদায়ী বিধানের দ্রোহীতার চরম বিরুদ্ধাচরণ এবং প্রতিরোধের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দশ. প্রচলিত রাজতন্ত্র ও পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী মনে করা। ইসলামী গণতন্ত্র এবং সৎ ন্যায়পরায়ণ ও বিশিষ্ট যোগ্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত ইসলামী শুরায়ী নীতিকে সমর্থন ও অনুমোদন করা।

এগার. জ্ঞানার্জন করতে হবে শুধু এজন্যই জ্ঞানার্জন নয়; বরং জ্ঞানার্জনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য হবে, আর তা হল, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সংশোধন, মানবিক গুণের সমাহার এবং উত্তম চরিত্রের পরাকাষ্ঠা হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

সূচনাকাল থেকেই হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রহ. কে প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর ন্যায় বুযুর্গ ও সুদক্ষ ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটি দ্রুত উন্নতি লাভ করে। হযরত হাফেজ্জী হুযুর রহ. যেমন এর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন, ঠিক তেমনি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর রূহানী তাওয়াজ্জুহ্‌ এই প্রতিষ্ঠানকে মাকবূলিয়্যাত দান করে। হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর ইন্তেকালের পর হযরত মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ্‌ মুহাদ্দিস সাহেব রহ. এবং আমীরে শরীয়ত হযরত মাওলানা মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযূর রহ. এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর ইন্তেকালের পর ১৪০৭ হিজরী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর একান্ত শাগরিদ হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর সুযোগ্য জামাতা অত্র জামেয়ার শায়খুল হাদীস ও প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী (সাবেক এমপি) তাঁদেরই অনুসৃত পথে অত্যন্ত সুচারুরূপে অদ্যাবধি লালবাগ জামেয়া পরিচালনার মহান দায়িত্ব আন্‌জাম দিয়ে আসছেন।

ফাতওয়া বিভাগ পরিচিতি: খালেছ দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসা যেমন গোটা বাংলাদেশ এমন কি উপমহাদেশে একটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ নাম। তেমনি লালবাগ জামেয়ার ফাতওয়া বিভাগ এ দেশের আপামর মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিকটও স্বীকৃত এবং সর্বজনবিদিত একটি নাম। সরকারী ও বেসরকারী সব পর্যায়ে রয়েছে লালবাগ জামেয়ার ফাতওয়া বিভাগের স্বীকৃতি। যে কোনো সমস্যার ইসলাম সম্মত

www.pathagar.com

সমাধান এখানকার ফাতওয়া বিভাগ থেকে প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের সরকারী কোর্ট কাচারীতে যেসব বিষয়ে ইসলামী বিধি-বিধান এখনো প্রযোজ্য, সেসব ব্যাপারে বিচারকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লালবাগ জামেয়ার ফাতওয়া বিভাগের মতামত চেয়ে থাকেন। তাছাড়া গ্রাম্য বিচার-সালিসেও লালবাগের ফতওয়া ফারায়েযকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা হয়। লালবাগের ফতওয়া বিভাগের গ্রহণযোগ্যতা এত অধিক যে অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে, অন্যকোনো স্থান থেকে সঠিক ফতওয়া প্রাপ্তির পরও সাধারণ মানুষ পুনরায় লালবাগের দ্বারস্থ হয়ে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে। দেশের অধিকাংশ আলেম, মসজিদের ইমাম, খতীব এমন কি মুফতীগণ পর্যন্ত নিজে ফতওয়া না দিয়ে জনগণকে লালবাগ মাদ্রাসা থেকে ফতওয়া নেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। প্রতিদিন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসছে লালবাগের ফতওয়া বিভাগে। জামেয়ার ফতওয়া বিভাগ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দলীল প্রমাণসহ সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায়, সংক্ষিপ্ত আকারে বিনা পরিশ্রমে শরীয়ত অনুযায়ী জনগণের প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধান দিয়ে যাচ্ছে। জামেয়ার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এই বিভাগটি চালু করা হয়। শুরু থেকেই এই বিভাগের প্রধান মুফতী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের সাবেক খতীব, মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল মুঈয রহ.। ফাতাওয়া প্রদানে তাঁর সতর্কতা ও আন্তরিকতার কোনো নজীর নেই। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মুফতী আব্দুল মুঈয রহ.-এর ইন্তেকালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিভাগের প্রধান মুফতীর দায়িত্ব পালন করছেন জামেয়ার বর্তমান প্রিন্সিপাল, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী।

www.pathagar.com

১৪৩১-৩২ হিজরী

১৪১৭-১৮ বঙ্গাব্দ

২০১০-১১ ঈসায়ী সনের

শিক্ষা সমাপনী ছাত্রদের পরিচিতি

www.pathagar.com

[redacted]

১৪৩১-৩২ হিজরী শিক্ষাবর্ষের

শিক্ষা সমাপনী ছাত্রদের পরিচিতি

দাওরায়ে হাদিস (টাইটেল)

(এই নামতালিকা ভর্তি ক্রমানুসারে)

[redacted]

মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন (সোহরাব)
পিতা: মুহা: অলিউল্লাহ
গ্রাম: আমলকী, পোস্ট: কৈলাইন
থানা: চান্দিনা
জেলা: কুমিল্লা

মাওলানা হা. মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ
পিতা: হা. মাও. হাবীবুল্লাহ
গ্রাম: পাঁচানী, পোস্ট: শম্ভুপুরা
থানা: আড়াইহাজার
জেলা: নারায়ণগঞ্জ

[redacted]

মাওলানা মুহাম্মদ তাওসীফুর রহমান
পিতা: গোলাম আযম
গ্রাম: মাতুয়াইল (কাঠের পুল)
পোস্ট: মৃধাবাড়ি, থানা: যাত্রাবাড়ি
জেলা:ঢাকা

মাওলানা হা. মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ
পিতা: হা. মাও: মুখতার আহমদ
গ্রাম: দক্ষিণ পূর্ব বক্সনগর
পোস্ট: সারুলীয়া, থানা: ডেমরা
জেলা: ঢাকা

[redacted]

মাওলানা মুহাম্মদ আতিকুল ইসলাম
পিতা: আব্দুল আহাদ সরদার
গ্রাম: সিন্দুর উড়া
পোস্ট: গোকর্ণ ঘাট
থানা ও জেলা: বি-বাড়িয়া

মাওলানা হা. মুহাম্মদ মুঈনুদ্দিন আহমেদ
পিতা: জনাব জয়নুল আবেদীন সরকার
গ্রাম: মুরাদ নগর (বন্দকার পাড়া)
পোস্ট+থানা: মুরাদ নগর
জেলা: কুমিল্লা

[redacted]

মাওলানা হা. মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ
পিতা: হা. মাও. মোহাম্মদ উল্লাহ
গ্রাম: বদরপুর ওলামা বাড়ি
পোস্ট: ঢালুয়া বাজার, থানা: নাঙ্গলকোট
জেলা: কুমিল্লা

মাওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
পিতা: হাজী আব্দুল জলিল
গ্রাম: চর গলগলিয়া, পোস্ট: পশ্চিমদী
থানা: সিরাজদিখান
জেলা: মুন্সিগঞ্জ

[redacted]

মাওলানা হা. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
পিতা: আব্দুর রব
মহল্লা: পূর্ব ইসলামবাগ
পোস্ট: পোস্তা
থানা: লালবাগ, জেলা: ঢাকা

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
পিতা: মুহাম্মদ ইরফান
গ্রাম: ১২/কে,বি রুদ্র রোড চাঁদনী ঘাট
থানা: চকবাজার, ঢাকা
জেলা: ঢাকা

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ বেলাল হোসাইন
পিতাঃ মাস্টার মুসলেহ্ উদ্দীন
গ্রামঃ চর হাসান হুসাইন
পোস্টঃ নুরিয়া মাদরাসা, থানাঃ রামগতি
জেলাঃ লক্ষীপুর

মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন আহমদ
পিতাঃ শফিকুল হক সরকার
গ্রাম ও পোস্টঃ কুড়িঘর
থানাঃ নবী নগর
জেলাঃ বি-বাড়িয়া

মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম নোমান
পিতাঃ ইসমাঈল হোসেন
গ্রাম : শূন্যের চর
পোস্টঃ সূর্যমুখী চৌমুহনী বাজার
থানাঃ হাতিয়া, জেলাঃ নোয়াখালী

মাওলানা হা. মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
পিতাঃ আব্দুস সালাম
গ্রামঃ হোগলাকান্দি (দক্ষিণ পাড়া)
পোস্টঃ হোগলাকান্দি, থানাঃ গজারিয়া
জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ

মাওলানা মুহাম্মদ মহিউদ্দীন আশরাফী
পিতাঃ মুহা. আলী আশ্রাফ
গ্রামঃ আলীপুর, পোস্টঃ ওয়ারক
থানাঃ শাহরস্তি
জেলাঃ চাঁদপুর

মাওলানা মুহাম্মদ উসমান গণী সিরাজী
পিতাঃ আলহাজ্ব মুহাঃ আজম মোল্লা
গ্রামঃ রতন কান্দি (দক্ষিণ পাড়া)
পোস্টঃ রতনকান্দি, থানাঃ শাহজাদপুর
জেলাঃ সিরাজগঞ্জ

মাওলানা মুহাম্মদ খোরশেদ আলম
পিতাঃ আলহাজ্ব মুহাঃ ফরিদ মিয়া
গ্রাম / পোস্টঃ উনকুট
থানাঃ চৌদ্দগ্রাম
জেলাঃ কুমিল্লা

মাওলানা মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ
পিতাঃ মরহুম জহিরুল ইসলাম
গ্রামঃ বিরামপুর
পোস্টঃ গোকর্ণ ঘাট
থানা ও জেলাঃ বি-বাড়িয়া

মাওলানা মুহাম্মদ এনামুল হক সিদ্দিকী
পিতাঃ সোজন আলী
গ্রামঃ ছোট লোহা বই
পোস্টঃ বরাইদ বাজার
থানাঃ ভালুকা, জেলাঃ মোমেনশাহী

মাওলানা হা. সালেহ আহমদ (সালেকিন)
পিতাঃ মরহুম আবুল হোসেন প্রধান
গ্রামঃ হাসিমপুর, পোস্টঃ এখলাছপুর
থানাঃ মতলব (উত্তর)
জেলাঃ চাঁদপুর

মাওলানা মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম
পিতাঃ মাও. আব্দুল মতিন
গ্রামঃ কাশিনাথপুর (নতুন পাড়া)
পোস্টঃ কাশিনাথপুর, থানাঃ সাথিয়া
জেলাঃ পাবনা

মাওলানা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন
পিতাঃ আব্দুস সামাদ
গ্রামঃ সুবন্দী, পোস্টঃ ধামসোনা
থানাঃ সাভার আশুলিয়া
জেলাঃ ঢাকা

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
পিতাঃ মুহা. নুরুন্নবী
গ্রামঃ কাজাইকাটা, পোস্টঃ মাহমুদপুর
থানাঃ মেলান্দহ
জেলাঃ জামালপুর

মাওলানা হা. মুহাম্মদ জাফর আহমাদ
পিতাঃ মুহা. জয়নাল আবেদীন
গ্রামঃ আহসান বাগ, পোস্টঃ আশ্রাফাবাদ
থানাঃ কামরাঙ্গীরচর
জেলাঃ ঢাকা

মাওলানা হা. মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
পিতাঃ মুহাঃ কাজম আলী
গ্রামঃ শ্রীপুর, পোস্টঃ জয়পুর
থানাঃ হোমনা
জেলাঃ কুমিল্লা

মাওলানা হা. মুহাম্মদ আব্দুশ শাকুর
পিতাঃ নুরুল হক
গ্রামঃ নুরবাগ, পোস্টঃ আশরাফাবাদ
থানাঃ কামরাঙ্গীরচর
জেলাঃ ঢাকা

মাওলানা হা. মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
পিতাঃ রফিকুল ইসলাম
গ্রামঃ পশ্চিম আতাদী
পোস্টঃ সুলতান সাদী
থানাঃ আড়াইহাজার, জেলাঃ নারায়ণগঞ্জ

মাওলানা মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ আহ্বার
পিতাঃ নারায়ণ চন্দ্রশীল
গ্রামঃ মাদবর বাজার
পোস্টঃ আশরাফাবাদ
থানাঃ কামরাঙ্গীরচর, জেলাঃ ঢাকা

মাওলানা হা. মুহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম
পিতাঃ হা: মাওঃ খোরশেদ আলম
গ্রামঃ +পোস্টঃ দিঘীরপাড়
থানাঃ মুরাদ নগর
জেলাঃ কুমিল্লা

মাওলানা হা. মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান
পিতাঃ হাজী আব্দুল আউয়াল
৪৩, খাজে দেওয়ান ১ম লেন
লালবাগ, ঢাকা-১২১১

মাওলানা মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
পিতাঃ হাসমত আলী
গ্রামঃ টাবুরচর, পোস্টঃ ডিগ্রীর চর
থানাঃ ইসলামপুর
জেলাঃ জামালপুর

মাওলানা মুহাম্মদ আবু হানিফা
পিতাঃ মুহা. নাসির উদ্দিন মুন্সি
গ্রামঃ চান্দপুর
পোস্টঃ পাঘাচং
থানা ও জেলাঃ বি-বাড়িয়া

মাওলানা মুহাম্মদ ইমরান হোসাইন
পিতাঃ হাজী হাফেজ মোহাম্মদ আলী খান
গ্রামঃ শ্রীনগর, পোস্টঃ ভবেরচর
থানাঃ গজারিয়া
জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ

মাওলানা মুহাম্মদ জুনাইদ আহমদ
পিতাঃ মাও. এম. এ মুকিত
গ্রামঃ ও পোস্টঃ সৈয়দাবাদ
থানাঃ কসবা
জেলাঃ বি-বাড়িয়া

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের হাসান
পিতাঃ হাজী মুহা. হানিফ
১৩৪ আবুল হাসানাত রোড
চকবাজার, ঢাকা-১১০০

মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুল হক
পিতাঃ ক্বারী মুহাঃ নূরুল ইসলাম
গ্রাম ও পোস্টঃ চন্দ্রপুর
থানাঃ কালীগঞ্জ
জেলাঃ লালমনির হাট

মাওলানা হা. তরিকুল ইসলাম (শাহজাহান)
পিতাঃ হাজী মুহা. মুজাফ্‌ফর আলী
গ্রামঃ নন্দারামপুর, পোস্টঃ পোড়াদিয়া
থানাঃ বেলাবো
জেলাঃ নরসিংদী

মাওলানা হা. মুহাম্মদ ওমর ফরুক
পিতাঃ মরহুম মুন্সি রাজা মিয়া
গ্রামঃ লেমুয়া পূর্ব পাড়া
পোস্টঃ লেমুয়া ঠনারপাড়, থানাঃ সেনবাগ
জেলাঃ নোয়াখালী

মাওলানা হা. মুহাম্মদ মোবারক করীম
পিতাঃ মুয়াজ্জাম হোসাইন
গ্রামঃ মেঘা, পোস্টঃ বাদল কোট
থানাঃ চাটখিল
জেলাঃ নোয়াখালী

মাওলানা মুহাম্মদ কাউছার আহমেদ
পিতাঃ ছোবেদ আলী
গ্রামঃ মজলিশপুর পশ্চিমপাড়া
পোস্টঃ মজলিশপুর
থানা ও জেলাঃ বি-বাড়িয়া

মাওলানা হা. মুহাম্মদ মাসুদ আহমদ খাঁন
পিতাঃ মুহা. উমর আলী খাঁন
গ্রামঃ সবুজবাগ
পোস্ট ও থানাঃ শ্রীপুর
জেলাঃ গাজীপুর

মাওলানা মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম
পিতাঃ হাজী মোদ্দাচ্ছের তালুকদার
গ্রামঃ তালুকদার কান্দি
পোস্টঃ বুরহামগঞ্জ, থানাঃ শিবচর
জেলাঃ মাদারীপুর

মাওলানা হা. মুহাম্মদ আনোয়ার হুসাইন
পিতাঃ মরহুম আব্দুল হান্নান
গ্রামঃ গনেরগাঁও
পোস্টঃ মাধবদী
থানা ও জেলাঃ নরসিংদী

মাওলানা হা. মুহাম্মদ যোবায়ের হুসাইন
পিতাঃ হাতেম আলী
গ্রামঃ বাগিচাপুর, পোস্টঃ লতিফপুর
থানাঃ নালিতাবাড়ি
জেলাঃ শেরপুর

মাওলানা হা. মুহাম্মদ গোলাম আজম
পিতাঃ আলহাজ্ব আব্দুর রব
দক্ষিণ ঝিলটুলি
ইমামবাগ
ফরিদপুর সদর

মাওলানা মুহাম্মদ সিদ্দীকুর রহমান খাঁন
পিতাঃ আলহাজ্ব মুহা. সৈয়দ আলী খাঁন
গ্রামঃ দোবাড়ীয়া, পোস্টঃ বাড়েরা
থানাঃ চান্দিনা
জেলাঃ কুমিল্লা

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ নুরুজ্জামান
পিতা: গিয়াস উদ্দিন
গ্রাম: জিনারামপুর
পোস্ট: চরদিঘলদী
থানা ও জেলা: নরসিংদী

মাওলানা হা. মুহাম্মদ ইমদাদউল্লাহ আরিফ
পিতা: ডা. এ.কে.এম ইব্রাহীম
গ্রাম: রুদ্রগ্রাম, পোস্ট: কাজির শিমলা
থানা: ত্রিশাল
জেলা: মোমেনশাহী

মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক
পিতা: আব্বাক আলী শাহ্
গ্রাম: পারুলা, পোস্ট: শফিকপুর
থানা: রাণীনগর
জেলা: নওগাঁ

মাওলানা হা. মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ খাঁন
পিতা: হা. মাও. শফিকুল ইসলাম
গ্রাম: গওহরডাঙ্গা
পোস্ট: খাদেমুল ইসলাম মাদরাসা
থানা: টুঙ্গীপাড়া, জেলা: গোপালগ

মাওলানা হা. মুহাম্মদ ইমরান হুসাইন
পিতা: হাজী সিদ্দিকুর রহমান তরফদার
গ্রাম ও পোস্ট: নারিকেল বাড়িয়া
থানা: বাঘারপাড়া
জেলা: যশোর

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাসান
পিতা: ক্বারী আব্দুর রহীম
গ্রাম: দক্ষিণ আমড়া গাছিয়া
পোস্ট: জনতা বাংলা বাজার
থানা: রায়েন্দা, জেলা: বাগেরহাট

মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ
পিতা: আব্দুল্লাহ খাঁন
গ্রাম: সাহাব্দী নগর
পোস্ট: পারুয়া, হাজারীহাট
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম

মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ হোসেন
পিতা: আব্দুস সালাম
গ্রাম: সাহাব্দী নগর
পোস্ট: পারুয়া, হাজারী হাট
থানা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম

মাওলানা হা. মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ বিন যায়েদ
পিতা: জায়েদ আলী
গ্রাম ও পোস্ট: দাউদকান্দি
থানা: টুঙ্গিপাড়া
জেলা: গোপালগঞ্জ

মাওলানা মুহাম্মদ ইসতিয়াক আহমদ (ত্বাকী)
পিতা: সামসুদ্দিন আহমদ
গ্রাম ও পোস্ট: পলাশ
থানা: পলাশ
জেলা: নরসিংদী

মাওলানা মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দীন
পিতা: মরহুম মুহা: বাচ্চু মিয়া
গ্রাম: বিজেশ্বর
পোস্ট: উলচা পাড়া
থানা ও জেলা: বি- বাড়িয়া

মাওলানা হা. মুহাম্মদ ইমাম হোসেন মিরাজ
পিতা: মোশাররফ শেখ
গ্রাম: মশদগাঁও, পোস্ট: ভোগদিয়া
থানা: লৌহজং
জেলা: মুন্সিগঞ্জ

www.pathagar.com

হিফজ বিভাগ

হাফেজ মুহাম্মদ সোলাইমান
পিতা: ডা. মুহা. ইব্রাহীম
গ্রাম: নারায়ণতলা
পোস্ট: নারায়ণতলা বাজার
থানা: সুনামগঞ্জ, জেলা: সুনামগঞ্জ

হাফেজ মুহাম্মদ এনামুল হক
পিতা: হাজী মুহা: ইন্তাজ আলী মুন্সি
গ্রাম: পশ্চিম বিলাশপুর
পোস্ট: কাকোরগুড়া
থানা: শুষং দুর্গাপুর, জেলা: নেত্রকোনা

হাফেজ মুহাম্মদ সোহ্‌রাব হোসাইন
পিতা: মুহা: দৌলত হোসেন
গ্রাম: বড় কালাগাছিয়া
পোস্ট: মনিপুর বাজার, থানা: হোমনা
জেলা: কুমিল্লা

হাফেজ মুহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (অলি)
পিতা: হাজী আব্দুল খালেক (চেয়ারম্যান)
গ্রাম: কারছাইল, পোস্ট: ডেওড়ুকুন
থানা: পূর্বধলা
জেলা: নেত্রকোনা

হাফেজ মুহাম্মদ বায়েজিদ
পিতা: মুহা: জহুরুল হক
গ্রাম: তপার কান্দি, পোস্ট: দিগনগর
থানা: মুকসেদপুর
জেলা: গোপালগঞ্জ

হাফেজ মুহাম্মদ কাউসার আহ্‌মাদ
পিতা: মুহা: আব্বাস দেওয়ান
গ্রাম: খেজুরবাগ, পোস্ট: পাড়গেন্ডারিয়া
থানা: কেরানীগঞ্জ
জেলা: ঢাকা

হাফেজ মুহাম্মদ খুবাইব আহমদ
পিতা: মাও: মনিরুজ্জামান
গ্রাম: মৌজপুর, পোস্ট: মৌজপুর
থানা: মাধবপুর
জেলা: হবিগঞ্জ

হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহীম খলীল
পিতা: হা: মাও: ওবাইদুল্লাহ
গ্রাম: বিষনন্দী, পোস্ট: চৈতনকান্দা
থানা: আড়াইহাজার
জেলা: নারায়ণগঞ্জ

হাফেজ মুহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
পিতা: মুহা: দলীলুদ্দীন
গ্রাম: দাঁতপুর, পোস্ট: আংগারিয়া
থানা: পালং
জেলা: শরীয়তপুর

হাফেজ মুহাম্মদ বেলাল হোসেন
পিতা: মুহা: আব্দুল জলিল হাওলাদার
গ্রাম: ঝাটরা, পোস্ট: আঙ্গারিয়া বন্দর
থানা: দুমকী
জেলা: পটুয়াখালী

হাফেজ মুহাম্মদ জুবায়ের আহমাদ
পিতা: হাফেজ মাও. সালেহ আহমাদ
মহল্লা: আলীনগর চৌরাস্তা ১নং রোড
পোস্ট: আশ্রাফাবাদ, থানা: কামরাঙ্গিরচর
জেলা: ঢাকা

হাফেজ মুহাম্মদ তামীম আহ্‌মাদ
পিতা: মুহা: মুসলিম শরিফ
গ্রাম: চরমোনাই, পোস্ট: চরমোনাই
থানা: কোতোয়ালী
জেলা: বরিশাল

www.pathagar.com

হাফেজ মুহাম্মদ মেসবাহ উদ্দিন
পিতা: আলহাজ্ব হাবিবুল্লাহ্ সাহেব
গ্রাম: চেঙ্গাচাল, পোস্ট: চাঁদগাও
থানা: লাকসাম
জেলা: কুমিল্লা

হাফেজ মুহাম্মদ কয়েজউদ্দীন
পিতা: মুহা: জামিলউদ্দিন মিয়া
১০নং সায়েস্তা খান, পোস্ট: চকবাজার
থানা: লালবাগ
জেলা: ঢাকা

হাফেজ মুহাম্মদ আলীরাজ (অমি)
পিতা: হাজী মুহাঃ আলী আকবর
বাসা: ১১৫নং ওয়াটার ওয়াকার্স রোড,
পোস্ট: পোস্তা থানা: চকবাজার
জেলা: ঢাকা

হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুর রাকিব
পিতা: মুহা: রফি উদ্দিন
গ্রাম: ময়না, পোস্ট: ময়না
থানা: বোয়ালমারী
জেলা: ফরিদপুর

হাফেজ মুহাম্মদ রুহুল আমীন
পিতা: মুহা: আব্দুল আজীজ মুন্সি
গ্রাম: শালথ, পোস্ট: পন্ডিতশার বাজার
থানা: নড়িয়া
জেলা: শরীয়তপুর

হাফেজ মুহাম্মদ আবুল হাসান
পিতা: মুহা:হাবিবুল্লাহ
গ্রাম: কাজহরদী
পোস্ট: অলিপুরা বাজার
থানা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ

হাফেজ মুহাম্মদ ইয়াকুব আহমাদ
পিতা: মুহা: আফাজুদ্দীন
গ্রাম: হরিহরদি, পোস্ট: অলিপুরা
থানা: সোনারগাঁ
জেলা: নারায়ণগঞ্জ

হাফেজ মুহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম
পিতা: মাষ্টার মুহা: ছালাহ উদ্দিন সিকদার
গ্রাম: গুয়াবাড়িয়া, পোস্ট: গুয়াবাড়িয়া
থানা: হিজলা
জেলা: বরিশাল

হাফেজ মুহাম্মদ ইসমাঈল
পিতা: মো: জালাল উদ্দীন
গ্রাম: রায়ের চর, পোস্ট: ফুলবাড়ীয়া হাট
থানা: সানথা
জেলা: ফরিদপুর

হাফেজ মুহাম্মদ শরীফুল ইসলাম
পিতা: হাফেজ মাওঃ মাহবুবুল্লাহ
গ্রাম: পাঁচানী, পোস্ট: শম্ভুপুরা
থানা:আড়াই হাজার
জেলা: নারায়ণগঞ্জ

হাফেজ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
পিতা: মুহা: জয়নাল আবেদীন
১১৫/৭/৫ ইসলামবাগ
পোস্তা, লালবাগ
ঢাকা-১২১১

হাফেজ মুহাম্মদ মারগুব রহমান
পিতা: মাও: সাঈদ আহমাদ
গ্রাম: ডুবাইল, পোস্ট: কাওরাইদ
থানা: গফরগাঁও
জেলা: মোমেনশাহী

www.pathagar.com

হাফেজ মুহাম্মদ মনির হোসেন
পিতা: মুহা: শাহ আলম
গ্রাম: হাজীপুর, পোস্ট: হাজীপুর
থানা: দৌলতখাঁ
জেলা: ভোলা

হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
পিতা: হা: মাওঃ সুলাইমান
বাইতুননাজাত মাদ্রাসা, মাদানী নগর
থানা: সিদ্ধিরগঞ্জ
জেলা: নারায়ণগঞ্জ

হাফেজ মুহাম্মদ শামীম আহমেদ
পিতা: মুহা: আজহার মিয়া
গ্রাম: উত্তর নরসিংপুর, পোস্ট: কাশিপুর
থানা: ফতুল্লা
জেলা: নারায়ণগঞ্জ

হাফেজ মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান (নীরব)
পিতা: মুহা: হাদিস হাওলাদার
গ্রাম: হাজীপুর, পোস্ট: হাজীপুর
থানা: দৌলতখাঁ
জেলা: ভোল

হাফেজ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
পিতা: মুহা. হাফেজ সুলাইমান
গ্রাম: রামনগর, পোস্ট: মহেশপুর
থানা: বাঘেরগঞ্জ
জেলা: বরিশাল

ইফতা বিভাগ
(তাখাসসুস ফিল ফিক্হ)

মাওলানা হা. মুহাম্মদ জুবায়ের
পিতা: মাওঃ আব্দুল কুদ্দুছ
গ্রাম: ভূলাচং পো: উলচাপাড়া
উপজেলা: শহীদবাড়িয়া
জেলা: শহীদবাড়িয়া (বি-বাড়িয়া)

মাওলানা হা. মুহাম্মদ শামসুদ্দীন
পিতা: মাওঃ আব্দুর রব (রহ.)
২৮/১০, তাজমহল রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

মাওলানা হা. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ মেহেন্দীগঞ্জী
পিতা: ক্বারী মুহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বেলালী
গ্রাম: পাজীরচর পোস্ট: লেংগুটিয়া
থানা: মেহেন্দীগঞ্জ
জেলা: বরিশাল

মাওলানা হা. মুহাম্মদ জামীল মাসরুর
পিতা: মরহুম মাওঃ মুহা: আব্দুর রশিদ
২২নং নূর বাগ
আশরাফাবাদ
কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা

www.pathagar.com

মাওলানা হা. মুহাম্মদ মহিউদ্দীন
পিতা: মরহুম মুহা. মুসলেম উদ্দীন
গ্রাম: তালিম নগর, পোস্ট: রামকৃষ্ণপুর,
থানা: হোমনা
জেলা: কুমিল্লা

মাওলানা হা. মুহাম্মদ জাকির হুসাইন
পিতা: মুহা. রফীকুল ইসলাম
গ্রাম: বকশীগঞ্জ উত্তর বাজার
পোস্ট: বকশীগঞ্জ বাজার,
থানা: বকশীগঞ্জ, জেলা: জামালপুর

মাওলানা হা. মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম (তানিম)
পিতা: মুহা. সিরাজুল ইসলাম
৪৪/এ/২ আজিমপুর রোড
ঢাকা-১২০৫

মাওলানা হা. মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান (রাশেদ)
পিতা: মুহা. আফাজ উদ্দীন
গ্রাম: শান্তিনগর (পশ্চিম দিগারকান্দা)
পোস্ট: আমলীতলা, থানা: সদর
জেলা: ময়মনসিংহ

মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা আল হুসাইন
পিতা: মুহাম্মদ আব্দুল হাই
গ্রাম: গোয়ালগাতী,
পোস্ট: খামারের বাজার, থানা: মুক্তাগাছা
জেলা: মোমেনশাহী

মাওলানা হা. মুহাম্মদ বেলাল বিন আহমদ
পিতা: হাফেজ আহমদ
গ্রাম: কেগলা, পোস্ট: নবাবপুর
থানা: চান্দিনা
জেলা: কুমিল্লা

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
পিতা: মুহা. শরীফ খান
গ্রাম: আঠালিয়া, পোস্ট: ধল্লা বাজার,
থানা: সিংগাইর
জেলা: মানিকগঞ্জ।

মাওলানা মুহাম্মদ খোরশেদ আলম
পিতা: মুহা. হাসান
গ্রাম: দেউলা বাড়ী প্রামানিক পাড়া
পোস্ট: দেউলা বাড়ী, থানা: মেলান্দহ
জেলা: জামালপুর

মাওলানা হা. আহসান হাবীব (আহমদুল্লাহ)
পিতা: হা. মাও. মুস্তাফিজুর রহমান
গ্রাম: কড়াপুর, পোস্ট: বসুর হাট
থানা: কোতোয়ালী, জেলা: বরিশাল

মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
পিতা: আব্দুল মুত্তালিব
গ্রাম: নিজ সরিষা, পোস্ট: কুশীপাড়া
থানা: ঈশ্বরগঞ্জ
জেলা: মোমেনশাহী

মাওলানা হা. মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান
পিতা: নূর মুহাম্মদ
গ্রাম: উত্তর ঘোমগাঁও
পোস্ট: রূপসী বাজার, থানা: ফুলপুর
জেলা: মোমেনশাহী

মাওলানা মাহমুদুল হাসান
পিতা: আকরাম হোসাইন
গ্রাম: বাটালী, পোস্ট: বেতাগৈর
থানা: নান্দাইল
জেলা: মোমেনশাহী

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ শাহাদাত হুসাইন শামীম
পিতা: মুহা. শহিদুল্লাহ
গ্রাম: নজরপুর, পোস্ট: বজরা
থানা: সোনাইমুড়ী
জেলা: নোয়াখালী

মাওলানা মুহাম্মদ আল-আমীন
পিতা: মুহাঃ মোকসেদ বিশ্বাস
গ্রাম: মোকামপুর বাজার
পোস্ট: মোকামপুর
থানা: তেরখাদা, জেলা: খুলনা

মাওলানা হা. মুহাম্মদ যুবায়ের রশীদ
পিতা: হাফেজ আব্দুর রশীদ
গ্রাম: চাংলা, ডাকঘর: বদলগাছী
উপজেলা: বদলগাছী
জেলা: নওগাঁ

মাওলানা হা. মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার মোল্লা
পিতা: আঃ রহমান মোল্লা
গ্রাম: নগরভাদ, পোস্ট: আটঘড়ি
থানা: মির্জাপুর
জেলা: টাঙ্গাইল

মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
পিতা: মুহাঃ নুর আলম
গ্রাম: উত্তর রেহানিয়া, পোস্ট: সূর্যমূখী
থানা: হাতিয়া
জেলা: নোয়াখালী

মাওলানা হা. মুহাম্মদ আয়াতুল্লাহ (মিছবাহ)
পিতা: হাজী মুহাঃ আব্দুল হামিদ
গ্রাম: বাহেরবালী পূর্বপাড়া
পোস্ট: হুমায়ূনপুর
থানা: বাজিতপুর, জেলা: কিশোরগঞ্জ

মাওলানা হা. শেখ মুহাম্মদ শামসুল হক
পিতা: শেখ মুহাম্মদ আঃ শাকুর
৭০ নং ওয়াটার ওয়াক্স রোড
পোস্তা, লালবাগ
ঢাকা-১২১১

মাওলানা মুহাম্মদ শাহ আলম
পিতা: মরহুম কেরামত আলী
গ্রাম: উত্তর মোকামপুর
পোস্ট: মোকামপুর বাজার
থানা: তেরখাদা, জেলা: খুলনা

মাওলানা মুহাম্মদ ইকরাম হোসাইন
পিতা: মুহা. ইদ্রিছ আলী
গ্রাম: কাসিমনগর, পোস্ট: লক্ষীপুর
থানা: রায়পুরা
জেলা: নরসিংদী

মাওলানা হা. মুহাম্মদ আশেকে মোস্তফা
পিতা: আলহাজ্ব মাওঃ আব্দুল্লাহ
গ্রাম: আরমৈষ্টা, পোস্ট: আরমৈষ্টা
থানা: দেলদুয়ার
জেলা: টাঙ্গাইল

মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াক্কাস আলী
পিতা: মুহাম্মদ মোহির উদ্দীন
গ্রাম: কিসামত চরিতাবাড়ী
পোস্ট: কুমারীর হাট
থানা: আদিতমাড়ী, জেলা: লালমনিরহাট

মাওলানা হা. মুহাম্মদ আহমাদুল্লাহ
পিতা: ক্বারী মুহাম্মদ আফতাবউদ্দীন
গ্রাম: কাঠি, পোস্ট: কাঠিবাজার
থানা: গোপালগঞ্জ
জেলা: গোপালগঞ্জ

www.pathagar.com

মাওলানা হা. মুহাম্মদ ক্বারী ওহিদুল্লাহ
পিতা: ক্বারী মরহুম আঃ আজিজ
গ্রাম: আওতিয়া, পোস্ট: কাজুলিয়া
থানা: কোটালীপাড়া
জেলা: গোপালগঞ্জ

মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
পিতা: মুহাঃ আবুল হোসেন মাতুবব্বর
গ্রাম: গোপালীয়া, পোস্ট: সালথাবাজার
থানা: সালথা
জেলা: ফরিদপুর

মাওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহিম খলীল নাটেশ্বরী
পিতা: হাজী সিরাজুল ইসলাম
গ্রাম: পশ্চিম নাটেশ্বর (বড় হাজীবাড়ী)
পোস্ট: পশ্চিম নাটেশ্বর
থানা: সোনাইমুড়ি, জেলা: নোয়াখালী

মাওলানা হা. মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম
পিতা: মরহুম হা. মাও. ছানাউল্লাহ
গ্রাম: মহিউদ্দীন নগর, পোস্ট: সুলতানপুর
থানা: বি-বাড়ীয়া
জেলা: বি-বাড়ীয়া

মাওলানা হা. মুহাম্মদ নূহে এলাহী (দিলশাদ)
পিতা: মৃত নাজির আহমদ
৪৭/এ কসাইটুলী
বাবুবাজার
বংশাল, ঢাকা

মাওলানা হা. ক্বারী মুহাম্মদ শিহাব উদ্দীন
পিতা: মুহা. মফিজুর রহমান
গ্রাম: উত্তর দেশীবাই, পোস্ট: কাঁঠালী
থানা: জলঢাকা
জেলা: নীলফামারী

মাওলানা হা. মুহাম্মদ ইউনুস আহমদ (ঢাকুবী)
পিতা: মরহুম মুহা: ইউসুফ আহমদ
১৩/৩-এফ আর,এন,ডি রোড
কিল্লার মোড়
লালবাগ, ঢাকা-১২১১

মাওলানা মুহাম্মদ সাদিকুল আমীন
পিতা: খন্দকার মুহা. আকবর আলী
গ্রাম: নিজবর্ণি (পলাশতলী)
পোস্ট: ধানবাড়ী
থানা: ধনবাড়ী, জেলা: টাঙ্গাইল

মাওলানা হা. মুহাম্মদ সাদেকুর রহমান
পিতা: সাজিদুর রহমান
গ্রাম: কুট্টাপাড়া, পোস্ট: সরাইল
থানা: সরাইল
জেলা: বি-বাড়ীয়া

মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম
পিতা: মুখলিছুর রহমান
গ্রাম: গাংনী, পোস্ট: পাক গাংনী
থানা: মোল্লাহাট
জেলা: বাগেরহাট

www.pathagar.com

মুফতী ফজলুল হক আমিনী

পিতা :
মরহুম আলহাজ ওয়ায়েজ উদ্দীন (রহ.)

জন্ম :
১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ ১৫ নভেম্বর আমীনপুর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর

প্রাথমিক শিক্ষা :
জামিয়া ইউনুসিয়া বি-বাড়ীয়া ও বিক্রমপুর মোস্তফাগঞ্জ মাদ্রাসা মুন্সীগঞ্জ

উচ্চ শিক্ষা :
১৯৬১-১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ জামেয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ ঢাকা

বিশেষ ডিগ্রী :
১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ হাদীস ও ফিকহশাস্ত্র, পাকিস্তান করাচী নিউ টাউন মাদ্রাসা

হিফজে কুরআন :
১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ কর্মজীবনে মাত্র নয় মাসে

কর্ম জীবন :
১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ কামরাঙ্গীর চর জামিয়া নূরিয়ায় শিক্ষকতা। এ বছরই হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.) এর কন্যার সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ
১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ ঢাকা আলু বাজারে মাদ্রাসা চালু ও মসজিদের খতীবের দায়িত্ব পালন
১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ লালবাগ জামেয়ার শিক্ষক ও নায়েবে মুফতী হিসেবে যোগদান
পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে লালবাগ জামেয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন
১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ লালবাগ জামেয়ার ভাইসপ্রিন্সিপাল ও প্রধান মুফতীর দায়িত্ব লাভ
১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর ইন্তিকালের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত লালবাগ জামেয়ার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন
২০০৩ খ্রিস্টাব্দ বড় কাটারা জামিয়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলূমের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব লাভ

রাজনৈতিক জীবন :
১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ হযরত হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর নির্বাচনী কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে রাজনীতির ময়দানে পদার্পণ এবং খেলাফত আন্দোলনের মহাসচিবের দায়িত্ব লাভ
১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ হাফেজ্জী হুযূর (রহ.)-এর ইন্তিকালের পর খেলাফতের মহাসচিবের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ
১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে উলামা কমিটি গঠন এবং এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব লাভ
১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধে গঠিত সম্মিলত সংগ্রাম পরিষদের সদস্য সচিবের দায়িত্ব লাভ
১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী মোর্চার মহাসচিব ও পরবর্তীতে এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব লাভ
১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব এবং পরবর্তীতে এর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব লাভ
১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে চারদলীয় জোট গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন। বর্তমানে এ জোটের অন্যতম শীর্ষনেতা
২০০১ খ্রিস্টাব্দ ফতওয়া বিরোধী হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও সূচিত সংগ্রামে নেতৃত্ব দানের কারণে ৪ মাস কারাবরণ, ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির আমীর নির্বাচিত এবং একই বছর ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-২ আসন থেকে বিপুল ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত। এছাড়া বহু ইসলামী সামাজিক সংগঠন সংস্থা ও মসজিদ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা। বাবরী মসজিদ লংমার্চের অন্যতম মূল উদ্যোক্তা

প্রকাশিত বই :
দরসুল বুখারী লি সালাফিনাল আকাবির (আরবী), সলফ ও আকাবির কা তরীকে মুতালাআ (উর্দু), ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন (আরবী/বাংলা), ফাতাওয়ায়ে জামেয়া (৬ খণ্ড), কারবালার শিক্ষা, আদর্শ ছাত্র, আল্লাহর পথে, তিলাওয়াতে কুরআন (বাংলা, উর্দু) হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)-এর সংস্কার: দ্বীনে এলাহী, অসৎ আলেম ও পীর।

হজ্ব ও ভ্রমণ :
বেশ কয়েকবার হজ্ব ওমরাহ পালনে সৌদী আরব গমন। এছাড়াও ইসলাম ও উম্মাহ বিষয়ক বিভিন্ন [illegible] লন্ডন, সিরিয়া, ইরান, ইরাক, কাতার, ভারত, পাকিস্তান [illegible]।

www.pathagar.com